Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

6132

রামায়ণের পুনর্ধ্যান

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণের পুনর্ধ্যান

6132

Forwarded free of cost, and
with the compliments of the
Department of Education,
Government of India
New Delhi

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থকার কর্তৃক
৬/১ বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত

প্রকাশ কাল :
১লা জানুয়ারী, ১৯৯০

© সর্বসত্ব গ্রন্থকারকর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৪০ ০০ (চল্লিশ টাকা মাত্র)

মুদ্রাকর :
ষষ্ঠীচরণ ঘোষ
নিবেদিতা প্রেস
১৯/ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DONATION

पुस्तकालय
पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকা

রামায়ণ অসংখ্য, কিন্তু আসল রামায়ণ একখানাই—আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ যা জগতের আদিকাব্যরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। এই রামায়ণেরই পুনর্ধ্যান নিয়ে গ্রন্থখানি লিখিত। 'পুনর্ধ্যান' কি? কেন এর অবতারণা? এ দুয়ের প্রথমটা অতি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়াতেই। তবে 'কেন এর অবতারণা'—এর উত্তরে সেখানে যা বলা হয়েছে সেটাই যথেষ্ট নয়; প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর ছড়িয়ে আছে গ্রন্থখানির প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদেই বিশেষ করে পঞ্চদশ ও ষোড়শে।

এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, অনুগ্রহ করে একবার সূচীপত্রে চোখ বুলিয়ে নিন। একটু বিস্তারিত করেই প্রতি পরিচ্ছেদের বিষয়-সংকেত দেওয়া হয়েছে। তাই তাদের পুনরুক্তি ঘটিয়ে ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। শুধু কতিপয় বিশেষ বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ" মহর্ষির এই ব্যঞ্জনাঢ্য উক্তিটির গুরুত্ব উপেক্ষিত হওয়ায় বাল্মীকি-রামায়ণের সীতার পূর্ণাঙ্গ-স্বরূপ-উদ্ধার আজও কোথাও ঘটেনি। 'সীতা' নামটা নিয়ে বা বিশাল সীতা-জীবনের কিছু ভগ্নাংশ নিয়ে সীতা-কাহিনীর রূপক-রচনায় দেশী-বিদেশী নানা গবেষণা-ধর্মী সাহিত্যিক প্রয়াস দেখা গেছে, কিন্তু বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ সীতা-প্রতিমার প্রকৃত স্বরূপ রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত, অপরিজ্ঞাত। চরিত্র-ভাষ্য যা রচিত হয়েছে তা নিতান্তই আংশিক ও প্রমাদাত্মক। এই গ্রন্থেই হয়েছে সর্বপ্রথম বাল্মীকির সীতার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ-উদ্ধারের প্রচেষ্টা। আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সীতা-সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অপনোদন ও সীতা-চরিত্রের, শুধু মহত্ত্ব নয়, বৃহত্ত্ব ও বিশালতার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত হয়েছে গ্রন্থকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রসংগত উক্ত বাল্মীকি-বচনটির প্রযোজ্যতা ও সার্থকতা উদাহরণযোগে পদে পদেই হয়েছে প্রমাণিত।

এখানকার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বলে কোনো এক জায়গায় অঙ্গুলি-সংকেত করতে মন চায় না। তবু প্রচলিত ধারার সমালোচনে এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে ধরে নিয়ে বলতে হয়, ওর যথাযথ উত্তর দেওয়া সুকঠিন। যদি বলি, কেন্দ্রীয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয় গবেষণাজাত সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে সীতা-তত্ত্বের প্রতিপাদন, তবে অনেকটাই বলা হলো, কিন্তু সবটা নয়। সীতা-তত্ত্বের ইংগিত পাওয়া যায়—"জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা" এই বাল্মীকি-বচনের **"দেবমায়া"** প্রয়োগটি থেকে। উদ্বোধনী পরিচ্ছেদে এই তত্ত্বের উল্লেখ মাত্র, অতঃপর ২য়, ৬ষ্ঠ, ১৫শ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে ঐ সম্পর্কে বেশ কিছু সংকেত থাকলেও, 'সীতা-তত্ত্ব' বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এ গ্রন্থের ১৬শ পরিচ্ছেদে। এই কারণে একেবারে গোড়া থেকেই বারে বারে পাঠককে অনুরোধ করা হয়েছে, গ্রন্থের সামগ্রিক মূল্যায়ণের জন্য যেন একটু ধৈর্য ধরে ষোড়শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এই ভূমিকাতেও রইলো সেই বিনীত অনুরোধ।

* * *

রামায়ণের আলোচনায় এযাবৎ কোথাও দেখিনি এমন মন্তব্য যে, **রামায়ণ মূলত বেদপ্রচারক গ্রন্থ।** 'পুনর্ধ্যানে' এই সম্পূর্ণ নূতন প্রস্তাবটি হয়েছে প্রতিষ্ঠিত পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি ও ধারাবাহিক বিশ্লেষণযোগে। পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন, মহর্ষির হাতে যে এই বেদজ্ঞতার আলোকেই রচিত হয়েছে রামায়ণের অধিকাংশ চরিত্রালেখ্য, সেটা এখানকার আলোচনায় কিভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শুধু চরিত্রায়ণ নয়, বাল্মীকি গেয়ে গেছেন তাঁর রামায়ণ-গান যে আকাশের তলে, সেটা ছিলো বেদানুশীলন-জনিত সুরের আকাশ। বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে, মহর্ষির পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ সুরের বাঁধনে আজও ভারত আবার তার বিভেদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধনকে নবীভূত করে তুলতে পারে।

* * *

বেদের গুরুত্ব ও চিরকালীন উপযোগিতা নিয়ে সারস্বত মহলে সাড়া জাগানো ছাড়াও সাধারণ বিষয়মুখী যুক্তিবাদী সংসারী মানুষের কাছে এখানে তুলে ধরা হয়েছে ঐ মর্মে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কিছু তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কাইজারলিং-এর মতো বিশ্ববিশ্রুত পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিমত।

* * *

রামায়ণের জীবন-দৃষ্টি ও জীবন-সাধনার পর্যালোচনায় রামায়ণ যে এক অপূর্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানব-পূজার কাহিনী, এই মর্মে একটি তথ্যনিষ্ঠ সমীক্ষা—এই গ্রন্থের অন্যতম মৌলিক সংযোজন বলে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে।

* * *

আগেই অনুরোধ জানিয়েছি সূচীপত্র অনুধাবনের। তবু এখনকার বইয়ের ভিড়ে ঝালাপালা পাঠক যদি সময়ের অভাবে কী আছে বইখানায়, এক পলকে তার ইংগিত পেতে চান, তা হ'লে অতি সংক্ষেপে মোটা বিষয়গুলোর তালিকাটা গিয়ে দাঁড়াবে এই রকম :—

১। গবেষণা-ধর্মী আলোচনায় বাল্মীকি-রামায়ণের উপর নূতন আলোক-সম্পাত।

২। আদিকাব্য রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ, সেই ধ্যানের স্বরূপ নির্ণয়।

৩। বাল্মীকি-রামায়ণ বেদভিত্তিক ও বেদ-প্রচারক গ্রন্থ : রামায়ণের পাতায় পাতায় বেদ।

৪। রামায়ণ রচিত হয় (১) রামচরিত হিসাবে (২) সীতা-চরিত হিসাবে (৩) বেদের প্রচারার্থে।

৫। সীতা-চরিত্রের অনালোচিত নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও এই চরিত্রের বৃহত্ত্বের সন্ধান : প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন।

৬। বর্তমান নারী-জাগৃতির যুগে সীতা-চরিত্রে রূপায়িত নারী-আদর্শের উপযোগিতা নির্ণয় : সীতা প্রাচীন যুগের হয়েও আধুনিকা : নারী-প্রগতির মূলমন্ত্রে দীক্ষিতা।

৭। গবেষণাজাত সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে **সীতাতত্ত্বের** প্রতিপাদন।

৮। রামায়ণের ত্রিজগৎ নর-বানর-রাক্ষস ত্রিরাজ্যের উপাদানে গঠিত। বেদের বাঁধনে বাঁধা। ঐক্যের বীজটি বেদগর্ভ। সীতাই ঐ বীজের মূলাধার। ঐ তিন ছাড়াও আছে আর একটি, যার নাম প্রকৃতিরাজ্য, যার সঙ্গে সীতার একাত্মতা বিস্ময়কর।

৯। পরমাপ্রকৃতিরূপা সীতা ও বেদাত্মিকা সীতা : বাল্মীকি ও কালিদাস।

১০। ব্যক্তি-রাম ও রাজা-রাম। রামের রাজ-সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধার। নৈয়ায়িক ও রাজনীতিক রাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১। রামায়ণ এক অপূর্ব মানব-পূজার কাহিনী।

১২। রামায়ণে যে বেদের উপর এতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই বেদের চিরকালীন উপযোগিতার সমর্থনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিমত।

১৩। প্রধানত সীতা-কেন্দ্রিক আলোচনা হলেও রামকে গৌণ করে সীতার প্রাধান্য স্থাপন নয়, রাম-সীতার যুগ্মসত্তার জয়গান গাওয়াই উদ্দেশ্য।

১৪। বেদপ্রচারক হলেও বাল্মীকির কল্পলোকে বেদপূর্ব আগম-ভাব বা শাক্ত-ভাবের প্রতিচ্ছায়া। সীতাতত্ত্ব তাই মূলত পরমাপ্রকৃতি-বা-আদ্যাশক্তি-তত্ত্ব রূপেই বরণীয়।

এখন একটা বিশেষ কথা। পাঠক হয়তো এটা লক্ষ্য করে বিরক্ত হতে পারেন যে বহু সাহিত্যরথীর বিরূপ সমালোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে আর, সবচেয়ে বেশি যাঁকে এই আসরে আনা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন সকলের উপরে, অর্থাৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আছেন মাইকেল মধুসূদন, আছেন দীনেশচন্দ্র সেন, কৃত্তিবাস তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন তুলসীদাস ও আরো অনেকে,—কিন্তু সমালোচনার আসরে আর যাঁদেরই আনা হোক, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসাটা স্পর্ধাসূচক বলে গণ্য হওয়ার ভয় রয়েছে। তবে বিষয় যেহেতু রামায়ণ, আর এই সম্পর্কিত ভাষ্য-মন্তব্যাদি-সম্বলিত সাহিত্যকৃতি-রূপে তাঁর অবদানই যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,—তাই তাঁকে বাদ দিয়ে তো এমন একটা আসর সার্থক হওয়ার নয়? অথচ সত্যের খাতিরে রবীন্দ্র-মতবাদের খণ্ডন বা সমালোচনা অপরিহার্য হলে গ্রন্থকার যে নিরুপায় হয়ে পড়েন,—সত্যসন্ধী সংস্কারমুক্ত স্থিতধী পাঠক-সমাজ তা অবশ্যই বুঝবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রথম কথা, সমালোচিত কবি-মনীষীদের প্রত্যেকের কাছে আমি অশেষ ঋণে আবদ্ধ। তাঁদের কৃপাতেই আদিকাব্য রামায়ণের মতো বিপুল কাব্যারণ্যে পথ-পরিক্রমায় যা-হোক একটা আলো খুঁজে পেয়েছি। দ্বিতীয় কথা, এই আলোর দিশারী রূপে যাঁর কাছে আমি সর্বাধিক ঋণী, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তার মানে এই নয় যে, তাঁরই চিন্তাধারা বা মতবাদের অনুসরণে কিম্বা মন্তব্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিধ্বনি জাগিয়ে একটা নূতন আসর সাজানো হয়েছে। বরং বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে তার বিপরীত। দৃষ্টান্ত,—'রক্তকরবী'র রামায়ণ-ভাষ্য ও 'মায়ামৃগ'-ভাষ্য, 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র উর্মিলা-প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'রামায়ণ' প্রবন্ধের কতিপয় বিখ্যাত মন্তব্য প্রভৃতি। কিন্তু খণ্ডন, বিতর্ক বা সমালোচনা তো পরের কথা, অমন অসামান্য মননের তীক্ষ্ণতায় প্রথম আলোকপাত যদি রবীন্দ্রনাথের হাতে না ঘটতো, তবে পরবর্তী গবেষণার পথ কেউ দেখতে পেতো না। সমালোচন-সূত্রে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা উদ্ধার বা নবতর তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা সব কিছুরই মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিমোহন মনন-সঞ্জাত বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভার।

তবে এটাও মনে করলে ভুল হবে, অবিচার করা হবে এই দীন লেখকের প্রতি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদসূত্রে কিছু বক্তব্য সাজানো ছাড়া আলোচ্য বিষয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু মনীষাদীপ্ত ভাষ্য-মন্তব্য এবং কিছু অমূল্য কবি-বাণী আমার এখানকার পূজার ডালিতে স্থান পেয়েছে পূজার ফুলের মতো। প্রয়োজনে যাদের প্রতিবাদ করেছি, তারাও যে আমার পূজার ফুল,—এই দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই নিয়েছি তাদের এই আসরে। ভরসা রাখি, স্থিতধী বিচক্ষণ পাঠকের উদার দৃষ্টিতে এ সবই ধরা পড়বে।

আর, 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্র-লেখনী-প্রসূত রামায়ণের উৎপত্তি-কথা ও রামায়ণ-ভাষ্য যে মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণের মতোই এক অমরসৃষ্টি, তারই আলোকে পাওয়া যায় মূলের বিতর্ক-জাগানো বেশ একটু জটিলতার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা,—উচ্ছ্বসিত আনন্দে সেটা তুলে ধরেছি সকলের চোখের উপর,—সর্বকালীন কবিগুরুর কাব্য-সমীক্ষায় উদ্যোগী হয়ে একালের কবিগুরুর দানে আমি কৃতার্থ ও ধন্য হয়েছি। আশা করি, এটাও দরদী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।

পরিশেষে, আমার ক্ষমা প্রার্থনা। জ্ঞানের দীনতায় হোক, বা অন্য কারণেই হোক, যদি এই গ্রন্থের কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে, যদি মন্তব্যের উপস্থাপনে কোনো বিষয়ে মাত্রা বজায় রাখতে না পেরে থাকি, যদি কোথাও কোনো ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে সেজন্য আমি রইলাম ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমারও অন্তরের কথা মনে করে কৃতজ্ঞচিত্তে আবৃত্তি করি শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের স্বরচিত শ্লোকটি :—

অযুক্তমস্মিন্ যদি কিঞ্চিদুক্তম্
অজ্ঞানতো বা মতিভ্রমাদ্বা।
ঔদার্য-কারুণ্য-বিশুদ্ধ-ধীভি—
র্মনীষিভিস্তৎ কৃপয়া বিশোধ্যম্ ॥

রাখীপূর্ণিমা—আষাঢ়, ১৩১৬।
৬/১/বি, প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা-২৬

ইতি
বিনীত গ্রন্থকার
শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। পুনর্ধ্যান কী? কেন এর অবতারণা? রামায়ণের উপযোগিতা কি আজ ফুরিয়েছে?
২। ভারতের রামায়ণ-কাহিনী ভারতের সাধনালব্ধ এক বিরাট প্রতিমা— যার পুনর্ধ্যান আবশ্যক।
৩। রত্নাকর-দস্যু-কাহিনী নিয়ে। এ বিষয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রসঙ্গ, যা পরবর্তী একাধিক অধ্যায়ে সমালোচিত।
৪। পরম সাধক বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ মূর্তি এই রামায়ণ, যেখানকার মূল প্রতিমা সীতা,—'কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ',— রাম-রাবণাদি নিয়ে রচিত হয়েছে ঐ সীতা-প্রতিমার পরিবার-পরিবেশ।
৫। এই গ্রন্থের মৌলিকতা ও উপাদান-সমাবেশের উপযোগিতা-সংক্রান্ত সংকেত। সীতাতত্ত্ব: রামায়ণ বেদ-দীপিকা। পৃঃ ১—১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। 'রক্তকরবী'-তে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-ভাবনা ও রত্নাকর দস্যুর ভূমিকা-সংক্রান্ত মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কবিকল্পনা নিয়ে।
২। রামায়ণের সীতা-তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সীতা-তত্ত্ব: 'সীতা' নিয়ে প্রাচীন চিন্তা-ভাবনার সংকেত।
৩। সীতার জীবনে দুই বনবাস-তত্ত্ব এবং পাতাল-প্রবেশ-অগ্নিপ্রবেশ-তত্ত্ব।
৪। পঞ্চবটী কেন হলো সীতার প্রিয় বাসস্থান? পৃঃ ১২—২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক)

১। 'সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল,'—সীতা কি শুধুই 'জনম-দুঃখিনী'? কোমল-কাতর-অশ্রুকরুণ নারী-মূর্তি? (বিষয়টি পুনরায় আলোচিত ১৩শ পরিচ্ছেদে)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২। বন-গমনে স্বীয় অধিকার-প্রতিষ্ঠায় সীতার স্বরূপ-চিত্র : প্রজ্ঞাবতী বিতর্কনিপুণা সীতা-কর্তৃক রামের বিস্ময় উৎপাদন। পৃঃ ২৩—২৯

(খ)

৩। সীতা-অনসূয়া-উপাখ্যানে সীতা-চরিত্রের নানা অসামান্য বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাতের বিশ্লেষণ। পৃঃ ২৯—৩৩

(গ)

সীতার সদাজাগ্রত ব্যক্তিত্ব-চেতনা ও তার সমাদর : সীতা পতি-সম্মানিতা : সীতার মাতৃসুলভ স্বস্তিবাচন : সীতা তরুণী হয়েও প্রবীণা। পৃঃ ৩৩—৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। সীতার মুখে অহিংসার বাণী : রামকে অধর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ।

২। ধর্ম সম্বন্ধে সীতার ভাষণ : সীতা-চরিত্রের মহত্ত্বের বহর। পৃঃ ৩৮—৪১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। 'মায়ামৃগ'-পর্যালোচনা : রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভাষ্য-সমীক্ষা।

২। 'মায়ামৃগ'-উপাখ্যানের আলোকে সীতা-চরিত্র ও লক্ষ্মণ-চরিত্র (পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে আরো কিছু)। পৃঃ ৪২—৪৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(ক)

রামায়ণের পুনর্ধ্যানে সীতা-প্রতিমার পুনর্ধ্যানই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য : মাইকেলের সীতা ও বাল্মীকির সীতা যেন বিন্দু ও সিন্ধু। পৃঃ ৪৯—৫১

(খ)

মায়ামৃগ-উপাখ্যানে সীতা এক মূর্তিমতী ট্রাজেডি,—লক্ষ্মণও দ্বন্দ্ব-মথিত বিরাট চরিত্র। পৃঃ ৫১—৫৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(গ)

তুলনার আলোকে বাল্মীকি-অঙ্কিত সীতা-চিত্র ও মাইকেলের সীতা-চিত্রের পর্যালোচনা। পৃঃ ৫৩—৬০

(ঘ)

মহর্ষির সীতা-বিলাপে মহাজ্ঞানবতী সীতা। পৃঃ ৬০—৬২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(ক)

১। প্রকৃতিরূপা—পরমাপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি সীতা ঃ সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্ব ঃ 'স্বর্ণমৃগ' উপাখ্যানের খাঁটি ইতিহাস।

২। প্রসংগত কালিদাসের রঘুবংশে অভিব্যক্ত সীতাকেন্দ্রিক ভাবদৃষ্টির অবতারণা। পৃঃ ৬৩—৭২

(খ)

অশোকবনের সীতায় কোন সাধারণ বিরহিণী-রূপ লক্ষণীয় নয়, এ সীতা কেবল কারুণ্যের মূর্তি ন'ন,—নানা চারিত্রিক মহত্ত্ব ও বৃহত্ত্বের প্রতিফলন সেই সীতা-চরিত্রে। পৃঃ ৭৩—৭৫

(গ)

অশোকবনে রাবণের মুখোমুখি সীতা ঃ মূর্তিমতী প্রজ্ঞা ও সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা। পৃঃ ৭৫—৭৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(ক)

শ্রীরামের দূত হনূমানের প্রতি কুশল-সংগ্রহ-মূলক প্রশ্নাবলীর মধ্যে ও লঙ্কাদাহন-প্রসঙ্গে সীতা-চরিত্রের বিশালতার সংকেত ('নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে'-সুন্দর। ৫৫।২২)। পৃঃ ৭৯—৮২

(খ)

হনূমানের সম্পূর্ণ নিজশক্তিতে সীতাকে উদ্ধার করার প্রস্তাবে সীতার প্রত্যুত্তরের সমীক্ষা। পৃঃ ৮২—৮৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নবম পরিচ্ছেদ

সীতা ও লক্ষ্মণ : সীতা-চরিত্রে অরণ্যকাণ্ডের পাপের (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ) প্রায়শ্চিত্ত সুন্দরকাণ্ডে,—যার ফলে সীতা-প্রতিমা হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী, অকলঙ্ক চাঁদ নয়, সকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। পৃঃ ৮৭—৮৮

দশম পরিচ্ছেদ

১। 'মায়ামুণ্ড'-বিভীষিকা ও 'নাগপাশ'-বন্ধনে সীতার প্রতিক্রিয়া : বৈধব্য-শোকের উপরে জয়ী : শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যার সম্ভাব্য শোক-চিন্তায় কাতর : মা না হয়েও সীতার মাতৃহৃদয় শতদলে বিকশিত।
২। মন্দোদরীর বিলাপে সীতা-প্রশস্তি : সীতা-মন্দোদরী-তারা।
পৃঃ ৮৯—৯২

একাদশ পরিচ্ছেদ

লঙ্কাযুদ্ধের শেষে হনুমান-সীতা-সংলাপ : গুণবত্তায় উভয়কে তুল্যানুতুল্য করে দেখানোর প্রয়াস : অত্যাচারমত্ত চেড়ীদের শাস্তিবিধানে সীতার আপত্তি : সেই প্রজ্ঞাবতী সীতা, যাঁর মুখের কথা মহাবচনতুল্য। পৃঃ ৯৩—৯৫

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১। রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে কথিত কতিপয় বিখ্যাত উক্তির সমালোচনা।
২। সীতা-চরিত্র ও রাম-চরিত্রের বিস্ময়কর মহনীয়তার পাশাপাশি উপস্থাপন :—পরিবেশ-পরিস্থিতি—লঙ্কাযুদ্ধের অবসানে রাম-সীতার প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রথম আলাপ : রামচন্দ্র জন্ম নেন রাজার আদর্শ স্থাপন করতে। পৃঃ ৯৬—১০৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল"—এই রবীন্দ্র-উক্তির তথা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ঊর্মিলা-অংশের সমালোচনার আলোকে সীতা-চরিত্র। পৃঃ ১০৫—১১০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দীনেশচন্দ্র সেনের সীতা-আলেখ্যের ('রামায়ণী কথা') পর্যালোচনা : খাঁটি বাল্মীকির সীতাকে সেখানেও পাওয়া যায় না,—প্রসংগত কৃত্তিবাসী সীতার কথা। পৃঃ ১১১—১১৫

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

(ক)

১। সীতার মুখে রামের প্রতি কঠোর তিরস্কার,—"প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব"—ছোটোলোকের মত নীচ কথা কী করে তুমি বলতে পারলে? : বিস্ময়কর তেজস্বী বিশ্লেষণ।

২। প্রজ্ঞাদীপ্ত নারীসত্তার বলিষ্ঠ সগৌরব আত্মপ্রকাশ : আধুনিক যুগের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যে কোনো দেশের নারীর পক্ষে বরণীয় আদর্শ। এই নারীত্ব ভারতীয় হয়েও সর্বদেশের : প্রাচীন যুগের হয়েও সর্বকালের : সীতা নারী-প্রগতির মূলমন্ত্রে স্ব-দীক্ষিতা। পৃঃ ১১৬—১২০

(খ)

১। সীতার 'অগ্নি প্রবেশ'—'অগ্নিপরীক্ষা' নয় : ভুলটা কোথায়? * * ভুল প্রচারের জন্য দায়ী বাংলায় কৃত্তিবাস (যদিও দীনেশ সেন সমর্থিত) : দায়ী তুলসীদাসও।

২। 'অগ্নিপরীক্ষা' মূল রামায়ণের কোথাও নেই,—তবে সীতার না হলেও, 'রামের অগ্নিপরীক্ষা' আছে,—একবার নয়, তিনবার, লিখিত নয়, অলিখিত [দ্রঃ ১৫ (খ), ১৫ (ঘ), ১৫ (ঙ), ১৫ (চ)]।

পৃঃ ১২০—১২৬

(গ)

১। মূল রামায়ণে সীতার অগ্নিপ্রবেশের মর্মভাষ্য : সীতার অগ্নিস্তুতি স্তুতিমাত্র নয়,—সর্তসাপেক্ষ প্রার্থনা, একটা চ্যালেঞ্জ।

২। এই অগ্নিপ্রবেশের পরিকল্পনা সীতা-প্রতিমা-রচনার্থ মহর্ষির বিরাট ধ্যানের একটা ব্যঞ্জনাঢ্য পর্ব :—পুনর্ধ্যানের প্রয়োজন আছে।

পৃঃ ১২৭—১৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ঘ)

১। "আত্মানং মানুষং মন্যে"—রামের এই উক্তির গুরুত্ব : রামের মানব-মহিমা ও সীতার মানবী-মহিমা।

২। সীতা-চিত্রে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও রাম-চিত্রে আদর্শ রাজ-চরিত্র ফুটিয়ে তোলার আয়োজন। পৃঃ ১৩৩—১৪১

(ঙ)

১। তুলসীদাসী সীতা-চিত্র নিয়ে আধুনিক বিদুষী-মহলের আলোড়ন।

২। তাঁদের বাল্মীকির সীতার প্রতি অনুরাগের স্বরূপ-বিশ্লেষণ।

৩। বিভ্রান্তি ও দৃষ্টিবিকার—বিশেষত রাম সম্পর্কে। পৃঃ ১৪১—১৪৭

(চ)

১। 'রাজা-রাম' বা 'রাম-রাজ্যে'র আদর্শ : কোথায় রামের রাজোচিত যোগ্যতার বা রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় ? কৃত্তিবাসের পাঁচালী 'সত্য' উদ্ধারের অন্তরায়।

২। বর্ণাশ্রম-ধর্ম-চেতনা বা চাতুর্বর্ণ্য-চেতনার আলোকে রামরাজ্য-আদর্শের মূল্যায়ণ।

৩। 'জয় সীতারাম'-এর নিহিতার্থ। পৃঃ ১৪৮—১৫৮

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভূমিকা : বিষয়সংকেত। পৃঃ ১৫৯

(ক)

১। বাল্মীকির ধ্যান।

২। উত্তরকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনায় কালিদাস-ভবভূতি থেকে বর্তমানকালের সাহিত্যের প্রসঙ্গ।

৩। ধ্যানের অবসর কোথায় ?

৪। মুনির কল্পলোক কে আগে অধিকার করেন, রাম না সীতা ?

পৃঃ ১৫৯—১৬৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(খ)

১। **বেদ ও রামায়ণ :** রামায়ণ-কথা 'বেদ-দীপিকা'—'বেদোপবৃংহণার্থায়' : এর অনুকূলে প্রাথমিক বক্তব্য-সমাবেশ।
২। সীতা-সত্তার বেদাত্মকতা : সীতা ও বেদবতী অভিন্ন।
৩। মহর্ষির বেদাত্মিকা সীতা-সত্তার উজ্জ্বলতর আরতি কালিদাসের হাতে : রামায়ণের বেদময়তায় লব-কুশ। পৃঃ ১৬৪—১৭৫

(গ)

১। বাল্মীকি-রামায়ণের পাতায় পাতায় বেদ : **রামায়ণ বেদপ্রচারক :** এরই প্রমাণ হিসাবে আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।
২। বৈদিক সাধনবলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ঋষ্যশৃঙ্গ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ।
৩। জননী কৌশল্যার মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী নারীর ব্রহ্মদৃষ্টির পরিচয়।
৪। বেদসম্মিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোকে আলোকিত সীতা-মানস।
৫। পরম-বেদপরায়ণ রামচন্দ্র ও বেদ-বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী চার্বাকপন্থী ঋষি জাবালি। পৃঃ ১৭৫—১৯৯

(ঘ)

১। রামায়ণের ত্রিজগৎ।
২। যোগসূত্রস্থাপনে যে ঐক্যের বীজ সক্রিয়, সে বীজটি বেদগর্ভ; মহর্ষির ধ্যানলব্ধ সীতাই ঐ বীজের মূলাধার।
৩। সীতার উৎপত্তি—**মূর্তিমতী 'দেবমায়া'**, যা 'বিষ্ণুমায়া'র মতোই সব কিছুর নিয়ন্ত্রী।
৪। সীতার কাজই হলো থেকে থেকে ঝড় তোলা—রামচরিত-বিকাশের উপযোগী ঝড়। পৃঃ ১৯৯—২০৫

(ঙ)

রামায়ণ ও চণ্ডী : রামায়ণ ও মহাভারত : 'দেবমায়া' সীতার মধ্যেই বাল্মীকি রেখে যান চণ্ডীর 'বিষ্ণুমায়া'র ছাঁচ,—সীতা 'পরমা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকৃতিস্বমায়া' : চণ্ডীর কাহিনীর ছাঁচও রামায়ণে পূর্বেই সংকেতিত : রাবণ-উপাখ্যান ও মধুকৈটভ-উপাখ্যানের সাদৃশ্য-সূত্র।

পৃঃ ২০৫—২১০

(চ)

১। কেবল 'মায়া' নয়, রামায়ণের ত্রিরাজ্যের আসল বাঁধন বেদের বাঁধন। অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও যুদ্ধকাণ্ডে বেদচর্চার প্রসঙ্গ।

২। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা, বেদচর্চায় কেউ কম নয়। যেমন হনূমান-বালী-তারা, তেমনি মেঘনাদ-রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ,—বেদজ্ঞতার এক একটা বিস্ময়।

৩। লঙ্কার রাক্ষস-সমাজে ও কিষ্কিন্ধ্যার বানর-সমাজে বৈদিক বিধান-সম্মত জীবনচর্যার নিদর্শন।

৪। হনূমানের সমুদ্রলঙ্ঘন তপোবলেই সম্ভব হয় : অশোকবনে সীতার সন্ধানে হনূমানের বৈদিক বিধানে প্রস্তুতি। পৃঃ ২১০—২২০

(ছ)

১। নর-বানর-রাক্ষস—ত্রিলোকের ও প্রকৃতিরাজ্যের বিবরণ সবই যেন গড়ে উঠেছে মহর্ষির সত্যনিষ্ঠ ধ্যানের ফলরূপে।

২। তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে রামায়ণের জগৎ বেদময়। যে মহাশক্তির লীলায় ধরা পড়ে ঐ বেদময়তা, মহর্ষির ধ্যানলব্ধ সীতাচরিতে সেই লীলাই লক্ষণীয়। পৃঃ ২২০—২২২

(জ)

১। ভারতের আপাতবিভেদের মধ্যে বেদ-ভিত্তিক ঐক্য উদ্ধার করা দেশ-সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাই চিরস্মরণীয় মনীষীদের এই ছিলো জীবনব্রত : শঙ্করাচার্য-বিবেকানন্দ……রামমোহন-রামেন্দ্রসুন্দর……।

২। রামায়ণ বেদসম : রামায়ণ গায়ত্রীস্বরূপ।

৩। বেদের গুরুত্ব ও চিরকালীন উপযোগিতা নিয়ে একদিকে উপনিষদ-গীতাদি, অপরদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কাইজারলিং-এর মতো পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিমত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪। রামায়ণ যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, তেমনি ধর্ম-অধর্মের জয়-পরাজয়ের গল্পকথাও নয়। সে এক অমূল্য ইতিহাস। পৃঃ ২২২—২৩০

(ঝ)

রামায়ণের জীবনদৃষ্টি ও জীবন-সাধনা * * * 'সোঽহং'-সাধনার আলোকে আলোকিত রামায়ণ এক অপূর্ব মানব-পূজার কাহিনীরূপে ভারতের এক অমূল্য ইতিহাস। পৃঃ ২৩১—২৪০

(ঞ)

১। ভারতীয় জীবনদর্শনের এক অপরূপ ভাষ্য রামায়ণকে চেনাবার জন্যই বাল্মীকির সীতাচরিত: বাল্মীকি-মানসের অন্তঃপুরে বেদপূর্ব আগম-ভাব বা শাক্তভাবের প্রতিচ্ছায়া: আদ্যাশক্তি বা পরমাপ্রকৃতি-ভাবনা।

২। 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রসঙ্গ, যেখানে সীতা শক্তি-দেবতার অবতার।

পৃঃ ২৪০—২৪২

(ট)

সীতা-তত্ত্ব: উপসংহার। পৃঃ ২৪৩—২৫৭

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণের পুনর্ধ্যান

প্রথম পরিচ্ছেদ

[● পুনর্ধ্যান কী? কেন এর অবতারণা? রামায়ণের উপযোগিতা কি আজ ফুরিয়েছে?

● ভারতের রামায়ণ-কাহিনী ভারতের সাধনা-লব্ধ এক বিরাট প্রতিমা—যার পুনর্ধ্যান আবশ্যক।

● রত্নাকর-দস্যু-কাহিনী নিয়ে। এ বিষয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রসঙ্গ—যা পরবর্তী একাধিক অধ্যায়ে সমালোচিত।

● পরম সাধক বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ মূর্তি এই রামায়ণ—যেখানকার মূল প্রতিমা সীতা: 'কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ': রাম-রাবণাদি নিয়ে রচিত হয়েছে ঐ সীতা-প্রতিমার পরিবার-পরিবেশ।

● এই গ্রন্থের মৌলিকতা ও উপাদান-সমাবেশের উপযোগিতা সংক্রান্ত সংকেত। **সীতাতত্ত্ব: রামায়ণ 'বেদ-দীপিকা'**।]

অনেকেই জানেন, প্রশস্ত পূজা-পদ্ধতিতে, বিশেষত মূর্তি-পূজা বা প্রতিমা-পূজায় পুনর্ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, ওটি কেবল এক-বারের জায়গায় দু'বার ধ্যান-পড়া নয়,—তা ছাড়াও আরো কিছু। পূজাতন্ত্রের পরিভাষায় 'পুনর্ধ্যান' যেমন এক বিশেষ ব্যঞ্জনার দাবী রাখে, রামায়ণের পুনর্ধ্যানের প্রস্তাবকে তেমনি একটা ব্যঞ্জনাঢ্য প্রচ্ছদপটে উপস্থাপনের প্রয়াস এখানে। কারণ, ঐ মূর্তিপূজার মতোই রামায়ণের প্রতি একটা অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য বা ঔদাসীন্য অনেকের মধ্যে ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে।

সুরু হয়েছে, সম্ভবত, দ্বিতীয় মহা যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম পাদে, এবং অন্যান্য অনেক প্রগতি-প্রবণতার মতো এই রামায়ণের উপেক্ষাও আমাদের শিক্ষিত সমাজে বেড়ে চলেছে হু হু করে। এখানে-ওখানে কিছু মনীষার চর্চা হয়তো চলে থাকে রামায়ণ নিয়ে, কিন্তু তাতে হৃদয়ের যোগ আছে কি না সন্দেহ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে রামায়ণিক লিপিকর্মে বৈদগ্ধ্য-লীলা দেখিয়েছেন যিনি তিনিই আবার অন্যান্য সাহিত্য-কর্মে এমন বিজাতীয় ভাবের বন্যা বহিয়েছেন—যেটাই তাঁর প্রতিভার নিজস্ব চারণভূমি—যে, রামায়ণের বাঞ্ছিত প্রভাব তাতে ভেসে যেতে বাধ্য। আর আছে রামায়ণ-পাঠ বা ব্যাখ্যার আসর, আছে রামায়ণ-গানেরও আসর-সমাবেশ। কিন্তু ঠিক কোন্ শ্রেণীর শ্রোতৃসমাবেশ হয় সেখানে, বা কী তাদের প্রতিক্রিয়া জন-মানসে, কোন্ তাগিদে ঘটে ঐ সব লৌকিক আসরে শ্রোতার ভিড়, তা কারও অজানা নেই। এদের উপযোগিতা বলে কিছু নেই, তা আদৌ বক্তব্য নয়। যে-কোনো আকারে রামায়ণ-চর্চা অবশ্যই কাম্য। বক্তব্য হলো, আধুনিক কালের সমাজের সেই জায়গাটাতেই রামায়ণ উপেক্ষিত, যাকে বলা যায় তার nerve-centre। ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ—তার তরুণ-তরুণী-সম্প্রদায় যাদের নিয়ে গড়ে উঠছে সাম্প্রতিক ও ভাবী কালের ভারত, তার বিভিন্ন পেশাধারী মধ্যবয়স্কেরা যাঁদের হাতে চলছে সমাজের চাকা, এবং তার সেই শক্তিশালী নায়ক-গোষ্ঠী যাঁরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে নায়কত্ব নিয়ে থাকেন। এঁদের সকলের কাছে শোনা যাবে মোটামুটি এক বুলি,—যেমন গণতন্ত্র, গণজীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজজীবনে সর্বপ্রকার বন্ধন-মুক্তি ও প্রগতির জয়গান, তেমনি এগুলোরই আনুষঙ্গিক প্রতিধ্বনির মতো রামায়ণের উপযোগিতা-বিরোধী মন্তব্য, অথবা দেখা যাবে ঐ বিষয়ে শৈথিল্য-প্রদর্শনে নির্বিকার প্রসন্নতা : রামায়ণ আজ obsolete, outdated, তার উপযোগিতা ফুরিয়েছে, কারণ তা সুপ্রাচীন আদর্শের আধার মাত্র। নবীন কালে প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকা মূঢ়তা। তা ছাড়া, একান্তই এক বিশেষ ধর্মের আবেদনযুক্ত পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানে গাঁথা যে গ্রন্থখানি প্রধানত ধর্মপুস্তকরূপেই পরিচিত, আধুনিক সমাজ-জীবনে তার সার্বিক অনুধ্যানের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? ব্যক্তি-চেতনায়, রাষ্ট্র-চেতনায়, জাতীয় ঐক্য-চেতনায়, নারী-প্রগতি-চেতনায় নিয়ত ব্যাকুল বর্তমান সমাজকে রামায়ণের মতো গ্রন্থের দেওয়ার মতো আছে কী? ঐ যে 'সীতা' 'সীতা' করে নিছক সতীত্বের ধ্বজা উড়িয়ে মাতামাতি,—বর্তমান সমাজের শুধু নারী নয়, পুরুষের কাছেও যখন ন্যক্কারজনক, তখন আর সীতা-কাহিনীর উপযোগিতা কে স্বীকার করবে? সর্বোপরি, নিদারুণ অবাস্তবতায় ভরা, অবিশ্বাস্য,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অযৌক্তিক, অলৌকিক চিত্র-চরিত্র-ক্রিয়া-কলাপের বিবৃতি আমার কী কাজে লাগবে ?

ঠিকই তো। এর উত্তর চাই বৈ কি। যুক্তিবাদী মনের এই জিজ্ঞাসা যুক্তিসম্মত আলোচনাতেই মিটতে পারে—ধর্মপুস্তকের দোহাই দিয়ে নয়। এখানে তারই একটা তথ্যভিত্তিক আয়োজন। শুধু আয়োজনটিকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে একটা বিশেষ ছাঁচে। আমাদেরই পূজা প্রকরণের ছায়ায়,—যেখানে আছে, মূর্তি, ধ্যান, পুনর্ধ্যান ইত্যাদি। এখানে মূর্তি 'রামায়ণ'; তার ধ্যান মোটামুটি প্রচলিত। পুনর্ধ্যানের কথা ও তার পটভূমি নির্মাণের কথা জানাতে চাই।

দ্বিতীয়বার রামায়ণ-পাঠ বা রামায়ণ-কথা-স্মরণ রামায়ণের পুনর্ধ্যান নয়। ঈপ্সিত ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতটুকু জানা না থাকলে পূজার মধ্যে পুনর্ধ্যানটাকে মনে হতে পারে নিতান্তই বাহুল্য বা একটা জমক মাত্র। বিরক্তিকর আতিশয্য বা বিধান-রচয়িতা পণ্ডিতের খেয়াল বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু ধ্যান ও পুনর্ধ্যানের মধ্যবর্তী ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াগুলি অনুধাবন করলে পাওয়া যাবে ঐ নির্দেশের গূঢ় কারণ।

দেবদেবীর প্রচলিত ধ্যান-মন্ত্রে দেবতার রূপ-বর্ণনারই প্রাধান্য, প্রসঙ্গত যৎকিঞ্চিৎ মহিমা-গরিমার উল্লেখ স্থান পেয়ে থাকে। অঙ্গসংস্থান-বৈশিষ্ট্য, দেহকান্তি, দেহসৌষ্ঠব, নয়ন-ভঙ্গিমা, আয়ুধাদি হস্তধৃত দ্রব্য-সমাবেশ, আসন-বাহন-বসন-ভূষণ, সহ-দেবতা-পরিবেশ—ইত্যাদি আঙ্গিকে যে ধ্যানমন্ত্র রচিত হয়, তাতে আরাধ্য দেবতার বাহ্যরূপেরই প্রাধান্য। অথচ লক্ষ্য আমাদের দেবতাকে রূপে ও স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা। স্বরূপটা যে অরূপ বা রূপাতীত, সাকার উপাসনায় এই জ্ঞান বা চেতনা বিসর্জিত নয়, বরং এরই মুখ্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে প্রতিমা-পূজায় কেবল প্রতিমার নয়, ভাব-প্রতিমারও পূজার নির্দেশ সাকারকে যে নিরাকারের সাগর থেকে তুলে নেওয়া, এ কথা পূজারম্ভেই স্মরণ করতে হয়, এবং পূজান্তে পুনরায় সেই সাগরে বিসর্জন দিতে হয়। তাই আমাদের প্রতিমা-পূজার অপরিহার্য অঙ্গ বিসর্জন।

তবে যে রূপের এতো আধিপত্য? প্রতিমার প্রতি এতো মমতা? হবে না? এই তো প্রকৃতির শিক্ষা। আদিকাল থেকে তত্ত্বসন্ধী মানুষকে প্রকৃতি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিজহাতে এই শিক্ষাই তো দিয়েছে। ঈশ্বর নিরাকার, এটা তর্কাতীত। কিন্তু যেই মানতে হয়, প্রকৃতির বিপুল দরদী ইঙ্গিতেই মানতে হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ঈশ্বরেরই প্রতিভাস, অমনি যে আকারের প্রতি মমতা জাগে? মমতার ধর্মই হলো বিস্তারে বৈচিত্র্য-লীলায় শতমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়া। একখানাকে শতখানা করে দেখাই তার প্রকৃতি। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ভাবের মধ্যে সে যদি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে না পারে, যদি চায় সেই বিশ্বাত্মার রকমারি মূর্তির মধ্যে তাঁর প্রকাশ অনুভব করতে, তবে সাকার উপাসনার সংকীর্ণতার অভিযোগ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া খুব সংগত হবে কি? ভাবুক কবি যখন বলেন,—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।।—

তখন আমরা তাঁর দার্শনিক অনুভূতির এমন সরল সবল প্রকাশে মুগ্ধ হই, কিন্তু একথা চাপা থেকে যায় যে, এরই মধ্যে ফুটেছে মূর্তি-পূজা বা সাকার উপাসনার মৌল মানস-প্রবণতার যুক্তিব্যাখ্যা,—যদিও এই কবির হাতেই কোনো সময়ে বেরিয়েছিলো সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে অনেক অশোভন মন্তব্য,—'মহৎ লক্ষ্যের জন্য ফাঁকি দিয়া সারিবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা,' 'বিনা প্রয়াসের পথ', 'খেলা করার সামিল' ইত্যাদি ('সাকার ও নিরাকার'—আধুনিক সাহিত্য)।

অতএব ধ্যানের অর্থাৎ মূর্তি-ধ্যানের প্রয়োজন আছেই। কিন্তু সে-মূর্তির যে বাহ্যরূপই ধ্যান-মন্ত্রে বিবৃত হোক, ধ্যানান্তে প্রথম কর্তব্য 'মানস-পূজা'। অতঃপর (২) বিশেষার্ঘ্য—তত্র আবাহন—ষড়ঙ্গপূজা-মুদ্রা-প্রদর্শন, (৩) ঘটস্থাপন, (৪) তত্ত্বন্যাস-মাতৃকান্যাস প্রভৃতি, (৫) ভূতশুদ্ধি, (৬) অজস্র অপরূপ উপাদানে ধ্যানলোকে দেবতার পীঠ-রচনা, (৭) পীঠপূজা, এবং তারপর 'পুনর্ধ্যান'। মধ্যবর্তী বিষয়গুলির দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে, রূপ থেকে ভাবে, সাকার থেকে নিরাকারে, অল্প থেকে ভূমায়, বাহ্যদৃষ্টি থেকে অন্তর্দৃষ্টির জগতে উত্তরণের নিবিড় প্রয়াস। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যে পূজার সাজ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাজানো হোক, কিন্তু বিশেষজ্ঞ জানেন, ঐ উপচারগুলি আসলে পৃথিবী-আকাশ-বায়ু-বহ্নি-অমৃত। তাই, মানস-পূজায় মুদিত নেত্রে তন্ময়চিত্তে পূজক মনে মনে নিবেদন করে যান—'লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং ক্রীং শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ নিবেদয়ামি'—ইত্যাদিক্রমে ভূমার পূজায় ভূমার উপযোগী উপচার-পঞ্চক।

কেবল 'মানসপূজা' তো নয়, বিশেষার্ঘ্য, মাতৃকান্যাস, ভূতশুদ্ধি, পীঠপূজা—প্রত্যেকটা প্রকরণের একই উদ্দেশ্য,—প্রতিমাধৃত রূপকে অরূপের মহিমায় মণ্ডিত বলে উপলব্ধি করা, যাতে প্রতিমার পূজায় মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা চাই, অরূপ-সাগর মন্থন করে যখন বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ একটা রূপ উদ্ধার করা হয়েছে, তখন সেই রূপের পূজা ভালো করেই হোক। কেবল, রূপের চতুঃসীমায় যাতে আবদ্ধ হয়ে না পড়ি, তার জন্য রূপের উৎস যে অরূপ, তার সমস্ত খবর নিয়ে, তার সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে, রূপ-সর্বস্ব ক্ষুদ্র মন নিয়ে নয়, অরূপ-তন্ময় বৃহৎ মন নিয়ে, পূজার আনুষ্ঠানিকতায় আনন্দ লাভ করতে হয়। অনুষ্ঠান-সূচী আমাদের ঠিক এই উদ্দেশ্যেই রচিত। তাই অরূপ থেকে রূপের জগতে এসে মনের মতো উপচারে স্বচ্ছন্দচিত্তে পূজা সুরু করার জন্য পুনর্ধ্যানের প্রয়োজন ও আয়োজন।

ভারতের রামায়ণ-কাহিনী ভারতের সাধনা-লব্ধ এক বিরাট প্রতিমা—যার নিত্যপূজা যেমন ইচ্ছা হোক, মাঝে মাঝে বিশেষ পূজা হওয়া আবশ্যক যেখানে পুনর্ধ্যানের বিধান মানতে হয়। ভারতাত্মা মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠ থেকে যেমন স্বত উৎসারিত হয়েছে 'মা নিষাদ' এই আদি শ্লোকের আবৃত্তি, তেমনি তাঁর মনোভূমিতে স্বতই জেগে উঠেছে স্বয়ম্ভূর মতো ভারতীয় জীবনাদর্শের এক অপূর্ব ভাবপ্রতিমা। আমাদের দেবতার মূর্তিগুলি যেমন সাধকের সাধনা-লব্ধ, রামায়ণের প্রতিমাখানিও ঠিক সেইভাবেই পাওয়া। যেমন প্রতিমা, তার তেমনই সাধনা। 'তব বরে চোর রত্নাকর কাব্য-রত্নাকর কবি', এ হলো মাইকেলের ভারতী-বন্দনার বাঁধুনী। নচেৎ তিনিও জানতেন, মুনি-বাল্মীকিই হন কবি-বাল্মীকি, আর যদি 'ব্রহ্মার বরে'ই হয়ে থাকেন, তবে সে বর তিনি লাভ করেন তপশ্চর্যার বলে। আসল কথা, 'ব্রহ্মার বর' বা দস্যু-কাহিনী ইত্যাদি আমদানী করা হয়েছে মানবীয় সাধনার চারপাশে এক রহস্যের পরিমণ্ডল রচনা, এবং এই দেবতামুগ্ধ দেশে সকল শক্তির পশ্চাতে দৈবী মাহাত্ম্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইন্দ্রজাল রচনা করে যে-কোনো মহৎসৃষ্টিকে আরো চিত্তাকর্ষক ও মহামানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। রাম-চরিতের মাহাত্ম্য তো সেই চরিত্রেই আছে, কিন্তু রাম-নামের মাহাত্ম্য-রচনায় এলো পরিশিষ্ট, ঐ দস্যুকাহিনী, আর সেটাও সংলগ্ন হলো পরবর্তীকালের রামায়ণ-দেহে। নচেৎ মূল রামায়ণে ঐ সবের কিছুই নেই। বরং বিপরীত কথাই স্বয়ং বাল্মীকির মুখে শোনা যায় যে তিনি দীর্ঘ তপশ্চরণে কাল কাটিয়েছেন এবং জীবনে কোনো পাপাচরণ করেননি :

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥
মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥

উত্তর—৯৬/২০-২১

এরই ভিত্তিতে জনৈক রামায়ণ-বিশারদের সুস্পষ্ট মন্তব্য যে, ঐ দস্যু-কাহিনী একটি মিথ্যা কল্পনা মাত্র :—

"In Uttara XC VI 21 he (i.e., Valmiki) says that he never committed any sin in thought or word or deed (মনসা কর্মণা বাচা etc.) This makes it clear that the story of his sinful early life is apocryphal"—K. S. Ramaswami Sastri, Studies in Ramayana, p. 17.

মূল কাব্যের সুরুতেই বাল্মীকি তপস্বী। তপস্যার দেশ ভারতে তপস্বী-রচিত মহাকাব্যই সংগত সৃষ্টি। যিনি আদি-কবি, তিনি দস্যু হতে যাবেন কেন? লোকমনোরঞ্জক গল্প জুড়ে দেওয়া হয়েছে, পরের যুগে, একদিকে দেবমহাত্ম্য আর একদিকে রাম-নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। অথচ লক্ষণীয়, স্বয়ং বাল্মীকি প্রয়াসী হয়েছেন **দেবতা নয়, মানুষের** চরিত্র-মাহাত্ম্য রচনায়। **ভারতের আদিকবির হাতে মানুষেরই চরিতকথা রচিত হয়। ভারতের আদিকাব্য মানুষের কাব্য। তপঃসম্পদ ভারতের সমস্ত সৃষ্টির মূলেই তপস্যা। তাই আদিকবিও তপস্বী, আদিকাব্যের যাত্রা সুরু 'তপঃ'-শব্দ নিয়ে, তপঃ-প্রসঙ্গ নিয়ে,—'তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপস্বী বাগবিদাং বরম্। নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্।'
—রামায়ণের প্রথম শ্লোক।

অথচ পরিতাপের বিষয়, যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রামায়ণের উৎপত্তি-সংক্রান্ত কাহিনীতে আদিকবির সাধক-সত্তার একটি মূলানুগ চমৎকার আলেখ্য অংকিত করেছেন, তাঁরই সাহিত্যের অপর নানাস্থানে কবির ঐ নিতান্ত খেয়ালী দস্যু-অপবাদটি ভালোরকম প্রশ্রয় পেয়েছে। 'রক্তকরবী'তে দেখা যায় 'দস্যু রত্নাকর'কে নিয়ে রামায়ণের এক অদ্ভুত ভাষ্য-রচনার প্রয়াস; আবার, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় দেখা যায় ওরই প্রাসংগিকরূপে হিন্দুর দেবতা কালীকে হীনতায় চিহ্নিত করার অশোভন উল্লাস। পরবর্তী পরিচ্ছেদে দুটোরই আলোচনা পাওয়া যাবে।

আসল কথা, ভারতের আদিকাব্য রামায়ণ যাঁর সৃষ্টি, তিনি একাধারে পরম সাধক ও মহাকবি। সেখানে সাধক-কবি সৃষ্টির প্রেরণায় ব্যাকুল হয়ে সরাসরি নারদকে প্রশ্ন করে চলেছেন :—

কোঽন্বস্মিন সাম্প্রতং লোকে গুণবান কশ্চ বীর্যবান।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥

অমনি ফুটে উঠেছে সেই প্রশ্নধারায় মহাপুরুষের আদর্শ। যদিও নারদকে সামনে রাখা হয়েছে উত্তরদাতারূপে, তবু বুঝতে বাকী থাকে না, আসলে সবটাই আদিকবির কল্পনা-প্রসূত, কেবল কাহিনী জমাবার জন্য একটা সংলাপের ছাঁচ খাড়া করা। অর্থাৎ বর নয়, ম্যাজিক নয়, নয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-নারদ-মহেশ্বরের মাথা-খাটানো খেলা, এক বিরাট শক্তিধর সাধক-কবির সাধনা-লব্ধ প্রতিমা রচনা। তার উপরে তো আছে 'রাম না হতে রামায়ণ'—প্রবাদের উৎস-রহস্য। রামের পরে রামায়ণ হলে, সেটা হতো সামান্য ইতিহাস মাত্র আগে রামায়ণ বলেই সেটা হয়েছে সৃষ্টি হিসেবে এতো বৃহৎ, এতো মহৎ।

আদিকবি বাল্মীকি আদিকাণ্ডের প্রথম চারটি সর্গে কতো রকম করেই না তাঁর কাহিনীর একটা ছক এঁকে নিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কখনো নারদের মুখে রামায়ণের নক্‌সা বিবৃত করেছেন, কখনো আবার নিজে সেইটারই রোমন্থন করেছেন, আবার তারই মধ্যে ব্রহ্মাকে এনে কাব্যের ভূমিকায় একটা নূতন তরঙ্গ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুলেছেন। এই সূত্রেই কিন্তু 'রাম না হতে রামায়ণ' এর রহস্য, অর্থাৎ 'রামায়ণ'-এর আসল সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ॥ ১/২/৩৩

* * *

বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ ঐ/৩৫

ব্রহ্মা বলছেন, নারদের কাছে সেই ধীমান রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত যেমন শুনেছ, তেমনি তা কীর্তন কর। যা জেনেছো তাও, যা রহস্যাবৃত, অর্থাৎ জানো না, তাও তুমি প্রচার কর। এটা কেবল রাম সম্বন্ধে নয়, রাম-লক্ষ্মণাদি হোক, রাক্ষসবর্গ হোক বা সীতা-চরিত্র হোক, সব কিছুই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বিষয় তুমি বিবৃত কর। আমি বলছি, তোমার যা অবিদিত আছে, তা অবিদিত থাকবে না, সব রহস্যই তুমি জানতে পারবে। আরো বলি, শোনো, তুমি যে কাব্য রচনা করবে, তাতে অসত্য কথা কিছুই থাকবে না।

কৃত্তিবাসে : শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা।

রবীন্দ্রনাথে : সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

যেটুকু হেঁয়ালি ছিলো আলোচ্য বিষয়ে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তা প্রাঞ্জল হয়ে গেল—যদিও সেই সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের এক মহামূল্য মানদণ্ডও আমাদের হাতে এসে গেল। লক্ষ্য করলে ধরা পড়বে প্রায় একই সুরের কথা বাল্মীকি ও রবীন্দ্রনাথের। 'ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি', আর 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' সত্য-ঘটিত প্রায় একই কথা। শুধু সেকালের কবিতে একটু সেকেলে ভঙ্গি, অর্থাৎ অতি সরলতা, আর একালের কবিতে ইঙ্গিতময়তা। তা ছাড়া ঐ সেকেলে ভঙ্গিতেই বাল্মীকি আরো সোজা করে বুঝিয়েছেন যে যা কিছু তাঁর অস্পষ্ট ছিলো তা যোগবলে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যত্তত্র নিবৃত্তং পাণাবামলকং যথা ॥ ১।৩।৬

ধর্মাত্মা বাল্মীকি যোগবলে রামবিষয়ক ঘটনা হস্তধৃত আমলক-ফলের ন্যায় স্পষ্টই দেখতে পেলেন।

আমরাও এই যোগবলের কথা, সাধনার কথা, **কবিধ্যানের কথা বলতে চাই। ধ্যানলব্ধ মূর্তি—এই রামায়ণ।** মূর্তি ভারতবর্ষের, শাশ্বত ভারতের, ভারতীয় আদর্শ জীবনের—যে আদর্শ ভারতের হয়েও পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়।

তবে কেন যে মহর্ষি তাঁর রামায়ণ সম্পর্কে বলেছেন,—

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ"—তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-মননের অবকাশ রয়েছে। রামকে নিয়েই হবে আদিকাব্য রামায়ণ, আদিকবির নিজের কথাও তাই। 'কে এমন আছেন এ জগতে যাঁর চরিত্রে এমন দুর্লভ গুণের একত্র সমাবেশ'—এইভাবে মহাকাব্যের নায়কের আসনে বসাবার জন্য রামের মতো নরচন্দ্রমারই কল্পনায় যাঁর কল্পলোক আলোড়িত হলো একেবারে সূচনাতেই, তাঁরই মুখে আবার কেন শোনা যায় ঐ উক্তি, যার অর্থ সমগ্র রামায়ণ-কাহিনী সীতারই চরিত-কাহিনী? অবশ্যই মহর্ষির বক্তব্য, সীতার কাহিনী ভারতেরই কাহিনী। তাঁর ভারত-কথা রাম-কথা হয়েও সীতায়াশ্চরিতং মহৎ। তাঁর ধ্যানলোক যুগপৎ রাম ও সীতার চরিত-কথায় আলোড়িত হওয়াতেই বন্দনামুখে পাওয়া যায় কেবল রামচরিতের প্রসঙ্গ, কিন্তু অচিরেই (৪র্থ সর্গ) আবেগভরে তিনি আবৃত্তি করেন অমন ব্যঞ্জনাঢ্য বাণী—রামায়ণের সমগ্রতায় অনুস্যূত সীতাচরিতের মাহাত্ম্য।

এখানে যাঁরা ব্যাখ্যা করবেন, সীতা-কাহিনী মানেই সতীত্বের জয়গান, তাঁরা বাল্মীকির ধ্যানের সীতাকে পুরোপুরি চিনে নিতে পারবেন না। সতীত্বের আদর্শ নিশ্চয়ই ফুটেছে, এবং তা কবির উদ্দিষ্টও বটে; কিন্তু শুধু সেইটুকুর জন্য চরিত্রটিকে এতো নিবিড় এবং ব্যাপকরূপে ভারতের সঙ্গে, তার অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরা বিপুল বস্তু-দেহ ও ভাবদেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে দেখানোর প্রয়োজন ছিলো না।

বস্তুত বাল্মীকির সীতা ব্যক্তি-চরিত্র মাত্র নয়, সে এক বিরাট তত্ত্ব; যার আলোকে বিন্যস্ত হয়েছে বিশাল রামায়ণ। বিরাটত্ব ও বৃহত্ত্ব এই সীতা-সত্তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। এরই আশ্রয়ে এখানে হাতে হাত মিলিয়েছে লৌকিক ও অলৌকিক, ইতিহাস ও পুরাণকথা, গৃহজীবন ও বিশ্বজীবন। রামায়ণকে মহর্ষি যে '**বেদ-দীপিকা**' বলে ঘোষণা করেছেন, সেও এই সীতা-তত্ত্বের আলোকে, সীতা-শক্তির বিপুল লীলার ভিত্তিতে। এগুলি সবই এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হবে যথাযথ বিশ্লেষণ যোগে, এবং বিশেষ করে এর অন্তিম বা ষোড়শ পরিচ্ছেদে।

আমাদের মূল প্রস্তাব যে রামায়ণের পুনর্ধ্যান, তার সঙ্গে এই সব আলোচনার সংগতি এইখানে যে, পুনর্ধ্যানের প্রস্তুতিমূলক পূর্বকথিত প্রক্রিয়াগুলির সার কথা যে রূপ থেকে ভাবে, বাহ্যদৃষ্টি থেকে অন্তর্দৃষ্টির জগতে উত্তরণ, সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে এই জাতীয় আলোচনায়, আর তবেই রামায়ণের পুনর্ধ্যানের উপযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করবে। আমাদের চোখের সামনে রামায়ণের প্রতিমা; এবং এইমাত্র বলা হলো, তার প্রাণ-কেন্দ্র সীতারই প্রতিমা! সীতারই একপ্রান্তে রাম, আর এক প্রান্তে রাবণ। মাঝখানে যথাস্থানে সন্নিবেশিত আরও অন্তত দুটি বড়ো সত্তা,—এক, বানরজাতি, আর এক, বন-পর্বত-সমুদ্রাদি নিয়ে বিরাজিত মহা-প্রকৃতি। রাম ও রাবণ, শিব ও অশিব, ধর্ম ও অধর্ম, নরোত্তম ও নরাধম, পালন ও পীড়ন। এই দুই বিপরীত পক্ষ তাদের স্বকীয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রচনা করেছে সীতা-প্রতিমার পরিবার-পরিবেশ। একটু দূরবর্তীরূপে রয়েছে অপর দুটি বড়ো সত্তা। প্রত্যেকেরই, বিশেষত, রাম ও রাবণপক্ষের, আছে বিস্তার-বৈচিত্র্য, যাদের সংঘাতময় তীব্র আলোকরশ্মিতে জ্যোতির্ময়ী করে দেখানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সীতা-প্রতিমাকে।

তা ছাড়া, আমাদের পর্যালোচনায় সতী-সাধ্বী, গৃহবধূ, গৃহলক্ষ্মী বা লোকমাতা কিম্বা সর্বকালীন ব্যক্তিত্বময়ী নারী-প্রতিভূ প্রভৃতি নারী-আদর্শের পরাকাষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও সীতা যে সহজেই ধরা পড়েন পরমাপ্রকৃতি বা আদ্যাশক্তিরূপে, এতে ভাবতে হয়, কি জানি, সচেতন সত্তায় বাল্মীকি নিজেকে বেদ-প্রচারক বলে ঘোষণা করলেও হয়তো তাঁর অবচেতনে ছিলো বেদ-পূর্ব আগম-ভাব বা শাক্ত-ভাবের প্রতিচ্ছায়া—যার পরিচয় ঋগ্বেদের 'দেবী-সূক্তে' সবচেয়ে পরিস্ফুট,—প্রাসংগিকরূপে 'রাত্রিসূক্ত', 'শ্রীসূক্ত', 'বাগদেবী'-ভাবনা, 'গায়ত্রী'-ভাবনা, 'ব্রহ্মমায়া'-তত্ত্ব প্রভৃতি বৈদিক যুগের ঋষি-ভাবনা উল্লেখযোগ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণ নিয়ে এই ধরণের আলোচনা আগে কোথাও হয়েছে বলে জানি না। গবেষণা হয়েছে রাশি রাশি, এবং হয়েছে দেশী অপেক্ষা বিদেশী গবেষণা অনেক বেশি। যে কবি-ধ্যান আমাদের প্রধান উপজীব্য, বিদেশীদের কারও কাছে তা প্রত্যাশিত নয়। তাঁদের বিদগ্ধ সূক্ষ্মসন্ধানী দৃষ্টি অন্য যতো দিকেই সঞ্চারিত হোক, ধ্যানের কারবারী তাঁরা নন। এই দিক থেকে এ যাবৎ যেটুকু যা পাওয়া গেছে সবই আমাদের এদেশীয় মনীষীদের কাছ থেকে। তবে মনে হয়, তাঁদের মধ্যে এই ব্যাপারে যাঁর সাহিত্যকৃতি সবচেয়ে শক্তিশালী, তিনি রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান গ্রন্থে সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রামায়ণ-ভাবনার সমীক্ষা হয়েছে অপরিহার্য। আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে মধুসূদন, দীনেশচন্দ্র প্রমুখ আরও কতিপয় মনীষী-ভাবনার প্রসঙ্গ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[● 'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-ভাবনা ও রত্নাকর দস্যুর ভূমিকা সংক্রান্ত মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-র কবিকল্পনা নিয়ে।

● রামায়ণের সীতা-তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সীতা-তত্ত্ব : 'সীতা' নিয়ে প্রাচীন চিন্তা-ভাবনার সংকেত।

● সীতার জীবনে দুই বনবাস-তত্ত্ব এবং পাতালপ্রবেশ-অগ্নিপ্রবেশ-তত্ত্ব।

● পঞ্চবটী কেন হলো সীতার প্রিয় বাসস্থান।]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ নিয়ে কিছু বলবার বা কিছু করবার অজস্র আয়োজনে সঙ্গত-অসঙ্গত যে রাশি রাশি মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে একটা ভাববার মতো কথা এই,—

"হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা, * * * কিন্তু * * রামায়ণ রূপক নয়। * * রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহমিলন-ভালো-মন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আর একদিকে শ্রেণীগত মানুষের রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর একদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ।"

আমাদের পুনর্ধ্যানের প্রস্তুতিমূলক উপাদান হিসেবে মন্তব্যটি মূল্যবান। কারণ এটি আমাদের রামায়ণ নিয়ে ভাবায়। রূপ থেকে ভাবে, চিত্র থেকে সত্যে, ইতিকথা থেকে মর্মকথায় উত্তরণে সহায়তা করে। তবে ভাব, সত্য বা মর্মের যে ইংগিত ঐ মন্তব্যে ফুটেছে, সেটা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। যেমন, 'রূপক' নয়, অর্থাৎ সত্য কাহিনী বলায় হয়তো রামায়ণের একটা মূল্য বাড়লো; কিন্তু সেই 'সত্য' সম্পর্কে যেখানে অঙ্গুলি সংকেত করা হয়েছে সেটা একটা **'বিরোধ'**, রাম-রাবণের বিরোধ,—তা 'ব্যক্তিগত'-'শ্রেণীগত' বলে সে-বিরোধের যে ব্যঞ্জনাই ফোটানো হোক। এতে কি রামায়ণকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশেষভাবে মনে রাখার পক্ষে সহায়ক হয়? কোটে কি এতে সমগ্র রামায়ণের সমগ্র মহিমা? তা ছাড়া, 'রূপক নয়' কেনই বা বলতে যাবো? রূপকের আশ্রয়েই তো জগতে যতো মহৎ সৃষ্টি; রূপকের মধ্যে লীলায়িত হয়েই আমাদের ধ্যানপ্রবণ মন আনন্দ পায়। পেয়েছেন বাল্মীকিও, পেয়েছেন এই ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথও। বস্তুত যে 'রক্তকরবী'র প্রসংগে এই রামায়ণ-ভাষ্য, তার 'সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'—এই বললেই কি নন্দিনীর রূপক-সত্তা মুছে যায়, না আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে? **রবীন্দ্রনাথ যাই** বলুন, **রামায়ণও রূপক, তাঁর রক্তকরবীও রূপক।** নচেৎ এ দুয়ের কোনটারই থাকে না ধ্যানের বস্তু হওয়ার দাবী।

ধ্যানলব্ধ ভাব, সত্য বা উপলব্ধি নিয়ে মহাকবিরা প্রবৃত্ত হন তাঁদের রূপ-বিন্যাসে, আর তাতেই রচিত হয় প্রতিমা। দেব-দেবীর প্রতিমার মতো রামায়ণের প্রতিমাও এই ভাবে রচিত হয়েছে। বাল্মীকির মহাকাব্য যদি কেবল রাম-রাবণের 'বিরোধের কথা' হতো তবে সপ্তকাণ্ডের কী প্রয়োজন ছিল? এক যুদ্ধ—লঙ্কাকাণ্ডই তো ছিল যথেষ্ট। বড় জোর, সীতাহরণের ঘটনাটুকু ভূমিকারূপে জুড়ে দিলেই চলতো। তা তো নয়; অতএব রূপক-মুক্ত করে দেখানোর অনুরোধে রামায়ণের আংশিকতা বরণ করায় লাভ নেই। যেমন আর এক জায়গায় ঐ একই ভাষ্যকারের হাতে আংশিকতা আরোপিত হয়েছে রত্নাকর-দস্যু-কাহিনীর মোহে। শুধু রামায়ণের আংশিকতা নয়, আদিকবির মহিমাও হয়েছে খণ্ডিত।

"আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের",—মনীষাপ্রসূত এই মন্তব্যটি মহাবচনের মহিমার দাবী রাখে। কিন্তু কেন যে আমাদের কবি রামায়ণে এর প্রমাণের জন্য **রত্নাকর-কাহিনীর** দ্বারস্থ হলেন, ভাবলে দুঃখ হয়। লিখেছেন,—"রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তার প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হলেন তখনই আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।”

রত্নাকর-তথ্যটির রহস্য এ নিবন্ধে আগেই উদঘাটিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে আদিকবি বাল্মীকির সঙ্গে রত্নাকর-কাহিনীর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এটা নিতান্তই “রত্নাকরের গল্প”—পরের যুগে কোন এক সময়ে কল্পিত,—অর্বাচীন কালের পুরাণে বা ভাষা-রামায়ণে সংযোজিত। বাল্মীকি কোন দিনই দস্যু ছিলেন না, তিনি গোড়া থেকেই মহাতপস্বী। ভারতের যিনি আদিকবি, তিনি দস্যু হতে যাবেন কেন? মূল রামায়ণের কোথাও নেই এর ক্ষীণতম ইংগিত—রত্নাকর-উপাখ্যান তো দূরের কথা। তা ছাড়া, এই যে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবিন্যাস,—এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনই স্বর্ণলংকার সেই দুর্ধর্ষ দস্যুর পরাভব-কাহিনী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরালো ভাষায় ঘোষিত হলো,—এতে আদিকবির ধ্যান-মননকে ছোট করা হয়েছে। যেন নিজে প্রথম জীবনে যদি দস্যু না থাকতেন তবে তিনি রাবণের দস্যুবৃত্তির নৃশংসতার বহর সম্যক বুঝতেন না এবং তার শাস্তিবিধানের কাহিনী-রচনায় এতো উৎসাহ পেতেন না। **এটাতে বাল্মীকির “কবিধ্যান” বলতে যা বোঝায়, তার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না কি?** অথচ রবীন্দ্রনাথই একটু আগে ঐ “ধ্যানের”র উপরেই জোর দিয়েছেন। বলেছেন, “ধ্যানের সিঁদ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে……” ইত্যাদি। সুতরাং এখানকার যুক্তিবিন্যাসের ভিত্তিই কেবল দুর্বল নয়, প্রস্তাবটাই আপত্তিকর।

আমাদের ভাবতে হয়, ‘রক্তকরবী’র সুপরিণত যুগেও রবীন্দ্রনাথের মনন-লোকে ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র অপরিণত কবি-মানসের প্রতিভাস ঠিকই রয়ে গেছে। তাই এখানকার মনন-ধারাতেও পাওয়া যায় সেই ‘ধর্ষণ-বিদ্যা’ থেকে ‘কর্ষণ-বিদ্যা’য় উত্তরণ, নৃশংসতা ছেড়ে ‘সুন্দর’-এর আরাধনা, ‘কালো’ ছেড়ে ‘আলো’য় চলে আসা।

পাঠকের মনে পড়বে, ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’য় ‘কালো’ হলো কালীর উপাসনা,—যাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই ব্রাহ্মধর্মীয় উন্মাদনা-তাড়িত রবীন্দ্রনাথ রত্নাকর দস্যুর গল্পটির কিছু অতিরিক্ত সুযোগ নিয়েছেন—কালীকে দস্যুর দেবতা ধরে নিয়ে, এবং রত্নাকরও যেন রসা-রঘু-জীবন-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডাকাতের মতো নরবলিযুক্ত কালীর উপাসক ছিলো এটা ধরে নিয়ে। যাই হোক, সেখানে 'সুন্দর' ও 'আলো'র আসনে সরস্বতী আসীনা, এখানে সে আসনটি রামকেই বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু ভুল সেখানেও, ভুল এখানেও। ভারতের আদিকবিকে আদৌ অমন কোনো দৈবাৎ সংঘটিত উত্তরণের অপেক্ষায় থাকতে হয়নি—চোর-ডাকাত থেকে কবি হতে হয়নি।

তা ছাড়া, কেবল রাবণের সীতাহরণ ও লঙ্কার যুদ্ধ নিয়েই তো রামায়ণ নয়,—সেখানে গোটা ভারতবর্ষের বাঞ্ছিত জীবনাদর্শকে প্রতিফলিত করে দেখানোর প্রয়াস,—গৃহাদর্শ, সমাজ-আদর্শ, রাজার আদর্শ, বীরের আদর্শ, সেবার, ক্ষমার, ত্যাগের, ভক্তির, বন্ধুত্বের আদর্শ, —সত্যরক্ষা, পাতিব্রত্য, ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ,—নারীর আদর্শ, লোকমাতার আদর্শ। এসবের জন্য নিশ্চয়ই, কবির প্রথম জীবনে দস্যু হওয়ার দরকার থাকে না।

রামায়ণের ভাব-প্রতিমা বিশ্লেষণে ফিরে যেতে চাই আমাদের অন্যতম মূল ভাব-সত্যে—কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ। হয়তো কেউ বলবেন, এও তো সেই আংশিকতা, সব ছেড়ে কেবল সীতা-মাহাত্ম্য নিয়ে থাকলে কি রামায়ণের সামগ্রিক মূল্যায়ন হতে পারে? না, সে কথা নয়। প্রথমত, সীতার কাহিনী ভারতেরই কাহিনী। তা ছাড়া, মনে রাখতে হবে, আমরা বলেছি 'অন্যতম' মূল ভাব-সত্য, অর্থাৎ মূল ভাব আরও আছে। এই সীতা-তত্ত্বের উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে যে একটা আলোকপাত করেছেন, তা অসামান্য মনীষা ও মননের পরিচায়ক হিসেবে সশ্রদ্ধ আলোচনার দাবী রাখে। যদিও সেটাই যে আদিকবির পরিকল্পিত, তা নয়। সীতা সেখানে "কর্ষণ-জীবী" সভ্যতার প্রতীক। সীতাহরণ-এর এই বলে রূপক-ব্যাখ্যা হয়েছে যে, ওর মধ্যে রয়েছে "শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম" রাক্ষসমূর্তি ধারণ করে "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কৃষিপল্লীকে উজাড় করে দেওয়ার" বাস্তব সত্যটির প্রতীক। বলা হয়েছে, "কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি পা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। নইলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ভাবীকালের এ সমস্তই বাল্মীকির ধ্যানে ধরা পড়েছিল। ['মায়ামৃগ'-প্রস্তাবটি পরবর্তী একাধিক পরিচ্ছেদে (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম) পৃথকভাবে আলোচিত।]

এই ব্যাখ্যায় যদিও সীতার ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, তবু **সীতা-তত্ত্ব** হিসেবে এ একটা স্মরণীয় ভাবনা। আর, এখানে ফুটেছে রামায়ণ-রচয়িতা কবির ধ্যান-পরায়ণ মনোগঠনের প্রতি এ যুগের কবির গভীর আস্থা। আমাদেরও প্রয়োজন এই ধ্যানের গুরুত্ব। তবে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় সীতাকে বিশুদ্ধ ভারতীয় ধ্যান-প্রসূত বলে মনে করার কারণ থাকে না; তাছাড়া, এই ব্যাখ্যায় কোনো ভাবাঢ্য তত্ত্ব-মূর্তি হওয়ার পরিবর্তে সীতা হয়ে পড়ে একান্তই একটা বৈষয়িক তত্ত্ব বা সমস্যা-বিশেষ। এতে 'সীতায়াশ্চরিতং মহৎ'-কে জাগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভুলিয়ে দেয়। অতএব আমরা বলতে বাধ্য, সীতা নিয়ে বাল্মীকি-ভাবনা ও রবীন্দ্র-ভাবনার এই বিশেষ রূপটির মধ্যে সগোত্রতা নেই।

তবু আমাদের পুনর্ধ্যানের আসরে প্রস্তুতিপর্বের মনন-সমীক্ষায় সীতার অনুধ্যানের সহায়করূপে রবীন্দ্র-ভাবনাটির মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। **আসলে রামায়ণের সীতা যুগপৎ কৃষি-প্রাণ ভারতের ও ভারতীয় নারী-আদর্শের প্রতিমা হওয়া ছাড়াও একাধারে বহুতত্ত্বের প্রতীক।** কৃষিপ্রাণতাকে রূপকযোগে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই হয়তো সীতার উৎপত্তিকথা হয়েছে এমন বিস্ময়কর ও অলৌকিকের বাঁধনযুক্ত অথচ এমন নিবিড় বাস্তব-ঘেঁষা।

* * *

এইখানে একটু অবসর করে নেওয়া যেতে পারে—রামায়ণের 'সীতা'-পরিকল্পনায় এই কৃষিকেন্দ্রিকতা নিয়ে আগেকার মনীষীদের চিন্তা-ভাবনা সংক্রান্ত দু'একটা সংবাদ অতি সংক্ষেপে জানিয়ে দেবার। 'On the Ramayana' গ্রন্থে Weber বলেছেন, সীতা মূলত আর্যগণের কৃষির রূপক। রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের কাহিনী আনার্যগণের আক্রমণ থেকে আর্যগণের কৃষিভিত্তিক সভ্যতাকে রক্ষার কাহিনীমাত্র। * * 'সীতা' শব্দের অর্থ 'লাঙ্গল-পদ্ধতি' (field-furrow)। ঋগ্বেদেও 'সীতা'র উদ্দেশ্যে অনেকগুলি মন্ত্র আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওদিকে বলরামের এক নাম 'হলভৃৎ' (যিনি হল বহন করেন)। Weber মনে করেন রাম ও বলরাম প্রথমে একই ছিলেন, পরে দু'জনকে পৃথক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়। 'সীতা' ও 'হলভৃৎ' এই দুই নামের ভিতরে সাদৃশ্য থেকেই তাঁর অনুমান : "She accordingly represents Aryan husbandry, which has to be protected by Rama—whom I regard as originally identical with Balaram." (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। * * * বৈদিক সাহিত্যের ইন্দ্র-বৃত্র-কাহিনীও এই প্রসঙ্গে কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃত্র সেখানে জলরাশি নিরুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করে নিরুদ্ধ জলরাশির উদ্ধার সাধন করেন। রামায়ণেও রাম রাবণকে বধ করে অপহৃতা সীতার উদ্ধার সাধন করেন। রামায়ণের রাম বৈদিক ইন্দ্রের ছায়া বিশেষ। 'সীতা' যদি মূলত আর্যকৃষির রূপক হন তবে কৃষির সঙ্গে জলের সম্বন্ধ এতো ঘনিষ্ঠ যে অনুমান করা চলে, বৈদিক ইন্দ্র-বৃত্র-উপাখ্যানই রামায়ণে রাম-রাবণের উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। * * *

"Her husband Rama would be no other than Indra, and his conflict with Ravana would represent the 'Indra-Vritra'-myth of the Rigveda"—(Das Ramayana, Bonn, 1893), * * * স্বর্গত মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তও সীতার কৃষির রূপকত্বে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন,—আর্য-কৃষি যখন দক্ষিণ ভারতে বিস্তারিত হয়েছিলো, তখন 'সীতাকে দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো' এরূপ কল্পনাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা একেবারে অসম্ভব ছিলো না।

[এই তথ্যগুলি মূলত অধ্যাপক বিমানবিহারী ভট্টাচার্যের 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থ থেকে সংকলন-সূত্রে এখানে যোজিত।]

এগুলো জানার পর যদিও সীতা নিয়ে পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-ভাবনার মৌলিকতার কিছুটা লাঘব ঘটতে পারে, তবু, ঠিক যে ছাঁচে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবচিত্রখানি পাঠককে উপহার দিয়েছেন, সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব।

পুনর্ধ্যানের আসরে আমাদের কাজ পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ভিড় জমানো নয় বাল্মীকির সীতা-ধ্যানের স্বরূপ উদ্ধার। সুতরাং আমরা এখন দেখি—মুনির ধ্যানলব্ধ সীতা-প্রতিমার প্রাপ্তিমূলে রাজর্ষি জনকের উপাখ্যানে কী পাওয়া যায় :

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।

জনক রাজা বলছেন, একদা ক্ষেত্রকর্ষণকালে আমার হলাগ্র থেকে একটি কন্যারত্ন উত্থিত হয়। ক্ষেত্র শোধনকার্যে নিরত থাকার সময়ে প্রাপ্ত হওয়ায় সেই কন্যা 'সীতা' নামে পরিচিত হয়েছে।

প্রথমত সীতা তাঁরই ঘরে এলেন কন্যারূপে যিনি স্বহস্তে কৃষিকর্ম করেন; দারিদ্র্যবশে নয়, কৃষির গৌরবে; জনক মিথিলা-পতি, জনক রাজা; কিন্তু শুধু রাজা নন, রাজর্ষি; তাঁর ঋষিত্ব প্রধানত কৃষি-দরদের মধ্যে প্রকাশমান। স্বহস্তে ক্ষেত্র-কর্ষণ ও ক্ষেত্র-শোধন সেই দরদের পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত সীতার উদ্ভব সেখানেই হতে পারে যেখানে কর্ষণ-শোধনাদি কৃষিকর্মে শ্রদ্ধা-মমতায় মানবহৃদয় বিগলিত। তবে এ ছাড়াও যে সীতা-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মহর্ষি রেখে গেছেন তাঁর কাব্যে তা ভুললে চলবে না। আমরা ক্রমশ সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। অনুরোধ করবো পাঠককে শেষ অধ্যায় (ষোড়শ) পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে। কারণ, এ গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই সীতা-সংক্রান্ত এ যাবৎ অনালোচিত নানা মনন-ভাবনার পরিচয় ফুটলেও ষোড়শ অধ্যায়ে ঐ শ্রেণীর কিছু আলোড়ন-জাগানো মৌলিক মনন-ভাষ্য পাঠককে উপহার দেওয়া হয়েছে।

উপস্থিত দেখা যায় বাইরের পরিচয়ে যিনি রাজদুহিতা, রাজবধূ, রাজমহিষী, —রাজপুরীর ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি যেন থাকতে পারেন না; ভূমিকন্যা যেন ভূমি-রাজ্যের প্রতি অনুভব করেন নাড়ীর টান। তাই বনবাস তাঁর কাছে দুঃখদায়ক না হয়ে হয়েছে আনন্দদায়ক। পরবর্তী জীবনেও তিনি তপোবন ও আশ্রম জীবনকেই তাঁর প্রিয়তম আকর্ষণ বলে ঘোষণা করেন যাতে রামচন্দ্রের পক্ষে সীতার বনবাস-দণ্ডবিধানকে কাজে পরিণত করা সহজ হয়ে পড়ে।

বাল্মীকির সীতা-চরিত্রের কল্পনা যে কতো বিস্ময়কর, তার অন্যতম প্রমাণ, এই একই নারীর জীবনে ঘটেছে **দুই বনবাস**,—একটি স্বেচ্ছাবৃত, আর একটি বিধি-বিড়ম্বনায় আরোপিত। কিন্তু মূলত এ হলো সেই আদিম প্রকৃতি-বিধান যার কাছে সীতার দুই বনবাসের একই অর্থ, ভূমি-কন্যার ভূমি-রাজ্যে অধিষ্ঠান। আসা যাক এই সঙ্গেই সীতার পাতাল-প্রবেশে। কঠিন সমালোচনায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

6932

জর্জরিত বাল্মীকির এই পরিকল্পনা। চরম অলৌকিকতা, অবিশ্বাস্যতা, রামচন্দ্রের দুর্বলতা-মূঢ়তা প্রভৃতি ঐ সমালোচনার উপাদান। ভবভূতি সীতার ভিন্নতর পরিণাম নাট্যায়িত করায় (উত্তর রামচরিত) হয়তো সীতা-কাহিনী ও তার আর্ট হয়েছে সুন্দরতর, সীতা-চিত্র হয়েছে অধিকতর প্রীতিকর ; —"পাতাল-প্রবেশ" বর্জন করে, রাম-সীতার পুনর্মিলন দেখিয়ে তিনি করেছেন মধুরেণ সমাপয়েৎ। বিদ্যাসাগরের হাতে বুঝি সম্ভব হয়েছে আর এক ধাপের উন্নয়ন। পাতাল-প্রবেশ তো নয়ই, পুনর্মিলনও নয় ; আরও বাস্তবানুগ সীতা-পরিণাম,—বাতাহতা লতার ন্যায় ভূতলে পতন, মূর্চ্ছা, মানবলীলা-সংবরণ। কিন্তু ভবভূতি বা বিদ্যাসাগর যাই করে থাকুন, যে কৃতিত্বেই মণ্ডিত হোক তাঁদের সাহিত্যকৃতি, **বাল্মীকি—বাল্মীকি**। তাঁর ভূমিকন্যা ভূতল থেকে উত্থিত হয়ে ভূতলেই হয়েছে বিলীন। অলৌকিক নিয়ে যাঁর আবির্ভাব, তাঁর তিরোভাবও হবে অলৌকিক, এতেই তো সামঞ্জস্য। আগে দেখা গেছে "কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা," শেষের চিত্র, "ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমং......তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীং......প্রবিশন্তীং রসাতলং",—স্বয়ং ধরণীদেবী দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন বাল্মীকির ভূমিকন্যাকে। মন আমাদের ভাবতে চায়, জনকের ক্ষেত্র-শোধনকালে হয়তো এই ধরণীদেবীই গোপনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর কন্যাকে জনকের হাতের নাগালে। মহর্ষির সীতা-ধ্যানের মধ্যে সৌষ্ঠব-সুষমা বিস্ময়কর নয় কি? আবার এমন দুই প্রান্তের মধ্যভাগে যদি **অগ্নিপ্রবেশের** (যুদ্ধকাণ্ডের শেষে) অলৌকিকতা এসে থাকে তবে তাকেও নিতে হবে ঐ সামঞ্জস্যের কটি-বন্ধনরূপে। মাঝখানের সেই অপূর্ব ঘটনায় ভূমি-কন্যায় অগ্নি-কন্যায় একাকার হয়ে সীতা হয়েছেন পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতিরূপা, যার ভিত্তিতে আমরা তাঁকে আদ্যাশক্তিরূপে দেখাতে চেয়েছি (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। সুতরাং অলৌকিকের গঠনে মহর্ষির সীতা-ধ্যানের মধ্যে সৌষ্ঠব-সুষমা বিস্ময়কর নয় কি?

কৃষি-প্রাণ ভারতের প্রতিমা যিনি, তিনি তো কৃষি-ভূমি, বনভূমি, ফলশস্য-বৃক্ষ-লতা বা নিসর্গ-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হবেনই। **পঞ্চবটী কেন হলো সীতার প্রিয় বাসস্থান?**

বাষ্পাচ্ছন্নান্যরণ্যানি যব গোধূমবন্তি চ।

* * *

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খর্জুরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥

প্রথমে যব ও গমের কথা, পরে 'শালয়ঃ' অর্থাৎ শালীধান্য বা ধান্যের কথা, **ভারতের তিনটি প্রধান কৃষিফসল** ; ধানের বেলা বর্ণনার কী সমারোহ ; ধানগাছের মাথাগুলি হেমন্তকালীন পূর্ণতায় এখন হয়েছে তণ্ডুল পূর্ণ, অর্থাৎ পরিপুষ্ট হয়েছে পাকা ধানের শীষগুলি, যাদের আকৃতি খেজুরের ফুলগুচ্ছের মতো। ধানের রঙ "কনকপ্রভা"—সোনার ধান ; মাথার ভারে খাড়া থাকতে না পেরে গাছগুলি ঈষৎ অবনত অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

এদেশের লোকের কাছে ধান্যই যে লক্ষ্মী, সীতাও লক্ষ্মীস্বরূপা ; তাই কবির কবি বাল্মীকি ভারতের প্রাণের কথা বুঝে নিয়ে তার প্রাণপ্রতিমা সীতাকে সোনার ধানের আরণ্য শোভায় বেষ্টিত সোনার প্রতিমা রূপে দেখাতে উল্লসিত হয়েছেন।

শুধু তো ফসল নয়. নিসর্গসম্পদে ভরা গোটা বনভূমিই যে সীতার প্রাণপ্রিয়। মহর্ষি তাঁর ধ্যানলব্ধ সীতা-প্রতিমাকে রাজবধূ হওয়া সত্ত্বেও প্রাসাদে আর কতটুকু রেখেছেন? এদিকে দুই বনবাস, ওদিকে অশোকবনে অধিষ্ঠান। প্রকৃতিরূপা সীতাকে প্রকৃতির কোলে রেখেই চলেছে তাঁর লীলা-বিস্তার। সীতার যেন আর একটা মূর্তি,—তিনি 'বনচারিণী'—'বনসঞ্চারকুশলা'। পরমতত্ত্বজ্ঞ হনূমানের বুঝি অবিদিত ছিলো না এই সীতা-বার্তা। তাই সারা লঙ্কাপুরী ঘুরে সীতাকে না পেয়ে অশোকবনিকার সন্ধান পেতেই তাঁর ধারণা হয়, বনচারিণী বনবিলাসিনী জানকীকে নিশ্চয় এখানেই পাওয়া যাবে। যদিও এখানে বন্দিনী সীতার স্বেচ্ছাবিহার প্রত্যাশিত নয়, তবু পাপাচারমত্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাবণ যে বন-সৌন্দর্যে ভরা অশোকবনিকাতেই স্থাপন করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে তার বন্দিনীকে, এর পশ্চাতে লীলাময়ী সীতার লীলারহস্যের পরোক্ষ প্রতিফলনই চিন্তনীয় (প্রস্তাবটা বিশদভাবে আলোচিত ষোড়শ পরিচ্ছেদে)। পরমতত্ত্বজ্ঞ ও ধ্যানপ্রবণ হনূমান হয়তো এ রহস্যেরও ইংগিত পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে এমন চিন্তাধারার বশবর্তী হতে দেখা যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সা রামা রাজমহিষী রাঘবস্য প্রিয়া সতী।
বনসঞ্চারকুশলা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী ॥

—সুন্দর ১৪/৪৫

বনবাসরতা নিত্যমেষ্যতে বনচারিণী ॥ (ঐ।৪৭)
বনেচরাণাং সততং নূনং স্পৃহয়তে পুরা।
রামস্য দয়িতা ভার্যা জনকস্য সুতা সতী ॥ (ঐ/৪৮)

হনুমান আশা করছেন, যে-জানকী বনবাসে কাল কাটাবার সময় পূর্বে সতত বনচরদের সঙ্গলাভে লালায়িত ছিলেন, সেই বনবিচরণকুশলা বৈদেহী রামের শোকে অভিভূত হলেও এখানকার বনবাসের কাল কাটাবার জন্য নিশ্চয় এইসব আরণ্যশোভার আকর্ষণে এখানে নিত্যই এসে থাকেন। ঠিক এর পরবর্তী প্রাসংগিক কথাটি যা পাওয়া যায় তা জানকীর অরণ্যপ্রিয়তা ছাড়াও বেশ একটা দামী খবর—সীতার একটুকরো চরিত্র-সংকেত :—

সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥ (ঐ ৪৯)

হনুমানের চোখে পড়ে, কাছেই বয়ে চলেছে একটা নদী। বনপ্রিয়া সীতার কাছে বন-নদীর তো একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকবেই। তা ছাড়া, হনুমান বলছেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয়েছে মনে করে সেই বরবর্ণিনী শ্যামা জানকী এই পবিত্রতোয়া নদীতে সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য নিশ্চয়ই আসবেন। বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই এই চরিত্র-সংকেতটা কী জাতীয়।

ঠিক এই আসরে আমাদের কাজ সীতার অরণ্যপ্রিয়তার উপর আলোকপাত করা, তবে সেই সঙ্গেই যে সীতার প্রকৃতিরূপিণী সত্তার উপরেও ঘটছে আলোকপাত, এটাও লক্ষণীয়। * * প্রসংগত এসে যায় এমন ক'টা কথা যার মূল্য একান্তই পাঠকের রুচি-নির্ভর। সমগ্র রামায়ণে নাগরিক পরিবেশের চেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে প্রাধান্য, তার মধ্যেই আবার অরণ্যের স্থান সকলের উপরে। তবে কি কবিগুরু স্বয়ং বাল্মীকিও ছিলেন অরণ্যপ্রিয়? তপোবনের ভারতে মুনিঋষি মাত্রই বনবাসী, সুতরাং মহর্ষি বাল্মীকি তো বনপ্রিয় হবেনই,—ঠিক সে কথা নয়; তিনি যে মহর্ষি হয়েও মহাকবি।—তাঁর রামায়ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাকাব্যে যে এতো আরণ্য-পরিবেশের আধিপত্য ঘটেছে, এতেই মনে হয়, হয়তো রাম-সীতার মতো প্রধান চরিত্রগুলিকে অরণ্যবিহারী করে তাঁদের বিহারের ফলে অভিনব স্বাদযুক্ত ঐ অরণ্যবিহারে নিজেও অংশ গ্রহণ করে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেছেন। অরণ্য বুঝি তাঁর কাছে হয়েছে সীতা-রামের অপার্থিব চারিত্রিক গুণের সংস্পর্শে পুণ্যারণ্য। অরণ্যের বিপুলতা ভিন্ন ঐ মহাযুগলের বিপুল গুণাবলীর আধার আর কী হতে পারে? বাল্মীকি তো স্বয়ং কবি, সুতরাং ঐ অরণ্যবিহার তাঁর প্রাণপ্রিয় হবেই ;—এ ছাড়া আর এক যে পরমতত্ত্বজ্ঞ মহাসত্ত্ব পুরুষ মুনির মতোই অরণ্যচারী, এবং মুনির মতোই ঠিক ঐ অরণ্যবিহারে অধিকারী ও তার বিশুদ্ধ আনন্দ-সংগ্রহে সক্ষম, তিনি হলেন হনূমান। রামায়ণে অরণ্য—কাহিনীর গুরুত্ব না থাকলে আমরা হনূমানকে পেতাম না। হনূমান না থাকলে রামায়ণই হতো না। বাল্মীকি যেমন রামায়ণের কবি, তেমনি হনূমান ঐ কবি-কল্পন-রূপায়ণের বিশ্বকর্মা। হনূমান না থাকলে সীতা-হরণ পর্যন্ত কবি ঘটাতে পারতেন, সীতা-উদ্ধার আর হতো না। আর সেটা যে হয়নি জড়-শক্তির বলে, হয়েছে হনূমানের সাধন-শক্তি বা তপঃ-শক্তির বলে, সীতা-রামের চরিত-মহিমার সঙ্গে আত্মিক সংযোগের বলে,—এটাও অকাট্য সত্য (গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত ও প্রমাণিত)। এক হিসাবে, তাই, রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা দু'জন, বাল্মীকি ও হনূমান।

কিন্তু কথাটা আমরা এনেছি 'অরণ্য'-প্রসঙ্গের যোগসূত্র হিসাবে। কী জানি, হয়তো সাধক-কবি তুলসীদাস এমনই এক মনন-ভাবনার ভিত্তিতে গেয়ে গেছেন তাঁর বিখ্যাত বন্দনা :—

সীতারাম-গুণগ্রাম-পুণ্যারণ্য-বিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ ॥

কবীশ্বর=বাল্মীকি, কপীশ্বর=হনূমান, —এমন দুটিকে একাসনে স্থাপনের কল্পনায় যদি কেউ দিশেহারা হ'ন, তবে তিনি আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনায় একটা পথ খুঁজে পাবেন আশা করি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক)

[● 'সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল', সীতা কি শুধুই জনমদুঃখিনী? কোমল-কাতর অশ্রু-করুণ নারীমূর্তি? (বিষয়টি পুনরায় আলোচিত ১৩শ পরিচ্ছেদে)

● বন-গমনে স্বীয় অধিকার-প্রতিষ্ঠায় সীতার স্বরূপ-চিত্র: প্রজ্ঞাবতী বিতর্কনিপুণা সীতাকর্তৃক রামের বিস্ময় উৎপাদন।]

কিন্তু সীতার মতো বিশাল চরিত্রকে তো কোন একটা জিনিষের প্রতীক হলে চলবে না, তাঁকে বহন করতে হবে ভারতীয় সভ্যতার প্রতিফলনবাহী বিরাট কাহিনীর চির-উপভোগ্য জটিলতার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার দায়িত্ব। সুতরাং সেখানে থাকবে লীলা-বৈচিত্র্য যার ভালোমন্দ নিয়ে সামান্যতা-অসামান্যতা নিয়ে অনন্ত তরঙ্গ উঠতে থাকবে সর্বকালীন রস-সন্ধানীর অন্তরে।

সচরাচর সীতার জনম-দুঃখিনী কোমল-কাতরা নারীমূর্তি নিয়েই লোকের মন বিভোর হয়ে থাকে। তারই মধ্যে আছে যে কতো বীর্য, তেজস্বিতা, ন্যায়-অন্যায়-ধর্ম-অধর্ম-বিচারবোধ, কতো প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—তা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেন না। চরিত্রটার এই দিক সম্পর্কে মহর্ষির হাতের প্রথম সংকেত, সীতার সর্বপ্রথম সামাজিক পরিচয়ে বলা হয়েছে, তিনি 'বীর্যশুল্কা'। তাঁর বিবাহে কেবলমাত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরেরই অধিকার—যিনি সেই অধিকার অর্জন করবেন হরধনু ভঙ্গের দ্বারা। বীরত্বের বিনিময়ে কন্যালাভ বা বীরের হাতে আত্মসমর্পণের কাহিনী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপ্রচুর, কিন্তু সীতার কথা এইখানেই স্বতন্ত্র যে, তিনি কেবল বীরের গলায় মাল্যদান করেই নিশ্চিন্ত আরামে ডুবে থাকতে চান নি, বাইরে পাতিব্রত্যের স্বর্ণ-প্রতিমা হয়েও পদে পদে পরিচয় দিয়ে গেছেন প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের—যা কেবল প্রকৃত বীর্যবতী রমণীর পক্ষেই সম্ভব। আর তাঁর যোগ্য ভর্তা যিনি হবেন, তাঁকে কেবল বিবাহের সর্ত-পূরণে কিছু বীর্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিচয় দিলেই হবে না, দাম্পত্য-জীবনের চলার পথে সর্বদাই অনুরূপ পরিচয় দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই,—তাই বলা হয়েছে 'বীর্যশুল্কা'। সন্ধানী পাঠক নিশ্চয়ই এখানে খুঁজে পাবেন ঐ প্রয়োগটির নিহিত সংকেত। এখানকার বিশ্লেষণ-ধারায় অচিরেই দেখতে পাবেন সীতার কাছে কী কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো রামকে 'বীরত্বে'র ব্যাপারে এবং হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছিলো সীতা 'বীর্যশুল্কা'ই বটে।

সীতা জনমদুঃখিনী, সীতা কারুণ্যের প্রতিমূর্তি, **'সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল'** (বচনটির অন্য গুরুত্ব যাই থাকুক, সীতার যে অশ্রুময়িতা এতে প্রকট হয়ে ওঠে),—এই দুঃখ-কারুণ্য-অশ্রু দিয়েই সীতার মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ হওয়ার নয়; যদি সেই দুঃখ হয় স্বেচ্ছাব্রত, যদি সেই কারুণ্য ও অশ্রুধারার মধ্যেও থাকে কর্তব্যবোধের দৃঢ়তা, থাকে পাবকশিখার তেজ ও উত্তাপ, তবে তার খবরও নিতে হবে বই কি। [**রবীন্দ্র-উক্তিটির সমালোচনা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।**]

রামচন্দ্রের বনগমনে সীতা হন রামের অনুগামিনী। কিন্তু সে কি সহজ ব্যাপার? অযোধ্যাকাণ্ডের ২৬শ সর্গে বনগমনোদ্যত রাম তাঁর অবর্তমানে সীতাকে কিভাবে অযোধ্যায় জীবন কাটাতে হবে সেই মর্মে যথাযোগ্য হিতোপদেশ দান শেষ করতেই ২৭শ সর্গে তদুত্তরে সীতা যা বলেছেন এবং যে ভঙ্গিতে বলেছেন সে শুধু মামুলী পতিব্রতার কথা নয়, তার মধ্যে প্রবলভাবে পরিব্যক্ত সীতার ব্যক্তিত্ববোধ, কর্তব্যজ্ঞান, বিচারশক্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা ও বিনীত প্রার্থনা। বৈদেহী 'প্রিয়ার্হা' ও 'প্রিয়বাদিনী', কিন্তু তিনিই 'প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ।' গোড়াতেই 'সংক্রুদ্ধ', যদিও সেই কোপের উৎস সুগভীর প্রণয়। কোপের কারণ? কারণ, রাম এতোই 'লঘু' ও 'অসার' কথা বলেছেন, যা শুনলে সীতার হাসি পায়। যে রামচন্দ্র 'নরবরোত্তম,' তিনি কিনা এমন কথা বললেন যা শাস্ত্রজ্ঞ ও অস্ত্রজ্ঞ বীর রাজপুত্রদের পক্ষে অযোগ্য ও অকীর্তিকর, সুতরাং শোনার যোগ্যই নয়।

বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শাস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।
অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাঠক লক্ষ্য করুন, কী উপাদানে মহর্ষির হাতে রচিত হয়েছে সীতা-চরিত্রের প্রতিমা। রামচন্দ্রের কাছ থেকে সীতাকে আদায় করতে হয়েছে বনে সহ-গামিনী হওয়ার অনুমতি যুক্তিতর্কের দ্বারা স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। অথচ রাম তাঁর প্রাথমিক উপদেশের মধ্যে কতো না ভালো ভালো কথা বলেছেন,—তুমি মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেছো, ধর্মের রহস্য জানো এবং ধর্মাচরণে অভ্যস্ত; সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেবের সত্যরক্ষার্থ এই বনগমন ; সুতরাং বিচলিত হওয়া উচিত নয় ; তুমি মনস্বিনী, কল্যাণী, সর্বথা পাপশূন্যা ; ব্রতোপবাসপরায়ণ হয়ে দেবপূজায় ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় আত্মনিয়োগ করো ; এই সবই তো ধর্ম ; সেই ধর্মের মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করবে ; আর, ভরতের অপ্রিয় কোন কাজ করবে না যেহেতু রাজার অসন্তোষ সর্বথা পরিহার্য—ইত্যাদি। এরই উত্তরে সীতার অমন হুঁসিয়ারী উক্তি,-'ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্'—তোমার কথা শোনার যোগ্যই নয়! কারণ,

আর্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে॥
ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি॥

হে আর্যপুত্র! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র বা পুত্রবধূ—এঁরা সবাই নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে, পাপপুণ্যময় কর্মফল ভোগ করে থাকেন, কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ! নারীই একমাত্র নিজ পতির ভাগ্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তোমার বনবাসের আদেশে আমিও যে বনবাসে আদিষ্ট হয়েছি, অতএব আমাকেও বনে বাস করতে হবে।

ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীগণঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকা গতিঃ সদা॥

পিতা, মাতা, পুত্র, সখীজন, এমন কি আত্মাও স্ত্রীলোকের সদ্‌গতি-বিধানে অসমর্থ, একমাত্র পতিই ইহলোক ও পরলোকে স্ত্রীলোকের সদ্গতিবিধানে সমর্থ। সুতরাং ধর্মপালনের নামে রামচন্দ্র তাঁর উপদেশে সীতার ধর্মানুমোদিত কর্তব্য হিসাবে যাদের সেবার কথা বলেছেন, এই বিতর্কে সে নির্দেশ খণ্ডিত করে সীতা জানালেন, রাম যতো দুর্গম বনেই যান না কেন, তিনিও যাবেন, এবং রামের আগে আগে যাবেন তাঁর পথের কণ্টকাদি দলন করতে করতে। এখানে লক্ষণীয় সীতা সেই নারীমাত্র ন'ন যাঁর কাছে পতির যে কোন আদেশ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্দেশ নির্বিচারে শিরোধার্য; তিনি সেই ব্যক্তিত্বময়ী স্বাতন্ত্র্যবতী নারী, যিনি আপন ধর্মজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্তব্যবোধ অনুযায়ী অপরের বিধান যাচাই করতে সক্ষম এবং প্রয়োজন হলে সেই বিচার-সম্মত পন্থায় অগ্রসর হওয়ার জন্য অসম সাহসের পরিচয় দিতে সক্ষম। এইমাত্র যে বনের দুর্গম পথে রামের আগে আগে যাওয়ার প্রস্তাব শোনা গেল,—তার মধ্যে নারীর দুঃসাহসই প্রকাশ পায়। কিন্তু সীতা নাচার; তাঁকে বোঝাতেই হবে রামকে, বনগমনের জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতি কতোখানি। অথচ রামচন্দ্রের মতো পুরুষসিংহের মনে ঐ আগে আগে যাওয়ার কথাটার একটা কুটিল প্রতিক্রিয়াও তো হতে পারে;—হ্যাঁ, সীতা তাও ভেবেছেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে পরম সুহৃদের মত বললেন,—

ঈর্ষাং রোষং বহিষ্কৃত্য ভুক্তশেষমিবোদকম্।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে॥

হে মহাবীর! ঈর্ষা বা রোষ পরিত্যাগ করে আমায় তুমি নিয়ে চলো নিঃশঙ্কচিত্তে, আমাতে কোনো প্রকার পাপ বা পাপ-চিন্তা নেই,—নিয়ে চলো ঠিক সেইভাবে—পথিক যেমন জলপান করার পর অবশিষ্ট জল সঙ্গে নিয়ে যায়।

ঈর্ষা কেন? স্ত্রীলোকের বনগমনের সাহস দেখে পুরুষের অন্তরে যে ঈর্ষা জাগা স্বাভাবিক, সে সম্পর্কে সচেতন বলেই সীতা সেই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। আর রোষ তো হতেই পারে, যেহেতু সীতা রামের কথা শুনছেন না। এইভাবে দেখা যায়, সীতা নিজের বনবাস-দুঃখকে তুচ্ছ করে রামের মানস প্রতিক্রিয়া নিয়েই ব্যস্ত। তবে সংকল্প তাঁর অটল। সোজা বলে দিলেন, স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর মাতাপিতার কাছ থেকে যথেষ্ট উপদেশ পেয়েছেন,—'নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বর্তিতব্যং যথা ময়া'—এখন আর আমার কিরূপ আচরণ করতে হবে তা বলে দিতে হবে না। রামের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার লাঘব করার জন্য বনে তিনি কি ভাবে থাকবেন সীতা তার বিস্তারিত নকসা রামের কাছে তুলে ধরেছেন। নানা কথার মধ্যে বলেছেন,—

শুশ্রূষমানা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু॥

হে বীর, আমি সর্বদা তোমার শুশ্রূষা করবো, মধুগন্ধ সুবাসিত বনে আমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মচারিণীর নিয়ম পালন বজায় করে তোমার সঙ্গে নিত্য বিহার করবো। এ কি সহজ কথা? কী চরিত্রবল থাকলে তবে এই **আসিধারব্রত** পালন-যোগে চতুর্দশবর্ষ যাপনের সংকল্প ঘোষণা করা যায়? 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় রবীন্দ্রনাথ যখন উর্মিলার অনুকূলে তর্ক সাজান (এ সম্পর্কে মন্তব্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) তখন পাঠকের মনে একটা ধারণা গড়তে চায়,—সীতা তো ছিলেন নিত্য মিলনসুখের অধিকারিণী;—কিন্তু সেই মিলন ঠিক কী জাতীয়, তার একটা ইংগিত এখানে পাওয়া যাবে।

কিন্তু তাই বলে কেউ যেন না ভাবেন রঘুকুলপতি রাঘব সীতার ছুটো মুখের কথায় সব ভুলে গেলেন। সহজে হাল ছাড়ার পাত্র ন'ন তিনি। যদি সীতাকে নিতেই হয় সঙ্গে, তবে ভালো রকম পরীক্ষা করে নিতে হবে। তাই অমন সব পাকা বিজ্ঞ বিতর্কের পরেও সীতা পেলেন না রামের অনুমোদন। পরিবর্তে পেলেন তাঁর সুচিন্তিত অভিমত যে সীতার বনে যাওয়া উচিত হবে না; কারণ, 'দুঃখমেব সদা বনম্',—এই দুঃখকষ্টের কোনো ধারণা নেই সীতার। তাই অযোধ্যাকাণ্ডের ২৮শ সর্গে ২৫টি শ্লোক জুড়ে তিনি বিবৃত করলেন কী ভয়ংকর দুঃখজনক ঐ বনবাস, প্রায় প্রতি শ্লোকের অন্তিম বাণী—'দুঃখমতো বনম্' বা 'দুঃখতরং বনম্'। একটুও বাড়াবাড়ি নয়, নিখুঁত বস্তুনিষ্ঠ এক অতি বিশ্বস্ত বিবরণ; সীতার মতো চিরস্বাচ্ছন্দ্যে লালিতা তরুণী রাজদুহিতাকে ঐ দুঃখ-ভয়াদি-সংকুল নিয়ম-কাঠিন্যযুক্ত বনবাসের জীবনে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া চলে না—এই বিবেচনা করে—'ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং'—রাম তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলেন না। 'আমি তোমায় যা বলছি, তোমার তাই করাই কর্তব্য', 'প্রিয়ে, তুমি বনবাসের বাসনা বিসর্জন দাও,' 'বনবাস তোমার মঙ্গলদায়ক হবে না,—আমি বিশেষ চিন্তা করেই এ কথা বলছি'—ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে রাম সীতাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন।

কিন্তু কার সাধ্য সীতাকে নিবৃত্ত করে। **স্ত্রীর স্বাধিকারের প্রশ্ন তুললেন সীতা,**—পতির বনগমনে স্ত্রীর অনুসরণের ঔচিত্য প্রমাণ করলেন, আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিলেন দু'টি মোক্ষম অস্ত্র,—এক চোখের জলের প্লাবন, আর এক, 'বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ'—বিষপানে, অগ্নিমধ্যে বা জলমধ্যে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প জ্ঞাপন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অশেষ ধৈর্যবান রাম তখন নিলেন সান্ত্বনাদানের পথ। তখনও চেষ্টা চলেছে নিবৃত্ত করার। সীতার উদ্বেগ ক্রমবর্ধমান। এইবার তিনি প্রণয় ও অভিমানের বশে বিপুলবক্ষ **রামচন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপ নিক্ষেপে প্রয়াসী হলেন। হে সুন্দর! তুমি পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, এইটা জেনেই কি আমার পিতৃদেব মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হওয়ার যোগ্য মনে করেছিলেন ?**

* * পাঠক লক্ষ্য করুন, ভাষণের রূঢ়তা উপেক্ষা করে প্রিয়বাদিনী বৈদেহী যে এমন আপাত-অপ্রিয় উক্তি মুখ দিয়ে বার করলেন, সে কোন্ চারিত্র-বলে ? এর জন্য যে মনোবল ও সৎসাহসের প্রয়োজন হয়, তা বুঝি কেবল বাল্মীকির সীতা-চরিত্রেই ছিলো প্রত্যাশিত। শুধু তাই নয়, ঐ উক্তির পরেই ফুটেছে ঐ চরিত্রের সুগভীর বিজ্ঞতা। অমন উক্তির যুক্তি দেখিয়ে সীতা স্থিতধীর মতো প্রশান্ত ভঙ্গিতে রামকে বলছেন,—দেখ, আমাকে সঙ্গিনী করে যদি না নিয়ে যাও, তা হলে লোকে প্রকৃত ঘটনা না জেনে তোমার এমন অপবাদ দিতে পারে যে, রাম দীপ্ত দিবাকরতুল্য হলেও আসলে তাঁর কিছুমাত্র তেজ নেই। কী চিন্তা করে তুমি বিষণ্ণ হচ্ছো ? তোমার ভয়ের কারণটা কী ? সাবিত্রী যেমন সত্যবানের অনুগামিনী হয়েছিলেন, আমাকেও ঠিক তেমনি তোমার অনুগামিনী হওয়ার যোগ্য বলে জেনো। অতএব বনে আমি যাবোই। আমি কুমারী অবস্থাতেই তোমার ভার্যা হয়েছি [উক্তিটির গূঢ়ার্থ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ১৬শ (গ) অধ্যায়ে 'দেবমায়ের নির্মিতা' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে]। বহুদিন তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি সতীত্বের মর্যাদায়,—আর সেই আমাকে কিনা তুমি **'শৈলুষ ইব'** পরের কাছে রেখে যেতে চাও ? * * অস্ত্রটি মারাত্মক। নিজ পত্নীকে অন্যের কাছে রেখে যারা জীবিকা নির্বাহ করতে চায় 'শৈলুষ' বলতে তাদের বোঝায়। সীতার ভাষণে এমন কটাক্ষের কারণ, রাম তাঁর প্রাথমিক উপদেশে ভরতের অনুকূল হয়ে থাকার কথা বলেছিলেন। আর এই প্রসংগটি তুলে সীতা আরও দৃঢ় হওয়ার সুযোগ খুঁজে পেলেন ; দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন, আমাকে না নিয়ে তুমি কখনই বনে যেতে পারবে না। যে সব দুঃখ, ভয়, বিপদের কথা রাম তুলেছিলেন, সীতা তাঁর জবাবে প্রত্যেকটি কি ভাবে জয় করবেন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন। পুনরায় জানালেন, আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে রামের চোখের সামনে তিনি মৃত্যুবরণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করবেন। আর সেই সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সীতা, দিশেহারা হয়ে প্রিয়তমকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকলেন। * * রামচন্দ্র সম্মত না হয়ে পারলেন না, আর সেই সঙ্গে ব্যক্ত হলো তাঁর সীত-মাহাত্ম্যে অভিভূত হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস। আমরা মুগ্ধ হলাম রামের মুখে শুনে সীতা-প্রশস্তি ঃ—

যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্ধং বনবাসায় মৈথিলি।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা

মৈথিলি! আমার সঙ্গে বনবাস করার জন্যই বিধাতা তোমায় সৃষ্টি করেছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সর্বভূতে দয়া পরিত্যাগ করতে পারেন না, তেমনি আমিও তোমাকে কখনই ছেড়ে থাকতে পারি না। তবু যে এতোক্ষণ তোমায় এতো কষ্ট দিলাম, সে শুধু তোমার প্রকৃত মনোভাব যাচাই করার জন্য। সহধর্মিণী হয়ে তোমার এই যে সহধর্মাচরণের দৃঢ়সংকল্প, এটা আমার ও তোমার বংশের উপযুক্ত কাজই হয়েছে।

* * *

সীতা ধরণী-কন্যা বলেই তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ মৃন্ময়ী-বসুন্ধরার প্রতি, তাঁর ক্রোড়ে লীলায়িত বিচিত্র জড়-চেতনের প্রতি। বনগমনের পথে ভেলায় করে যমুনা পার হতে হলো। যমুনার মাঝখানে যখন এলো সেই ভেলা, সীতা ঐ নদীকে বন্দনা করে বললেন, দেবি, তোমার উপর দিয়ে পারে যাচ্ছি, আমার পতি যেন ব্রতপালনে সফল হ'ন। ব্রত উদ্‌যাপিত হলে আমি ফিরে এসে শাস্ত্রীয় বিধিমত তোমার পূজা দেবো। যমুনার পরপারবর্তী শ্যাম নামক বটবৃক্ষ হলো তাঁর দ্বিতীয় আকর্ষণ। 'হে মহাবৃক্ষ!' বলে অভিবাদন ও ব্রতপালনের প্রার্থনা জানিয়ে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ—সীতার ঐ একই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

(খ)

[সীতা-অনসূয়া উপাখ্যানে সীতা-চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাতের বিশ্লেষণ।]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অযোধ্যাকাণ্ড ছেড়ে যাওয়ার আগে এই কাণ্ডেরই শেষাংশে বিবৃত অত্রিমুনির আশ্রমে সীতাকে এক পলক দেখে নেওয়া যাক। সীতার চোখে মুনিপত্নী স্থবৃদ্ধা অনসূয়া মূর্তিমতী শ্রদ্ধা। কঠোর তপস্যাধন্য তাঁর জীবন। অধিকন্তু পতিব্রতারূপে তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তাই তিনি সীতার পাতিব্রত্যে মুগ্ধ হয়ে স্নেহভরে ঐ পাতিব্রত্য-মহিমা নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, যার শেষে ধ্বনিত হলো তাঁর শুভকামনা ও শুভোপদেশ—

ভব স্বভর্তুঃ সহধর্মচারিণী
যশশ্চ ধর্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি ॥

অতএব তুমি পতির সহধর্মচারিণী হও, তা হলেই যশ ও ধর্ম উভয়ই লাভ করতে পারবে। * * * দুই নারীর একান্ত আলাপ যখন, তখন এর তো একটা প্রত্যুত্তর সীতার কাছ থেকে প্রত্যাশিত। মহর্ষি লিখছেন—

সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া।
প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ (অযোধ্যা-১১৮)

অনসূয়া কর্তৃক এইভাবে উপদিষ্টা হয়ে বৈদেহীও অসূয়াশূন্যভাবে ঐ উপদেশের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করে মৃদুমন্দস্বরে বলতে লাগলেন। * * এখানে লক্ষণীয় 'বৈদেহী তু অনসূয়া'—বৈদেহী অবশ্য অসূয়ার বশবর্তী না হয়ে—এমন বাগভঙ্গি কেন এলো মহর্ষির মুখে? সীতার ঈর্ষাপরবশ হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে যে তাঁর ঐ ঈর্ষা-রাহিত্য এখানে একটা গুণ বলে হলো উল্লেখযোগ্য? কারণ কিন্তু ছিলো, আর সেটাই সীতার প্রত্যুত্তরে সূক্ষ্মভাবে সংকেতিত হয়েছে। * * সীতা বললেন, 'আর্যে! আপনার এমন উপদেশ কেবল আপনাতেই সম্ভব। তবে পতিই যে নারীর গুরু, এ আমারও অবিদিত নয়'। তিনি কোথা থেকে কিভাবে জেনেছেন, তাও একটু বলে গেলেন। জেনেছেন বনগমনকালে কৌশল্যামাতার কাছ থেকে, বিবাহসময়ে হোমাগ্নি সম্মুখে কথিত আপন জননীর উপদেশ থেকে—যেগুলো তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে হয়ে আছে বদ্ধমূল। সীতা আরও বললেন, ঐ মর্মে আত্মীয়গণের উপদেশও তিনি ভোলেন নি। এ ছাড়া পুরাণ-প্রথিতা সাবিত্রীর মহিমাও তাঁর অজানা নেই। * * কিন্তু এই প্রত্যুত্তরসূত্রে সীতা যেমন একটু বললেন নির্গুণ স্বামীও স্ত্রীর পক্ষে দ্বিধাহীন ভাবে সেব্য, তেমনি তিনি যাঁকে ভাগ্যক্রমে স্বামীরূপে পেয়েছেন,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই রামচন্দ্রের, তথা আদর্শ স্বামি-চরিত্রের গুণবত্তা সম্পর্কে মামুলীগুলো ছাড়া তাঁর মুখে একটা নূতন কথাই শোনা গেল—"মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রিয়ঃ",—যিনি মাতাপিতার মতোই প্রিয়, অর্থাৎ পতি যেখানে স্ত্রীর প্রতি আচরণে হন যুগপৎ মাতা ও পিতার সমগুণসম্পন্ন, বা যুগপৎ মাতৃভাব ও পিতৃভাবে ভাবিত,—সেখানে স্ত্রী পতিগতপ্রাণা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? * * পতির গুণ-বিচারে এই যে দুর্লভ সমন্বয়াত্মক এক অসামান্য গুণের পরিকল্পনা, সীতার প্রজ্ঞাধর্মী মনোগঠনের এ এক অন্যতম নির্দেশিকা। * * সাবিত্রীর মতো আদর্শ পতিব্রতার যে স্বর্গলাভ হয়ে থাকে,—সীতা যে শুধু এটা জানেন, তাই নয়, ঐ মহীয়সীর উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে মুনিপত্নী অনসূয়াকে বললেন,—"তথাবৃত্তিশ্চ যাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্'—আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গলোকে স্থান পাবেন।

মহর্ষির হাতে সীতা ও অনসূয়ার এই পাশাপাশি উপস্থাপনে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি, এ যেন নারী-মহিমার এক অভিনব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কে কার অধিকতর শ্রদ্ধেয়া ? অনসূয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম বিষয়ে যাকে উপদেশ দেবেন, তার কাছেই যে তাঁর অনেক শিখবার আছে—যদিও তিনি বর্ষীয়সী তপস্বিনী, আর সীতা এক তরুণী রাজপুত্রবধূ। সীতার কিছুই শিখতে বাকী নেই, অথচ তাঁকেই শেখাবার এতো ঘটা,—এতেই গোড়ায় এসেছিলো 'অসূয়ার' প্রশ্ন।

মাঝখানে আরও একটুকরো কথা আছে 'ধর্মচারিণি মাতঃ' বলে মুনি-পত্নীকে সম্বোধন করে সীতা যখন বলছিলেন, 'আমি কারও কোনো উপদেশ ভুলিনি', তখন এটাও তাঁর মুখে বেরোয়,

"পতিশুশ্রূষণান্নার্যাস্তপো নান্যদ বিধীয়তে ।।"

—পতিশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ তপস্যা রমণীগণের জন্য বিহিত হয় নি। * * পরিস্থিতি কৌতুকাবহ। পরমপতিপরায়ণা অথচ কঠোর তপশ্চারিণী অনসূয়াকে সীতা শোনাচ্ছেন ঐ বিধান ! এখানে মহাকবির মনোলোকে আর কোনো ভাব উঁকি দিয়েছিলো কিনা বলা কঠিন, তবে আমরা ভাবতে পারি, এই উক্তির নেপথ্যে অনুচ্চারিত রইলো এইটাই যে, সীতা ইচ্ছা করলে অনেক কঠোর তপস্যা করতে পারতেন [যাঁর পূর্ববর্তী সংস্করণ সেই 'বেদবতী,' তাঁর পক্ষে তপশ্চরণের উৎকর্ষ তো অনায়াসলভ্য (এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে 'বেদ ও রামায়ণ' পর্যায়ে আলোচিত)]। কিন্তু সকল প্রকার গুরুজনের উপদেশে তিনি জেনেছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পতিশুশ্রূষা ভিন্ন নারীর অন্য কোনো তপস্যার বিধান নেই। অত্রি-পত্নী অনসূয়ার মধ্যে এই উক্তির প্রতিক্রিয়া কৌতূহলোদ্দীপক।

* * তবে সে যাই হোক, অনসূয়া কিন্তু এর পরেও সীতার কথায় ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে এক কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর চিরার্জিত যে মহতী তপস্যা-শক্তি আছে, সেই শক্তিবলে সীতাকে বরদান করতে চাইলেন।

"প্রীতা চাস্ম্যুচিতাং সীতে করবাণি প্রিয়ঞ্চ কিম্।।"

—সীতা, আমি তোমার কথায় ও আচরণে পরম প্রীত হয়েছি, এখন বল, তোমার কী প্রিয় কাজ সাধন করবো?

দেখা যাক্, সীতা কী চান?

তস্যাস্তদবচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া।
কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপোবলসমন্বিতাম্॥

অযোধ্যা—১১৮/১৬

—তাঁর (অনসূয়ার) ঐ কথা শুনে সীতা বিস্মিত হলেন এবং মৃদুহাস্যযোগে সেই তপোবল-সমন্বিতা মুনি-পত্নীর 'কিং করবাণি' প্রশ্নের জবাবে বলে দিলেন 'কৃতম্'! করা আপনার হয়েই গেছে। অর্থাৎ চাইবো আর কী, আপনার এই প্রীতি-অনুগ্রহের মধ্যে আমার সবই পাওয়া হয়ে গেছে।

সত্যই শোনার মতো জবাব! বৃদ্ধা তপস্বিনী হয়তো শুধুই সীতার নির্লোভতা লক্ষ্য করে 'প্রীততরাভবৎ'—অধিকতর প্রীত হলেন, এবং আর কিছু করতে না পেরে দিব্য-মাল্য-অলংকারাদি দান করে তৃপ্ত হতে চাইলেন; কিন্তু আমরা যেন এইখানে আরও কিছু খুঁজে পাই। প্রথমত, অনসূয়ার প্রস্তাব শুনে সীতা যে 'বিস্মিতা' হলেন, বিস্ময়ের কারণ ছিলো বৈ কি! তিনি যা দিতে চান, তা তপস্যালব্ধ শক্তিবলে। অথচ একটু আগেই সীতার মুখে কথাচ্ছলে বেরিয়েছে রমণীর তপস্যা-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম সমঝদারি মন্তব্য। এই কারণেই তিনি বিস্মিতা। কবির লেখনীমুখেও তাই হয়তো তাঁর অজ্ঞাতসারে 'তপোবলসমন্বিতা' পদটি কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গার্থ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। যে 'বল' এখানে নিরর্থক, সেই 'বলে বলবতী' বলে উল্লেখটা কেমন শোনায় ভেবে দেখার মতো। আর, সীতা যে প্রথমে বিস্মিত ও পরে মৃদুহাস্যযোগে শুধুমাত্র 'কৃতম' বলে সেরে দিলেন তাঁর জবাব,—এতে পতিপরায়ণা নারীর পৃথক তপোবল-সাপেক্ষ হওয়ার প্রতি যেন একটা মৃদু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কটাক্ষ ফুটলো বলে মনে করা যায়। মূলত, এই সমগ্র আলাপটা সীতার প্রজ্ঞাভূয়িষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-চেতনার পরোক্ষ নিদর্শন।

অনসূয়ার অনুরোধে সীতা যেখানে তাঁর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত বলে চলেছেন, সেখানেও এক জায়গায় পাওয়া যায় একটু মনে রাখার মতো কথা। সীতা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হলে কেন যে পিতা জনকরাজ অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েন, সেই প্রসঙ্গে সীতার মুখের কথা—

সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি।।
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা।।

অযোধ্যা ১১৮/৩৫-৩৬।

—এ সংসারে কন্যার পিতা যদি ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও হন, তবু তিনি তাঁর সদৃশ বা হীনস্তরীয় ব্যক্তির কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেয়ে থাকেন। সেই লাঞ্ছনা নিজের জীবনে অদূরবর্তী লক্ষ্য করে মহারাজ জনক চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হলেন। তাঁর অবস্থা হলো পারে যেতে অক্ষম আপ্লবের (পোতহীন বণিকের) মতো। * *

সমাজ মানসের কুটিলতা নিয়ে এমন দরদী চিন্তা, সামাজিক অনুদারতা-জনিত বিড়ম্বনায় এমন ক্ষোভ প্রকাশ ও বিড়ম্বিতের প্রতি এমন সমবেদনা,—এ কোনো সাধারণ তরুণী রাজনন্দিনী বা রাজবধূর কাছে কখনই প্রত্যাশিত নয়। মনস্বিতা ও প্রজ্ঞাধর্মিতায় সমৃদ্ধ কোন প্রবীণার চরিত্রই এখানে প্রতিফলিত।

(গ)

[●·সীতার সদা-জাগ্রত ব্যক্তিত্ব-চেতনা ও তার সমাদরঃ সীতা পতি-সম্মানিতা : সীতার মাতৃসুলভ স্বস্তিবাচন : সীতা তরুণী হয়েও প্রবীণা।]

তবে প্রাচীন ভারতীয় পুরুষপ্রধান সমাজ-জীবনে মনোধর্মে যথেষ্ট সমুন্নতির অধিকারী হলেও নারীর ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটানো সহজ নয়। তার জন্য চাই নিয়ত-জাগ্রত ব্যক্তিত্ব-চেতনা, এবং সেটাও হওয়া চাই সমাদৃত সম্মানিত। সীতার চরিত্রে ও সীতার জীবনে দুটোই ফুটিয়েছেন মহর্ষি বাল্মীকি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বস্তুত অতিমানবীয় চরিত্রের অধিকারী এক বিরাট পুরুষের সহধর্মিণী হয়েও সীতাকে সেই তরুণী বধূ-জীবনে কখনও নিজত্ব-বর্জিত স্বামীর ছায়ামাত্র হয়ে কাটাতে হয়নি। কি রাজ-অন্তঃপুরে, কি তার বাইরে, রামের কাছে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছিলো নিয়ত সমাদৃত। **অনেকে বাল্মীকির হাতের ঠিক এই সীতাকে চিনতে পারেন নি, রাম-সীতার এই সম্পর্কটাও বড়ো কারো চোখে পড়ে নি।** বেশির ভাগ সমালোচক সীতাকে দেখেছেন কেবল সতী-শিরোমণি কুলবধূরূপে এবং দুঃখজয়ী স্বামি-সর্বস্ব সহধর্মিণীরূপে। কেউ কেউ তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ফোটাবার সময় রামের প্রতি তাঁর কঠোর প্রতিবাদ-প্রবণতার জয়গান গেয়েছেন এবং **রাম তাঁদের চোখে ধরা পড়েছেন পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর উপর যথেচ্ছ আধিপত্যের প্রতীক-পুরুষরূপে। শেষোক্ত বিষয়টা এই গ্রন্থে পৃথক আসরে আলোচিত হলো।** উপস্থিত আমরা দু'এক জায়গায় চোখ ফেলে একটু দেখে নিই আমাদের প্রস্তাব-সম্মত সীতার ব্যক্তিচরিত্র-চিত্র ও রাম-সীতার ব্যক্তিগত সম্পর্কের নমুনা।

সীতা রামের 'সহধর্মিণী',—এই যে মামুলী পরিচয়, এর আভ্যন্তরীণ স্বরূপ-পরিচয়টা উদ্ধার করতে হবে বাল্মীকির রচনার নিবিড় বিশ্লেষণ থেকে। প্রস্তাবিত অভিষেক-পূর্ব রামের প্রত্যেকটা নড়া-চড়ায় দেখা যায় সীতা-সাহচর্য অপরিহার্য। মনে হয় রাম যেন সীতা-সহায়, সীতা-নির্ভর বা সীতাশ্রয়ী। সস্ত্রীক কার্য করার যান্ত্রিক নিয়ম পালন বা বিধিপালন নয়, সে ছাড়াও আরো কিছু। ব্যক্তি-গত প্রস্তুতি হিসাবে রাম বসলেন বিষ্ণু-উপাসনায়, কিন্তু সেখানেও একাসনে উপবিষ্টা সীতা, 'সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ' (অযোধ্যা ৬/১)। বিষ্ণুমন্দিরে কুশ-শয্যায় সংযতভাবে রাত্রিযাপন। কিন্তু সেখানেও ঐ সংযমপালনে রামকে দেখা যায় সীতা-সহায়। শুধু তাই নয়—'ধ্যায়ন্নারায়ণং দৈবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে'—কুশ বিছিয়ে যে শয্যা-নির্মাণ, সেটা রাম নিজের হাতেই করলেন। আমরা বিস্মিত হই দৃশ্যটা চোখের উপর মেলে ধরে,—ভাবি কি চোখে দেখতেন রাম তাঁর স্ত্রী সীতাকে।

* * * এলো সুমন্ত্র সারথির মুখে পিতা দশরথের আহ্বান। রামকে একবার রাজপুরীতে যেতে হবে। অনুমান করলেন, অবশ্যই হবে অভিষেক-সংক্রান্ত কিছু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরামর্শ। উপলক্ষ্যটা পরমমঙ্গলাবহ। * * আমরা দেখি, রাম কিভাবে যান, সীতাই বা কী করেন।

পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা।
আদ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী॥

অযোধ্যা ১৬/২১

বিশেষ কবিপ্রযত্নে বাল্মীকি সীতার এই বিশেষণ পদটি বসিয়েছেন—'পতিসম্মানিতা'। যাঁরা ধরেই নিয়েছেন রাম ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় পুরুষ-প্রধান সমাজে প্রচলিত স্ত্রীর প্রতি দাসী-সুলভ আচরণে অভ্যস্ত, তাঁদের অবশ্যই এখানে ভুল ভেঙে যাবে। এ ছাড়া লক্ষণীয়, সীতার ব্যক্তিত্ব-চেতনা, আত্মমর্যাদা জ্ঞান ও নারী-মহত্ত্ব-ঘটিত আপন মূল্যবোধ। রাম যাচ্ছেন, সীতা যাত্রামঙ্গল পাঠ করতে করতে দ্বারদেশ পর্যন্ত রামের অনুগমন করলেন। বলতে লাগলেন,—

রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ। (ঐ/২২)

* * *

পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ॥
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশাম্। (ঐ/২৪)

—প্রজাপতি ব্রহ্মা (লোককৃৎ) যেমন ইন্দ্রের অভিষেকের বেলা করেছিলেন, তেমনি মহারাজ দশরথ তোমাকে বহুব্রাহ্মণের অধিষ্ঠানযুক্ত রাজ্যে রাজসূয়-যোগ্য সমারোহে অভিষিক্ত করুন [সীতার এই কামনার মধ্যে পরিব্যক্ত তাঁর ত্রিলোক-জ্ঞান, স্বামীর গৌরব-চেতনা ও প্রবীণ-সুলভ আত্ম-প্রতিষ্ঠা]।

—যাত্রাপথে বজ্রধর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক রক্ষা করুন, যম দক্ষিণদিক, বরুণ পশ্চিম দিক্ ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন [সীতা সেরে নিলেন তাঁর অবশ্য কর্তব্য স্বস্তিবাচন পরম একাগ্রতায়। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে সত্যিই কি অবশ্যকর্তব্য? তা ছাড়া, ঠিক আশীর্বচনের ভঙ্গিতে এই মন্ত্রশক্তিযুক্ত আবৃত্তি একান্ত বিস্ময়কর। কয়েকটা সর্গ পরেই শোনা যায় যে মাতা কৌশল্যার সুপ্রশস্ত স্বস্তিবাচন, এও তারই সমধর্মী। সুর একই, পরিসর বা বহরের পার্থক্য। **অর্থাৎ সীতা সীতা বলেই, স্ত্রী হয়েও অনায়াসে নিজেকে মাতৃ-পর্যায়ে স্থাপন করে মন্ত্র গম্ভীর আবৃত্তিযোগে রামের যথাযোগ্য স্বস্তিবাচন করে গেলেন**]।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

* * আমরা মানসচক্ষে দেখি রাম শ্রদ্ধানত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা পেতে নিলেন সীতার স্বস্তিবাচন। অতঃপর—

অথ **সীতামনুজ্ঞাপ্য** কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ ॥ (ঐ/২৫)

—ঐ ভাবে মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন হলে রাম **সীতার অনুমতি নিয়ে** নিজগৃহ থেকে সুমন্ত্রের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

সুতরাং এই খণ্ডদৃশ্যে **সীতার ব্যক্তিত্ব-চেতনা ও তৎপ্রতি রামের দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পর্কে তিনটি কথা বড়ো হয়ে রইলো—(১) সীতা পতি-সম্মানিতা, (২) সীতার মুখে মাতৃসুলভ স্বস্তিবাচন, (৩) রামকর্তৃক সীতার অনুমতিগ্রহণ।**

আর একটি দৃশ্য

সীতা তখনও জানেন না কৈকেয়ী-ঘটিত উৎপাতের কথা। তপস্বিনীরূপে তাঁর মানস-প্রস্তুতি চলেছে রামের রাজ্যাভিষেকের অনুরূপ। আলোচ্য মুহূর্তে আপন পুরীতে তিনি একা। রাম এখনই ফিরে আসবেন রাজপুরী থেকে জরুরী আহ্বান অনুযায়ী কাজ মিটিয়ে। সীতা তপস্বিনী, কিন্তু 'অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী-প্রতীক্ষতি',—রাজধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞা রাজনন্দিনী, তাঁর দেবার্চনা সেরে নিয়ে রামের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

দেখলেন রাম ফিরে এলেন, কিন্তু বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত।

এই সময়ে উদ্বেগ-ব্যাকুল সীতার মুখে যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বেরিয়ে এলো বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো [অযোধ্যা-২৬।৯-১৮ : 'অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্যুক্ত পুষ্যেণ রাঘব···কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ'—শাস্ত্রীয় বিধানে আজ সিংহাসনে অভিষেকের অতি শুভ দিন, কারণ আজ বৃহস্পতি-অধিষ্ঠিত পুষ্য নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র মিলিত হয়েছেন, তবে কেন তোমায় এমন বিষণ্ণ দেখছি?—ইত্যাদি], তার মধ্যে প্রবীণতার পরিচয় যতো, ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও ততো।

এর পর তো পাওয়া গেছে বনবাসযাত্রা নিয়ে রামের সঙ্গে যুক্তিতর্ক-মূলক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংলাপে রত সেই অবিস্মরণীয় সীতা-আলেখ্য, যা এই পরিচ্ছেদের (তৃতীয়) গোড়ার দিকে আগেই বিশ্লেষিত হয়েছে।

বনবাসে এই সীতাই তো রামের নিত্যসঙ্গিনী। তাই রামকেও মহাজ্ঞানবতী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময়ী সীতা-সত্তা সম্পর্কে নিয়ত সজাগ থাকতে দেখা যায়।

চিত্রকূটে অবস্থানকালে রামকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ, ক্ষুব্ধচিত্ত ভরত রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন জানালেন, তিনি চতুর্দশ বৎসর অপেক্ষা করবেন, কিন্তু যেদিন ঐ 'চতুর্দশ' পূর্ণ হবে সেদিন যদি রামকে না দেখতে পান তবে আগুনে প্রবেশ করবেন (ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্),—তখন রাম 'তাই হবে' বলে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং ভরতকে দৃঢ়তর আশ্বাস দেওয়ার জন্য বলেন, 'এই আমার শপথ রইলো'। কিন্তু ঠিক রামের মুখের কথাটা তুলে ধরলে তার মধ্যে পাওয়া যায় সীতা-সংক্রান্ত সেই একই মূল্যবান সংকেত :—

"ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন"—অযোধ্যা—১১২।২৮।

—এ বিষয়ে তোমার কাছে আমার ও সীতার শপথ রইলো। —সীতার স্বাধীন সত্তা, নিজত্ব-ব্যক্তিত্ব যে রামকর্তৃক নিয়ত সম্মানিত,—এখানে তার আর একটি নিদর্শন। অধিকন্তু বুঝতে হয়, সীতাকে বাদ দিয়ে রাম যেন অপূর্ণ, এমন প্রত্যয়ের বশে রাম ভরতের কাছে তাঁর 'শপথ'-কে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যই সীতার উল্লেখ অপরিহার্য বলে মনে করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[● সীতার মুখে অহিংসার বাণী : রামকে অধর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ।

● ধর্ম সম্বন্ধে সীতার ভাষণ : সীতা-চরিত্রের মহত্ত্বের বহর।]

আসুন একবার অরণ্যকাণ্ডে। চলেছেন তিনজনে দণ্ডকারণ্য অভিমুখে। সীতা যেন রামের ছায়া, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? কিন্তু বিস্মিত হতে হয়, যেই দেখি তিনি ছায়ামাত্র নন। যে অরণ্যবাসে সীতার নিয়ত রামেরই চালনায় চালিত হওয়ার কথা, সেখানে সীতা-কর্তৃক রামের গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণের কোনো কথা কি ভাবতে পারা যায়? অথচ তাই দেখিয়েছেন মহর্ষি **এই কাণ্ডের নবম সর্গে**। * * রামের হাতে হয়ে চলেছে বহু আরণ্য পশুর নিধন। দণ্ডকারণ্যে ঐ হত্যার সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। তাই সীতাদেবী তাঁর স্বামী রামকে সস্নেহে ও মনোহর বাক্যে বললেন,—খুব সূক্ষ্ম বিচার করে দেখলে তুমি মহাত্মা হয়েও অধর্ম করে চলেছ। * * অবস্থাটা ভেবে দেখুন, কার বিরুদ্ধে অধর্মের অভিযোগ? —স্বয়ং রামচন্দ্র.—যিনি ভারতের আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁর কি ধর্মাধর্ম জ্ঞানের অভাব ঘটলো? ঘটুক না ঘটুক, **সীতার স্বাধীন ধর্মজ্ঞান ও বিচার-বিবেচনায় যা অন্যায় মনে হয়েছে, তাই তিনি বলেছেন নির্দ্বিধায় ও বিস্ময়কর দৃঢ়তায়।** আমরা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হই কী নিটোল যৌক্তিকতার বাঁধনে আঁটসাঁট বাঁধা সীতার এই **একত্রিশ শ্লোকের প্রতিবেদন**, আর কী অপরূপ হৃদ্যতায় স্নিগ্ধতায় ভরপুর সম্পর্কোচিত বাচনভঙ্গী।

প্রথম কথা, রাম যদি কামজ ব্যসন থেকে নিবৃত্ত হ'ন, তবে সমস্ত অধর্ম হতে রক্ষা পেতে পারেন। কামজ ব্যসন ত্রিবিধ,—মিথ্যাবাক্য, পরস্ত্রীগমন, বৈরিতা-বিহীন রৌদ্রতা। রাম সত্যব্রত ও জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং প্রথম দুটি কোনোমতেই রামের আচরণে স্থান পেতে পারে না। কিন্তু অরণ্যের প্রাণিহননের মধ্যে তাঁর তৃতীয় ব্যসনে আসক্তি দেখা দিয়েছে। এমন হওয়ার কারণও সীতার কাছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুস্পষ্ট। দণ্ডকবাসী ঋষিদের রাক্ষসের উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য রাম হয়েছেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শস্ত্রধারী হয়ে একবার প্রাণিহননে মত্ত হলে সহজেই একটা মোহ দেখা দেয়, আর তার ফলে অহিংসা-ধর্ম-পালনের পবিত্র বিধান হয় লঙ্ঘিত; নির্দোষ প্রাণীদের হত্যায় পরম অধর্ম করা হয়। সীতা বলছেন,—

ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
ত্বদ্বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্॥

তোমাকে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত দেখে এবং তোমার প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ব্রতের কথা চিন্তা করে কিভাবে তোমার আত্যন্তিক কল্যাণ হবে, এই ভেবেই আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে। সীতা সোজাসুজি বলে দিলেন,

ন হি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।

হে বীর, দণ্ডকারণ্যে গমন আমার অভিপ্রেত হচ্ছে না। কারণ?—কারণ খুব ভালো করেই বুঝিয়েছেন। তুমি ধনুর্বাণধারী ভ্রাতার সঙ্গে দণ্ডকে প্রবেশ করে যদি বন্যপ্রাণী দেখলেই শরক্ষেপ করতে থাকো? এমন যে হতেই পারে, তার কারণ, ইন্ধনের যোগান যত বেশি থাকে অগ্নির তেজ যেমন ততোই বেড়ে যায়, তেমনি ধনু-অস্ত্রশস্ত্রাদি হাতের কাছে থাকলেই ক্ষত্রিয়দের তেজ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে অঘটন ঘটায়। এমন কি তপস্বী ব্যক্তিও যে শুধুমাত্র মারণাস্ত্র কাছে থাকার জন্য হতে পারেন স্বধর্মচ্যুত, এমন কি হিংসাপরায়ণ,—তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এক পৌরাণিক কাহিনী শোনালেন সীতা রামচন্দ্রকে তাঁর নিবেদনের সমর্থনে। নিবেদনের সারকথা,—শস্ত্রসংযোগ হতে পারে অগ্নিসংযোগের মত।

এবমেতৎ পুরাবৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্।
অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে॥

কিন্তু সীতা ভোলেননি, কাকে তিনি বলছেন এই সব ধর্মাধর্মের কথা। তাই উপযুক্ত মুহূর্তে তাঁর সর্বগুণাধার স্বামী রামচন্দ্রকে দরদী ভঙ্গিতে বললেন,—

স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং ন তু শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্যা গৃহীতধনুষা ত্বয়া॥

তোমার সঙ্গে আমার যে প্রীতি ও আদরের সম্পর্ক, তারই জোরে আমি তোমায় শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, শিক্ষা দিচ্ছি ভেবো না যেন। দোহাই তোমার, ধনুর্ধারী হয়েছ বলে তুমি যেন কখনও অমন কাজ করো না। * * * জানো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তো, বিনা অপরাধে কাউকে বধ করা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং হে বীর, দণ্ডকবাসী রাক্ষসদের তুমি বিনা বৈরিতায় বধ করতে যেয়ো না। আর, এও তো জানো, ক্ষত্রধর্মপরায়ণ শক্তিশালী ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়ের কাজ হলো সংযতভাবে অবস্থান করে **"আর্তানাম-ভিরক্ষণম্"**—আর্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করা।

এর পরের কথায় সীতা রামকে বলতে চেয়েছেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করা। শস্ত্র-চর্চা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হতে পারে, কিন্তু যখন তপোবনে জীবন কাটাতে হবে তখন তপোবন-ধর্মের সঙ্গে কর্মধারার সংগতি বজায় রাখাই উচিত। নচেৎ দেখো না,—

"ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ।"

কোথায় অস্ত্রচর্চার সংগ্রামী আবহাওয়া, আর কোথায় বনের শান্তি! কোথায় ক্ষত্রধর্ম, আর কোথায় তপস্যা! আমাদের অনুষ্ঠেয় বিষয় পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়েছে। অতএব **"দেশধর্মাস্তুপূজ্যতাম"**—দেশধর্ম, অর্থাৎ উপস্থিত এই তপোবন-ধর্ম পালন করো। সীতা আরো বললেন,—

কদর্য্যকলুষং বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি ॥

নিরন্তর অস্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে মানুষের বুদ্ধি হীনতায় কলুষিত হয়ে পড়ে। তুমি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পুনরায় ক্ষত্রধর্ম চর্চা করো। এই সঙ্গে জুড়ে দিলেন সীতা—

অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োর্মম।
যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ ॥

তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে বাস করছো, সুতরাং বৃত্তি বা আচরণ হওয়া উচিত এই ত্যাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা হবেন অক্ষয় প্রীতির অধিকারী যদি তুমি এখানে মুনিধর্ম আচরণ করো।

ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ ॥

ধর্ম থেকেই হয় অর্থলাভ বা অর্থজ্ঞান, এবং ধর্ম থেকেই হয় প্রকৃত সুখলাভ; বলতে গেলে, ধর্মের দ্বারা সকল বস্তুই লাভ করা যায়, তাই তো জগতে ধর্মই সব কিছুর সেরা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম ॥

এই কারণে জ্ঞান-নিপুণ ব্যক্তিরা বিশেষ প্রযত্নে বিহিত বিধানে আত্মসত্তাকে কর্ষণ করে, অর্থাৎ সংযম-নিবৃত্ত্যাদির অনুশীলন সূত্রে ধর্মলাভ করে থাকেন। সুখের দ্বারা সুখলাভ হয় না, অর্থাৎ স্বভাবগত ইচ্ছাপূরণের আরামে যাপিত হয় যে জীবন, সে জীবন প্রকৃত ধর্ম-সুখের অধিকারী হয় না।

সীতার বক্তব্য শেষ। এইবার উপসংহারের কথাগুলো শোনা যাক। তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন যে এতক্ষণ যে-ভাবে কথা বলেছেন, তাতে মনে হতে পারে তিনি যেন ধর্ম-বিশারদের ভূমিকায় ধর্ম-সম্পর্কে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের মত মহাজ্ঞানীকে ধর্মের নির্দেশ কে দিতে পারে? তাই সীতা বলছেন,—

স্ত্রীচাপলাদেতদুপাহৃতং মে
ধর্মঞ্চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।
বিচার্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ ॥

* * * লক্ষ্য করুন, পরমতত্ত্বজ্ঞা সীতা কতো সহজে নেমে এলেন আমাদের দরদী নাগালের মধ্যে। ভারতীয় সমাজের আর পাঁচজন স্বামীদরদী স্ত্রী যেমন তাদের গুণবান স্বামীকে বলে থাকে, ঠিক সেইভাবে তিনিও বললেন,— তোমাকে ধর্মের কথা বোঝাবার সাধ্য কার আছে? তুমি তো সর্বজ্ঞ। আমি কেবল স্ত্রীলোকের স্বভাবসুলভ চপলতার বশে যা মনে এলো বলে গেলাম। তুমি তোমার স্বাধীনবুদ্ধি অনুযায়ী যোগ্য ভ্রাতার সঙ্গে বিচার করে যা কর্তব্য বলে বুঝবে অবিলম্বে সেই কাজই করবে।

* * *

মহর্ষি-কথিত "সীতায়াশ্চরিতং মহৎ" যে একটা মামুলী কথা নয়, তা বুঝতে হলে মহত্ত্বের বহরটা বুঝতে হবে, আর সেই বুঝে নেওয়ার উপাদান ছড়িয়ে আছে বিপুলায়তন রামায়ণের কেবল কতিপয় অতি-পরিচিত অধ্যায়ে নয়, অরণ্যকাণ্ডের এই নবম সর্গের মতো এমন আরো কতোই না নিভৃত কন্দরে। এখানে আমরা সীতাকে পেলাম **অহিংসা-ধর্মপ্রচারক** ও এক **পরম ধর্মজ্ঞের** ভূমিকায়, অথচ তিনি রইলেন মূলত সেই পতিব্রতা রমণী, শ্বশুর-শাশুড়ী-দেবর প্রভৃতির প্রতি যথাযোগ্য হৃদয়-সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জড়িত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[● **'মায়ামৃগ'** পর্যালোচনা : রবীন্দ্রনাথকৃত ভাষ্য-সমীক্ষা।
● 'মায়ামৃগ' উপাখ্যানের আলোকে সীতা-চরিত্র ও লক্ষ্মণ-চরিত্র (পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে আরো কিছু।)]

আমাদের প্রস্তাবিত পুনর্ধ্যানে সীতা-প্রতিমার স্বরূপ উদ্ধারে নানা কিছুর মধ্যে "মায়ামৃগ' ব্যাপারটির সমীক্ষা প্রয়োজন। পুনরায় উদ্ধৃত করা যাক এই মায়ামৃগ-কল্পনাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভাষ্য। পাশ্চাত্য শোষণজীবী সভ্যতার রাক্ষস-বৃত্তির দাপটে কর্ষণজীবী সভ্যতা হচ্ছে ম্রিয়মাণ,—রামায়ণে এরই পূর্বাভাস উদ্ধার করা হয়েছে ঐ ভাষ্যে। বলা হয়েছে, "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কৃষিপল্লীকে উজাড় করে দেওয়ার" বাস্তব সত্যটির প্রতীক ঐ সীতাহরণ। আরও বলা হয়েছে, "কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?"

প্রথমে, "হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে"—উক্তিটা দুর্বোধ্য। কারণ, এতে বোঝায় কৃষিজীবীদের লাগানো হয়েছে কোনো 'হরণের' কাজে; কিন্তু সেটা তো বক্তব্য নয়, বক্তব্য,—কৃষিজীবীদেরই হরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কৃষি থেকে শিল্প-কারখানায়,—হরণের কাজটা করছেন শিল্প-মদ-মত্ত শোষণজীবীরা। সে যাই হোক, "কৃষিপল্লীকে উজাড় করে দেওয়ার" মধ্যে যে একটা সর্বনাশ ও হাহাকার শোনা যায় তার সঙ্গে সীতাহরণ-জনিত শূন্যতা ও হাহাকারের অবশ্যই পাওয়া যায় সুর-সামঞ্জস্য, সুতরাং উক্তিটির এই অংশটুকু নেওয়া যেতে পারে সীতাহরণের প্রতীক-ব্যাখ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ যদি ঐখানেই থেমে যেতেন, তো কোনো কথা থাকতো না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু দেখা যায়, তাঁর মধ্যে রয়েছে আর একটি আধুনিক বাস্তবের ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়ার তাগিদ, আর তাতেই ঘটেছে গণ্ডগোল। গণ্ডগোল ত্রিবিধ। সীতা ছোটো হয়ে গেছেন। বাল্মীকির ধ্যানকে বিকৃত করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পের সম্পর্কের এবং আমাদের চাষীদের উপর সুচিন্তিত মন্তব্যের অভাব ঘটেছে। চাষীরা যে কেন টিটাগড়ের চটকলে আসে, তা কবি আর একটু ভেবে দেখলে ভাল করতেন। 'গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির' কল্পনাশ্রয়ী কবির প্রিয় বস্তু হতে পারে, কিন্তু ঐ 'শীতলতা'য় কুটিরবাসী চাষীর পেটের জ্বালা মিটতে পারে কি? কুটিরখানিও যে জীর্ণ, চালে নেই খড়, খুঁটিও নড়বড়ে। শীতলতা নিয়ে সে করবে কি? তাই টিটাগড়ের চটকলে সে 'মরতে আসে না', আসে প্রাণের দায়ে। তা ছাড়া, আমাদের কবি মনন-সমৃদ্ধ কল্পলোকে বসেই অমন চিত্র এঁকে গেছেন,—বাস্তবের প্রতি চোখ মেলে যদি দেখতেন, তবে চাষীরাই চাষবাস ফেলে চটকলে ছুটে আসে,—এই ভুল করতেন না; অন্তত তাঁর নিজের দেশের—বাংলার চাষীদের শতকরা একভাগও আসেনি টিটাগড়ের চটকলে বা অন্যান্য কলকারখানায়;—কলের কুলীগিরি তারাই করে, যারা চাষের কিছু বোঝে না বা চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই তো আজ সরকারের কৃষি-সচেতনতার ফলে চাষবাষের উন্নতি হওয়ায় কৃষিপল্লী উজাড় হওয়ার কারণ নেই, তাই বলে কুলীর অভাবে চটকলগুলো কি বন্ধ হয়ে গেছে, না বন্ধ হওয়াটা কাম্য? যদি আমাদের কৃষি-সমাজের কেউ গিয়ে থাকে কৃষি ফেলে চটকলে, তো সে গেছে কৃষির অবস্থা শোচনীয় বলে। আবার ঐ সমাজের সকলেই কৃষিনির্ভর হয়ে না থেকে যদি অংশবিশেষ যায় শিল্প-কারখানায় অত্যাবশ্যক শ্রমিকের যোগান দিতে, তবে সেটাই বা দোষের হবে কেন? আসলে, কৃষি এবং শিল্প, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য যে বাঞ্ছনীয়, দুটোই পাশাপাশি থাকা দরকার এবং তা উন্নয়নমুখী,—এটা কবি মনে রাখেননি। ভাবেননি যে পল্লীর দুরবস্থার জন্যই পল্লীর চাষীরা জীবিকার জন্য সহরমুখী হতে বাধ্য হয়,—কোনো অন্যায় লোভের বশবর্তী হয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রাগুক্ত ভাষ্যের মধ্যে দুটো 'লোভ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়,—'দানবীয় লোভ, আর 'মায়ামৃগের লোভ'। 'দানবীয় লোভ' মোটামুটি ঠিকই আছে, যদিও সীতাহরণের ক্ষেত্রে যতোটা ঠিক, কৃষি-দুর্দশার ক্ষেত্রে ততোটা নয়; 'মায়ামৃগের লোভ' জিনিষটা যে কৃষি-দুর্দশার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়, একটু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আগেই তা প্রমাণিত হলো ; আর সীতার ক্ষেত্রেও অতো সহজে প্রযোজ্যরূপে দেখানোয় সীতাকে বড়ো ছোটো করা হয়েছে। তা ছাড়া বাল্মীকি যে ভাবীকালের এই কৃষি-সমস্যার কথাটা **"গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই"** সোনার মায়ামৃগ ও তৎপ্রভৃতি লোভের অবতারণা করেছেন,—এমন মন্তব্যে কল্পনাঢ্য সাহিত্য-কৃতির উঁচুদরের নমুনা মিলতে পারে, কিন্তু বাল্মীকির ধ্যানকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। বাল্মীকির সীতা-ধ্যান ও রামায়ণ-ধ্যান এতো ছোটো বহরের নয় যে, যুগবিশেষের খণ্ডিত জীবনের এক খণ্ডকালীন সমস্যার রূপকে তার স্বরূপটি তুলে ধরা যাবে।

সীতাকে কোনো সামান্যা নারীর সাধারণ সোনার লোভে আকৃষ্ট বলে আদৌ মনে করা চলে কি? মহর্ষির বিশাল সীতা-ধ্যানের মধ্যে কতো কিছুরই ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া যায়। অরণ্যকাণ্ডের ৩৪শ সর্গে মায়ামৃগজনিত সীতার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সীতার চরিত্র ও মানসিকতার নির্ভুল বিচার করতে হলে মহাকবির হাতের পূর্ববর্তী সীতাকে ভুললে চলবে না। আমরা তার বেশ কিছু পরিচয় এই নিবন্ধে আগেই তুলে ধরেছি। সীতার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ধর্মজ্ঞান, কর্তব্যবোধ, সংযম-পরায়ণতা প্রভৃতি এই অরণ্যকাণ্ডেই নানা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সেই **মহাজ্ঞানবতী সীতা** যে হঠাৎ একটা সামান্য লোভের বশবর্তী হবেন, তা কি হতে পারে?

না, তা হয়নি। লক্ষ্মণ ঐ মৃগকে 'মায়া' বলে চিনতে পেরে, এবং তার মধ্যে তাড়কা-নন্দন মারীচেরই আবির্ভাব অনুমান করে সতর্ক হওয়ার কথা বললেও—

উবাচ সীতা সংহৃষ্টা **ছদ্মনা হৃতচেতনা।**

—অরণ্য – ৪৩/৯

এই হলো রহস্য। সীতা তখন আর তাঁর প্রজ্ঞালোকিত স্বাধীন সত্তায় নেই, নিয়তির বিধানে ঐ প্রজ্ঞার উপর এসে পড়েছে মোহের আস্তরণ। তাঁর চেতনা তখন 'হৃত', আর সেটা যার প্রভাবে, সেই 'ছদ্ম' অর্থাৎ আলৌকিক 'মায়া' বা Spell-কে বাদ দিলে চলবে না, তা হলে সীতাকে নেহাৎ লোভের বশবর্তিনী সামান্যা নারী মনে করা হবে [এই 'মায়া'র স্বরূপ-ভাষ্য পাওয়া যাবে ষোড়শ (গ) পরিচ্ছেদে]। মোহ সত্ত্বেও দেখা যায় চিন্তা-মননের বিস্তার একটা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চলেছে, যদিও সবই ঐ আস্তরণে আবৃত। তিনি সৌন্দর্য-বিচারে নিপুণ জহুরীর মতো সেই মৃগের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ধার করেছেন। ভেবেছেন যে এই আশ্চর্য মৃগটিকে রাম যদি জীবিত অবস্থায় ধরতে পারেন, তবে বনবাস কাল অন্তে তিনি একে নিয়ে যাবেন অযোধ্যায়, যাতে এর দিব্যরূপ দর্শনে পুরবাসী সকলে মুগ্ধ হয়। আর না হলে, এর স্বর্ণময় চর্ম কুশাসনের উপর বিছিয়ে রাম যখন বসবেন, তখন সীতাও তাঁর পাশে বসবেন—এটাই মনের ইচ্ছা। [এ সম্পর্কে আরো কিছু মন্তব্য পাওয়া যাবে সপ্তম (ক) পরিচ্ছেদের 'স্বর্ণমৃগ উপাখ্যানের খাঁটি ইতিহাস' রূপে।]

এই পর্যন্ত বলেই, দেখা যায়, সীতা কেমন সতর্ক হয়ে উঠলেন। মোহের আস্তরণ ভেদ করে প্রজ্ঞার আলো উঁকি দিতে চায় :—

কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।

স্ত্রীলোকের ঈদৃশ অতি ভয়ংকর কামনার বশবর্তিতা খুবই অনুচিত—এটাই বিজ্ঞজনের অভিমত।—সীতা নিজেই বলছেন এ কথা। অর্থাৎ ভিতরে তাঁর বেশ চলেছে একটা আত্ম-নিরীক্ষা (Self-criticism), কিন্তু উপায় নেই, তিনি এখন নিয়তির হাতের ক্রীড়নক, তাই ঐ ক্ষণেকের চেতনালোক চাপা পড়ে গেল মোহের আস্তরণে,—

"বপুষা-ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম।"

কিন্তু কী করি, এই প্রাণীর দেহ-সৌন্দর্যে আমার বিস্ময় জন্মেছে।

অচিরেই সীতাকে দেখা যাবে যে এক ট্রাজেডি-দীর্ণ মূর্তিতে লক্ষ্মণকে দুর্বাক্য বলার আত্যন্তিক প্রতিক্রিয়ায়,—সেই ট্রাজেডির আয়োজনেই চলেছে এই নিয়তির ভূমিকা। সুতরাং সীতার এই লোভ সাধারণ লোভ নয়। "আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে" বলে, এবং টিটাগড়ের চটকলে মরতে-আসা চাষীর ছাঁচে ফেলে রবীন্দ্রনাথ সীতার যে রূপক-ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে খাঁটি রামায়ণের সীতার প্রকৃত ব্যাখ্যার সহায়ক বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এখানকার লোভে কেবল সীতাই তো আকৃষ্ট ন'ন, রামচন্দ্রও যে আকৃষ্ট। তার প্রমাণ,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বভূব রাঘবস্যাপি মনো বিস্ময়মাগতম্।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ মৃগমদ্ভুতম্।।
লোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।

শুধু তাই নয়, তিনি অর্থসন্ধানী বাস্তব দৃষ্টিতে এই অমূল্য রত্নতুল্য মৃগরত্নটার সংগ্রহকে উৎকৃষ্ট ধন-সংগ্রহের পর্যায়ে ফেলেন। আবার ঐ সঙ্গেই লক্ষ্মণের হুঁসিয়ারি কথাটি রাম মনে রেখেছেন যে, এই মায়ামৃগ হলো আসলে সেই ভয়ংকর মারীচ রাক্ষস। তাই তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, যদি তাই হয়, তবু একে বধ করা আমার উচিত, কারণ এই রাক্ষস বহুব্রাহ্মণ-হত্যা, শিকারী-হত্যা ও নৃপতি-হত্যা করেছে। প্রাচীন কালে অগস্ত্য মুনির দ্বারা বাতাপি নামক রাক্ষস বিনাশের মতো আজ আমার হাতে মারীচ-বিনাশ ঘটবেই। কারণ,—

তদ্‌রক্ষো ন ভবেদেব বাতাপিরিব লক্ষ্মণ।
মদ্বিধং যোঽভিমন্যেত ধর্মনিত্যং জিতেন্দ্রিয়ং।

হে লক্ষ্মণ! যে আমার মত নিয়ত ধর্মনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, বাতাপির ন্যায় সেই রাক্ষসও জীবিত থাকতে পারে না।

সুতরাং দেখা যায়, **রামায়ণের মায়ামৃগ-উপাখ্যানটীতে আছে বেশ একটু জটিলতা। মারীচকে মরতে হবে সীতার জন্য শুধু নয়, রামের জন্যও বটে,**—আর মৃগত্ব সেই সীতাহরণের সুযোগ ঘটানোর জন্য। তবে তার আগে এই মারীচকে অবলম্বন করে মহর্ষি আমাদের দিয়েছেন সংঘাতময় আবেদনে সমৃদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী, যার নাম দেওয়া যায় **'লক্ষ্মণ-সীতা-সংবাদ'**, যেখানে বয়ে গেছে তাঁদের শান্তরসাস্পদ আশ্রম-জীবনে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড়। সীতার ভাব-বিকার নিয়ে সামাল সামাল,—লক্ষ্মণ চরিত্রে বিচিত্র ঐশ্বর্যের বিস্ময়কর বিচ্ছুরণ। * * *

এলো সেই মুহূর্ত; রাম চলে গেছেন স্বর্ণমৃগের অনুসরণে। রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে মায়াবী রাক্ষস আর্তনাদ করলো, "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" ('ভাই রে লক্ষ্মণ' নয়—যা গল্পাকারে প্রচলিত);—সীতা বিচলিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, কালবিলম্ব করো না, এই মুহূর্তে যাও তাঁর কাছে। লক্ষ্মণের প্রতি রয়েছে রামচন্দ্রের আদেশ যেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সীতাকে ছেড়ে লক্ষ্মণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোথাও না যান ; তা ছাড়া, লক্ষ্মণ ভালোই জানেন, এ সবই রাক্ষসের মায়া। তাই সীতার ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তিনি রইলেন অনড়। আর যায় কোথা? সীতা মুহূর্তে হলেন ধৈর্যহারা, দিশেহারা, উন্মত্তপ্রায়। যে কথা ভাবতেই পারা যায় না, তাই বেরিয়ে এলো সীতার মুখেঃ—সৌমিত্রি! দাদার এতো বড় বিপদেও তুমি যখন যেতে চাইছ না, তখন বুঝতে হবে মিত্ররূপে তুমি তাঁর শত্রু। আর বুঝতে হচ্ছে আমার জন্যই তুমি রামের বিনাশ চাও! নিশ্চয় তুমি আমার প্রতি প্রলুব্ধ, নচেৎ কেন বিপন্ন জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহায়তায় এখনই ছুটে যাচ্ছ না। কিন্তু আমি তো এখানে আর থাকতে পারছি না!—এই বলে সীতা হলেন শোকবিহ্বল।

লক্ষ্মণ তথাপি রইলেন অবিচলিত। অতো বড়ো আঘাতটাও হজম করার চেষ্টা করলেন,—কারণ চোখের সামনে সীতার 'বাষ্পশোকসমন্বিতা' দৃশ্যটি বড়ো করুণ। অভিমানের সময় এ নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ বিরাট পুরুষ লক্ষ্মণ সীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আসল পরিস্থিতি। গভীর প্রত্যয়-জাগানো বিবৃতি-যোগে আশ্বস্ত করতে চাইলেন সীতাকে যে, রামচন্দ্র ত্রিজগতে অজেয় বীর, এই অরণ্যে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাঁকে পরাভূত করতে পারে। অতএব আপনার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে কণ্ঠস্বর আপনি শুনেছেন, আমি ভালো জানি, সে রামের কণ্ঠস্বর নয়, নিশ্চয়ই সেই রাক্ষসের মায়ার কাজ।

ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা।
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে॥

হে বৈদেহি! মহাত্মা রাম আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রেখে গেছেন, আমি কিছুতেই আপনাকে ফেলে রেখে যেতে পারি না। খর-দূষণের বিনাশে এই জনস্থানে আমাদের শত্রুবৃদ্ধি ঘটেছে, নিশাচরগণ নিয়ত হিংসাপরায়ণ, সুতরাং হে কল্যাণি! আমি যা বলছি, সেটা বুঝে আপনি চিন্তান্বিত হবেন না।

কিন্তু লক্ষ্মণের যুক্তিতর্কের কিছুই সীতার মাথায় গেল না। তিনি শুধু দেখলেন, লক্ষ্মণ তাঁর কথা অগ্রাহ্য করছেন। তাই লক্ষ্মণের কথা শেষ হতেই তিনি হলেন 'ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা' এবং

অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবাদিনম্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যবাদী লক্ষ্মণ প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেও সীতা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তাঁকে পরুষ বাক্যে জর্জরিত করলেন। এই পরুষতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। বললেন—

অনার্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন ॥
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে ॥

ওরে নৃশংস কুলাঙ্গার, তুই দেখছি অনার্যসুলভ নিষ্ঠুর কার্যে প্রবৃত্ত! আমার মনে হচ্ছে, রামের সমূহ বিপদই তোর কাম্য, তাই সেই বিপদ এসেছে দেখেই তুই এইসব কথা বলছিস। আরও যা বললেন, তার সার কথা, ক্রূরস্বভাবের বশে লক্ষ্মণ দুরভিসন্ধি চেপে রেখেই একাকী বনে রামের অনুগমন করেছে, এর পিছনে ভরতের প্ররোচনাও থাকতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণ বা ভরত কারও অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না,—রামচন্দ্র ছাড়া আর কোন পুরুষের ভজনা সীতার পক্ষে সম্ভব নয়। রাম ব্যতীত সীতা একমুহূর্ত জীবিত থাকতে চান না—তিনি এখনই লক্ষ্মণের সামনে প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

সীতার মুখে এই রোমহর্ষক কঠোর বাক্য শুনে জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ করজোড়ে সীতার উদ্দেশে যা বললেন, তাতে সংযমে ও উত্তেজনায়, নম্রতায় ও কঠোরতায়, কুণ্ঠায় ও দৃপ্ততায়, বিজ্ঞ তিরস্কারে ও দরদী আক্ষেপে, ধিক্কারে ও হিতৈষণায় লক্ষ্মণ-চরিত্রের এমন এক বিশাল সমন্বয়ের দীপ্তি ফুটেছে,—যার নমুনা জগতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(ক)

[রামায়ণের পুনর্ধ্যানে সীতা-প্রতিমার পুনর্ধ্যানই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য : মাইকেলের সীতা ও বাল্মীকির সীতা যেন বিন্দু ও সিন্ধু।]

আমরা কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। মায়ামৃগ-বৃত্তান্তটির যে বিস্তারিত আলোচনা করতে চেয়েছি, যার মধ্যে এসেছে গল্পধারার এই অনুসরণ,—তার মূল লক্ষ্য সেই পুনর্ধ্যানের প্রস্তুতি—সীতা-প্রতিমার পুনর্ধ্যান। প্রসংগত রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি সম্পর্কে যা এসে যাচ্ছে, তাকে নিতে হবে পরিবেশগত উপাদান হিসেবে।

আমাদের এ-যুগের সমালোচনায় সচরাচর যে পল্লবগ্রাহিতা বা খণ্ডদৃষ্টির আধিপত্য, তার ফলেই বাল্মীকির এই এখানকার সীতাচিত্রটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম নিন্দায় নিন্দিত হতে দেখা যায়। সেই যে মাইকেলের মেঘনাদবধের ৪র্থ সর্গের সীতাহরণ-বৃত্তান্তে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার তিরস্কারটি হয়েছে মার্জিততর, অনেকটা তারই ভিত্তিতে খণ্ডদৃষ্টির বশবর্তী এযুগের বিচারে বাল্মীকির সীতা হয়েছে মাইকেলের সীতার তুলনায় নিকৃষ্ট, মাইকেল হয়েছেন উন্নততর সীতা-চরিত্রের স্রষ্টা। মাইকেলের ঐ রচনাংশটি প্রশংসাযোগ্য, কোনো সন্দেহ নেই—(এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাওয়া যাবে), কিন্তু রামায়ণের সীতার সামগ্রিক বিচার এতোই বিশাল বস্তু যে, ক্ষণেকের এক বিন্দু দিয়ে তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বিন্দু দিয়ে কি সিন্ধুকে চেনা যায়? অথচ আমাদের মধ্যে মাইকেলের সীতা নিয়ে বিন্দুতেই সিন্ধুভ্রম ঘটেছে, মহাদেশ হারিয়ে আমরা উপবন পেয়েই নিজেদের লাভবান মনে করেছি।

মহর্ষি বাল্মীকির ধ্যান-ধৃত সীতা-চরিত্রে ও সীতার জীবনে সিন্ধুর বিশালতা,—মহাদেশের বৃহত্ত্ব, বিস্তার, বৈচিত্র্য। সেখানে নারী-মহত্ত্বের ও নারী-সুষমার অতলান্ত বিস্ময়ের সমন্বয়-সমাবেশ। চরম বিপর্যয়ের ঘূর্ণীঝড়ে যদি একবার সেখানে দেখা দিয়ে থাকে অনার্য ভাবের প্রতিফলন, তবেই কি সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টি বলে চেপে ধরতে হবে,—না, ভাবতে হবে কী থাকতে পারে এমন মিশ্রণের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পশ্চাতে ? 'সীতায়াশ্চরিতং মহৎ'—এই যাঁর পরিকল্পনা, তিনি কি পারতেন না এই অনার্যত্বের স্পর্শ থেকে তাঁর সীতা-প্রতিমাকে বাঁচাতে ?

আসলে, **বাল্মীকির কবি-ধ্যান ও মাইকেলের কবি-ধ্যানের তফাৎ অনেক**। এক তো যুগের তফাৎ,—একজন এপিক যুগের এপিক কবি, আর একজন আধুনিক যুগের রোমান্টিক লিরিক কবি। তা ছাড়া, বাল্মীকির ধ্যান ঋষির ধ্যান, ঋষিদৃষ্টির বহরই আলাদা, তার চরিত্রও পৃথক, সেখানে মৌলিকতা-স্বাধীনতা একেবারে নিরংকুশ ; পক্ষান্তরে literary epic রচনা-প্রয়াসী (epic হয়নি, হয়েছে epicling—কবির নিজেরই উক্তি এবং খুবই যথার্থ) মাইকেলের ধ্যানের বহরও খাটো, চরিত্রও বিজাতীয়, নিরংকুশ মৌলিকতার দাবী তিনি করেন না। সীতা-চিত্র তাঁর কাব্যে এসেছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বা বাহুল্য-সংযোজনরূপে। সুতরাং খণ্ড-সীতাই যথেষ্ট। আমরা যদি খণ্ডকেই পূর্ণ বলে ধরি, তবে সে দোষ আমাদেরই। খণ্ডের মধ্যে অশোভন বে-মানান কিছু না দেখিয়ে তিনি ভালোই করেছেন, কিন্তু তাই বলে সীতার পূর্ণ চিত্রে কেন ঐ অশোভনের অনুপ্রবেশ ঘটবে বলে যদি অভিযোগ তোলা হয়, তবে তাতে বিচক্ষণতার অভাবই ধরা পড়ে। বাল্মীকির ঋষিধ্যানের বহরটা বুঝে নেওয়া আবশ্যক।

বলেছি বাল্মীকির সীতা-ধ্যানে মহাদেশের বৃহত্ত্ব, বিস্তার, বৈচিত্র্য। মালীর হাতের কেয়ারি-করা উপবন বা উদ্যান-রচনা নয়। এ এক বিপুল নিসর্গ-লীলা-চিত্র। ভালো-মন্দ, অনুকূল-প্রতিকূল, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের সংঘাত নিয়েই স্বভাবের লীলা। স্বভাবের নিয়মে পরম বিজ্ঞতার মধ্যেও ভুল-ভ্রান্তি এসে যেতে পারে। চির-উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃষ্টি যার নিবদ্ধ, তাকেও খেতে হয় অবনমনের ধাক্কা পরিস্থিতির চক্রান্তে।

আলোচ্য মুহূর্তে সীতার ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছে। তাঁর পক্ষে যা নিতান্ত স্বাভাবিক, মহর্ষি তাই দেখিয়েছেন একান্ত নিরাবরণভাবে। মুহূর্তটি কিন্তু বিশ্লেষিত হওয়া আবশ্যক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে। মনে রাখতে হবে, এ সীতা আগেকার সীতা নয়, কারণ **"ছদ্মনা হৃতচেতনা"** [টীকা আগেও দেওয়া হয়েছে (৫ম অধ্যায়) পরেও পাওয়া যাবে (১৬শ (গ) অধ্যায়)]। সেই মোহটা রয়েছে পুরোমাত্রায়। সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ। আগেকার সেই স্থিতধী সীতা এখানে নয়। মন চলে গেছে স্বর্ণ-মৃগের পিছনে। সঙ্গে যুক্ত আছে রামেরও প্রায় অনুরূপ মনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবেগ। রাক্ষসের মায়া নিয়ে তিনি কেন ভাবতে যাবেন,—যখন রাম নিজেই তাকে গুরুত্ব দেন নি? এমন সময় সহসা রামের কণ্ঠে আর্তনাদ তাঁকে তো বিচলিত করবেই। এবং করেছে দেখা যায় প্রাকৃতজনের মতো। যাঁকে নিয়েই তাঁর সমস্ত জোর, সেই রামের বিচ্ছেদে এবং তাঁর প্রাণহানির আশংকায় উদ্বেলতা তাঁর সমস্ত সত্তাকে করেছে এমনই একমুখী যে, লক্ষ্মণকে পাঠাতেই হবে বিপন্ন রামের কাছে। সেখানে আবার আপত্তি? জীবনে এই প্রথম রামের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন, তার ওপর ঘোর বিপদসংকুল অরণ্যে, স্বয়ং রাম বিপন্ন, পরিণাম যাই হোক, কেন সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য লক্ষ্মণ যাবে না তাঁর কাছে? সীতার মাথায় আগুন ধরে গেল। যে দৃঢ়তা ও তেজ ছিল তাঁর স্বভাবের মধ্যে, সব লেগে গেল একই কাজে। যে আগুন মাথায় জ্বলেছে, তাই তিনি বচনের মধ্যে ঝরিয়ে দিলেন যাতে লক্ষ্মণ আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। হয়তো কড়া কথা অন্যভাবেও বলা যেতো, কিন্তু পরিস্থিতির চক্রান্তে সীতার বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সংকট-মুহূর্তে হয়ে পড়লো প্রাকৃতজনসুলভ. শৈথিল্যের এই ছিদ্র-পথে লক্ষ্মণের দুরভিসন্ধিমূলক সন্দেহ সহজেই এসে গেল তাঁর মাথায়, এবং এলো যেন বন্যার বেগে, আর সেই বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁর সমস্ত সংযম ও শিষ্টতাবোধ।

(খ)

[● মায়ামৃগ-উপাখ্যানে সীতা এক মূর্তিমতী ট্রাজেডি,—লক্ষ্মণও দ্বন্দ্ব-মথিত বিরাট চরিত্র।]

সীতার এই অবনমন আমাদের কাছে যতোই পীড়াদায়ক হোক, সীতা-চিত্রের রিয়েলিজ্‌ম্ এতে ভ'রে উঠেছে কানায় কানায়; আর, এতেই যে রচিত হয়েছে **তাঁর মর্মন্তুদ ট্রাজেডির ভিত্তি**, অচিরেই তা বুঝতে হয় লক্ষ্মণের মুখে যৎপরোনাস্তি কঠোর বাক্য তাঁকে শুনতে হলো। মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তার ওপর কোনো হাত নেই। চলে যাওয়ার আগে সীতাকে স্ত্রী-স্বভাবের দুষ্টতা, ধর্মচ্যুতি প্রভৃতির উল্লেখ করে লক্ষ্মণ যেমন ধিক্কার দিলেন, তেমনি দুর্লক্ষণ ও বিনাশের আশংকার কথাও না জানিয়ে পারলেন না; প্রার্থনার সুরে বললেন বটে—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ

হে বিশালাক্ষি! সমস্ত বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন!—(বাল্মীকি-রামায়ণে 'লক্ষ্মণের গণ্ডী' বলে কিছু নেই)—কিন্তু এও বলে ফেললেন,—কি জানি, যে রকম ভয়ংকর দুর্নিমিত্ত প্রকটিত দেখছি, তাতে রামের সঙ্গে যখন আমি ফিরে আসবো তখন আবার আপনাকে দেখতে পাবো কি না সন্দেহ।

সুতরাং এতোক্ষণ যে সীতা ছিলেন রোদন-পরবশ, এইবার তাঁর সর্বাঙ্গে কান্নার প্লাবন বইতে থাকলো, আর তারই মধ্যে বেরিয়ে এলো চরম হতাশার প্রতিক্রিয়া—

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু রুদতী জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং তীব্রবাষ্পপরিপ্লুতা॥

কী আর বলবেন! তিনি তো সবই হারিয়েছেন! রাম চলে গেছেন তাঁরই জন্যে, লক্ষ্মণও বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছেন তাঁরই কথার দংশনে। লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করবেন কী ভরসায়? অতএব, 'রাম'-'রাম' করেই দেখা দেয় চিত্তের উত্তালতা। শোনা গেল তাঁর মুখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো উক্তি,—রাঘব ভিন্ন আর কোনো পুরুষের স্পর্শ আমি সইবো না,—তার চেয়ে বরং—

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ॥
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং।

গোদাবরীতে ডুবে, অথবা উদ্‌বন্ধনে, কিম্বা পর্বতশিখর থেকে পতনে অথবা তীব্র বিষপানে কিম্বা অগ্নি-প্রবেশে জীবন বিসর্জন দেবো।

লক্ষ্মণ 'যাবো' বলেও যেতে পারছেন না, চেয়ে আছেন রোরুদ্যমানা সীতার দিকে। হঠাৎ দেখেন—

পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘান হ॥

সংকটে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সীতা দুই হাতের মুঠিতে আপন উদরে আঘাত করছেন! * * প্রায় উন্মাদিনীর অবস্থা। **সীতা এক মূর্তিমতী ট্রাজেডি!**

এরই ইংগিত আমরা দিয়েছি অনেক আগেই (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পরিস্থিতির চক্রান্তে সীতা এখানে একেবারেই দিশেহারা—সর্বহারা—দ্বন্দ্বমথিতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্য করুন লক্ষ্মণের প্রতিক্রিয়া,—যার মধ্যে পাওয়া যাবে সীতার ট্রাজেডির প্রতিফলন। বিশালনয়না সীতাদেবীর সেই আর্ত রোদনে আপ্লুত দশাটি দেখে লক্ষ্মণ বিমনা হয়ে পড়েন, চেষ্টা করলেন তাঁকে আশ্বস্ত করতে,—যদিও সেই আশ্বাসবাণীর উত্তরে সীতার মুখ থেকে কোন কথাই বেরুলো না।

ততস্তু সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য।
আবেক্ষমাণো বহুশঃ স মৈথিলীং
জগাম রামস্য সমীপমাত্মবান্॥

তখন তাই দেখে সেই আত্মপ্রতিষ্ঠ লক্ষ্মণ করজোড়ে কিঞ্চিৎ নত হয়ে সীতাকে অভিবাদনপূর্বক বারংবার মিথিলারাজদুহিতার প্রতি চাইতে চাইতে রামের উদ্দেশে প্রস্থান করলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণের এই জটিল ভাব-বিনিময় কেবল সেই এপিক যুগের ঋষিকবির পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব। কারুণ্য, আতঙ্ক, পারুষ্য, অনুশোচনা, দার্ঢ্য, অসহায়তা—একত্রিত হয়ে সীতাকে বিকল করেছে; লক্ষ্মণও সীতার নীচ-ভর্ৎসনার উপযোগী কঠোর প্রত্যুত্তর দিয়ে এই দেবীতুল্য ভ্রাতৃবধূর দীনতায় বিহ্বল। অথচ যেতে তাঁকে হবেই, তাই যাওয়ার আগে যথাযোগ্য উদারতা ও সহানুভূতি প্রকাশক মনোভঙ্গির সঙ্গে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

(গ)

[● তুলনার আলোকে বাল্মীকি-অঙ্কিত সীতা-চিত্র ও মাইকেলের সীতা-চিত্রের পর্যালোচনা।]

মাইকেল-প্রদত্ত চিত্রে এ সীতাও নেই, এ লক্ষ্মণও নেই। সেখানকার সীতা-লক্ষ্মণ-সংবাদটির আবেদন এখানকার তুলনায় অনেক সহজ সরল। সীতার মধ্যে দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। আপন মর্যাদায় লক্ষ্মণকে তিরস্কার করে তিনি রয়ে গেলেন যেন বীরাঙ্গনার মহিমা নিয়ে, যদিও পরে দেখা যাবে আসল হরণের মুহূর্তে মাইকেলের সীতা হয়েছেন লজ্জা-বিড়ম্বিত এক জড় নারীমূর্তিবিশেষ। লক্ষ্মণও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বীরোচিত ক্রোধ প্রকাশ করে অভিমান ভরে চলে গেলেন সাবধানে থাকার নির্দেশ দিয়ে। বাল্মীকি-চিত্রে সীতাও যেমন সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব-মথিত, লক্ষ্মণও তেমনি জটিল ভাবোচ্ছ্বাসে অভিভূত। **লক্ষ্মণের প্রতিক্রিয়ায় দর্পণে প্রতিফলিতবৎ ধরা পড়ে সীতার ট্রাজেডিদীর্ণ মূর্তি।**

আমাদের সীতা-প্রতিমার পুনর্ধ্যানে **এই ট্রাজেডির আলোয়** যে মূর্তি পাওয়া যায়, তাকে পাওয়া যায় হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি। নিয়তি-লাঞ্ছিত নারী-রূপে সে কেড়ে নেয় আমাদের সবটুকু দরদ ও মমতা। রবীন্দ্রনাথের সীতাহরণ-তত্ত্ব-ভাষ্যের আলোচনায় আমরা বলে এসেছি, ঐ ব্যাখ্যায় সীতার ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, এবং তাতে সীতা হয়ে পড়ে বড় বেশি সূক্ষ্ম তত্ত্ব-সর্বস্ব,—আশা করি, এতক্ষণে পাঠক আমাদের ঐ মন্তব্যের যাথার্থ্য খুঁজে পাবেন, উপলব্ধি করবেন কেবল ঐ-তত্ত্ব নিয়ে থাকলে বাল্মীকির সীতার কতোখানি মর্মস্পর্শী বাস্তবতা আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

তা ছাড়া, বাল্মীকির সীতাধ্যানের যে বৃহত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য, এই সাময়িক আপাত-অবনমনে সেটা আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৃহৎ চরিত্র বলেই আমরা এইবার পাবো সেখানে পুনরায় প্রকৃতিস্থ সীতার বলিষ্ঠ পরিচয়।

সন্ন্যাসীরূপধারী রাবণের আবির্ভাব। দেখলো সে সীতাকে অনিন্দ্যসুন্দরী, পর্ণশালায় উপবিষ্টা, বাষ্পশোকাভিপীড়িতা। কামশরবিদ্ধ সেই রাবণের মুখে শোনা গেল সীতার বিনম্র প্রশংসা—কিন্তু 'ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্'—বেদবাক্য উচ্চারণ-পূর্বক। মন-মাতানো মন-গলানো প্রশস্তির মধ্যে সে যেমন বললো—'ভদ্রং তে ন ত্বং বস্তুমিহার্হসি'—তোমার মঙ্গল হোক, তুমি এই ভয়ংকর অরণ্য থেকে অন্যত্র চলে যাও, এখানে থাকা উচিত নয়,—তেমনি জানতে চাইলো—'কা ত্বং ভবসি'? তুমি কে? কার পত্নী? এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে কেন এসেছ, কেনই বা একা রয়েছ? সীতা অবশ্যই উত্তর দেবেন, কিন্তু তার আগে সেই ব্রাহ্মণবেশী অতিথির সৎকার অবশ্যই কর্তব্য। সরল অন্তঃকরণে সীতা সেই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করলেন। প্রথমে আসন ও পাদ্য, পরে ভোজ্য, এই উপচারে অতিথিকে পরিতুষ্ট করে, সীতা, প্রতিমুহূর্ত রাম-লক্ষ্মণের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও ভাবলেন,—একে ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি,—যা তিনি জানতে চেয়েছেন, তা না বললে, হয়তো শাপ দিতেও পারেন,—'অব্রুবন্তী হি শপেত মাম্',—তাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্মপরিচয় দিলেন,—সংক্ষেপে বনবাসের কারণও বিবৃত করলেন। সহজ মনের বশে এও জানালেন,—যদি আপনি এখানে থাকতে চান, তবে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করুন, আমার স্বামী এখনই ফিরে আসবেন। জানতে চাইলেন অতিথির কাছে, 'হে দ্বিজবর, আপনি কে? কী আপনার বংশপরিচয়—বিস্তারিত বলুন।' রাবণ সেই ছদ্মবেশ রেখেই বলে গেল তার আসল পরিচয় এবং তার আসল মনস্কামনা যে, সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে চায় সীতাকে তার প্রধানা মহিষী করতে, সঙ্গে যুক্ত হলো অতুল সুখ-ঐশ্বর্যের প্রলোভন।

* * * এইবার সুরু হলো সীতার নূতন সংগ্রাম। তাঁকে বুঝতে হলো সাক্ষাৎ যম তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কিন্তু অন্তর যার রামময়, তার বুঝি কোনো সংকটেই শক্তির অভাব ঘটে না। তাই মহাতেজস্বিনী জনকাত্মজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দুরাচার রাবণের দূষিত প্রস্তাবের সমুচিত জবাব দিলেন।

এযুগের ছাত্র-সমাজের অনেকেরই রামায়ণ-জ্ঞান মাইকেলের 'মেঘনাদবধ'-এর মধ্যেই সীমিত। তাদের কাছে খাঁটি রামায়ণ-বৃত্তান্তের অনেক কথাই যেমন থেকে যায় দারুণভাবে বিকৃত, রয়ে যায় বহু বিভ্রান্তিকর তথ্য, তেমনি বাল্মীকির সীতা থেকে যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। **মাইকেল-প্রদত্ত কাব্যচিত্রে সীতাকে কিভাবে ছোটো করা হয়েছে,** তা বোঝা যাবে তার পাশাপাশি বাল্মীকির সীতা-চিত্র অনুধাবন করলে।

কোথায় যে পেলেন মাইকেল—'আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি'—এই ঘোমটায় মুখ-ঢাকা লজ্জাবতী সীতা, তা তিনিই জানেন। বাল্মীকির বিশ্বস্ত অনুসরণে আমরা উপরে তুলে ধরেছি রাবণের প্রথম আবির্ভাব থেকে এ পর্যন্ত সমগ্র বিবরণ। তার মধ্যে যেমন নেই রাবণের 'ক্ষুধার্ত অতিথির ভিক্ষা-চাওয়া', 'অতিথি সেবায় বিরত' থাকার জন্য সীতার বিরুদ্ধে রাবণের অনুযোগ, বা নিজমুখে শাপ-দেওয়ার ভয়-দেখানো,—তেমনি নেই রাবণের কাছে লজ্জায় মুখ না দেখিয়ে সীতার আড়াল থেকে কথা বলা এবং অবশেষে ভিক্ষা দিতে এসে হঠাৎ ধরা পড়া। শুধু কি তাই? সীতার নিজমুখে বিবৃত সেই ধরা-পড়ার বৃত্তান্তটি কী লজ্জাকর পাঠক লক্ষ্য করুন :—

"লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি।"

মাইকেল তাঁর সীতাকে লজ্জায় মুড়ে রেখেছেন এক জড় নারীমূর্তি রূপে! আর ঠিক যেটা তাঁর জীবনের চরম সংকটমুহূর্ত—তার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে মরমী সখীর কাছে যেন ভারী এক মজার কথা, এই ভঙ্গিতে—'অমনি ধরিল হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি'! আমাদের পড়তেও লজ্জা করে,—যেহেতু এর মধ্যে সীতার যে অনুভবটি ব্যক্ত হয়েছে, তার তরলতা চরিত্রটির প্রতি জাগায় হীনতা, তুচ্ছতা, অশ্রদ্ধা। নৃশংস পাপাচারে উন্মত্ত হয়ে যে তাঁর চরম সর্বনাশ করতে চলেছে, তার প্রতি ক্রোধাগ্নি-বর্ষণের পরিবর্তে সীতা যেন দরদভরা সম্ভ্রমের বশীভূত হলেন; সে যে তাঁর সখীর 'ভাস্থর'—এইটাই বলার জন্য ব্যগ্র,—'দুরাচার', 'পাষণ্ড', 'নিশাচর' বা এই জাতীয় কোন পরিচয় নয়; অধিকন্তু সেই 'ভাস্থর'-এর মুখের 'হাসি'-টাও তিনি যেন ভুলতে পারছেন না। * * এর পরেও শোনা যায় এই সীতার মুখে, রাবণ যা কিছু প্রলোভন-জাগানো কথা বলেছে, তা—

'স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!'

অর্থাৎ মনে পড়লে তিনি লজ্জায় মরে যান। ক্রোধ বা আতঙ্ক নয়, লজ্জাই তাঁর একমাত্র প্রতিক্রিয়া।

শুধু তাই নয়, মাইকেলের ঐ বিবরণে কুত্রাপি নেই রাবণের প্রতি সীতার কোন কঠোর প্রতিবাদ, তিরস্কার তো দূরের কথা। নিজের বিপত্তিতে দুঃখ-আক্ষেপ আছে, বিলাপ আছে, কান্না আছে, কিন্তু ক্রোধের প্রকাশ বা ভর্ৎসনা জাতীয় কিছুই নেই। বরং দেখা যায় রাবণের প্রসঙ্গে 'রক্ষঃকুলপতি', 'রাজরথী-বেশ', 'লঙ্কাপতি', 'রক্ষোরথী', 'কর্ব্বুর-নাথ', 'রাঘব-রিপু' প্রভৃতি সভ্রান্ত পরিচিতি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে নিয়মিতভাবে।

তাই আমাদের প্রশ্ন, মাইকেলের হাতে এই যা পাওয়া গেল এ কেমন সীতা-চিত্র? যাঁরা এতেই উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করে গেছেন মাইকেলের হাতে সীতা-চরিত্রের প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে, তাঁদের বিচার-বোধ নিতান্ত পরিতাপজনক!

দেখুন তো আলোচ্য পরিস্থিতিতে বাল্মীকির সীতার প্রতিক্রিয়া। রাবণের কু-প্রস্তাব শোনা মাত্র—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচানবদ্যাঙ্গী তমনাদৃত্য রাক্ষসম্ ॥

তৎক্ষণাৎ চরম অবজ্ঞায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার সুরু করলেন। গোড়ায় জানালেন পর পর চারটি শ্লোকে—যে-রামচন্দ্র তাঁর স্বামী, তাঁর কী প্রতাপ, কী শৌর্যবীর্য, কী মহাপুরুষোচিত গুণাবলী, এবং তারপর আসল ভৎর্সনা যে, কতো বড়ো স্পর্ধা ও ধৃষ্টতার পরিচয় দিচ্ছে রাবণ এ হেন রামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতি লালসা ব্যক্ত করে।

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥

রে মূঢ়, তুই আমাকে পেতে চাস? জানিস না যে তুই শৃগাল, আর আমি সিংহী? সূর্যের তেজ যেমন কেউ সহ্য করতে পারে না, তেমনি তুইও আমাকে স্পর্শ করতে পারবি না,—

রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস।
ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ।
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥

রে রাক্ষস! তুই যখন রাঘবের প্রিয়া ভার্যার প্রতি লুব্ধ হয়েছিস তখন বুঝতে হবে তুই মৃগকুলের শত্রু বেগবান ক্ষুধার্ত সিংহের মুখাভ্যন্তর থেকে অথবা বিষধর সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটন করতে চাস!

এইভাবে একটার পর একটা চরম মূঢ়তার দৃষ্টান্ত দিয়ে রাবণের প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করে গেছেন সীতা—সেই পামরকে ঘৃণায় জর্জরিত করে। সীতার এই সময়োচিত দৃঢ়তা, কঠোরতা ও তেজস্বিতার বাষ্পটুকুও পাওয়া যায় না মাইকেলের সীতাহরণ-চিত্রের সীতার মধ্যে। যে সীতা লক্ষ্মণের প্রতি ভাষণে বীরত্ব দেখাতে পারলেন, তিনি যে কেন তাঁর সর্বনাশসাধনে উদ্যত লম্পটের প্রতিবাদে একটা কথাও বলতে পারলেন না, শুধু লজ্জায় লুটিয়ে পড়লেন—এ প্রশ্নের কী জবাব?

জবাব এই যে, মাইকেলের কাছে কোনো বৃহৎ নির্মাণের সৌষ্ঠব-সামঞ্জস্য আশা করাই ভুল। তাঁর কাব্যের আয়োজনই সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। তাঁর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্যতম লক্ষ্য দেশ-বিদেশের কবির চিত্তফুলবনমধু সংগ্রহ করে মধুচক্র রচনা; সুতরাং বলা যায় তিনি খণ্ডের কারবারী, বৃহতের নন। খণ্ড-বিশেষের রচনায় যেখানে পেরেছেন ভিন্নতর প্রখ্যাত কবির ভাব-কল্পনা বা চিত্র-কল্প জুড়ে দিয়েছেন। সীতার লক্ষ্মণের প্রতি তিরস্কারের মার্জিত রূপটি এসেছে ঠিক এই সূত্রে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিষয়টি এখানে বোঝানো যেতে পারে।

মাইকেলের বহু-প্রশংসিত সেই লক্ষ্মণ-তিরস্কার অংশটি এইরূপ ঃ—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?"

এখানকার এই "রে ভীরু" থেকে শেষের ঝঙ্কারটি কবির একান্ত নিজস্ব এবং অবশ্যই সুন্দর ; তবে এর পূর্ববর্তী শক্ত কাঠামোযুক্ত যে বাগভঙ্গিতে পণ্ডিত মহলের কাছে ধরা পড়েছে এখানকার সীতা-চরিত্রে মধুসূদনের অপূর্ব উন্নয়নের কৃতিত্ব, সেই দুটি ভঙ্গি, এক **"পাষাণে-গড়া,** আর এক **"বাঘিনী-স্তন্য পালিত,"**—কবি নিয়েছেন ইতালীয় কবি Tasso এবং Virgil-এর কাছ থেকে :—

Tasso-র Jerusalem Delivered :—

"—and wild wolves that rave
On the chill crags of some rude Appinine
Gave his youth suck—."

Virgil-এর Æneid : —

"Not sprung from noble blood nor goddess-born
But hewn from hardened entrails of a rock
And rough Hycranian tigers gave thee suck."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই ধার-করা আবেগ যেই ফুরিয়ে গেল, অমনি মাইকেলের তেজস্বিনী সীতা একেবারে কুঞ্চিত হয়ে ঘোমটায় মুখ-ঢাকা লজ্জার মোড়কে মোড়া এক জড়নারী-মূর্তি প্রাপ্ত হলো। তাই আমরা বলতে চাই মাইকেলের ঐ সীতার মধ্যেই রামায়ণের সীতার সারাংশ পাওয়া গেছে, এই শোচনীয় বিভ্রান্তি-মোহ এড়িয়ে বাল্মীকির সীতা-প্রতিমার নিবিড় বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

* * তখনও রাবণ ধরেনি তার ভয়াবহ দানবীয় মূর্তি। সেই নারকীয় প্রস্তাবটি কিভাবে সতীত্বের প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মীভূত করার চেষ্টা চলেছে সীতার মধ্যে, তা লক্ষ্য করার মতো।

যদন্তরং সিংহ-শৃগালয়োর্বনে
যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ……তদন্তরং দাশরথেস্তবৈবচ ॥
যদন্তরং কাঞ্চন-সীস-লোহয়ো
যদন্তরং চন্দনবারি-পঙ্কয়োঃ…… ঐ
যদন্তরং হস্তি-বিড়ালয়োর্বনে…… ঐ
যদন্তরং বায়স-বৈনতেয়য়ো
যদন্তরং মদ্গু-ময়ূরয়োরপি
যদন্তরং হংস-গৃধ্রয়োর্বনে…… ঐ
… … …
হৃতাপি তেই হং ন জরাং গমিষ্যে
আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্ ॥

সামনে দাঁড়িয়ে আছে 'রাবণো মৃত্যুসমপ্রভাবঃ'—মৃত্যুর মত প্রভাবশালী রাবণ—সুতরাং সীতার অবস্থাটি 'বাতোদ্ধতা কদলীব তন্বী'—প্রবল ঝড়ে কম্পমান কদলী বৃক্ষের মতো—তবু তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে ঐ অগ্ন্যুদ্গার,—রামের পাশে তুই? সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও ক্ষুদ্রনদীতে, কাঞ্চনে ও সীসা-লোহায়, চন্দনে ও পঙ্কে, হস্তীতে ও বিড়ালে, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও পেঁচায়, হংসে ও শকুনে যে তফাৎ, রঘুনন্দন রামে ও তোতে সেই তফাৎ! এটা জেনে রাখ, ধনুর্বাণধারী মহেন্দ্র-সদৃশ প্রভাবশালী রাম জীবিত থাকতে তুই আমাকে হরণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেও হজম করতে পারবি না—ঠিক যেমন ঘৃত উদরস্থ করে মক্ষিকা পারে না সেটা হজম করতে,—[আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্], বিনাশ তোর অবশ্যম্ভাবী।

সীতার প্রাণে ভয় জাগাবার জন্য রাবণ স্বীয় পরাক্রম জাহির করতে থাকে, সীতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকেই ভয় দেখান —ইন্দ্রপত্নী শচীকে হরণ করেও বরং দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারিস, কিন্তু রে পাপিষ্ঠ! রামভার্যা সীতাকে হরণ করার ফলে, অমৃত পান করলেও তুই মৃত্যু এড়াতে পারবি না।

খেয়াল রাখুন, এ সব সীতার কেবল মুখের কথায় তেজ দেখানো নয়, এ হলো আসলে তাঁর চারিত্র-তেজ, যার জন্য রাবণ তাঁকে হাতে পেয়েও কিছুই করতে সাহস পায়নি—দীপ্ত অগ্নিশিখার মত সীতার সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছে, যে বিষয়ে লঙ্কাকাণ্ডে সীতার অগ্নি-প্রবেশের পর স্বয়ং রামচন্দ্র বলেছেন— **"রক্ষিতা স্বেন তেজসা"**—এ হলো সেই চারিত্র-তেজ। তবু বলপূর্বক সীতা হরণ ঘটলো।

(ঘ)

[● মহর্ষির সীতা-বিলাপে মহাজ্ঞানবতী সীতা।]

আক্রান্ত হওয়ার মূহূর্তে সীতার মুখ দিয়ে আর্তস্বরে বেরিয়ে এলো একটি শব্দ —'রাম!'—প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তিনি রাবণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার। সেই সংঘর্ষ-মুহূর্তে—সীতার বর্ণনা—'পন্নগেন্দ্রবধূমিব',—সর্পরাজবধূর ন্যায় গর্জনে ও বলপ্রয়োগে ভয়াবহ।

কতো জীবন্ত, স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত এই সীতামূর্তি। ব্যক্তি-চেতনায়, তেজস্বিতায়, নারীত্বের পবিত্র মহনীয়তায় ও আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টায় এই যে সীতা-চিত্র, এর পাশে মাইকেলের হাতের চিত্রখানি ফেলে দেখুন,—

"অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি।"

'হাসিয়া ধরিল', আর, সীতাও যেন এক তাল কাদার মতো রাবণের হাতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠে গেলেন মুখে একটি প্রতিবাদ না জানিয়ে! আর্টের ভালো-মন্দের কথা এখানে নয়, কথা হলো সীতা-চরিত্রের প্রতিফলন, সীতার নারী-সত্তা নিয়ে কবি-ধ্যান।

অতঃপর সীতা সমেত রাবণের রথ যেই আকাশে উঠলো অমনি—

ভৃশং চুক্রোশ মত্তেব ভ্রান্তচিত্তা যথাতুরা—

আকাশপথে অপহৃতা সীতা উদভ্রান্তচিত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু বিলাপের মধ্যেও মহর্ষি রেখেছেন তাঁর সীতা-চরিত্রের লক্ষণীয় সংকেত। সুরুতেই বিলাপের বাঁধনটা এই যে, দুরন্ত রাক্ষস তাঁকে হরণ করলো—কেউ জানলো না, দেখলো না। কিন্তু প্রথম আবেদন লক্ষ্মণের উদ্দেশে, রামের স্থান দ্বিতীয়। বিলাপের সুরুতেই—

হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক।
হ্রিয়মাণা ন জানীষে রক্ষসা কামরূপিণা।।

"গুরুজনের মনোরঞ্জনব্রতী হে মহাবীর লক্ষ্মণ! এই স্বেচ্ছারূপধারী রাক্ষস আমায় হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি একটুও জানতে পারলে না।" পরের শ্লোকে এসেছে রামের কথা।

এই যে আগেই লক্ষ্মণকে স্মরণ, এটা ইঙ্গিতবহ। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সীতা লক্ষ্মণের প্রতি যে দুর্বাক্য প্রয়োগ করেন, তার অনুশোচনা পরমুহূর্তেই সুরু হয়ে যায় তাঁর মধ্যে, যার পরিচয় সেই দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ মূর্তিতে, যখন রোদন-বিহ্বল হয়ে সীতা আপন উদরে দুহাতের মুঠিতে আঘাত করতে থাকেন। এখন পাওয়া যায় সেই ত্রুটি-শোধনের প্রচেষ্টা। মনে-প্রাণে সীতা জানেন লক্ষ্মণ ব্যক্তিগত ভাবে এক অপার্থিব মহিমা-মণ্ডিত পুরুষ, এবং সত্যই তিনি জানকীকে মাতৃসমা মনে করেন। (লক্ষ্মণের প্রতি সীতার প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে মহর্ষিদত্ত বেশ কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এখানকার নবম পরিচ্ছেদে।) সীতা-কর্তৃক চরম ভাষায় লাঞ্ছিত হওয়ার মুহূর্তেও লক্ষ্মণ যে বলেছিলেন, 'দৈবতং ভবতী মম',—আপনি আমার কাছে দেবতা—, সম্ভবতঃ তা এখনও সীতার কানে বাজছে, তাই অসামান্য উদারহৃদয় সেই অসামান্য প্রিয়, ভক্ত, হিতৈষী ও রক্ষাব্রতী লক্ষ্মণকে সীতা রামের আগেই স্মরণ করেছেন। এই স্মরণ ও আবেদনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যেই যেন সীতা তাঁর পূর্বকৃত পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত সেরে নিলেন। এইভাবে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্ব সম্পর্কে রেখে গেছেন অজস্র মূল্যবান ইঙ্গিত।

বস্তুত মহর্ষির এই সীতা-বিলাপটি বিলাপ মাত্র নয়। বিপন্ন অবস্থাতেও নারী কতো স্থিতধী হতে পারে, দিতে পারে তার চরিত্র ও মানসিকতার কতো কমনীয়, মহনীয় পরিচয়, তা এখানকার আলেখ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছে। যে রামচন্দ্র দুর্বিনীতের শাস্তি-বিধানে তৎপর, তিনি কেন এই দুষ্ট রাবণকে শাস্তি দিচ্ছেন না,—এই বিলাপ করলেও, রাবণকে সীতা বলছেন,—

নন্থ সদ্যোহবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্ম্মণঃ ফলম্।
কালোহপ্যঙ্গী ভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে ॥
ত্বং কর্মকৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্নুহি ॥

"যেমন ফসল পাকার জন্য উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, সদ্যই ফল পাওয়া যায় না, তেমনি দুর্বিনীতদের দুষ্কর্মের ফল সদ্য ফলে না। ওরে রাবণ! ভাবিস না যে, এখনই শাস্তি পেলি না বলে তোর পাপের ফল ভোগ করতে হবে না, কালের চক্রান্তে চৈতন্য হারিয়ে তুই এই যে দুষ্কর্ম করলি, দেখিস, প্রাণান্তকর ঘোর বিপদের মধ্যে তোর এর জন্য দণ্ড ভোগ করতেই হবে।"

সেই মহাজ্ঞানবতী সীতা—যাঁকে আমরা আগে অনেকবার দেখেছি। তবে প্রজ্ঞার দীপ্তি মাঝে মাঝে অত্যুজ্জ্বল হলেও সীতার মধ্যে ভারতীয় নারীত্বের সুষমা ও কমনীয়তাই অধিকতর মর্মগ্রাহী। অপহৃতা অবস্থায় তিনি চলেছেন জল-স্থল-অন্তরীক্ষে সকলের কাছে মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তম পরিচ্ছেদ
(ক)

[● প্রকৃতিরূপা—পরমাপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি সীতা : সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্ব : 'স্বর্ণমৃগ'-উপাখ্যানের খাঁটি ইতিহাস।

● প্রসংগত কালিদাসের 'রঘুবংশে' অভিব্যক্ত সীতাকেন্দ্রিক ভাবদৃষ্টির অবতারণা।]

ভারতীয় দর্শনে নারী প্রকৃতিরূপা। পুরুষ ঐ প্রকৃতির শক্তি-সংযোগে শক্তিমান প্রকৃতির দ্বারাই লীলান্বিত পুরুষ-শক্তির যে লীলা, তার মধ্যে প্রকৃতি-শক্তির প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন লক্ষণীয়। তাই, রাধার দ্বারাই কৃষ্ণ-লীলা বিস্তারিত, উমার দ্বারাই মহেশ্বরের মহিমা-প্রচার, সীতার দ্বারাই রামলীলার মাহাত্ম্য-প্রচার (বিস্তারিত আলোচনা ১৬শ পরিচ্ছেদে)। চৈতন্যাবতারে এই দুইয়ের পৃথক পৃথক সত্তা প্রকাশ পেয়েছে একটি আধারে ;—কৃষ্ণরূপী চৈতন্য ও রাধারূপী চৈতন্য একদেহে সমন্বিত। তবু বলা যায় দ্বিতীয়টির দ্বারাই প্রভাবিত প্রথম সত্তা। রাধা-কৃষ্ণ, উমা-মহেশ্বর, সীতা-রাম,—সবই মূলত প্রকৃতি-প্রাধান্যের কাহিনী। এই কারণে শাক্তপন্থী সাধন-ভজনে ও শাক্ত-দর্শনে ঐ প্রকৃতিকে নেওয়া হয়েছে **আদ্যাশক্তিরূপে**।

এ কেবল অধ্যাত্ম-চর্চা বা উপাসনা-জগতের কথা নয়, বিশ্ব-প্রকৃতির কথাও বটে। সেই যে বৃহত্তর জীবন-প্রবাহ, সেখানেও চলেছে প্রকৃতিরই প্রধান ভূমিকা। জড় ও চেতনের সমবায়ে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, যা নিয়ে বিজ্ঞানের সাধনা, সেখানেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়বে প্রকৃতি-শক্তির মুখ্য ভূমিকা।

ভারতবর্ষের রামায়ণ এই সমস্ত ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন-বাহী। কাহিনী-আকর্ষণের বিপুলতায় বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও বা পরোক্ষভাবে ঘটেছে ঐ প্রতিফলন। যেহেতু সীতা ঐ রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাই তাঁর মধ্যে প্রকৃতি-প্রভাবকে চিনে নেওয়ার স্পষ্টতর ইংগিত রাখা হয়েছে। প্রণালী দ্বিবিধ। এক, বিশ্ব-প্রকৃতি বলতে যা বোঝায়, তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সঙ্গে সীতার একাত্মতা, আর এক, রামের বিস্ময়কর পুরুষ-শক্তির বিচিত্র প্রকাশের যথাযোগ্য প্রস্তুতি রচনা।

সীতার এই ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে নারী প্রকৃতিরূপা, এই সত্যটি অন্তত সীতাকে অবলম্বন করে আরও বিস্তার লাভ করে। কারণ প্রকৃতি-পুরুষের সম্পর্কের যে সাধারণ বিধান বা বাঁধন, তা হয়তো আমাদের পুরাণে বর্ণিত অন্য অনেক নারী-চরিত্রে পাওয়া যায়, অথবা পাওয়া যায় ইতিহাসে বা পরিচিত সংসার-জীবনে, কিন্তু বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা নিয়ে রামায়ণের সীতা যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী, তার নমুনা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

অপহৃতা সীতার বিলাপে এসেছে যে প্রকৃতিরাজ্যের বৃক্ষলতাপুষ্পাদি বা মৃগপক্ষিগণাদি কিম্বা হংস-সারস-সেবিত গোদাবরী নদী অথবা মাল্যবান প্রস্রবণ-গিরির প্রতি ব্যাকুল মিনতি, সে নিছক কবির কল্পনা বিলাস নয়, তার মূলে আছে **পরমাপ্রকৃতি সীতার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা**, যার জীবন্ত প্রমাণ তাঁর ভূমি-কন্যারূপে ভূগর্ভ থেকে আবির্ভাবে ও লীলাবসানে ভূগর্ভেই মিলিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

এই একই সত্যের ভিত্তিতে বাল্মীকি লিখে গেছেন,—রাবণের দ্রুতধাবিত রথের বেগে বায়ুতাড়িত পক্ষিসমাকুল পাদপগণ তাদের আন্দোলিত শাখাগ্রভাগ দিয়ে সীতাকে বলছিলো-'মা ভৈঃ' ;—সরোবরকে মনে হচ্ছিল তার সখী সীতার শোকে মুহ্যমান যেহেতু সেখানকার পদ্মগুলি হয়েছে বিধ্বস্ত ও মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীরা ভয়ত্রস্ত ;—বনের সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ-পক্ষী সব রোষান্বিত হয়ে চারিদিক থেকে সীতার ছায়ার অনুসরণে ধাবিত হতে থাকলো ;—পর্বতগুলি শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলনপূর্বক এবং নির্ঝর-রাশিতে উৎসারিত জলধারারূপ অশ্রুধারায় সর্বাঙ্গ প্লাবিত করে তাদের আক্রোশ জানাতে থাকলো ;—শ্রীমান সূর্য হলো সীতার শোকে শ্রীহীন, সূর্যমণ্ডল হলো পাণ্ডুরবর্ণ ;—

নাস্তি ধর্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জবং নানৃশংসতা।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥
ইতি ভূতানি সর্বাণি গণশঃ পর্যদেবয়ন্।

—অরণ্য—৫২।৩৯-৪০।

সমস্ত প্রাণী দলে দলে এই পরিতাপ করতে থাকে, যখন রাম-ভার্যা সীতা রাবণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্তৃক অপহৃত হলো তখন ধর্ম নেই, সত্যই বা কোথায়? সরলতা বা সহৃদয়তা বলে কিছুই নেই।

সীতার জন্য এই যে জড়-চেতনময় বিশ্ব-প্রকৃতিতে সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া, এ কবিকল্পনা মাত্র নয়, এরই মধ্যে পেতে হবে মহর্ষির ধ্যান-ধৃত সীতা-প্রতিমার ও সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বের প্রতিফলন। সীতা-সত্তাটি যে মূলত পরমাপ্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া, এই সত্যের আলোকেই পাওয়া যাবে সীতা-চরিত্রের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণের মর্মব্যাখ্যা। সীতা যেই গৃহগণ্ডী পেরিয়ে বেরিয়ে এলেন নদী-গিরি-বনময় মুক্ত প্রকৃতির রাজ্যে, তখনি যেন তিনি একান্ত স্বজন-পরিবৃত। ০ ০ গুহকের পুরী ছেড়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা গঙ্গা পার হয়ে যাবেন অরণ্য অভিমুখে। গঙ্গাবক্ষে নৌকায় আরোহণ হলো। গঙ্গাকে প্রণাম করে চলেছেন তাঁরা নীরবে। কিন্তু মাঝগঙ্গায় এসেই সীতার মুখে সুরু হয়ে গেল গঙ্গার সঙ্গে আলাপ। ০ ০ জীবনের এই যে একটা নূতন অভিযান, এতে রাম কি কিছুই করেন নি? করেছেন বৈকি। নৌকায় উঠেই আগে তিনি ও সীতা আচমন করে বসেছেন। তার পর—'ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ"—আত্মহিতার্থে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যোগ্য বৈদিক মন্ত্র জপ করে নিয়েছেন। আর গঙ্গার শোভা দর্শনে একটু আগেই দীর্ঘ হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন সুললিত ছন্দগানে (অযোধ্যা ৫০/১৩-২৬)—যা শোনায় বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তবের মতো। রাম চলেছেন রামের মতো, সীতা সীতার মতো।

* * বহির্বিচারে সীতার উক্তিও গঙ্গাবন্দনার সমস্তরীয়, কিন্তু কথা ও সুর কতোই না অন্তরঙ্গ। সুস্পষ্ট প্রার্থনা বা কামনা ছোট্ট একটুখানি :—

** দেবি, আমার মহাবীর স্বামী এই যে তাঁর
ভাইকে ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন,
বনবাস অন্তে পুনরায় যেন এই ভাবেই অযোধ্যায়
প্রবেশ করতে পারেন;—আমার জোর
এইখানে,—তুমিও অনঘ, তিনিও অনঘ!"

(অযোধ্যা ৫২। ৯১)

পাঠক লক্ষ্য করুন, সীতার প্রার্থনার মধ্যে আপন হিতকামনার স্থান কতো গৌণ, কতো পরোক্ষ। বৃহৎ চরিত্রের লক্ষণই এই। গঙ্গার উদ্দেশে সীতার বেশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটু লম্বা ভাষণের বাকী অংশটা প্রায় সখি-সম্ভাষণের মতো—যদিও বলছেন তিনি করজোড়ে 'দেবি' সম্বোধনে। গঙ্গে, তোমার বক্ষোবিহারী নৌকায় এই আমার সঙ্গে চলেছেন যিনি, তিনি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান রামচন্দ্র। ত্রিপথগা ব্রহ্মলোকবিহারিণী দেবী তুমি হলে উদধিরাজের ভার্যা, আমি রাজর্ষি-জনকদুহিতা রঘুকুলতিলক রাম-পত্নী সীতা তোমায় প্রণাম করছি, তোমার গুণগান কর্‌ছি। (একটা দূরশ্রুত সমপ্রাণতার সুরের আভাস, তাই এইভাবে কথা বলা। মূলত উভয়েই তো একাত্ম। মনুষ্যলীলায় অবতীর্ণ, তাই সীতা মানবী, আর গঙ্গা দেবীরূপে পূজ্যা।) নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন-ব্রত উদ্‌যাপন করে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসুন, আমি তোমায় পূজা দেবো।

* * * সীতার উক্তির পশ্চাতে শোনা যায় যে একটা মৃদু অথচ গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সুর, এবং গঙ্গার মতো বিশাল প্রাকৃতিক সত্তার পরিবেশ-পূজার কল্পনার মধ্যে পাওয়া যায় যে দৃষ্টির বহর, এর মূলে আছে সেই প্রকৃতিরূপিণী সীতার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ।

তাই যেমন গঙ্গাকে প্রাণের কথা বলা হলো, তেমনি যমুনাকেও বলা হয়েছে, 'শ্যাম' নামক বটবৃক্ষকেও জানানো হয়েছে। সকলের সঙ্গেই যে সীতার আত্মীয়তা।

ভেলায় করে যমুনা পার হচ্ছেন। ঠিক ঐ গঙ্গার মতো, যমুনা-নদীর মাঝখানে এসেই— "…সীতা ত্বেনামবন্দত। স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতির্ব্রতম।" —এপারে এসে সীতা দেখেন, যমুনা-তীরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যাম। [হয়তো এটাই পরবর্তীকালীন বৃন্দাবনী শ্যাম-কাহিনীর চিত্রকল্পরচনায় সংকেত যুগিয়ে থাকবে। 'রাধাকৃষ্ণ' যে 'সীতারামে'রই পরবর্তী অবতার, বৈষ্ণবসাহিত্যে এই বিশ্বাস ও তার প্রমাণের অভাব নেই।] সীতা অমনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কৃতাঞ্জলি হয়ে।— "নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্। কৌশল্যাং চৈব পশ্যেম সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীম্।।" (অযোধ্যা—৫৫। ২৪-২৫)। সেই একই প্রার্থনা,—আত্মহিতকামনা নয়,—আমার স্বামী যেন ব্রতপালনে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে কৌশল্যা-সুমিত্রা-দর্শনলাভের ব্যাকুলতা। কোন্ সাধারণ গৃহবধূর এমন ক্ষেত্রে শাশুড়ী-চিন্তায় কাতরতা দেখা দেয় ?—এ সবই সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বের লক্ষণ বলেই গণ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ যে 'স্বর্ণমৃগ' উপাখ্যান ;—সীতার প্রথম প্রতিক্রিয়া কী? দেশসুদ্ধ লোক তো সীতার 'সোনার হরিণে'র সোনার লোভের কথাটাই জানিয়ে চলেছে,—সাহিত্যের দরবারী আসর থেকে হাটে-মাঠে-গৃহে-গোঠে,—কিন্তু বাল্মীকি বলছেন,-"বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সস্নেহং সমুদৈক্ষত" (অরণ্য—৪২।৩৪)। একমনে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত ছিলেন সীতা, সহসা অমন অদৃষ্টপূর্ব মৃগরত্নটি যেই চোখে পড়লো, সীতা বিস্ময়ে, আনন্দে বিভোর হয়ে স্নেহভরে তাকে দেখতে লাগলেন। এই যে **স্নেহের** উৎসার, এই দিয়েই চিনে নিতে হবে সীতা-সত্তার স্বরূপ। তার পর? কী করতে চান সীতা ঐ মৃগটি নিয়ে? "মৃগো হরতি মে মনঃ। আনয়ৈনং মহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো ভবিষ্যতি।"—ওকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে, তুমি ওকে নিয়ে এসো, আমাদের **খেলার** জন্য (ক্রীড়ার্থং)। তার পরের কথা,—এমন মৃগ আগে কখনো দেখিনি,—"তেজসা ক্ষময়া দীপ্ত্যা যথায়ং মৃগসত্তমঃ।" তেজে, ক্ষমায় ও দীপ্তিতে—এই মৃগবরের মতো আর কোন মৃগ আগে দেখিনি। 'ক্ষমা' শব্দটি নিয়ে খুবই মুস্কিল। কিন্তু রহস্যও যে ঐখানে। 'ক্ষমা' লক্ষ্মীর সতেরো নামের একটি—"...কমলা-শ্রী-ধৃতি-ক্ষমা......", এ ছাড়া, শক্তি-দেবতার নামভেদ রূপেও 'ক্ষমা'-কে পাওয়া যায় অনেক জায়গায়। তবে এখানে 'ক্ষমা' যে 'লক্ষ্মী'-বোধক, সীতার পরবর্তী কথায় তা পরিষ্কার বোঝা গেল,—"অহো রূপমহো লক্ষ্মীঃ স্বরসম্পচ্চ শোভনা।" —আহা, এর কী রূপ, কী লক্ষ্মী-ভাব, কী স্বরমাধুর্য!—লক্ষ্মীর প্রতি লক্ষ্মীর টান তো হবেই। * * এই গেল একদিকের কথা। এ ছাড়া, আরও আছে। মৃগটিকে জীবন্তরূপে সংগ্রহ করাই সীতার প্রধান লক্ষ্য ;—(এর মধ্যে স্বর্ণ-লোভের কোনো স্থান নেই),—এক তো সে হবে ক্রীড়াসহচর ; তা ছাড়া, বনবাসান্তে সীতা তাকে নিয়ে যাবেন অযোধ্যায়, পরম সমাদরে রাখবেন রাজ-অন্তঃপুরে। কার তৃপ্তির জন্য? স্পষ্ট করে বললেন সীতা,—"ভরতস্যার্যপুত্রস্য শ্বশ্রূণাং মম চ প্রভো। মৃগরূপমিদং দিব্যং বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি।" (অরণ্য—৪৩।১৮)।

—আকুতিভরে রামকে বললেন, প্রভু, ওকে নিয়ে আমি অন্তঃপুরে রাখবো, যাতে এই মৃগের দিব্যরূপ আমার শ্বশ্রূমাতাদের এবং আর্যপুত্র ভরতেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। —সেই আবার পাওয়া গেল বিসদৃশ পরিবেশে অবস্থানকালেও সীতার মধ্যে শাশুড়ীদের প্রতি হৃদয়বিস্তার—যার সবচেয়ে বিস্ময়কর ও সর্বাপেক্ষা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্মরণীয় নিদর্শন এখানকার দশম পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর্যপুত্র ভরতের উল্লেখটা যেন আরও বিস্ময়কর? হ্যাঁ, রামায়ণ-কাহিনীতে সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্ব-জ্ঞাপক এমন বিস্ময়ের অন্ত নেই।

ঐ যে সীতাহরণোত্তর রামচন্দ্রের উন্মত্তবৎ সীতা-সন্ধান, যার মধ্যে অনেকে রামচরিত্রের অতিরিক্ত দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে বিরক্তি বোধ করেন,—ঐ যে এ-গাছে ও-গাছে, এ-ফুলে-ও-ফুলে ছুটোছুটি,—ঐ যে পর্বতের কাছে, নদীর কাছে জিজ্ঞাসা,—বন্য প্রাণীদের কাছে,—এমনকি হস্তীর কাছে, শার্দূলের কাছেও জিজ্ঞাসা,—এতোটা বাড়াবাড়ি কি না করলে চলতো না? * ০ চলতো কি না, জানিনা; তবে, পরমাপ্রকৃতি সীতা যে সত্যই ছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় আবদ্ধ,—মহর্ষি চেয়েছেন সেই সত্যটার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত ঘটুক, তাই প্রকৃতিরাজ্যের অতোখানি নিবিড় বিবরণ।

"বৃক্ষাদ্‌বৃক্ষং প্রধাবন্ স গিরীংশ্চাপি নদীনদম্" (অরণ্য—৬০।১১),

—এই সুরু হলো রামের অনুসন্ধান। 'কদম্ব', তুমি যদি জানো সীতা কোথায়, 'বিল্ব' তুমি কি সীতাকে দেখেছো',—এই ভাবে চললো—কদম্ব, বিল্ব, অশোক, অর্জুন, ককুভ (কুটজবৃক্ষ), তিলক, তাল, জাম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের কাছে রামের জিজ্ঞাসা; —কর্ণিকার-বকুল-কেতক প্রভৃতি ফুলের কাছে; তা ছাড়া মৃগ-মৃগীদের কাছে তো বটেই। তবে বিস্ময় জাগে, যখন, হাতীর মতো বৃহৎ পশুর কাছে, এবং আরো বিস্ময় জাগে যখন, শার্দূলের মতো ভয়ংকর হিংস্র শ্বাপদের কাছে রাম গিয়ে বলেন—বলো না—যদি আমার সীতাকে তোমরা দেখে থাকো। এগুলো বাইরে রামের উন্মত্ততা, ভিতরে সীতার প্রকৃতি-একাত্মতার আলেখ্যস্বরূপ।

"প্রিয়কাননসঞ্চারা বনোন্মত্তা চ মৈথিলী"—

এ তো আর কল্পনাপ্রিয় কবির সাজানো কথা নয়, এই যে সীতা-সত্তার আসল পরিচয়। শুধু তো আর কানন নয়। নয় তার পদ্মবনে ভরা গোদাবরী কিম্বা মন্দাকিনী নদী, অথবা প্রস্রবণ গিরি,—সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ নিয়েই যে সীতা এখানে পরমাপ্রকৃতিরূপিণী। তাই ভূমিতল ছেড়ে রামের দৃষ্টি চলেছে আকাশে। "আদিত্য ভো......মম প্রিয়া সা ক্ব গতা হৃতা বা শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্"—হে আদিত্য, তুমি তো সব কিছুই জানো, বলে দাও না আমাকে, আমার প্রিয়া সীতা এখন কোথায়, না কি তিনি হৃয়েছেন অপহৃতা?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আকাশের সূর্যও যে সীতার আপনজনের মতো, নচেৎ কি এমন প্রশ্ন আদৌ মনে আসতে পারে? পবনও তাই। রাম সেকথাও জানেন। তাই সূর্যকে ছেড়ে পবনকে বলেন, "শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং মৃতা হৃতা বা পথি বর্ততে বা"—হে বায়ু (পবন), সমুদয় লোকের এমন কিছুই নেই, যা তুমি জানো না, এখন বলো তো আমাকে—কুলপালিকা সীতা কি মৃত না অপহৃত, না পথিমধ্যে কোথাও অবস্থান করছেন?

অর্থাৎ রামের চিত্ত এখন বিরহাতুর, তাই তাঁর কাছে সমগ্র জগৎ সীতাময়,—কেবল এই সাধারণ বিরহতত্ত্ব-জ্ঞাপন বাল্মীকি-রামায়ণের উদ্দেশ্য নয়, এখানে বৃহত্তর লক্ষ্যে নিবদ্ধ রয়েছে তার দৃষ্টি। যে সীতাচরিত্র মহর্ষির ধ্যানের ধন, সেটা যে জড়-চেতনময় বিশ্বপ্রকৃতিতে সর্বব্যাপী হয়ে আছে, তারই আলেখ্য তুলে ধরার প্রয়াস এখানে।

* * *

* * * প্রসংগত উল্লেখ্য, মহর্ষির সীতা-ভাবনার এই বিশেষ দিকটা যে মহাকবি কালিদাসের কল্পলোক প্রবলভাবে অধিকার করেছিলো, এমন মনে করার কারণ আছে। যে কালিদাস তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্য 'রঘুবংশে'র মোট একুশ সর্গের মধ্যে সমগ্র রামায়ণ কাহিনীর জন্য মাত্র সাতটি সর্গ বরাদ্দ করেছেন এবং একটিমাত্র সর্গে (রঘু ১২শ) মূল রামায়ণের প্রায় পাঁচটি সর্গের (অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা সুন্দর ও যুদ্ধকাণ্ডের 'রাবণবধ' পর্যন্ত) ঘটনা বিবৃত করেছেন,—তিনি যে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্রের সীতাকে নিয়ে আকাশপথে অযোধ্যায় ফিরে আসা,—অজস্র ঘটনা-সংকুল বিশাল রামায়ণের এই ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশের জন্য কেন ১৩শ সর্গের মতো প্রশস্ত একটা গোটা সর্গ ব্যয়িত করেছেন, তা অবশ্যই ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। ভিতরে প্রবেশ করলেই পাওয়া যায়, বৈদগ্ধ্য-খচিত গাঢ়পিনদ্ধ প্রায় আশীটা শ্লোকে নির্মিত ঐ কাব্যদেহখানি মূলত সীতাময়। বর্ণনীয় বিষয় প্রধানত প্রকৃতিরাজ্যের জড়চেতনাশ্রয়ী অজস্র বৈচিত্র্য;—সমুদ্র-পর্বত-নদ-নদী-বেলাভূমি, বন-উপবন-বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী যেমন, তেমনি কতো না মুনিঋষির আশ্রম-পরিবেশ, এবং অবশেষে ভরত-মিলন। এসেছে সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী, সেই চিত্রকূট; এসেছে সেই পম্পা-গোদাবরী, সরযূ-গঙ্গা; সেই তমাল, সেই 'শ্যাম'-বটবৃক্ষ। কিন্তু কেন? যে কবি কতো বড়ো বড়ো বিষয় বাদ দিয়ে অতিশয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংক্ষিপ্ত করেছেন তাঁর রামায়ণ-কাহিনী, তিনি কেন এখানে এসে এতো খুঁটিনাটি বিষয় কাব্যায়িত করায় মনোযোগী হলেন? কারণ,—এদেরই মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে যে বৃহৎ সীতা-সত্তা, বাল্মীকির অনুসরণে ঐ বিষয়ে কালিদাস তাঁর দরদী উপলব্ধিকে নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব বাণীবন্ধে প্রকাশ করার সুযোগ নিয়েছেন এখানে। বাইরের ছাঁচটা মূলেরই মতো। মূল রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডের ১২৩শ সর্গ ও রঘুবংশের এই ১৩শ সর্গ,—একই ছাঁচের বিষয়বস্তু। মূলেও বিমানযোগে অযোধ্যায় ফেরার পথে সীতাকে রাম বিবিধ স্থান প্রদর্শন করাচ্ছেন, এখানেও তাই। কিন্তু পার্থক্য বিস্তর। বাগভঙ্গি বা কাব্যকলার পার্থক্য ছাড়াও, বৃহত্তর অনেক বেশী বিষয়ের অধিকতর বিন্যাসযোগে উপস্থাপন সহজেই বুঝিয়ে দেয় ঐ পার্থক্য। মূলের কাজ রামসীতাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কালিদাসের কাজ ঠিক ঐ যুদ্ধকাণ্ডের ১২৩ শ সর্গের অতি বিশ্বস্ত অনুসরণ নয়;—প্রধানত অরণ্যকাণ্ডের নানা সর্গে যে সবিস্তার সীতা-কাহিনী স্থান পেয়েছে, তার সার সংগ্রহ করে সীতা-সত্তার বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকারান্তরে পাঠককে উপহার দেওয়া। 'প্রকারান্তরে' বলার কারণ, নিসর্গপূজারী শক্তিধর কবি কালিদাস যেন 'মেঘদূতে'র মতো 'রঘুবংশে'ও একটা দূর-পথপরিক্রমায় তাঁর নিসর্গ-পর্যবেক্ষণমূলক কবিশক্তির পরিচয় দেওয়ার সুযোগ নিয়েছেন,-এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু 'মেঘদূতে'ও যেমন 'এর বেশী কিছু' অবশ্যই থেকেছে,—এখানেও তাই। দীর্ঘ পরিক্রমায় একমাত্র বক্তা রামচন্দ্র, শ্রোতা ও দর্শকের ভূমিকায় সীতা রয়েছেন চির-নীরব মূর্তির মতো। কিন্তু ঐ যে বন-পর্বত-নদ-নদী-বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষী-জড়-চেতনময় প্রকৃতির অজস্র বৈচিত্র্য নিয়ে কথার মালাগাঁথা,-এর মর্মমূলের অনুধ্যানে পাওয়া যায়, ওগুলি সবই যে হয়ে আছে সীতাময়, এরই ওপর আলোকপাত করা। সীতাময় তারা আগেও ছিলো, এখনো আছে। আগে ছিলো সীতার বিরহ-বিষাদে বিষণ্ণ, এখন সীতাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে হর্ষোচ্ছল। কালিদাসকে যে ঐ দুটো কথাই বলতে হবে, তাই তাঁর বিবৃতিতে অপেক্ষাকৃত বিস্তার হয়েছে অপরিহার্য। কিন্তু আসলে তাঁকে অনেক সংযত-সংহত ভাষণের পরিচয় দিতে হয়েছে কাব্য-পরিধির সংক্ষিপ্তির দাবীতে। একটা দৃষ্টান্ত দিই—

এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃ পুনঃ॥
বক্তুকামা ইহ হি মে ইঙ্গিতান্যপলক্ষয়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

* * *— —তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ ॥
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভস্তলম ।
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত ॥ ইত্যাদি
—বাল্মীকি/অরণ্য/৬৪/১৫-২৩

এইভাবে একে একে ৯টা শ্লোকের গাঁথুনীতে (১৫—২৩) বাল্মীকি যা জানিয়েছেন, সেইটাই কালিদাস জানিয়েছেন একটিমাত্র শ্লোকে,—

মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং
সমবোধয়ন্ মাম্।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যামুৎপক্ষ্ম-
রাজীনি বিলোচনানি ॥ (রঘু/১৩/২৫)।

—তোমায় আমি খুঁজছি দেখে, মৃগীগণ কুশাঙ্কুর-ভক্ষণে বিরত হয়ে দক্ষিণ দিকে উর্ধ্বনয়নে দৃষ্টিপাত করে আমাকে ইঙ্গিতে বলেছিলো যে, তুমি ঐদিকেই অপহৃতা হয়েছো। * * এই নমুনা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন, প্রকৃতিরাজ্যের কতো নিবিড় সীতাময়তা, তথা সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বের উপর আলোকপাত ঘটেছে কালিদাসের ঐ ত্রয়োদশ সর্গীয় কবিপ্রযত্নে!

বাংলার বিদগ্ধসমাজের অন্যতম সাহিত্যসেবী পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'রঘুবংশে'র সম্পাদনাসূত্রে এই ১৩শ সর্গের ১-৭৬ শ্লোকের 'তাৎপর্য' ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তার সঙ্গে আমাদের সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বমূলক প্রতিপাদ্যের স্বরসাম্য লক্ষণীয়। বলেছেন,—" * * সীতার সংসর্গে কেবল রামের হৃদয় নহে, অযোধ্যার রাজসংসার নহে,—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও পবিত্র এবং আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও কেবল রামের হৃদয় নহে, অযোধ্যা বা মিথিলার রাজসংসারে নহে, সমগ্র ভারতে, না না, সমগ্র জগতে দুঃখের, শোকের, বিষাদের প্রবল ঝটিকা বহিয়াছিল।" আজ সীতাকে ফিরে পাওয়ায় "চেতনা-চেতন-নির্বিশেষে সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। * * * অতিশয়িত আনন্দনির্ভরে চরাচর-ধরণী যেন রোমাঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছে. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।"

* * আমরা বলতে চাই, সীতা সত্তার অন্তর্নিহিত বিশ্বময়তার প্রতি এই যে রসজ্ঞসুলভ বলিষ্ঠ ইঙ্গিত, এর ফলে বাল্মীকি ও কালিদাসের সীতা-ভাবনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-সূত্র হয়েছে উদ্‌ঘাটিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর ঐ যে সর্গান্তিক 'ভরত-মিলন'-এর কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাও অকারণ নয়। সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্ব-প্রতিপাদনে ও মহিমা-ব্যাখ্যায় কালিদাস-অঙ্কিত ঐ চিত্রটির অবদান খুবই স্মরণীয় :—

* * সম্পর্ক অনুযায়ী পরস্পর সকলেরই মধ্যে যথাযোগ্য ভাব-বিনিময় ও আচরণ-বিনিময় চললো। সব শেষে পাওয়া গেল,—ভরত সীতাকে প্রণাম করলেন। এ আর এমন কী। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের হাতে সামান্য হয়েছে অসামান্য। আর সেই সূত্রে বেশ এক ঝলক আলো এসে পড়েছে সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বের উপর। ভাবাঢ্য অর্থগূঢ় পুরো দুটি শ্লোকের এক অপরূপ যুগলবন্দীতে ব্যক্ত হয়েছে ঐ সামান্য কথাটা যে, ভরত সীতাকে প্রণাম করলেন (রঘু/১৩/৭৭-৭৮)। মূল বক্তব্য :—

"প্রলয়াদিবোর্বীং ধৃতিমতীং মৈথিলসুতাং ভরতো ববন্দে।"

সীতা হয়েছেন 'পৃথিবী'র (উর্বী) সঙ্গে উপমিত, 'ধৃতিমতী' পদে বিশেষিত। যুগলবন্দী জমাট হয়েছে যে পবিত্র যুগলের মিলনে, তার একটা হলো জানকীর চরণযুগল, আর একটা ভরতের জটাভারমণ্ডিত মস্তক। জানকীর সেই চরণযুগল যা 'লঙ্কেশ্বর-প্রণতিভঙ্গ-দৃঢ়ব্রতে' ছিলো অটল; ভরতের সেই মস্তক যা 'জ্যেষ্ঠানুবৃত্তিজটিল', অর্থাৎ জ্যেষ্ঠানুরূপ জটাধারী হয়ে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার ফলে যে মস্তক হয়েছে গুরুভার জটাজালে শোভিত। এছাড়া, আগে থেকেই সুদীর্ঘ পরিসরে 'আসিধারব্রতধারী' ইত্যাদি পরিচয়ে ভরতের গুণগান গাওয়া হয়েছে। এখন, এমন যে মহাপুরুষ-চরিত্র ভরত, তাঁকে দিয়ে ধরিত্রীর বিশালতাযুক্ত 'ধৃতিমতী' ধরণীকন্যা জানকীর পবিত্র চরণ বন্দনা করিয়ে কবি যেন পৃথ্বীসমবিপুলা সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণী সীতা-সত্তার সশ্রদ্ধ বন্দনা গেয়েছেন।

* * * কালিদাসের সীতা-বন্দনার অবশ্য এই একটাই নিদর্শন নয়। 'রঘু'র ১৫শ সর্গে তাঁর হাতে বেদাত্মিকা সীতা-সত্তার মূলের অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর আরতির কথা পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের ১৬শ পরিচ্ছেদের (খ) শাখায়। আর, যে কবির 'মেঘদূতের' মতো কালজয়ী কাব্যের প্রথম শ্লোকই অলঙ্কৃত হয় "জনক-তনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু"—এই ভাবগম্ভীর শ্রদ্ধাপ্লুত সুললিত পদযোজনায়, তাঁর সীতা-বন্দনায় মানসপ্রবণতা সহজেই অনুমেয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(খ)

[● অশোকবনের সীতায় কোন সাধারণ বিরহিণীরূপ লক্ষণীয় নয়, এ সীতা কেবল কারুণ্যের মূর্তি নন,—নানাবিধ চারিত্রিক মহত্ত্ব ও বৃহত্ত্বের প্রতিফলন এই সীতা-চরিত্রে।]

একে রামায়ণ বিপুলায়তন মহাকাব্য—সেই আদি এপিকের আদিম লক্ষণাক্রান্ত, তার উপর গল্পরসের বিপুল উন্মাদনা ও মিথিক্যাল আবেশর জমক, তাই এর মধ্যে বৃহৎ চরিত্রের যে ছাঁচ বা বৃহৎ দেশীয় আদর্শ, জাতীয় আদর্শের যে ছাঁচ, তা সাধারণ মানুষের কাছে থেকে যায় উপেক্ষিত বা অপরিজ্ঞাত। সীতার কাহিনী দুঃখের কাহিনী, সীতা কারুণ্যের প্রতিমূর্তি,—এই যেন যথেষ্ট, তার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকে—সীতা সতী-শিরোমণি, আদর্শ পতিব্রতা। কিন্তু এটা যে সীতার কেবল খণ্ড পরিচয়, আসলে সে যে কী বিশাল চরিত্র, কতো আপাত-বিপরীতের অপূর্ব সমন্বয় সেখানে, তা বুঝে নেওয়ার মত উপাদান প্রচুর রেখে গেছেন মহর্ষি তাঁর সীতা-কাহিনীতে। প্রয়োজন শুধু নিবিড় পাঠ ও সশ্রদ্ধ অনুধ্যানের।

সীতাহরণের পর লোকে আবার সীতাকে একটু দেখতে পায় **লঙ্কায় অশোককাননে বন্দিনীরূপে**। কিন্তু কী দেখে? শোকাকুলা, মলিনা, চেড়ীদের দ্বারা অত্যাচারিতা ও রাবণের ভয়-প্রদর্শনে সন্ত্রস্তা। মাইকেলও তাঁর অশোকবনের সীতা-চিত্রে তুলে ধরেছেন শুধু শোকবিবশতা, মালিন্য, কারুণ্য, অশ্রু-কাতরতা,—আর একবার মাত্র সরমা-চিত্রের অনুষঙ্গরূপে 'তুলসী'র পবিত্রতা। মহর্ষির হাতে অঙ্কিত **অশোকবনের সীতা-চিত্রে কিন্তু এমন একটা সামান্য কারুণ্যের মূর্তিমাত্র নয়, তার মধ্যে রয়েছে নানাবিধ চারিত্রিক মহত্ত্ব ও বৃহত্ত্বের প্রতিফলন**।

এই সীতাকে দেখা গেল (১) 'উপবাসকৃশাং দীনাং নিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ', কিন্তু 'পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ'—যেন ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখা;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(২) ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
নিশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব ॥

একই সঙ্গে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য,—তপস্বিনীসুলভ সংযম, স্বাভাবিক ভীরুতা, ভিতরে দীর্ঘশ্বাসপ্রবণতা, আবার, প্রচণ্ড চারিত্রিক তেজস্বিতা (ভুজগেন্দ্রবধূ)।

(৩) সীতা যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, কণ্টকিত সিদ্ধি, বিড়ম্বিত বুদ্ধি, ও অপবাদগ্রস্ত কীর্তি।

(৪) —আম্নায়াণামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব—

সীতা যেন স্বয়ং বিদ্যা, তবে উপস্থিত শিথিলা, শিথিলতার কারণ অভ্যাস-যোগের অভাব (আম্নায়ঃ=অভ্যাসঃ)।

(৫) আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব ॥

সীতা যেন সাক্ষাৎ সৌভাগ্য, এক্ষণে বিধ্বস্ত ; আজ্ঞা অবহেলিত ; সীতাই দিগ্‌দিগন্ত, তবে এখন তাঁর অবস্থা শান্ত নয়, উৎপাতকালের মত জ্বলন্ত ; আর সীতা মূর্তিমতী পূজা—উপস্থিত উপদ্রুত।

(৬) সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
সংকল্প-হয়-সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ ॥

সীতাকে আটক করে রাখে কার সাধ্য ? মনে মনে তিনি নিয়তই চলেছেন সিদ্ধস্বরূপ রাজসিংহ রামচন্দ্রের সমীপে। চলেছেন মনোরথে, আর সে রথ সংকল্পরূপ অশ্বের দ্বারা বাহিত।

(৭) চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা ॥

সীতা যেন তেজস্বিনী সর্পরানীর মত আপনার তেজ প্রকাশের জন্য ভিতরে কঠিন চেষ্টা করে চলেছেন, তবে মন্ত্রৌষধিতে আবিষ্টা সর্পিণীর মত তাঁর তেজ রয়েছে আচ্ছন্ন। তাঁর অন্তর্দাহ দেখে মনে হয়, তিনি যেন কেতুগ্রহের আক্রমণে রোহিণীর ন্যায় নিয়ত অন্তর্জ্বালায় জ্বলছেন।

(৮) ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্।

বল্লকী=বীণা ; চরিত্রমাধুর্য ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে সীতা যেন একটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বীণা যার সংগীতে চরাচর মুগ্ধ হয়, কিন্তু বাদক-সংস্পর্শ-বর্জিত হওয়ায় এখন সেটা ছিন্নতন্ত্রী শ্রীহীন হয়ে পড়ে আছে।

(৯) ভূষণৈরুত্তমৈর্হীনাং ভর্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্।

উত্তমভূষণ-বর্জিতা হয়েও সীতা রয়েছেন ভূষণ-মণ্ডিতা, তবে সে ভূষণ হলো স্বামিবাৎসল্য বা পতিপ্রেম।

(১০) তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা।
রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্॥

সীতা দীনা অথচ অদীনাং; দীনা যেহেতু রাক্ষসের অত্যাচারে পরিম্লান; অদীনা, অর্থাৎ কোন দীনতাই তাঁর কাছে আমল পায় না যেহেতু স্বামীর তেজেই তিনি প্রদীপ্তা। ঘনকৃষ্ণনয়না সীতা এই দারুণ শত্রুপুরীতে আপন চরিত্রবলে সুরক্ষিতা।

(১১) একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব॥

সীতা দীর্ঘ একবেণীধরা তাও অযত্নে রক্ষিত; তাই তাঁকে মনে হচ্ছে বর্ষান্তে নীল বনরাজিতে আকীর্ণ ধরণীর মতো। ধরণীর মতো বৃহতের উপমানটি লক্ষণীয়।

(১২) বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামাগ্নিশিখামিব।

সীতা যেন পবিত্র যজ্ঞবেদী যা হোমাগ্নিশিখায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কিন্তু এখন অবস্থাবৈগুণ্যে সেই বেদী যেন পতিতাদি কর্তৃক দূষিত, অগ্নিশিখাও হয়ে আছে স্তিমিত। উপমাটিতে মহর্ষির কল্পলোকে বৈদিক প্রভাবের প্রমাণ মেলে। আর এই সূত্রে সীতা-চরিত্রের উপর বিশেষ অলোকপাতও লক্ষণীয়।

(গ)

[● অশোকবনে রাবণের মুখোমুখি সীতা: মূর্তিমতী প্রজ্ঞা ও সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা।]

চরম সংকটের মুহূর্তেও সীতা কেমন প্রজ্ঞা-চালিত হতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত আগে অনেক দেখানো হয়েছে। এই অশোকবনে বন্দিনী দশায় তিনি যখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যমরূপী দশাননের কবলস্থ, তখনও ঐ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লক্ষণীয়। রাবণ এসেছে ঘটা করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে। দীর্ঘ স্তবস্তুতির পর সে আশা করে সীতার কাছ থেকে অনুকূল প্রত্যুত্তর। খুবই কাছে এসে বসেছে সেই লোভাতুর রাক্ষস। সীতা 'তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ 'শুচিস্মিতা';— পরপুরুষ তমোগুণাশ্রয়ী রাক্ষসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা বলাই উচিত নয় মনে করে, মধ্যে রাখলেন এক গাছি তৃণ (কুশ-ব্যবধান), তার পর মনে মনে পতির ধ্যান করতে করতে পবিত্র মৃদু হাস্যযোগে উত্তর দিতে স্থুরু করলেন। নানা উপদেশের মধ্যে বললেন,—

সাধু ধর্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর।
যথা তব তথান্যেষাং রক্ষ্যা দারা নিশাচর ॥

হে নিশাচর! সজ্জনের মত সদ্ধর্ম পর্যবেক্ষণ কর, সজ্জনের মত সাধুব্রত আচরণ কর। তা হলেই বুঝবে, তোমার নিজের ভার্যার ন্যায় অন্যের ভার্যারও রক্ষণ অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়া, দুরাচার রাবণের মতি-পরিবর্তনের চেষ্টায় সীতা তাকে আরও নানা হিতকথা বলে গেলেন, যথা—তোমার শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বুদ্ধি-বিবেচনা ও আচরণ দেখে মনে হয় এখন তোমায় উপদেশ দেওয়ার মত সজ্জনের অভাব, অথবা হয়তো তুমি তাঁদের হিতকথায় কান দাও না, সে সব মিথ্যা মনে করে অশ্রদ্ধা কর; কিন্তু এটা নিশ্চিত জেনো, রাজা যদি হয় দুর্নীতিপরায়ণ ও অশিক্ষিত, তবে অতি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বা রাজপুরীও বিনষ্ট হতে বাধ্য, আর এই নিয়ম অনুযায়ী তোমার মত পাপ-পরায়ণ রাজার জন্য এই সোনার লঙ্কাপুরী অচিরেই বিনষ্ট হবে।

পাপ-কামনা থেকে রাবণকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে সীতা তাঁর পতিনিষ্ঠা বা পতিপরায়ণতা ও ধর্মপত্নীরূপে অসামান্যতা বোঝাবার জন্য রাবণকে বললেন,—

অহমৌপয়িকী ভার্যা তস্যৈব চ ধরাপতেঃ।
ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রতস্নাত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা যেমন তাঁর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, আমিও তেমনি মহীপতি রামচন্দ্রের একমাত্র উপভোগ্যা ভার্যারূপে সেই লোকনাথের সঙ্গে চিরসম্বদ্ধ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অদম্য পাপ-লালসায় উন্মত্ত রাবণ সীতার এই সব হিতকথায় অধিকতর উত্তেজিত হয়ে রাশি রাশি রুদ্র-বচনে যখন সীতাকে ভয় দেখাতে থাকলো, তখন সীতাও সমুচিত দৃঢ়তায় তার জবাব দিলেন। শুনবার মতো এই জবাব। অংশ বিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করা হলো।

ভস্য ধর্মাত্মনঃ পত্নী স্নুষা দশরথস্য চ।
কথং ব্যবহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্য্যতি ॥

রে মূর্তিমান পাপ! আমি সেই ধর্মাত্মা (রামচন্দ্রে)-র পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ; তুই আমার প্রতি কটূক্তিযুক্ত যে ব্যবহার করছিস, তাতে তোর জিহ্বা এখনও কেন বিদীর্ণ হচ্ছে না?

সীতাকে যে বারে বারে বলা হয়েছে অগ্নিশিখা, তারই একটি প্রমাণ। আরও লক্ষ্য করুন:—

অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ।
ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভষ্ম ভস্মার্হতেজসা ॥

—সুন্দর। ২২। ২০

সীতা মনে করলে এখনই দশানন রাবণকে ভস্মীভূত করতে পারেন, সেই তেজ তাঁর আছে; কিন্তু তা তিনি করবেন না,—দুটি কারণে, এক, এমন কিছু করার মত রামের আদেশ তাঁর উপরে নেই; দুই, তিনি রয়েছেন নিজস্ব তপশ্চরণে নিরত, অভিশাপদানে তপক্ষয় ও ব্রতভঙ্গ ঘটবে। তাই তিনি রাবণকে বললেন: এই মুহূর্তে তোকে ভস্মীভূত করার মত তেজ আমার থাকতেও ঐ ঐ কারণে আমি তোকে ভস্মসাৎ করলাম না।"

এই সীতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের অনেকেরই পরিচয় নেই, আর যাঁদের সীতা-চরিত্র-সম্পর্কিত জ্ঞান মাইকেলের কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এখানকার আলোচনা থেকে তাঁদের ঐ বিষয়ে দীনতা বুঝে অবশ্যই টনক নড়বে।

আদৌ কেন রাবণ রাম-ভার্যা সীতাকে হরণ করতে সক্ষম হলো? তারও মোক্ষম জবাব সীতার মুখেই পাওয়া যাবে। তার আগে স্মরণ করা যাক, রাবণের একটি কথা,—সে এক যায়গায় বলেছে, যার নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, যে সামান্য এক স্ত্রীলোকের কথায় ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হয়েও সস্ত্রীক বনবাস বরণ করে, তার মত কাপুরুষকে পতিরূপে গ্রাহ্য করা সীতার মত বরনারীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শোভা পায় না। কথাটি শোনামাত্র অনেকের মনে হবে, ন্যায্য কথাই তো বলেছে রাবণ। এইবার এখানে সীতার মুখে তার জবাব শুনুন :

নাপহর্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ।
বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ॥

—আমি রামের ভার্যা। আমাকে তুই কিছুতেই অপহরণ করতে পারতিস না। বিধাতা তোর বধের জন্যই এই বিধান করেছেন,—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(ক)

[● শ্রীরামের দূত হনূমানের প্রতি কুশলসংগ্রহমূলক প্রশ্নাবলীর মধ্যে ও লঙ্কাদাহন প্রসঙ্গে সীতা-চরিত্রের বিশালতার সংকেত।]

অশোকবনে শ্রীরামের দূতরূপে হনূমানের প্রকৃত পরিচয় যখন জানা হলো তখন সীতা কী ভঙ্গিতে সব খোঁজ খবর নিচ্ছেন লক্ষ্য করলে সীতা-চরিত্রের বেশ কিছু দামী সংকেত পাওয়া যাবে (সুন্দর/৩৬)। রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন জেনে সীতার উদ্বেগ শান্ত হলো; কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন,—যদি কাকুৎস্থ রাম কুশলেই থাকেন তবে সীতার জন্য কেন তিনি ক্রোধভরে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উত্থিত হয়ে সাগর-মেখলা সমগ্র ধরণীকে দগ্ধ করে ফেলছেন না?

* * * কতো স্বাভাবিক সীতার এই উত্তেজনা। কিন্তু তিনি তো সামান্যা নারীর মতো একতরফা উত্তেজনায় অধীর হতে পারেন না, তাই, আবার শান্তচিত্তে পর্যালোচনা করে বলছেন, বিপর্যয়ের আঘাতে রাম কর্তব্য সম্পাদনে বিমূঢ় হয়ে পড়েননি তো? পুরুষকার বজায় রেখে চলেছেন তো? সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়গুলিকে তিনি শত্রু-মিত্র-ভেদে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারছেন তো? **বিপদে দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা অবশ্যই করবেন, কিন্তু তাই বলে পুরুষকার বর্জন করে নয়,**—তা, সেই রাজকুমার **রামচন্দ্র দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই অবলম্বন করছেন তো?** দুঃখ-পরম্পরার কঠোর আঘাতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েননি তো? সীতা ভালোই জানেন যে রামের ব্যাকুলতা কেবল নিজের ভার্যা সীতার জন্যই নয়, মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং ভ্রাতৃবৎসল ভরতের জন্যও বটে; তাই তিনি জানতে চান রামচন্দ্র ঐ কৌশল্যা-সুমিত্রা-ভরতাদির কুশল-সংবাদ শুনতে পাচ্ছেন তো? রাম যে সীতা-উদ্ধাররূপ কঠিন কার্যে ব্যাপৃত হবেন, তা তাঁকে তো ... বিহ্বল হলে চলবে না,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে হবে;—তাই সীতা হনূমানের কাছে ঐ সংক্রান্ত খবর নিচ্ছেন। তিনি চান, রাম প্রত্যাশিত সকলের সহযোগিতা প্রাপ্ত হন। তাই হনূমানের কাছে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা,—বানরাধিপতি শ্রীমান সুগ্রীব আসবেন তো তাঁর বানর-বীরবাহিনী নিয়ে? ভরতের কাছেও সীতার প্রত্যাশা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তাই বলেন, ভ্রাতৃবৎসল ভরত তাঁর উদ্ধারের জন্য তাঁর ভয়ংকর অক্ষৌহিণী সেনা পাঠাবেন তো? লক্ষ্মণ তো আছেনই, তবু সীতার উৎকণ্ঠা,—সুমিত্রানন্দবর্ধন অস্ত্রবিদ্ বীর লক্ষ্মণ শরজালে রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করবেন তো?

* * একটি নারী-সত্তা একই সঙ্গে কতো বিচিত্র সংবেদন বহন ক'রে কতোদিকে আপনাকে প্রসারিত করতে পারে, সীতার এই চিন্তাগুলিতে পাওয়া যায় তার বিস্ময়কর পরিচয়।

* * *

এই যেমন সীতা-চরিত্রের বিশালতা বা বৃহত্ত্বের একদিকের কথা, তেমনি আরো একটা দিক এখানে কিভাবে আলোকিত হয়েছে দেখে নেওয়া যাক। * * * চলেছে হনূমানের লঙ্কাদাহন—রামায়ণের বিখ্যাত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নিষ্ঠুর কৌতুকে মত্ত চেড়ীদের মুখে ভয়াবহ খবরটা এসে পৌঁছুলো অশোকবনে সীতার কাছে। খবর এই যে, তোমার প্রিয় সেই বানরটিকে লেজে আগুন ধরিয়ে লঙ্কাপুরীর চারিদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে, বাছাধনকে পুড়িয়ে মারা হবে! এই মর্মঘাতী সংবাদে সীতাদেবীর অবস্থা শোকে মূর্ছিত হওয়ার মতো। কিন্তু তাঁকে তো শোকবিবশা হ'লে চলবে না। বিপন্ন ও পরমহিতাকাঙ্ক্ষী হনূমানকে বাঁচাবার জন্য নিজের অসহায়তা সত্ত্বেও সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। কী তিনি করতে পারেন? অবলা নারী, তার উপর শত্রুপুরে বন্দিনী। * * হতে পারেন বন্দিনী, কিন্তু কে বলে তিনি অবলা? আত্মিক শক্তি, তপঃশক্তি, সেটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না? বৃহৎ জগতের বৃহৎ শক্তির সঙ্গে আপন বৃহত্ত্বের জোরে একাত্ম হয়ে নিশ্চয়ই কিছু করা যেতে পারে। তাই সীতা তৎক্ষণাৎ বসলেন অগ্নির উপাসনায়। "বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ"। সামান্য অগ্নিস্তুতি নয়, অসামান্য চরিত্রবলে অগ্নিকে অনুনয় করে আপন প্রার্থনা-পূরণ আদায় করা। প্রার্থনাটা কী? "শীতো ভব হনূমতঃ"—হে হুতাশন! তুমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হনূমানের প্রতি শীতল হও! কিসের জোরে সীতা অগ্নির মতো সর্বধ্বংসী শক্তির কাছে এই দাবী জানাতে পারেন?

"যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।"

সুন্দর—৫৩/২৭

—যদি থাকে আমার পাতিব্রত্যের মূল্য, এবং যদি থাকে আমার ব্যক্তিগত তপশ্চর্যার ফল। * * পাঠক লক্ষ্য রাখুন এই দ্বিতীয় 'যদি'-টার উপর। বাল্মীকির সীতা যে কেবলই পতিব্রতা নারীমাত্র ন'ন, তিনি ছিলেন নিয়ত ব্যক্তিত্ব-সচেতন, এখানে তার আরো একটা নিদর্শন মেলে। যদিও সীতা প্রচলিত দেবস্তুতির ভঙ্গিতে আরো কয়েকটা 'যদি' যোগ করে পর পর চারটি শ্লোকের আবৃত্তিযোগে প্রতি শ্লোকের অন্তিমবাণীতে 'শীতো ভব হনূমতঃ' প্রার্থনা জানিয়েছেন, তবু আমাদের বুঝতে হয়, সীতার মতো বৃহৎ চরিত্রের নারীর মুখের ঐ 'শীতো ভব হনূমতঃ' মন্ত্রশক্তির মতো অব্যর্থ হবেই।

আসলে হয়েছেও তাই। লেজের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু হনূমান বিস্মিত হয়ে ভাবছেন,—"প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মান্ন মাং দহতি সর্বতঃ" (ঐ/৩৩),—কী আশ্চর্য! আগুন এতো প্রবল হওয়া সত্ত্বেও আমায় কেন দগ্ধ ও বিনষ্ট করছে না? বরং দেখছি, আগুনের উত্তাপের বদলে আমার লেজে তার স্পর্শটা-শিশির-শীতল মনে হচ্ছে।

আবার লঙ্কা-দহন যখন সম্পূর্ণ, তখন হনূমানের একটা দুশ্চিন্তা হলো, যদি ঐ প্রলয়ানল সীতাকেও দগ্ধ করে থাকে, তবে তো সে পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু পরমুহূর্তেই সচেতন হলেন আপন মূঢ়তায়। পরম প্রজ্ঞাবান হনূমানের মুখে শোনা গেল প্রত্যয়দৃঢ় উক্তি,—অসম্ভব! সীতা 'চারুসর্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা"—সীতা নিজেরই তেজপ্রভাবে সুরক্ষিতা। পরে আরো জোরালো কথা—

নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে (সুন্দর ৫৫/২২)

(ন অগ্নিঃ অগ্নৌ প্রবর্ততে) অগ্নি কখনও অগ্নিকে দগ্ধ করে না। সীতা সম্পর্কে মনে রাখার মতো কথাই বটে। সীতা যে স্বয়ং অগ্নি, অর্থাৎ অগ্নির সঙ্গে একাত্ম, তাঁকে আব অগ্নি অভিভূত করবে কি! * * মনে রাখতে হবে, কাহিনীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুরোধে এটা বেরিয়েছে মহাবীর ও মহাভক্ত হনূমানের মুখে, যে হনূমান মহাপ্রাজ্ঞও বটে,—কিন্তু আসলে এ হলো মহর্ষির ধ্যানলব্ধ সীতা-চরিত্র। 'যচ্ছন্তি চরিতং তপঃ' বা 'রক্ষিতা স্বেন তেজসা,' কিম্বা 'নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে',—এ সবই মহর্ষির ধ্যানধৃত সীতা-প্রতিমা সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা। 'সীতাই অগ্নি',-এর ব্যঞ্জনায় আগে যা পাওয়া গেল, তা সেই আগেকার কথা,—পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার ফলে প্রকৃতিরূপিণী সীতা অগ্নির পক্ষে অদাহ্যা; এ ছাড়া, আছে আরো কথা। সীতার মধ্যে রয়েছে যে আগুন, সতীত্বের আগুন, ধর্মনিষ্ঠ তেজস্বিতার আগুন, তপঃসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের আগুন, বাইরের আগুন তাকে অভিভূত করতে পারে না। * * *

মহর্ষির এই সীতা-ভাষ্যই পুনরায় প্রযোজ্য যুদ্ধকাণ্ডে "সীতার অগ্নিপ্রবেশ" দৃশ্যে। এই গ্রন্থের ১৫শ পরিচ্ছেদের (গ) বিভাগে—

"বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা"—

জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করলেন,—এই 'নিঃশঙ্কতা'র ব্যাখ্যায় এখানকার এই ভাষ্যটি স্মরণ করা হয়েছে।

(খ)

[● হনূমানের সম্পূর্ণ নিজশক্তিতে সীতাকে উদ্ধার করার প্রস্তাবে সীতার প্রত্যুত্তরের সমীক্ষা।]

হনূমানের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে সীতার উদ্বেগ, ব্যাকুলতা ও আর্তির প্রকাশ ঘনীভূত ও মর্মস্পর্শী হওয়াতে হনূমান অত্যন্ত বিচলিত হয়ে প্রস্তাব করেন, সীতা সম্মত হলে তিনি এখনই তাঁকে আপন পৃষ্ঠে তুলে নিয়ে লঙ্কাপুরী থেকে সোজা নিয়ে যেতে পারেন রাম-লক্ষ্মণের কাছে,—তা হলে আর রামকর্তৃক রাবণ-বধ পর্যন্ত সীতাকে অপেক্ষা করতে হয় না, আর একদিনও ভুগতে হয় না রাক্ষসদের এই অসহনীয় যন্ত্রণা।

অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব সরাক্ষসাৎ।
অস্মাদ্দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হনুমানের মতো মহাবীরের পক্ষে এটা নিতান্ত বাগাড়ম্বর নয়। রামায়ণের বিচক্ষণ পাঠক জানেন যে হনুমান কেবল মহাবীর নন, মহাসাধনায় লব্ধ মহাশক্তিতে মহাবীর। আত্মশক্তিতে পূর্ণ আস্থা নিয়ে তিনি বলেন,— আপনাকে পৃষ্ঠ দেশে স্থাপন করে আমি সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারবো, এমন কি, রাবণ সমেত এই লঙ্কাপুরীকেও বহন করার সামর্থ্য আমার আছে। হে মৈথিলি, অগ্নি যেমন আহুত হব্য বহন করে ইন্দ্রকে প্রদান করে, আমিও তেমনি আপনাকে বহন করে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করবো। আপনি এখনই আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, এখনই আকাশপথে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হবেন। দেখুন না, আমি যে ভাবে সমুদ্র পার হয়ে এসেছি, ঠিক সেই ভাবেই আপনাকে নিয়ে পার হয়ে পৌছে যাবো শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে।

এইবার সীতার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। হনুমানের প্রস্তাবে সম্মত হলে তিনি সত্যই অনায়াসে উদ্ধার পেতে পারতেন; কিন্তু তা যে হন নি, সে তো সকলেই জানেন, কিন্তু কেন? তা ছাড়া, অমন একটা প্রস্তাব যে করতে পারে, তাকে কি তিনি অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত করেছেন?

এখানে মহর্ষি তাঁর সীতা-চরিত্রের উপভোগ্য কিছু বৈচিত্র্য ফোটাবার সুযোগ নিয়েছেন। তিনি মহাকবি। নিয়ত গম্ভীর আবহাওয়ায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণাই তাঁর কাজ নয়। সুযোগমত হাল্কা রসের পরিবেশনও কাম্য। তাই আমরা দেখি, প্রথমে সীতা বানরোত্তমের সেই অদ্ভুত কথা শুনে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন। তারপর হলেন কৌতুকে কৌতূহলে উচ্ছ্বসিত। মুখে বললেন, হে বানরাধিপতি হনুমান, এইবার দেখছি তুমি সামান্য বানরের মতোই কথাটা বললে। ঐ তো তোমার ক্ষুদ্র শরীর, এই সুদূর পথে কেমন করে তুমি আমায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারলে বলো তো? * * হনুমান এই শুনে ভাবলেন, আমার শক্তি সম্পর্কে মা-ঠাকরুণের কোনো ধারণা নেই। মুখে বললেন, হে বৈদেহি, বুঝতে পেরেছি আপনার কথা। আচ্ছা, এই দেখুন আমার স্বরূপটা;—বলার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান আপন ক্ষুদ্র শরীরকে ক্রমশ স্ফীত বর্ধিত প্রসারিত করে মুহূর্তেই এক সুবিশাল ভয়ংকর তেজস্বীরূপ ধারণ করে সীতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন,—দেখুন, রাবণ সমেত গোটা লংকাপুরী বহনের ক্ষমতা আমার আছে কিনা;—অতএব, বৈদেহি! কোনো সন্দেহ করবেন না, মন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থির করুন, লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের শোক এখনই দূর করুন। * * সীতা অবশ্যই হলেন বিস্মিত ও উৎফুল্ল। তবে তাঁর কথায় বোঝা গেল, হনুমানকে তিনি পুরোপুরি জানতেন, মুখেও বললেন,—

'তব সত্ত্বং বলং চৈব বিজানামি মহাকপে।'

শুধু কৌতুক ভরে একটু পরীক্ষা করলেন। প্রত্যুত্তরে যা বললেন, তার সার কথা এই—

অযুক্তং তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ত্বয়া সহ।

* * *

কামং ত্বমপি পর্যাপ্তো নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান।

রাঘবস্য যশো হীয়েৎ ত্বয়া শস্তেস্ত রাক্ষসৈঃ।। সুন্দর। ৩৭।৫৭

হনুমানের সঙ্গে যাওয়া সীতার পক্ষে অনুচিত। স্বয়ং রাঘব আপন শক্তিতে রাক্ষস বিনাশ করে তৎপত্নী সীতাকে উদ্ধার করবেন, এতেই তাঁর যশ, এতেই সীতার গৌরব; হনুমান হয়তো রাক্ষসকুলের নিধনে সমর্থ হতে পারেন, কিন্তু ঐ ভাবে সীতা-উদ্ধারে রাঘবের যশোহানি ঘটে, এটা সীতা চান না।

দ্বিতীয়ত ;—

ভর্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।

নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম।। ঐ। ৬২

সীতা-চরিত্রের মূল্যায়নে মনে রাখার মতো কথা এটা। —"হে বানরোত্তম! আমার কাছে স্বামি-ভক্তি সমস্ত কিছুর উপরে, তাই একমাত্র তাঁকে ছাড়া স্বেচ্ছায় অপর কোন পুরুষের দেহ আমি স্পর্শ করতে চাই না।"

* * সীতার মুখের এই কথাটা সনাতনীদের কাছে পাবে গোঁড়া সতীত্বের উচ্ছসিত অভিনন্দন, আধুনিকদের কাছে পাবে সংস্কার-মূঢ় অনগ্রসরতার নাসিকা-কুঞ্চন। পরপুরুষের 'ছায়া' নিয়ে এতো ঘটা করে কথা বলায় এখানে বাল্মীকির সীতা যে খুবই ছোটো হয়ে গেছেন, নেমে গেছেন কৃত্তিবাসী তুলসীদাসী সীতার ছাঁচে,—এটাই ঐ অবজ্ঞার কারণ। দীনেশ সেন যে এক জায়গায় বলেছেন, "মূল রামায়ণের সীতার চরিত্রে এই 'ছোঁয়াচে' রোগের লেশমাত্র নাই" [১৫শ পরিচ্ছেদ (খ)]—তাঁরও তো এখানে মুখরক্ষা হওয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভার। ** আমাদের কাছে এই উক্তিটি সীতা-চরিত্র-পর্যালোচনার সহায়ক তো বটেই, আবার এরই আলোয় বাল্মীকির কল্পলোকের অন্তঃপুরের এক কোণে একবার উঁকি দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, হনূমানকে নিবৃত্ত করতে হবে, যার এটাই একটা সহজ উপায়। কিন্তু কেবল এইটুকু বলে সীতা যদি থেমে যেতেন, হনূমানও ক্ষুন্ন হতেন, অনুদারতা ও 'ছোঁয়াচে' রোগের অভিযোগও সীতা এড়াতে পারতেন না। সীতা থামেন নি, থামবেন বলে অমন কথা মুখ দিয়ে বার করেন নি। ওটা বেরিয়েছে মহর্ষি-কল্পিত সীতা ভাষণে একটা প্রবাহ চালাবার সূচনারূপে। দ্বিমুখী প্রবাহ। একটার উদ্দেশ্য, সীতার মুখে রাবণের সঙ্গে দেহ-সংস্পর্শের সমালোচনা বসানো; আর একটার উদ্দেশ্য, 'তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ' এই বুলির বাঁধনে ঐ সীতারই মুখে রামের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর নকসা তুলে ধরা,—এবং দুটোরই সম্মিলিত উদ্দেশ্য, সূক্ষ্ম বিচার-দক্ষ প্রজ্ঞাদীপ্ত সীতা-মানসের মূল্যবান সংকেত দেওয়া। তাই আলোচ্য উক্তিটির পরেই, তাঁর দুর্ভাগাক্রমে রাবণের সঙ্গে যে দেহস্পর্শ ঘটেছে, সে সম্পর্কে এখানেই সীতা বলে দিলেন,—

> যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ।
> অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী॥
>
> সুন্দর।৩৭।৬৩

আমাকে যে রাবণের গাত্রসংস্পর্শপ্রাপ্ত হতে হয়েছিল, সে নিতান্তই বলপ্রয়োগে; তখন আমি ছিলাম রক্ষকবিহীনা, অনাথা ও অসহায়া, সুতরাং আমার কিছুই করার উপায় ছিল না।

এখন হনূমানের প্রস্তাবে রাজি হতে হলে সীতাকে স্বেচ্ছায় ঐ পরপুরুষের গাত্র-সংস্পর্শ বরণ করতে হবে। এটাতে তিনি সম্মত হতে পারেন না, বিপদ থেকে আত্মত্রাণের জন্যও না। *** লক্ষ্য রাখুন, কিভাবে মহর্ষির হাতে সুন্দরকাণ্ডের এই সীতার মুখের উক্তিটি যুদ্ধকাণ্ডের অনুরূপ উক্তির সঙ্গে সংগতিসূত্রে গ্রথিত হয়েছে (যুদ্ধ—১১৬।৮-৯), এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ 'অগ্নিপ্রবেশ'-অধ্যায়ে রামচন্দ্র-উত্থাপিত অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদে সীতার মুখে বিশ্লেষিত ব্যাখ্যাযোগে উক্তিটি কিভাবে আলোকিত করেছে সীতা-মানসের অনালোচিত একটা নূতন দিক (ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের ১৫শ (ক) পরিচ্ছেদ)। আশা করি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ ব্যাখ্যায় চোখ বোলানের পর এখানকার এই উক্তিটার প্রতি অবজ্ঞার পরিবর্তে অনুরাগ দেখা দিতে পারে।

যাই হোক, হনূমানের প্রতি সীতার বক্তব্য-ধারার দ্বিতীয় শাখায় তিনি উপস্থিত কর্তব্যের ইংগিত দিতে চান। এখন যা বাঞ্ছনীয়, তা হলো স্বীয় বীর ভর্তা রামচন্দ্রের বীর-প্রয়াসে উদ্ধারপ্রাপ্তি, কারণ সেটাই হবে বীরশ্রেষ্ঠ রাঘবের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥

রাম যদি এখানে এসে আপন বাহুবলে রাক্ষসদলসহ দশানন রাবণকে নিহত করে নিজে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান, তবে সেটাই হবে ঠিক রামের মত কাজ।

এই সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকি এইভাবে না দেখিয়ে দিলে আমরা ঠিক বুঝে নিতে পারতাম না। পরম বিজ্ঞ হনূমান তাই সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন,—

যুক্তরূপং ত্বয়া দেবি ভাষিতং শুভদর্শনে।

*　　*　　*

এতত্ত্বে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্ বচনমীদৃশম্ ॥

দেবি, আপনি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন। সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের পত্নীর যথাযোগ্য উত্তরই দিয়েছেন। হে দেবি, এমন ঘোর বিপদের মধ্যে পতিত হয়ে এমন কথা আপনি ভিন্ন আর কে বলতে পারতো?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নবম পরিচ্ছেদ

[● সীতা ও লক্ষ্মণ : সীতাচরিত্রে অরণ্যকাণ্ডের পাপের (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রায়শ্চিত্ত সুন্দরকাণ্ডে, যার ফলে সীতা-প্রতিমা হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী,— অকলঙ্ক চাঁদ নয়, সকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র।]

একটিবার শুনে নিতে হয় এই অশোকবনে বন্দিনী সীতার মুখে লক্ষ্মণের প্রসংগ। নিতে হয় আরও এই কারণে যে, সেই মায়ামৃগ-উপাখ্যানে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার অশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগে অনেকে অনার্য-স্বভাবের পরিচয় পেয়ে সীতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। লক্ষ্মণ-সম্পর্কে তাঁর ঐ হীন মনোভাবের ক্ষণিক প্রতিফলনটাকে ধরে রেখে, মাইকেলের হাতে বর্ণিত ঐ মুহূর্তের সীতা-চিত্রের পাশে ফেলে বলা হয়, মেঘনাদবধকাব্যে মধুসূদনের হাতে পাওয়া গেছে রামায়ণের চেয়ে অনেক উন্নত, মার্জিত, সুন্দরতর সীতা-চরিত্রের আলেখ্য। সীতার মধ্যে ক্ষণেকের ঐ উত্তেজনার সম্যক পর্যালোচনা আমরা আগেই করেছি (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মণকে সীতা কী চোখে দেখতেন, রামায়ণে তার অজস্র পরিচয়ের মধ্যে এখানে পাওয়া যাবে একটি স্মরণীয় নমুনা।

সুন্দরকাণ্ডের ৩৮ শ সর্গ। বিদায় নেবার মুহূর্ত এসে গেছে। হনূমান সীতাকে বললেন,—মহাবল রাম-লক্ষ্মণকে, তেজস্বী সুগ্রীবকে এবং বানরগণকে যা বলতে হবে, আমায় বলে দিন। তখন শোকসন্তপ্তা সীতা রামসম্পর্কে শুধু এই কথাই বললেন, মনস্বিনী কৌশল্যা যে লোকনাথকে প্রসব করেছেন, সেই মহামতি রামচন্দ্রকে তুমি আমার হয়ে অবনত মস্তকে অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু লক্ষ্মণ সম্পর্কে তাঁর মুখের কথা যেন শেষ হতে চায় না। ৫৪ থেকে ৬২, পুরো ৯টি শ্লোক জুড়ে একদমে বেরিয়ে এসেছে সীতার মুখে লক্ষ্মণ-স্মরণ-জনিত আবেগের ঝরণা-ধারা।

রামের বেলায় যেমন বলা হয়েছে, কৌশল্যা যাঁকে জন্মদান করেছেন, এখানে তেমনি আছে 'সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ'—যাঁর দ্বারা সুমিত্রা হয়েছেন সুপুত্রবতী; কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হওয়ার নয় লক্ষ্মণ-মুগ্ধ সীতা-হৃদয়। তাই আঁট-সাট বাঁধুনীতে শোনা যায়,—

'স্রজশ্চ সর্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ' ইত্যাদি লক্ষ্মণ-প্রতিমার আরতি। যে লক্ষ্মণ মাল্য-রত্নাদির আকর্ষণ, বিশাল পৃথিবীতে সুদুর্লভ ঐশ্বর্যের আকর্ষণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং মন-মাতানো সুন্দরী নারীর আকর্ষণ উপেক্ষা করে, পিতা ও মাতাকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রসন্ন রেখে, বনবাস-বরণকারী রামের অনুগমন করেছেন, ॥ যে ধর্মাত্মা অনুপম সুখ বিসর্জন দিয়ে নিয়ত অনুকূল আচরণে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে অরণ্যে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে তাঁর অনুগমনে ব্যাপৃত রয়েছেন, ॥ যিনি সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, মনস্বী ও প্রিয়দর্শন, ॥ **যিনি রামের প্রতি পিতার ন্যায় ও আমার প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করে থাকেন ॥**

"পিতৃবদ্ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ"

॥ যে মহাবীর লক্ষ্মণ আমার সেই অপহরণকালে জানতেই পারেন নি ঐ দুর্ঘটনা, ॥ বয়োবৃদ্ধের সেবাই যাঁর জীবনের ব্রত, যিনি লক্ষ্মীবান,—ভাষণে সুদক্ষ হয়েও যিনি বহুভাষী নন, । রাজপুত্র রামচন্দ্রের প্রিয়জনগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। ॥ **যাঁকে আমার মনে হয় আমার শ্বশুরের মত,** ॥

"সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে",—

যে ভাই লক্ষ্মণ আমার চেয়েও রামের নিয়ত প্রিয়তর,—

"মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ"—

॥ যে বীর্যবান পুরুষ কার্যভার গ্রহণ করলে সেই ভার বহন ও সুসম্পাদন না করে ক্ষান্ত হন না, ॥ **যাঁকে নিত্য সামনে দেখতে পেয়ে রাম পিতৃবৃত্ত ভুলে থাকেন'** ॥—সেই লক্ষ্মণকে তুমি আমার হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করো। হে বানরশ্রেষ্ঠ! সেই সদা মৃদুস্বভাব, সদাপবিত্র, সর্বকার্যে সুদক্ষ রামচন্দ্রের পরমপ্রিয় লক্ষ্মণ যেন আমার দুঃখ দূর করেন।

° ° °

এইবার পাঠক বুঝতে পারবেন, কেন অরণ্যকাণ্ডের মায়ামৃগ-উপাখ্যানে সীতাকে অমন উন্মাদিনীর মত দুই হাতের মুঠোয় উদরে আঘাত করতে হয়েছিলো,—লক্ষ্মণের চোখে হতে হয়েছিলো এক মূর্তিমতী ট্রাজেডি। আর, **ঋষি-কবির ধ্যান-পরিকল্পনায়** সীতা-চরিত্রে অরণ্যকাণ্ডের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে সুন্দরকাণ্ডে এসে। **অনায়াসে তিনি তাঁর সীতা-চরিত্রকে করতে পারতেন অকলঙ্ক চাঁদ, কিন্তু তা করেন নি। অকলঙ্ক চাঁদ অবাস্তব, সীতা-প্রতিমা অবাস্তব নয়;** আমাদের আদর্শ-নিষ্ঠ মনের আকাশে এই প্রতিমা পূর্ণ-চন্দ্রের মহিমায় বিরাজ করুক, এই চেয়েছেন রামায়ণের ঋষি-কবি বাল্মীকি,—আমরাও তাই চাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশম পরিচ্ছেদ

[● মায়ামুণ্ড-বিভীষিকা ও নাগপাশ-বন্ধনে সীতার প্রতিক্রিয়া : বৈধব্য-শোকের উপরে জয়ী : শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যার সম্ভাব্য শোক-চিন্তায় কাতর : মা না হয়েও সীতার মাতৃহৃদয় শতদলে বিকশিত।

● মন্দোদরীর বিলাপে সীতা-প্রশস্তি : সীতা-মন্দোদরী-তারা।]

সীতাকে কতোই না বিচিত্র পরিস্থিতিতে দেখা যায় নারী-চরিত্রের বিচিত্র আবেদন নিয়ে। দুর্বৃত্ত রাবণ ছলে-বলে-কলে-কৌশলে সীতাকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করছে। লঙ্কাকাণ্ডের ৩২শ সর্গে রামের মায়ামুণ্ড-বিভীষিকা দেখানো হলে সীতার করুণ বিলাপে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে শোনা যায় রাবণের কাছে তাঁর একটি প্রার্থনা—

সাধু ঘাতয় মাং ক্ষিপ্রং রামস্যোপরি রাবণ।
সমানয় পতিং পত্ন্যা কুরু কল্যাণমুত্তমম্।

রাবণ! তুমি তো অনন্ত পাপকর্মে জীবন কাটিয়েছো, আজ অন্তত একটা পুণ্যকর্ম সম্পন্ন কর : এখনই আমাকে হত্যা করে রামের মৃতদেহের উপর স্থাপন কর—পতি-পত্নীর এই মিলন-সাধনে তোমার অবশ্যই একটা পুণ্য কাজ করা হবে।

দ্বিতীয় সীতা-বিলাপ-চিত্রটি আরও একটু প্রশস্ত। সীতা-চরিত্রের পরিচয়ও সেখানে বৃহত্তর। এবারের বিলাপ মায়ামুণ্ডের মায়া-জনিত নয়, পরিস্থিতি সত্যই গভীর শোকাবহ। ঘোরতর নাগপাশে আবদ্ধ রাম-লক্ষ্মণকে সীতা দেখলেন রণ-ভূমিতে অসহায় অবস্থায় মূহ্যমান—যেন জীবনান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। স্বচক্ষে স্বামী ও দেবরের এই অবস্থা দেখে শোকাভিভূতা সীতার মুখে বেরিয়ে আসে এক গভীর অনুযোগ,—তবে কেন দৈবজ্ঞেরা অকাট্য গণনার ভিত্তিতে তাঁর জীবনের ভিন্নতর রূপরেখা ঘোষণা করেছিলেন? সেই জ্ঞানিগণ আজ মিথ্যাবাদী হলেন! "জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ"। লক্ষণ দেখে বিচার করতে সুদক্ষ, জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত যে জ্ঞানিগণ বলেছিলেন, আমি হবো পুত্রবতী ও অবিধবা, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী সম্রাটের পত্নী, নিত্যকল্যাণময়ী ইত্যাদি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"তেঽস্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥"

অর্থাৎ সীতার ধারণা, প্রকৃতির বিধানে যা কিছুতেই হতে পারে না,—আজ তাই তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে ; অথবা একে বলা যায় **প্রজ্ঞাবতী সীতার বিলাপচ্ছলে প্রতিবাদ**। ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণের পরাভব তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

'তীর্ত্বা সাগরমক্ষোভ্যং ভ্রাতরৌ গোষ্পদে হতৌ ॥"—

এই ভ্রাতৃযুগল অক্ষোভ্য সাগর পার হয়ে এসে শেষে কিনা গোষ্পদে নিমজ্জিত হলেন !"

এর মধ্যেও শোনা যায় একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদের সুর। তবে এখানকার বিলাপের যে অংশটি সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বের উপর আলোকপাত করে, তার সন্ধান পাওয়া যায় আরও পরে। কালের অসাধ্য কিছু নেই, 'কৃতান্তশ্চস্বদুর্জয়ঃ' কৃতান্তের প্রভাব রোধ করা মানুষের অসাধ্য, —এই চিন্তাধারা অনুযায়ী সীতা ঐ দুর্দৈব মেনে নিতে বাধ্য, কিন্তু তিনি উতলা না হয়ে পারেন না তাঁর শ্বশ্রূমাতার কথা চিন্তা করে।

ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
নাত্মানাং জননীঞ্চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্ ॥
সা তু চিন্তয়তে নিত্যং সমাপ্তব্রতমাগতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ সরাঘবম্ ॥

আমি শ্রীরামচন্দ্র বা মহারথ লক্ষ্মণের, জন্য কিম্বা নিজের জন্য, অথবা নিজ মাতার জন্য সেরূপ শোকার্ত নই, যেরূপ আমার শ্বশ্রূমাতার জন্য। যিনি তপস্বিনীদশায় দিনাতিপাত করছেন, এবং প্রত্যহই ভাবছেন,—কবে সেদিন আসবে, যেদিন বনবাসব্রত সমাপ্ত করে প্রত্যাগত সীতা-লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রকে তিনি দেখতে পাবেন। সীতার এই কৌশল্যা-চিন্তা ও কৌশল্যা-কাতরতা তাঁর নারী-চরিত্রের অসামান্য বিশালতার পরিচয় দেয়। এই সীতা-শোকের বৈশিষ্ট্য,—আপন বৈধব্যের চেয়েও শাশুড়ী কৌশল্যার পুত্রশোক তাঁর কাছে বেশি পীড়াদায়ক। মা না হয়েও তাঁর মাতৃহৃদয় যেন শতদলে বিকশিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

*　　*　　*

রাবণবধের পর মন্দোদরীর বিলাপের মধ্যে সীতার প্রসঙ্গটি শুনবার মতো।

অরুন্ধত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্মতে॥
সীতাং ধর্ষয়তা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্।
বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়ঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম্॥
সীতাং সর্বানবদ্যাঙ্গীমরণ্যে বিজনে শুভাম্।

*　　*　　*

পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো॥

—যুদ্ধ—১১১। ২০—২৩।

পতিব্রতা রাবণ-মহিষী মন্দোদরী বুকফাটা হাহাকার-যোগে রাবণের উদ্দেশে বলছেন,—দুর্মতিবশত তুমি বোঝোনি,—সীতাদেবী অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা; তিনি পৃথিবীর পৃথিবী (অর্থাৎ যা কিছু নিয়ে এই বসুধার বসুধাত্ব, তারই সারভূতা প্রতিমা এই সীতা). লক্ষ্মীর লক্ষ্মী (অর্থাৎ যে শ্রী সম্পদের জন্য লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী' সীতা সেই 'শ্রী'র পূর্ণ-প্রতিমা), পতিগতপ্রাণা সর্বাঙ্গসুন্দরী মঙ্গলরূপিণী সেই সীতাকে বিজন বন থেকে তুমি হরণ করে এনেছো ; হায় প্রভু, এখন সেই সীতার পাতিব্রত্য-তপস্যার আগুনে তুমি নিজেই দগ্ধ হ'লে। * *

বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে মন্দোদরীও বৃহৎ চরিত্রের মহিমা প্রাপ্ত হয়েছেন। নিজের সর্বনাশের ভরাডুবির মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাভরে গাইতে পারেন শত্রুপক্ষীয়া মহীয়সী নারীর মহিমা-গান তাঁর নারীচরিত্রের অসামান্যতা অবশ্য স্বীকার্য। শুধু তো তাই নয়, রাবণ নিহত হওয়ার পর যে-রাবণ-মহিষী মন্দোদরীর কাছে সকল অনর্থের মূল সীতা চক্ষুশূল হয়ে ওঠার কথা, কৃত্তিবাসাদির রামায়ণে যে-মন্দোদরীর মুখে সীতার প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ দেখিয়ে লৌকিক দাবীতে আসর জমানো হয়েছে,—সেই মন্দোদরী মহর্ষির ধ্যানধৃত চিত্রে লোকোত্তর নারী-মহিমায় মণ্ডিত হয়েছেন। এখন সেই অসামান্যা মহীয়সী শত্রুপক্ষীয়া হয়েও যখন সীতা-চরিত্রের এমন সশ্রদ্ধ আরতি করেন, তখন বুঝতে হয়, আদিকবির এই গোটা আয়োজনটাই মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র সীতা-প্রতিমার উপর আর এক ঝলক আলোকপাতের আয়োজন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমাদের মনে আসে, মহর্ষি কেন একবার ভাবলেন না কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ বালীর ধর্মপত্নী তারার মুখে সীতা-বন্দনার কথা। ভাবলে সীতা-প্রসঙ্গযুক্ত যে কোন একটা কল্পচিত্র মানানসই করে জুড়ে দিতে পারতেন। তা হলে, আর কি, আমরা নিশ্চয়ই পেতাম সীতা-চরিত্রসংক্রান্ত এমন কিছু উক্তি যা মন্দোদরীর সীতা-প্রশস্তির মতোই, অথবা ততোঽধিক আস্বাদ্য। কারণ, তারা খালি বেদজ্ঞা তত্ত্বজ্ঞা ন'ন, তিনি 'ত্রিকালজ্ঞা' (কিষ্কিন্ধ্যা—১৭।৪১)। বস্তুত সমগ্র রামায়ণে 'তারা'র মতো সর্বতত্ত্ববিশারদ আর দ্বিতীয় কোন নারী-চরিত্র নেই। তা ছাড়া, লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যা, এই দুই রাজ্যের দুই নারী-প্রতিনিধির মধ্যে একের কাছেই খালি পাওয়া গেল মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রের বন্দনা, আর একটি চাহিদা রয়ে গেল অপূর্ণ।

Forwarded free of cost and
with the compliments of the
Department of Education,
Government of India
New Delhi

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একাদশ পরিচ্ছেদ

[● লঙ্কাযুদ্ধের শেষে হনূমান-সীতা-সংলাপ : গুণবত্তায় উভয়কেই তুল্যামুতুল্য করে দেখানোর প্রয়াস : অত্যাচারমত্ত চেড়ীদের শাস্তিবিধানে সীতার আপত্তি : সেই প্রজ্ঞাবতী সীতা,—যাঁর মুখের কথা মহাবচনতুল্য।]

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে বৃহত্তম যে যুদ্ধ (লঙ্কা)-কাণ্ড ১২৮ সর্গে বিন্যস্ত, সেই বিশাল কাব্যক্ষেত্র যেন রণক্ষেত্রবিশেষ। রণ-দামামা, রণ-হুংকার ও রণ-বিভীযিকাই এর মূল উপজীব্য। কিন্তু ভারতের আদিকবি তারই মধ্যে বিচিত্র হৃদয়ধর্মের ও চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ দেখাবার অবসর করে নিয়েছেন। রাম ও রাবণ উভয় পক্ষের অনেকেরই ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (এই মাত্র কথিত মন্দোদরী-প্রসঙ্গ স্মরণীয়)। কিন্তু যথাপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে দেখা যায় সীতার স্থান অনন্যসাধারণ। যুদ্ধকাণ্ডের যুদ্ধ-পর্ব যেই এলো সমাপ্তিমুখে, অমনি, যে-কবির প্রাণের কথা "কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ", তিনি ঐ তাঁর প্রশস্ততম কাব্য-কাণ্ডের শেষ কতিপয় সর্গে সীতা-প্রতিমা-রচনার উপযোগী উপকরণ-সমাবেশের ধ্যানে নূতন করে মনোনিবেশ করলেন।

১১৩শ সর্গে হনূমানকে পাঠানো হয়েছে সীতার কাছে লঙ্কাযুদ্ধ-বিজয়-সংবাদ ও রামচন্দ্রের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেখানে সীতা-হনূমানের যে সংলাপ রচিত হয়েছে, সেটা যেন উভয়ের কে কতো বেশি গুণের অধিকারী তারই এক প্রদর্শনী। বেশ দেখবার মতো, আদিকবি কিভাবে গুণবত্তায় উভয়কে তুল্যামুতুল্য করে দেখিয়েছেন, যদিও শেষ পর্যন্ত সীতাই হয়েছেন প্রতিযোগিতায় জয়ী। চির-অভিলষিত শুভ-সংবাদ শ্রবণে সীতা কেন নিরুত্তর রইলেন, হনূমানের এই প্রশ্নের উত্তরে সীতা বলেন, আনন্দের আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ ঘটেছে; তা ছাড়া, অমন প্রিয়-সংবাদ যে দিল, তাকে তিনি কী পুরস্কার দেবেন, তাই চিন্তা করছিলেন। হে সৌম্য, তোমার মত প্রিয়-সংবাদদাতাকে কী দিয়ে আমি সুখী করতে পারি?

হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা রত্নানি বিবিধানি চ।
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু এতন্নার্হতি ভাষিতুম্॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রিভুবনে এমন কিছুই আমি দেখছি না যা তোমার পুরস্কারের উপযোগী। তদুত্তরে করজোড়ে হনূমানের উক্তি, হে অনিন্দিতে সীতে! এমন কথা কেবল আপনিই বলতে পারেন। দেবি! আপনার এই স্নিগ্ধ বচন আমার কাছে অমূল্য রত্নরাজি অথবা দেবরাজ্য অপেক্ষাও প্রিয়তর। রামচন্দ্রকে শত্রুশূন্য, বিজয়ী ও সুস্থির দেখেই আমার প্রয়োজনসিদ্ধি, প্রকৃতপক্ষে এতেই আমার দেবরাজ্যাদি কাম্যতম বস্তু পাওয়া হয়ে গেছে। প্রত্যুত্তরে সীতার শুভতর বাক্য,—

অতিলক্ষণসম্পন্নং মাধুর্যগুণভূষণম্।
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতুম্॥
শ্লাঘনীয়োঽনিলস্য ত্বং সুতঃ পরমধার্মিকঃ।
বলং শৌর্য্যং শ্রুতং সত্ত্বং বিক্রমো দাক্ষ্যমুত্তমম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ স্থৈর্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ।
এতে চান্যে চ বহবো গুণাস্ত্বয্যেব শোভনাঃ॥

হে বীর, তুমি শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ (তর্ক-বিতর্ক), অপোহ (সিদ্ধান্ত নিশ্চয়), অর্থজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান—এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত বুদ্ধিবলে পর্যালোচনা করে যে উত্তম লক্ষণযুক্ত সুসংগত মধুর বাক্য বললে, এ তোমার উপযুক্তই বটে। তুমি পরম ধার্মিক এবং পবনদেবের গৌরবজনক পুত্র; দৈহিক বল, শৌর্য, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্ত্ব, বিক্রম, উত্তম দক্ষতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য, বিনয় ও আরও অনেক শোভনীয় গুণ তোমাতে বর্তমান।

সম্ভবত অতিশয় প্রীত হয়ে হনূমান একটি নূতন প্রস্তাব করলেন। যে-রাক্ষসীরা সীতাকে এতো পীড়ন করেছে, তিনি তাদের এখনই বিনাশ করতে চান, শুধু সীতাদেবীর অনুমতির অপেক্ষা। করুণাময়ী দীনবৎসলা জানকী ক্ষণকাল চিন্তা করে হনূমানকে বললেন,—বানরোত্তম! দাসীরা প্রভুর অধীন, প্রভুর আজ্ঞাবহ; যা কিছু তারা করেছে, রাজার আদেশেই করেছে; সুতরাং প্রভু-আজ্ঞা-পালনকারিণী দাসীদের উপর কে রাগ করবে? হনূমন্! সকলেই স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে থাকে; আমি পূর্বজন্মের কর্মফলে এতো দুঃখ পেলাম। অতএব

মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরাগতিঃ॥

হে মহাবাহো! দৈবের গতি বিচিত্র, তুমি অমন কথা আর বলো না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি নিশ্চয় জানি দশা অনুসারে সকলকে ফলভোগ করতে হয়। আমি রাবণের এই দুর্বল দাসীগণের অপরাধ ক্ষমা করেছি; কারণ এরা রক্ষোরাজ রাবণের আদেশ অনুসারেই আমায় পীড়ন করছিলো, এখন সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায় এরাও আর তর্জন করে না।

ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম্।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ ॥
পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্য্যং কারুণ্যমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি ॥
লোকহিংসাবিহারাণাং ক্রূরাণাং পাপাকর্মণাম্।
কুর্বতামাপিপাপানি নৈব কার্যমশোভনম্।

সেই প্রজ্ঞাবতী সীতা, যিনি মুখেই জ্ঞানের কথা বলেন না, কাজেও তার পরিচয় দেন। ঘোর অত্যাচারী নৃশংস পীড়নে মত্ত চেড়ীদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটানোর এই তো সুযোগ; কিন্তু হনুমানের উত্তেজনা সত্ত্বেও সীতা রইলেন প্রশান্ত, মুখ দিয়ে যা বেরুলো তা জগদ্বাসীর কাছে মহাবচনের মতো।

তিনিই উত্তম পুরুষ, যিনি পাপকর্মা ব্যক্তির পাপ-ভাগ মনে রাখেন না; আপন জীবন-নীতি বজায় রাখেন; কারণ চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ।

আর্যস্বভাব ব্যক্তির কাছে পাপকর্মা, শুভকর্মা বা বধযোগ্য, সকলেই দয়ার পাত্র; কারণ জগতে অপরাধ কে না করে থাকে?

যাদের বৃত্তিই লোকহিংসা ও পাপ-কর্ম, এবং যারা ক্রূর তাদেরও অমঙ্গল করা সাধু ব্যক্তির ধর্ম নয়।

পরম বিজ্ঞ হনুমান সীতার এই বাক্যে তাঁর চরিত্র-মহিমায় মুগ্ধ হয়ে বললেন—

যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা।

যিনি রামচন্দ্রের অশেষ গুণান্বিতা ধর্মপত্নী, এমন কথা সেই মহীয়সী নারীর উপযুক্তই বটে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[● রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে কথিত কতিপয় বিখ্যাত উক্তির সমালোচনা।

● সীতা-চরিত্র ও রাম-চরিত্রের বিস্ময়কর মহনীয়তার পাশাপাশি উপস্থাপন :—পরিবেশ-পরিস্থিতি লঙ্কাযুদ্ধের অবসানে রাম-সীতার প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রথম আলাপ : রামচন্দ্র জন্ম নেন রাজার আদর্শ স্থাপন করতে।]

যুদ্ধকাণ্ডের ১১৪ থেকে ১১৮, এই পাঁচটি সর্গ রামায়ণ-জিজ্ঞাসু মাত্রেরই এক পরম আকর্ষণের বস্তু। সীতা-প্রতিমা রচনার জন্য এবং সেই সঙ্গে রামচরিত্রের একটা বিশেষ দিক আলোকিত করার উদ্দেশ্যে মহর্ষির ধ্যানলোক যে কীভাবে আলোড়িত হয়েছে, তা এখানে লক্ষ্য করে সকলকে মুগ্ধ হতে হয়। প্রসংগত বলতে চাই, বিশাল রামায়ণ মহাকাব্যের এই ধরণের এমন বহু কাব্যাংশ আছে যাদের যথার্থ মূল্যায়ণ প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, আর তার ফলে মহাকাব্যের সামগ্রিক আবেদনের যথাযথ রূপটি ধরা পড়তে চায় না। এই চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এখানে আনতে চাই কতিপয় বিখ্যাত রবীন্দ্র-উক্তির প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' প্রবন্ধটি বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সঞ্চয়। কিন্তু তিনি যে বলেছেন, "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা **ঘরের কথাকেই** অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে," বলেছেন,—"রামায়ণ **সেই গৃহাশ্রমের কাব্য**,"—সে কথার সৌন্দর্য-মাধুর্যে যতোই আমাদের চিত্ত বিগলিত হোক, যতোই হোক সেটা গার্হস্থ্য মায়ার বশবর্তী সাধারণ বাঙালীর কাছে রামায়ণের আকর্ষণ-বৃদ্ধির সহায়ক,—বিশাল রামায়ণ মহাকাব্যের আবেদন সম্পর্কে এই জাতীয় মন্তব্যে এক খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচয় ফুটেছে। সামগ্রিক আবেদনে রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য হয়েও আরো অনেক অনেক কিছু। 'ঘরের কথাকেই' বড়ো করে দেখানো রামায়ণের 'প্রধান বিশেষত্ব' নয়,—হতে পারে এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কারণ, তা যদি হতো, তবে—ঘরের বাইরে সংঘটিত হতো না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণ-কাহিনীর পনেরো আনা ঘটনা। 'অরণ্যকাণ্ড.' 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড,' 'সুন্দরকাণ্ড,' 'লঙ্কাকাণ্ড'—নামগুলোই প্রমাণ করে এই গৃহ-গণ্ডি-মুক্ততা।

"এই গৃহাশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস-দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরবদান করিয়াছে,"—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে পূর্বোক্ত খণ্ডিত দৃষ্টির কোন প্রসারণ কল্পনা করার কারণ নেই। তাঁর কণ্ঠে ভারতবর্ষীয় গৃহধর্মের মহিমাগান খুবই তৃপ্তিকর এবং গৌরব-জনকও বটে, কিন্তু রামায়ণকে সেই প্রাচীন ভারতীয় গৃহাদর্শের প্রচার-পুস্তিকা রূপে দেখানো কখনই রামায়ণের যথাযথ মূল্যায়ন হতে পারে না। এর ফলে রামায়ণকে হারাতে হয় তার কালজয়ী উপযোগিতা। প্রাচীন গৃহাশ্রমের ছাঁচ আজ আর বজায় থাকছে না, থাকা সম্ভবও নয়,—অতএব একালের জীবনে রামায়ণের কোন মূল্য, উপযোগিতা বা গুরুত্ব স্বীকার্য নয়,—এই কি তা হ'লে মেনে নিতে হবে?

এরই আনুষঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের আরো একটি মন্তব্যকে নিঃসর্তভাবে পুরোপুরি মেনে নেওয়ার কারণ নেই,—যদিও সেটা সাধারণভাবে বিশেষ সমাদৃত। "**রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।** * * * বাল্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে **ভরতবর্ষের রামায়ণ** বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও **ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন।**" এর আংশিক সত্যতা অবশ্যই গ্রাহ্য,—কিন্তু কেন রামায়ণ-মহাকাব্যকে—বিশ্বের আদি-মহাকাব্যকে—নিতান্তই ভারতবর্ষের চৌহদ্দীতে আটক করে রাখা হবে? কেন সে ভারতবর্ষের হয়েও বিশ্বের হবে না? সেই হওয়ার যোগ্যতা কি তার নেই? যদি রামায়ণ-ভাষ্য এমনভাবে কথিত হয় যে, তাকে **'যথার্থ ভাবে'** বুঝতে হলে ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় ফেলে বুঝতে হবে, তবে তাতে রামায়ণের মূল্যায়ণ কখনই 'যথার্থ' হতে পারে না।

রামায়ণের অবশ্যই আছে সেই আবেদন যা অনায়াসে কালের এবং দেশের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম, আর সেটা যে শুধু কাব্য হিসাবে, তা নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের আদর্শ-চিত্র হিসাবে—যার মধ্যে রয়েছে অজস্র বিচিত্র পরিস্থিতিতে **বিচিত্র ব্যক্তির পূর্ণতা-জ্ঞাপক** ভূমিকা, রয়েছে **ব্যক্তি-আদর্শ, সমাজ-আদর্শ, রাজা ও রাজ্যের আদর্শ, বীরের আদর্শ,**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৌরুষের জয়গান, সখ্য-মিত্রতা-কৈঙ্কর্যের মহিমাগান, এবং আরো কতো কী, গৃহাশ্রমের কথা তো আছেই। আজ যদি সেই গৃহাশ্রমের প্রতি নিষ্ঠা জীবনে প্রতিফলিত করে দেখানো নাও সম্ভব হয়, রামায়ণের উপযোগিতা তাতে ক্ষুণ্ণ হবার নয়। এর আবেদন আসলে সর্বকালীন, সার্বদেশিক,—যেহেতু তা প্রধানত মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ-মূলক—যার সমাদর সর্বদেশে সর্বকালে।

যে সীতা-প্রতিমার অনুধ্যানে উপস্থিত আমরা ব্যাপৃত, বর্তমান নিবন্ধের পূর্ববর্তী নানা অধ্যায়ে সেই সীতার এমন বহু ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে যা আদৌ গৃহাশ্রম-নির্ভর নয়, নয় গৃহধর্মসাপেক্ষ, বরং গৃহ-গণ্ডীর বাইরে আসাতেই ঘটেছে বা ফুটতে পেরেছে তাঁর সেই চরিত্র-বিকাশ। অহিংসা-প্রচারিণী সীতা, ধর্মাধর্ম-বিচারিণী সীতা, অলংকরণ-বিমুখ শিষ্টতায় আলোকিত শ্রদ্ধা-নম্রতার মূর্তিস্বরূপিণী সীতা, বাচনক্ষমা, তরুণী হয়েও প্রবীণার চরিত্রধারিণী সীতা, আদ্যা প্রকৃতিরূপা সীতা, আবার অগ্নি-শিখাসমা তেজোময়ী সীতা, সর্বনাশের করাল মুখব্যাদান সত্ত্বেও অগৌরবের পথে আত্মোদ্ধার-বিমুখী সীতা—প্রভৃতি পরিচয়গুলি পাঠক অবশ্যই মনে রেখেছেন।

এখানে এইবার আমরা দেখবো সেই সীতা-চরিত্রের অধিকতর বিস্ময়কর মহনীয়তা মহর্ষির হাতে কী অপরূপ ভঙ্গিতে অঙ্কিত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাম-চরিত্রের এক অসামান্যতার প্রতিফলন,—যে দুয়ের কোনোটাই গৃহাশ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

সীতাকে শেষ দেখেছিলাম রামচন্দ্রের বিজয়বার্তায় উৎফুল্ল হয়ে বার্তাবহ হনূমানকে প্রজ্ঞাদীপ্ত আলাপে মুগ্ধ করতে, অত্যাচারী চেড়ীদের প্রতি ক্ষমায় ও মমতায় বিগলিত। ১১৪শ সর্গে হনূমান বার্তা নিয়ে এসেছেন যে, জানকী রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল। খুবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

এবমুক্তো হনূমতা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্‌বাষ্পপরিপ্লুতঃ॥

ধার্মিকপ্রবর রঘুনন্দনকে হনূমান এই কথা জানালে তিনি ঈষৎ বাষ্পাকুল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লোচনে সহসা হলেন চিন্তাগ্রস্ত। লক্ষ্য রাখুন, কেন রামচন্দ্রের ঠিক এই মূর্তি অঙ্কিত হলো। কেন চিন্তা-পরায়ণতা, কেনই বা চোখে জল? পরবর্তী নির্দেশও অর্থবহ, আর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। বিভীষণকে বলা হলো,—

দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মা চিরম্॥

অবিলম্বে সীতাকে এখানে নিয়ে এসো, তবে তার আগে তাঁকে যেন পূর্ণস্নান করানো হয়, এবং দিব্য অঙ্গরাগে ও দিব্য অলংকারে ভূষিত করে আনা হয়। * * কিন্তু সীতার কি এখন সাজা-গোজার সময়, না সেই বিলম্ব তাঁর সহ্য হয়? অতিব্যগ্রতার বশে তাই তিনি জানালেন—

অস্নাতা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর॥

হে রাক্ষসপতি বিভীষণ! আমি স্নান না করেই স্বামীকে দেখতে ইচ্ছা করি। এটা তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা। আর সেটা এমন কি বা অন্যায়? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে তিনি এটুকু খুবই দাবী করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞ বিভীষণ যখন বললেন, স্বামী আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা আপনার পালন করাই উচিত, তখন সেটাই মেনে নিয়ে সীতা কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্বিত করেছেন? না,—কারণ তাঁর চারিত্রিক উপাদান-সমাবেশে যে 'পতিদেবতাত্ব' ও 'পতিভক্তি' রয়েছে, তাই নিয়েই তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,—তাদের বাদ দিয়ে নয়; সুতরাং তিনি স্বীকার করলেন, "আচ্ছা, তাই হোক"। এই স্বীকারের মধ্যে হীনতা কল্পনা করার প্রয়োজন নেই, এর মধ্যে রয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে কর্তব্য-নির্ণয়ের গৌরব।

যাই হোক, যথাযোগ্য সাজ-সজ্জায় সীতাদেবীকে বিভীষণ বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত দীপ্তিমতী শিবিকায় আরোহণ করিয়ে নিয়ে চললেন;—রাক্ষস-প্রহরীরা চললো সঙ্গে দু'পাশের ভিড়ের হাত থেকে সন্তর্পণে শিবিকাটি বাঁচিয়ে। তুমুল আনন্দ-কোলাহলে মত্ত সেই সীতা-দর্শনাভিলাষী জনতা, তার মধ্যে শিবিকার পথ করে দেওয়ার জন্য রক্ষীরা বেত্র-চালনা, ঝাঁঝের বাজনা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে। সহসা রামচন্দ্রের নিষেধ শোনা গেল,—ক্রুদ্ধ নিষেধ,—বন্ধ কর এই তাড়ন পীড়ন অপসারণ! আমাকে না বলে কেন প্রজা-সাধারণকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো? এরা সবাই আমার আপন জন, অতএব এদের উদ্বেগ দূর কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ।
নিবর্ত্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম॥

—যুদ্ধ-১১৪/২৬

ভেবে দেখুন, রাম-চরিত্রের কোন্ দিকটা এখানে ফুটলো? সাধারণ মানুষকে, এক হুঙ্কারে রাজকর্মচারীরা যাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারে, সেই প্রজাসাধারণকে ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় ঘোষণা করা হলো আমার 'স্বজন' বলে, আর শুধু মৌখিক ঘোষণা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী ব্যবস্থা;—নির্দেশ হলো,—শিবিকা পরিত্যাগ করে জানকী পদব্রজে চলে আসুন আমার কাছে যাতে দর্শনার্থীরা স্বচ্ছন্দে তাঁকে দর্শন করতে পারে।

এই রামকে কি গৃহাশ্রমের মধ্যে বা গৃহধর্ম-পালনের মধ্যে পাওয়া যেতো, না পাওয়া সম্ভব? এই ঘটনাটির দর্পণে মহর্ষি প্রতিফলিত করেছেন যুগপৎ রামচন্দ্রের মানবিকতা ও রাজ-চরিত্র। **যে রাম পরে প্রজা-দরদী রাজা রূপে অযোধ্যায় রাম-রাজ্য স্থাপন করবেন, তাঁর স্বভাবের মধ্যে সেই প্রজা-দরদের বুদ্-বুদ্-লীলা দেখানোর নিপুণ সুযোগ রচনা করেছেন এখানে ঋষি-কবি বাল্মীকি।**

শুধু তাই নয়,—যিনি 'ধর্মভৃতাং বরঃ', যিনি 'নরচন্দ্রমা' যিনি 'পুরুষোত্তম', তাঁকে তঁার আপাত-অপ্রীতিকর আপাত-রূঢ় কর্মের একটা ব্যাখ্যাও তো দিতে হয়। নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন। রাজসম্মান বা রাজমর্যাদা বিশেষ ব্যবস্থার দাবী রাখে বৈ কি। তার জন্য বিশেষ যান, বিশেষ চলাচলের সুযোগ, বিশেষ সমারোহ—সবই যথোচিত কর্তব্য বলেই গণ্য। সেই যথোচিত যথাযোগ্য যথাপ্রত্যাশিত ব্যবস্থাদির আকস্মিক পরিবর্তনে বিভীষণ, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান সকলেই ক্ষুব্ধ, বিচলিত, বিমর্ষ;—সীতাদেবীর মানসিক প্রতিক্রিয়া তো আরও জটিল। কিন্তু রামচন্দ্রের ব্যাখ্যাও শুনবার মতো।

এক নম্বর আগেই বলা হয়েছে, 'জনোঽয়ং স্বজনো মম',—অতএব আপনজনের মত ব্যবহারই তাদের প্রাপ্য। দ্বিতীয়ত, নারীর প্রকৃত আবরণ কোন বাইরের বস্তুতে নয়,—গৃহ, রাজ প্রাচীর বা পর্দা, কিম্বা লোকনির্যাতক এই ধরণের রাজকীয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবস্থাপনা, কিছুই নয়,— আপন চরিত্রবল ও আচরণই তার শ্রেষ্ঠ আবরণ, তার রক্ষাকবচ।

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ ॥

—যুদ্ধ-১১৪/২৭

এ ছাড়া,

ব্যসনেষু চ কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥

বিপদ, দুঃখকষ্ট, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোকের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দোষাবহ নয়। মনে রাখতে হবে, সেই সুদূর অতীত ভারতের প্রতিনিধিরূপে রামচন্দ্রের এই সব উক্তি। অথচ দুই কথাই রয়েছে,—'বৃত্তমাবরণংস্ত্রিয়াঃ' স্ত্রীলোকের কোন বহিরাবরণের প্রয়োজন নেই, পর্দা, ঘোমটা কিছুই নয়, চারিত্র ও আচরণই (বৃত্ত) তার গৌরবজনক আবরণ বা রক্ষক;—আবার, সর্বদা লোকসমাজে দেখা দেওয়া অবাঞ্ছিত হলেও পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের দেখা দেওয়ায় দোষ নেই। দ্বিতীয়টি প্রাচীন ভারতীয় হলেও **প্রথমটি সর্বকালীন সার্বদেশিক নারী-আদর্শ।**

ব্যাখ্যার মধ্যে এই সব তাত্ত্বিক গুরুত্বের বাঁধন দেখিয়ে রাম বুঝিয়ে দিলেন, বর্তমানে সীতাও 'বিপদগতা', 'কৃচ্ছ্রেণ চ সমন্বিতা', অতএব 'দর্শনে নাস্তি দোষোহস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ';—লোকে তাঁকে দেখুক, এতে কোন দোষ নেই, বিশেষত আমার সম্মুখে। এবং বিভীষণকে বলা হলো,—

বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাপসর্পতু।

জানকী শিবিকা পরিত্যাগ করে পদব্রজেই আমার কাছে আসুন। অগত্যা বিভীষণ সেইমত ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থান্তর যে সীতার পক্ষে কতোখানি লজ্জাকর তা সঠিক অনুমান করা সম্ভব নয়। মহর্ষির বর্ণনায় রয়েছে তার অপূর্ব অভিব্যক্তি :—

লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্তারং সাভ্যবর্তত ॥

জনকনন্দিনী লজ্জায় স্বীয় দেহমধ্যেই যেন প্রবিষ্ট হয়ে চললেন, আগে আগে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভীষণ, তাঁর পিছনে জানকী, এবং এইভাবে উপস্থিত হলেন স্বামী রামচন্দ্রের সমীপে।

আমাদের দুই চক্ষু বিস্ফারিত,—দেখবো সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে রাম-সীতার মিলন-মুহূর্তের ভাবভঙ্গি; উৎকর্ণ হয়ে আছি, শুনবো তাঁদের প্রথম আলাপন, আর দেখবো এই পরম মুহূর্তটি আদিকবি বাল্মীকি কীভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বের আদি মহাকাব্য রামায়ণের পৃষ্ঠায়।

রামের মুখের চেহারা যে আনন্দদায়ক নয়, তার আভাস আগে থেকেই দেওয়া হয়েছে। চিন্তাকুল মন, বাষ্পাচ্ছন্ন নয়ন, দীর্ঘনিঃশ্বাস-মোচন, ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ,—এ তো ছিলোই, তার উপর প্রহরীদের লোক-তাড়নায় বিরক্ত ও কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট। সীতা সমস্ত লজ্জা-অবমাননার বাক্য সয়ে যেই এলেন রামের সম্মুখে, অমনি পতিদেবতার পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখখানি দেখে ভুলে গেলেন সকল মনোবেদনা,—বিস্ময়ে আনন্দে মমতায় বিগলিত হয়ে তিনি প্রাণভরে সেই মুখের সৌন্দর্যসুধা পান করে পরিতৃপ্ত অন্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীরামের পাশে।

তবে আর কি, এই—পরিতৃপ্ত মিলনের মধ্যেই তো রাম-সীতার পুনর্মিলনের পরিচ্ছেদে সমাপ্তি টেনে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। হয়তো যেতো, কিন্তু মহর্ষির ধ্যানলব্ধ সীতা-প্রতিমার কী যে অঙ্গহানি ঘটতো, রাম-প্রতিমাও যে থেকে যেতো কতো অপূর্ণ, তা এখনই বোঝা যাবে।

পার্শ্বর্তিনী সীতার সঙ্গে রাম কথা বললেন। বললেন, পৌরুষবলে তিনি সীতা-উদ্ধার সম্পন্ন করেছেন, তাঁর ক্রোধের আজ অবসান ঘটেছে, সীতার ধর্ষণ-জনিত কলঙ্কের ক্ষালন হলো, তাঁর শ্রম সার্থক ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো; হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন তাঁর সহায়কদের পরিশ্রমও সফল হলো। * * রামের পাশে দাঁড়িয়ে এই সব আনন্দময় সাফল্য-বার্তা শুনে সীতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন, আর প্রাণপ্রিয়া জানকীকে ঐ অবস্থায় দেখে।

জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা।

রামের অন্তর হলো বিদীর্ণ,—দুই ভাবের সংঘর্ষে বিদীর্ণ,—সংঘর্ষ রামেরই দুই সত্তায়, প্রিয়ামুগ্ধ ভর্তৃসত্তা ও রাজসত্তা। এখানে রাজা রামেরই আধিপত্য। সীতা-সম্পর্কে যে লোকাপবাদ-ভয়, **সে ব্যক্তি-রামের তত নয়, যত রাজা-রামের।** অথচ তা ঘোচাবার জন্য যা করতে হবে, তা কী নিদারুণ, কী নৃশংস! কিন্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে-রামচন্দ্র জন্ম নিয়েছেন রাজার আদর্শ স্থাপন করতে, তাঁকে প্রজাদরদ বা প্রজানুরাগের নমুনা রচনার জন্য সে কাজ করতেই হবে—হোক না যতোই হৃদয়-বিদারক।

বস্তুত বাল্মীকি-রামায়ণে রামকে প্রজাপালন-তৎপর আদর্শ রাজা রূপে দেখানোর পরিকল্পনা একেবারে গোড়া থেকেই। সেই মতো তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে জীবনের প্রথম পর্বে। শিক্ষার ভার এমন একজনের উপর যিনি ঋষি-খ্যাতিতে সুপরিচিত হলেও একদা ছিলেন রাজনীতিকুশল এক প্রতাপান্বিত রাজা। * * তাড়কা-বধের চাঞ্চল্যকর উদ্যোগ। কিন্তু 'তাড়কা'-বধে তো স্ত্রী-হত্যার ভয় রয়েছে। রামচন্দ্রের সুশিক্ষিত নিষ্পাপ কিশোর-মানস অমন পাপকর্মের দ্বারা মহামুনি বিশ্বামিত্রের অনুরোধ-রক্ষায় সংকুচিত হতেই পারে। তাই মুনি কিশোর বীর রামচন্দ্রকে বললেন,—

নহি তে স্ত্রী-বধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা॥
নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥

আদি-২৫/১৭-১৯

—হে নরবর! স্ত্রীহত্যা-পাপের ভয়ে তাড়কাকে বধ করতে সংকোচবোধ করো না। চাতুর্বর্ণ্যের অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলার্থে এই কাজ রাজপুত্রের কর্তব্য। প্রজাবর্গের রক্ষার জন্য রাজাকে সকল রকম কাজই করতে হয়,—তা সে নৃশংস-অনৃশংস, দোষমুক্ত বা পাপযুক্ত, যাই হোক না কেন। রাজ্য-পালনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এটাই সনাতন ধর্ম। ভারতের এই সনাতন রাজধর্মে কৈশোরেই দীক্ষাপ্রাপ্ত রামকে অনেক নৃশংস কাজই করতে হয়েছে।

তাই এখন সর্বসমক্ষে সীতাকে রাম বললেন, যে স্ত্রী বহুকাল পরগৃহে বাস করেছে, কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ সৌহার্দ্যলাভের আশায় সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে? অতএব, ভদ্রে! জনকাত্মজে। আমি অনুমতি দিলাম, এই দশ দিকের যে দিকে ইচ্ছা তুমি গমন কর, তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নেই। ... তার অঙ্কে তুমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েছো পরিক্লিষ্টা ;—সেই তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করে আমি আপন সুমহৎ কুল কলঙ্কিত করতে পারি না। হে ভদ্রে! আমার বিবেচনামত যা বলবার তা বললাম, এখন তুমি তোমার ইচ্ছামতো জীবনপথ নিতে পারো ;—ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, কিম্বা বিভীষণ,—এদের কারও সংরক্ষণে যদি থাকতে চাও তো থাকতে পারো, এরা অবশ্যই তোমায় সুখে রাখবে। সীতে! রাবণের গৃহে থেকেছো তুমি দীর্ঘকাল, তোমার এতাদৃশ দিব্যরূপ দেখে সে যে তোমায় অব্যাহতি দিয়েছে, এমন মনে হয় না। * * *

এই তো রামের বিরহান্তিক প্রথম আলাপ। এখন দেখা যাক সীতার কী প্রতিক্রিয়া।

ততঃ প্রিয়ার্হশ্রবণা তদপ্রিয়ং
প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পং রুদতী তদা ভৃশং
গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী॥

যিনি চিরকাল প্রিয়কথা'ই শুনতে অভ্যস্ত, সেই মানিনী জনকনন্দিনী প্রিয়মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় কথা শুনে গজেন্দ্রশুণ্ডের রূঢ় আকর্ষণে মথিত লতার ন্যায় মুহুর্মুহু কম্পিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে থাকলেন। এই কান্না যে কী কান্না, তা সম্যক ধারণা করা অসম্ভব। কারুণ্যপ্লাবিত এই সীতার প্রতি সমবেদনায় সকলেরই হৃদয় টলমল করে ওঠে। কিন্তু সীতা যে কেবল কান্নাতেই জগৎ ভাসাতে আসেন নি, তাঁর রোদনপ্লুত নারীসত্তার মধ্যেই যে বাড়বাগ্নির মতো ছিলো তেজস্বিতা, নারীস্বভাবের কুসুম-কোমলতার মধ্যেই যে ছিলো সত্যভাষণের বজ্র-কঠোরতা, পতিগতপ্রাণা স্ত্রীসুলভ আত্মসমর্পণের মধ্যেও যে ছিলো ব্যক্তিত্ব-চেতনার দীপ্তশিখা, তার পরিচয় এইবার পাওয়া যাবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[● "সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল"—এই রবীন্দ্র-উক্তির তথা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র উর্মিলা-অংশের সমালোচনার আলোকে সীতা-চরিত্র।]

তার আগে, মনে হয়, এই হলো উপযুক্ত অবসর সেই বিখ্যাত রবীন্দ্র-উক্তিটির সমালোচনার—"সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।" 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় বাল্মীকির হাতে উপেক্ষিত চরিত্ররূপে উর্মিলার প্রতি পাঠকের দরদী আকর্ষণ জাগাতে রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক কথা বলেছেন যা প্রতিবাদার্হ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এই উক্তিতে যেমন সীতা সম্পর্কে ফুটেছে সমালোচকের পরিণত ও সামগ্রিক দৃষ্টির অভাব, তেমনি আদিকবি বাল্মীকির কবিকৃতির প্রতি অমন কটাক্ষপাত হয়েছে অসমীচীন। কটাক্ষ সার্থক হতো, গণ্য হতো রচনাগত শিল্প-কৌশল বলে, যদি সত্যই রামায়ণের সীতাচিত্রখানি হতো কেবলই করুণমেদুর অশ্রুপ্লুত এক নারীচরিত্র বিশেষ। যেন বাল্মীকি তাঁর সীতার কাহিনীতে শুধুই অশ্রুর বন্যা বহিয়েছেন, আর তাতেই উর্মিলা ভেসে গেছে, উর্মিলার নিজস্ব দুঃখ যে সীতার চেয়ে কিছু কম নয়, হয়তো আরও মর্মন্তুদ,—এ যেন আর তিনি একবারও ভেবে দেখেন নি,—এটাই ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি অশ্রুই হতো চরিত্রবিশেষকে বড়ো করে দেখাবার একমাত্র উপায়, অথবা তার বড়োত্বের একমাত্র নির্ণায়ক, তবে অমন কটাক্ষপাতে আপত্তি ছিলো না। তা যখন নয়, তখন রবীন্দ্র-উক্তিটির যৌক্তিকতা প্রশ্নের বিষয় হয়ে পড়ে। সীতার চরিত্রে কারুণ্যের আবেদনকে গৌণ করে আরো কতো যে বিচিত্র আবেদন বড়ো হয়ে উঠেছে, আর তাদেরই ভিত্তিতে মহাকবি তাঁর কাব্যের গোড়াতেই শুনিয়ে রেখেছেন—'কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ'—এতোক্ষণে, আশা করি, সে-বিষয়ে পাঠকের ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কেবল ঐ 'অশ্রুজল' নিয়ে সীতা ও উর্মিলার তুলনামূলক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপস্থাপনেই আমাদের আপত্তি নয়, আপত্তি তাঁর ঐ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য উপেক্ষিতা-নির্ণয়ে সীতা-সংক্রান্ত ধারণা ও মননের মৌল শিথিলতায়। বাল্মীকির সীতাকে যে রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে চেনেন নি, অথবা চিনবার চেষ্টা করেন নি, এবং অনেকটা সেই কারণেই বাল্মীকি-রামায়ণের সঠিক মূল্যায়নও তাঁর হাতে পাওয়া যায় নি, এখানে তার আর একদফা প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর কাছে উর্মিলার মতো সীতাও বধূমাত্র,—উভয়েই রাজবধূ। যে বিশেষ দিনটি নিয়ে সুরু হয় রবীন্দ্রনাথের ঐ নূতন ভাবনার যাত্রা,—সেই বনবাস-যাত্রার দিনে দুজনেই ছিলেন নববধূ। রবীন্দ্রনাথের খুবই খারাপ লেগেছে, দুই নববধূর একজন পেলেন স্বামি-সাহচর্যের সৌভাগ্য, আর একজন হলেন বঞ্চিত। একজনের 'পুণ্য অভিষেকে' কবির করুণাবারি সমস্তই নিঃশেষিত, কিন্তু আর একটি যে রাজবধূ, তার জন্য 'একবিন্দু অভিষেকবারিও' কবি-কমণ্ডলু থেকে হলো না সিঞ্চিত! এই উপলক্ষ্যে অনেক শাণিত বচন তিনি প্রয়োগ করেছেন বাল্মীকির বিরুদ্ধে। 'পক্ষপাতকৃপণ কাব্য'—এই অভিযোগ ছাড়াও, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আসামী দাঁড় করিয়েছেন এই বলে, "কবিগুরু ইহার (উর্মিলার) প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন"। তা ছাড়া, কেন উর্মিলাকে সেই বিবাহ-সভায় একবারমাত্র ছাড়া আর একদিনও দেখানো হলো না, কেনই বা "সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল"—এ সব তো আছেই। বিরহিণী উর্মিলার হৃদয়ের অসহ্য শোক উপেক্ষিত হওয়ায় বিশেষ টিপ্পনীযোগে বলা হয়েছে, "যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর বৈধব্য-দুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।"

বলা বাহুল্য, এ-সবই যেমন রামায়ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক, তেমনি সীতা ও উর্মিলাকে একই তুলাদণ্ডে তুলিত করার তাঁর এই প্রচেষ্টা হয়েছে সমালোচনা-সাপেক্ষ। মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্তির মতো উর্মিলাও অযোধ্যার রাজগৃহে বধূবরণ লাভ করেন নিজের জোরে নয়, সীতারই আঁচল ধরে। সীতাকেও কেউ আনতে পারতো না ধনুর্ভঙ্গের অলৌকিক শক্তির অধিকারী রামচন্দ্র ছাড়া। সীতার জন্যই রাম, রামের জন্যই সীতা। সীতার কাহিনীতেই রাম-কাহিনী আশ্রিত। রাম-কাহিনীর বিস্তারলাভ ঘটতো না সীতা যদি বনে না যেতেন। কিন্তু সীতার তো বনে যাওয়ার কথা নয়; কৈকেয়ীর দাবীপূরণ বা পিতৃসত্য-পালনের পক্ষে রামের বনবাসই ছিলো যথেষ্ট। রাজদুহিতা ও রাজবধূ, ললিত-লতা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পেলবা কিশোরী সীতা কল্পনাতীত দুঃখ-কষ্ট-ভীতি-সংকুল অরণ্যবাস বরণ করতে যাবেন কেন? কেন তাঁকে নিবৃত্ত করা হবে না? এ সম্পর্কে বাল্মীক-প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণের যে সারাংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, তা থেকে বোঝা যাবে কোন্ শক্তিতে সীতা আদায় করেন ঐ বনবাস-গমনের অধিকার। বোঝা যাবে,—যে চরিত্র-ধর্ম ও মনস্বিতার বলে সীতার দাবী সমর্থিত হয়, সে কোনো সামান্য নারীচরিত্রে প্রত্যাশিত নয়,—উর্মিলার মতো বধূমাত্রই পারে না ঠিক ঐ চারিত্রিক সমুন্নতি ও অনন্যতার দাবী করতে। অর্থাৎ, "যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন"—এই ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ যা জানিয়েছেন, তাতে মনে হয় সীতাদেবীকে সঙ্গে লওয়াটা যেন খেয়াল-খুশীর ব্যাপার, যেন তার মধ্যে ছিলো রাম-সীতার শুধুই বিচ্ছেদ এড়িয়ে একটা মিলনমুখী ভাবোদ্বেলতার ভূমিকা। কিন্তু আসলে তো তা নয়; দীর্ঘ বাদানুবাদ ও তত্ত্বগর্ভ যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে সীতা ঐ বনগমনের অনুকূলে তাঁর দাবীকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন যে, রামের পক্ষে তাঁকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। একমাত্র সীতা ব্যতীত আর কোনো নারীর ক্ষেত্রে ঐ অধিকার-প্রতিষ্ঠা কল্পনা করা যায় না।

তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিবিকার আরও সুস্পষ্ট তাঁর উর্মিলার প্রতি দরদ ঢালার ভঙ্গিতে। "সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময় সেই মুহূর্তে" উর্মিলাকে কাটাতে হয় স্বামীবিরহিত হয়ে,—এ উপস্থাপনে প্রথমেই বুঝতে হয়, তবে বুঝি বিবাহের পর লক্ষ্মণ-উর্মিলার একদিনও ঘটেনি নবপ্রেমে আমোদিত মিলন-মধুর বাসরযাপন। কিন্তু তা নয়। মিথিলার রাজপুরীতে বিবাহবাসর যাপন করে অযোধ্যায় এসে বিবাহ-মিলনের মহোৎসবে ঐ নবদম্পতীদের বেশ কিছুকাল মহাসুখে ও আনন্দে কেটে যাওয়ার পর রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রশ্ন ওঠে এবং দেখা দেয় বনবাস-যাপনের দুর্যোগ। মাঝখানের এই সময়টি সম্পর্কে কৃত্তিবাস লিখেছেন 'এক বৎসর', বাল্মীকি 'দ্বাদশ বৎসর'। এখানে রবীন্দ্রনাথ যখন বাল্মীকির সমালোচনায় ব্যাপৃত, তখন ঐ দ্বাদশ বৎসরই ধরতে হবে দাম্পত্যসুখে কাটাবার কাল পরিধি। অতএব উর্মিলার 'সলজ্জ নবপ্রেমে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি' কোনোদিনই পাপড়ি মেলার সুযোগ পায় নি, তা নয়। হতে পারে, নবপ্রেম সাধ মিটিয়ে উপভোগ করার পক্ষে ঐ-সময়টা যথেষ্ট নয়। কিন্তু সীতাও কি মেটাতে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপন-ভঙ্গিতে মনে হয় সীতার যেন ঐ বিষয়ে কোনো অতৃপ্তি-আক্ষেপের কারণ ঘটে নি ; যেন তিনি নিত্য-মিলন-জনিত প্রেমসুধা আকণ্ঠ পান করেছেন। মাইকেলের হাতেও পাওয়া যায় অনুরূপ সংকেত মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে "কপোত-কপোতী যথা" এই উপমা-চিত্রে। এ যে কতো বড়ো ভ্রান্তি, তা অংশুই ধরা পড়বে বাল্মীকি-রচনায় চোখ বোলালে।

প্রথমে নানা বীর্য-দীপ্ত উক্তিতে ও যুক্তিতে রামের আপত্তি খণ্ডন করে, দুর্গম বনের কৃচ্ছ্রতা জয় করার মনোগঠন ব্যক্ত করে সীতা এমন প্রস্তুতি রচনা করেন যাতে তাঁর সেই 'ইমেজ'-টা রামের মত পুরুষসিংহের মনে একটা কুটিল প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে বলে ভাবা যায়,—অন্তত সীতা তাও ভেবেছেন। বীরত্ব-দুঃসাহসের দিক থেকে নারীর অগ্রগামিতা পুরুষের অন্তরে ঈর্ষা জাগাতে পারে। তাই আবার সুহৃদের মত তিনি বলেন,—

ঈর্ষাং রোষং বহিষ্কৃত্য ভুক্তশেষমিবোদকং।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে ॥
[ব্যাখ্যাদি ৩য় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।]

অতঃপর সীতা রামের সম্ভাব্য ভাবনার দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়ে নানা কথার মধ্যে বলেছেন, রামের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই ; বলেছেন, "হে বীর! আমি তোমার পাশে থাকবো—

নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।"

অতএব নিত্য ব্রহ্মচারিণীর নিয়ম-পালনের সংকল্পারূঢ়া সীতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কথিত "সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুল" নিয়ে বিভোর হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঊর্মিলাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভুলে গেছেন, এখানকার মত অবিকল একই সুরের দরদী মন্তব্য তিনি করেছেন সীতার ক্ষেত্রেও—"দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।" ('কবিজীবনী'-প্রবন্ধ)। তাই যদি, তবে ঊর্মিলার প্রতি উপেক্ষাকে ঠিক এই ধারায় শাণিত করা চলে কি? এক যদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বনবাসকালীন স্বামি-সাহচর্যে দাম্পত্যসুখের নিবিড় সম্ভোগ কল্পনা করা হয়, তবেই চলতে পারে। কিন্তু সে ভ্রান্তির বহর, আশা করি, এখানেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

অথচ এই ভ্রান্তির ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথ আদিকবির বিরুদ্ধে আরও একটি শাণিত বচন প্রয়োগ করেছেন, —"পাছে সীতার সহিত উর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই ?" সমালোচক যাকে 'পরম দুঃখ' বলেছেন, যার ভিত্তিতে উর্মিলার সাময়িক পতিবিরহের বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে তাকে বলেছেন, "শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনী", সীতার মত বৃহৎ চরিত্রের বিশাল জীবন-কাহিনীতে সেটা উর্মিমুখর সাগরের বুকে একটিমাত্র উর্মির বেশি কোনো বিশেষ স্থানের দাবী রাখে না। সুতরাং যে তুলনার কথা তোলা হয়েছে, সে তুলনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া, 'সীতার স্বর্ণমন্দির' উল্লেখের মধ্যে যে ইংগিতই থাকুক, বনবাসের কৃচ্ছ্রতা, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, অশোকবনে নির্যাতন, বিচিত্র বিভীষিকা, লংকায় অগ্নিপ্রবেশের নিদারুণ নির্মম পরিস্থিতি, বারে বারে মিথ্যা কলঙ্ক-বহন, পরে সুদীর্ঘ বনবাস, অবশেষে পাতাল-প্রবেশ,—ইত্যাদির মধ্যে সীতার দুঃখের বহরটা ভেবে দেখলে, তার পাশে উর্মিলার কেবল ঐ সাময়িক পতিবিরহটুকু যে কতো তুচ্ছ, কতো অকিঞ্চিৎকর, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঐ যে বাল্মীকির 'সাহসের অভাবের' প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন, তার সমীচীনতা প্রশ্নের বিষয় হয়ে পড়ে না কি? কটাক্ষ তাঁর পদে পদে। "ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর বৈধব্যদুঃখের" প্রসঙ্গ তুলে ঋষিকবির বিরুদ্ধে যে উপেক্ষার শাণিত অভিযোগ আনা হয়েছে, তারও বিচক্ষণতার অভাব আমাদের পীড়িত করে।

সে যাই হোক, এ-যুগের কবি 'উর্মিলা' নামটির লালিত্যে মাধুর্যে বিগলিত হতে পারেন, কিন্তু তার ক্ষেত্রে চতুর্দশবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সংকল্পের কথা ভাবতে পারেন কি? পারেন কি কল্পনা করতে উর্মিলা যে মুহূর্তে নববধূ, ঠিক সেই মুহূর্তেই অসামান্য চারিত্রধর্ম, মনস্বিতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়ে প্রতিপক্ষীয় যুক্তিতর্ক খণ্ডন করতে সক্ষম?

"ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর বৈধব্যদুঃখে" কাতরতার উল্লেখ করে উর্মিলার সাময়িক বিরহের প্রতি যে-ঋষিকবির উপেক্ষাকে কটাক্ষ-জর্জরিত করা হয়েছে, তিনিই যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতাকে—বিরহমাত্র নয়,—বৈধব্যের উপরেও জয়ীরূপে দেখিয়েছেন, তা যদি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়তো, তবে তাঁর উর্মিলা-নিবন্ধে এ-ধরণের বাগ্‌বিন্যাসে কখনই উৎসাহ দেখা দিতো না। যুদ্ধকাণ্ডে নাগপাশ-বন্ধন-জনিত রাম-লক্ষ্মণের মুমূর্ষু অবস্থার করুণ আতঙ্ক-জাগানো দৃশ্যে সীতা তাঁর বিলাপের মধ্যে—কালের অসাধ্য কিছু নেই—'কৃতান্তশ্চ সুদুর্জয়ঃ'—কৃতান্তের প্রভাব রোধ করা মানুষের অসাধ্য—এই বলে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করলেও, বিচলিত হয়ে পড়েন নিজের বৈধব্য-চিন্তায় নয়, শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যার সম্ভাব্য পুত্রশোক-কাতরতায় :—

ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
নাত্মানং জননীঞ্চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্।

নিজের বৈধব্যের জন্যও তিনি তেমন শোকার্ত ন'ন, যেমন তাঁর শ্বশ্রূ-মাতার জন্য। একই সঙ্গে মহাজ্ঞানবতী সীতা, স্বভাবলব্ধ বৃহৎ নারীচরিত্রের মহিমান্বিতা সীতা, এবং সেই সীতা, মা না হয়েও যাঁর মাতৃহৃদয় যেন শতদলে বিকশিত। ঠিক এই সীতাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি।

আসলে উর্মিলার উপেক্ষিতা-রূপের প্রতিপাদনে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাল্মীকির সীতার স্বরূপ হয়েছে উপেক্ষিত, উপেক্ষিত হয়েছে আদিকবির রামায়ণের মৌল পরিকল্পনাই। তিনি কেবল বধূ বা নববধূ-চিত্র নিয়েই বিভোর। দৃষ্টি তাঁর ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিবদ্ধ। সীতা-চরিত্রের বিশালতা ও বৃহত্ত্ব ভুলে উর্মিলার সঙ্গে তাকে একই শ্রেণীভুক্ত করে ঋষিকবির বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো অভিযোগ দাঁড় করিয়েছেন। উপেক্ষিত হয়েছে কাব্য-রীতি যে, মহাদেশের মানচিত্রে সাগরই অঙ্কিত হয়, ক্ষীণস্রোতা সরিৎশাখা নয়।

বস্তুত চারিত্রিক মহত্ত্বে ও বৃহত্ত্বে, জটিলতায় ও বিশালতায় সীতার সঙ্গে উর্মিলার কোনো তুলনাই উঠতে পারে না। শুধু উর্মিলা নয়—সে তো বিশাল রামায়ণ-কাব্যের এক অতি গৌণ চরিত্র—সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি যে সব প্রখ্যাত নারীচরিত্রের নাম সীতার সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, তাদের কেউই সীতার সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। মনে হয়, সমগ্র ভারতীয় পুরাণের নারীচরিত্রদের মধ্যে যদি কোন একজনকে তুলে ধরতে হয় সীতার সমমর্যাদায় তবে তিনি গান্ধারী। আর যদি বলা যায় গান্ধারী ও দ্রৌপদীর যুগ্মসত্তার মৌল বীজাধার বাল্মীকির সীতা, তবে সেটাই হবে সত্যের খুব কাছাকাছি। তবে এ জাতীয় মন্তব্য অবশ্যই হতে পারে সমালোচিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[● দীনেশচন্দ্র সেনের সীতা-আলেখ্যের (রামায়ণী কথা] পর্যালোচনা : খাঁটি বাল্মীকির সীতাকে সেখানেও পাওয়া যায় না : প্রসঙ্গত কৃত্তিবাসী সীতার কথা।]

এইখানে আমরা যদি বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ও মহাকবি কৃত্তিবাসের সীতা-আলেখ্য সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই তবে বোধ হয় খুব অবান্তর হবে না। হবে না এই কারণে যে, এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নিয়ে সমীক্ষা-প্রবণ পাঠকের মন হতেই পারে জিজ্ঞাসু—সীতা নিয়ে বা রামায়ণ নিয়ে কী এমন নূতন কথা থাকতে পারে যা কৃত্তিবাসে নেই, দীনেশ সেনেও নেই ? যে 'রামায়ণী-কথা' বাল্মীকি-রামায়ণের বিশ্বস্ত অনুসরণে রচিত সেখানকার 'সীতা'-নিবন্ধে বাল্মীকির সীতা-ভাবনার সমস্ত সার কথাই তো দীনেশচন্দ্রের আবেগধর্মী উপভোগ্য কবি-ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর রামায়ণের সীতাকে বাঙালীর ঘরে ঘরে যিনি সর্বপ্রথম গৃহলক্ষ্মীর আসনে চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি মহাকবি কৃত্তিবাস।

সবই ঠিক। কিন্তু 'সীতায়াশ্চরিতং মহৎ' বলে মহর্ষি বাল্মীকি ঠিক যে সীতা-চরিত্রের ধ্যান করেছেন তার নাড়ীর খবর নেওয়ার চেষ্টা দু'জনের কেউই করেন নি—যেমন করেন নি মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথও। একান্ত নিজস্ব ছকে-বাঁধা আদর্শের আলোয় সীতাকে দেখেছেন বলেই দীনেশচন্দ্র বাল্মীকির সীতার প্রকৃত স্বরূপ-উদ্ধারে মন দিতে পারেন নি। সর্বত্র তিনি সতী-সাধ্বী সীতাকেই দেখেছেন এবং সেটা সেই সতীত্ব বা সাধ্বীত্ব যা বাংলার নরম মাটিতেই ফুটতে পারে। তাই মহর্ষি বাল্মীকির ধ্যান-প্রসূত যে আর্য-নারী-আদর্শ সীতা-চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, সেই পরিপূর্ণ সমগ্র রূপটির নাগাল পান নি যেমন কৃত্তিবাস তেমনি দীনেশচন্দ্রও। কৃত্তিবাস পেতে চান নি, তাই পান নি; দীনেশচন্দ্র সন্দেহস্থল। উভয়েই পরম বাঙালী। তাঁদের নারী-আদর্শও পরম বাঙালী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আদর্শ। কৃত্তিবাস গোটা রামায়ণকেই করেছেন বাঙালীর রামায়ণ, সুতরাং তাঁর সীতা তো একান্ত বঙ্গনারী হবেনই। কিন্তু দীনেশচন্দ্র আর্য-রামায়ণের নিবিড় অনুসরণ সত্ত্বেও সীতাকে সেই বঙ্গনারীর ছকের মধ্যে এমন প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যে বাল্মীকির সীতার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম।

দীনেশচন্দ্র হিন্দুরমণীর সিন্দুরবিন্দুর অক্ষয় সৌন্দর্য নিয়েই বিভোর। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রমণীদের "সতী"—মহিমার নেশায় দৃষ্টি তাঁর এমনই আচ্ছন্ন যে, তার বাইরে নারী-চরিত্রের আরো কোনো বড়ো মহিমা অনুসন্ধেয় বলে তিনি যেন ভাবতেই পারেন না। তাই, সীতার যে যৎকিঞ্চিৎ তেজস্বিতার উল্লেখ তাঁর বিবরণে স্থান পেয়েছে, তার উৎসমূলে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক এবং একমাত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—'সতীত্ব', যা কেবল সীতারই একান্ত নিজস্ব কিছু নয়, যার নমুনা ভারতের কতো না গ্রামে কতো কাল ধরে ছড়িয়ে আছে, যা 'শ্মশানের অগ্নিশিখায়' ভাস্বর হয়ে কতো 'নদীপুলিন'কে 'চিরতীর্থ' করে রেখেছে। তাই একজায়গায় তিনি আবেগবহুল দীর্ঘ বাক্যচ্ছটায় সীতাকে সেই সতী-শ্রেণীর অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন বলেই শেষ করেছেন তাঁর যতো কিছু তেজস্বিতার মূল্যায়ণ। হরণ-কালে রাবণের প্রতি ভৎর্সনার মধ্যে তিনি সীতার কেবল সেই "চিরনমস্য সতীমূর্তি"ই লক্ষ্য করেছেন, যার অজস্র নমুনা জমে আছে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে।

যেখানেই সীতার বৃহত্ত্ব বা বিশালতা উঁকি দিয়েছে সেখানেই তিনি তার উপর টেনে দিয়েছেন বঙ্গনারীর সতীত্ব-গৃহলক্ষ্মীত্বের কমনীয় অবগুণ্ঠন যাতে পারিবারিক গণ্ডিতে সীতাচিত্রখানি স্বচ্ছন্দে হতে পারে মানানসই। তাই বনবাস-বরণ-বৃত্তান্তে বাল্মীকি-প্রদত্ত সীতার যুক্তিবিন্যাসের অনেক কথাই তাঁর কলমে বেরিয়েছে, কিন্তু সীতার প্রজ্ঞাদৃপ্ত ভাষণের যে অংশটি রামচন্দ্রকেও বিস্মিত করে, তাকে লেখক এড়িয়ে গেছেন বোধহয় একান্ত পতিগতপ্রাণা বঙ্গ-গৃহলক্ষ্মীর সতী-আদর্শমাত্র দিয়ে তাকে সামলানো যাবে না বলে। সুদক্ষ নৈয়ায়িকের মতো—"অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি", কিম্বা "ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ" ইত্যাদি (এখানকার তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বিতর্ক তুলে রামকথিত ধর্মপালন-নীতির খণ্ডনের মধ্যে সীতার যে পরিচয় ফুটেছে, তাকে দীনেশচন্দ্র দেখান নি। বরং বাল্মীকির সীতার অসামান্যতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনেক মহনীয় সংকেত তাঁর কাছে হয়েছে "কটূক্তি"-পর্যায়ভুক্ত। "কটূক্তি" প্রমাণের জন্য স্থানবিশেষে মূল রামায়ণ থেকে যে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, সেখানে রয়ে গেছে ত্রুটি, উপস্থাপনও হয়নি নির্দোষ। যথা—

"সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বলিলেন—'নিজের স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?"

প্রথমত, ঠিক 'ক্রোধাবিষ্টা' হয়ে নয়,—'প্রণয় ও অভিমানের বশে' সীতার মুখে বেরোয় ঐ উক্তিটি। দ্বিতীয়ত, উক্তিটি তো ঐখানেই শেষ নয়, ঐ একই প্রযত্নে সীতা আরও যা বলেছেন, তাকে বাদ দিলে চলবে কেন? সেখানেই তো রয়েছে গভীর বিজ্ঞতার পরিচয় (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অথচ দীনেশচন্দ্রের বিচারে এটা "কটূক্তি", এবং "শৈলুষ ইব মাং রাম..." এটা "অধিকতর কটূক্তি"—আসলে যেখানে নিরাবরণ রূঢ় সত্যটি আগুনের অক্ষরে ফুটে উঠেছে সেই এপিক যুগের এপিক চরিত্রের খাঁটি মুখের কথা হয়ে।

স্বর্ণমৃগ-কাহিনী বা মারীচ-সংবাদ অথবা সীতা-লক্ষ্মণ-উপাখ্যানটির কোনো বিশ্লেষণ বা মর্মভাষ্য দেওয়ার পরিবর্তে দীনেশচন্দ্র ঐ অংশে মামুলী ভঙ্গিতে সীতাকে শুধু 'কঠোর বাক্য' বা 'দুর্বাক্যে'র দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। তাঁর সীতা-বৃত্তান্তে হরণোত্তর বিবরণ একটা আছে, কিন্তু সে শুধুই বিবরণ, তাও সংক্ষিপ্ত, এবং তাও মূলের বঙ্গানুবাদ মাত্র। ঐ বিবরণের মধ্যে মহর্ষি তাঁর সীতা-চরিত্রের যে অমূল্য সংকেত রেখে গেছেন (এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গ দ্রষ্টব্য), তা 'রামায়ণী-কথা'য় একেবারেই উপেক্ষিত।

'অশোকবনে সীতা', 'সীতা-হনূমান-সংবাদ', সবই স্থান পেয়েছে দীনেশচন্দ্রের সীতা-নিবন্ধে। কিন্তু সবই বিবৃতিমাত্র হয়ে আছে। সীতাকে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে রামের কাছে নিয়ে যাওয়ার যে প্রস্তাব দেন হনূমান, সেটার উল্লেখ করে দীনেশচন্দ্র সীতার মুখে উত্তর বসিয়েছেন, "রাক্ষসেরা পশ্চাৎ অনুসরণ করিলে আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্বক আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না।" কিন্তু এই কি বাল্মীকির সীতার প্রতিক্রিয়া? এতে যে মহর্ষির সীতা-চরিত্রকে কতো সংকীর্ণ, কতো সামান্য, কতো খাটো করে দেখানো হয়েছে, তা আমাদের অষ্টম পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ থেকে সত্যসন্ধী পাঠক স্পষ্ট বুঝে নিতে পারবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বস্তুত, দীনেশচন্দ্রের সীতা-নিবন্ধটি একদিকে হয়েছে অধিকাংশ স্থানে নিছক বিবরণ-ধর্মী, আর এক দিকে তাঁর উপস্থাপন-ভঙ্গিতে দেখা যায় সীতাকে স্বামী-সোহাগিনী ও পতি-চিত্তরঞ্জিনী 'লজ্জাবতী লতা'র মতো কোমল-পেলব ছাঁচের সাধারণ সতী-সাধ্বী রমণীরূপে দেখানোতেই বিশেষ ব্যগ্রতা। তাই বাল্মীকির সীতা যেখানে তাঁর স্বাধীন বিচারশক্তি অনুযায়ী রামচন্দ্রকে হিংসামত্ততা থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে অহিংসার বাণী শুনিয়েছেন প্রশস্ত বহরে, সেই অংশের উল্লেখের ভঙ্গিটা হয়েছে এইরকম :—

"বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত
হইল, রাজবধূ বনদেবতার মত বনফুল
পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎপাদন
করিতেন। **কেবল একদিন......**" রামের ধনুষ্টঙ্কারে শান্ত

বনভূমির চাঞ্চল্য দেখে তিনি রামকে বলেন অহেতুক হিংসাকার্য বর্জন করতে। "কেবল একদিন"—বাগভঙ্গিটি অবশ্যই লক্ষণীয়! যেন ঐ ব্যতিক্রমটি আলোচ্য সাধ্বী চরিত্রের একটা খুঁত বিশেষ। আর, সত্যই, ঐটুকু বলা হলেই লেখক পুনরায় রমণীয়তার মধ্যে দিন যাপনের বিবরণ নিয়ে যেন পরম স্বস্তি অনুভব করলেন। (সীতার মুখে অহিংসার বাণী-সংক্রান্ত আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।)

আরো অনেক ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের সীতা-বিবরণ অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়—যদিও অনেক ঘটনা অনেক উক্তি সংকলিত হয়েছে তাঁর নিবন্ধে। যুদ্ধকাণ্ডে অগ্নি-প্রবেশের প্রাক্‌কালে যে অসামান্য সীতা-আলেখ্য মহর্ষির হাতে অঙ্কিত হয়েছে, তার ভূমিকায় প্রবন্ধকারের লেখনী-মুখে কি করে যে বেরুতে পারে—"লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন"—তা আমরা ভাবতে পারি না। যদিও পরমুহূর্তেই বলা হয়েছে—"কিন্তু তেজস্বিনীর মহিমা স্ফুরিত হইয়া উঠিল" ইত্যাদি,—কিন্তু প্রয়োজনীয় আলোকপাতের কিছুই পাওয়া গেল না। (দ্রষ্টব্য—এখানকার ১২শ-এর শেষভাগ ও ১৫শ পরিচ্ছেদ)।

উপসংহারে,—যেখানে পূর্ববর্তী সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সার সংহৃত করে দেখানোর প্রয়াস, সেখানে লেখকের সুচিন্তিত সংশ্লেষণ (synthesis): "সীতার কাহিনী, দুঃখ, পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী"।—অতঃপর, 'সতী-চিত্র', 'সীতার সতীত্ব',

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অপূর্ব সতীত্ববুদ্ধি', 'স্বর্গীয় সতীত্ব' ইত্যাদি একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একই গুণবাচক শব্দগুচ্ছের পৌনঃপুনিক ঝঙ্কার তুলে, একই বোলের মাদল বাজিয়ে লেখক আসর মাত করেছেন। সীতাকে 'হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে' 'গৃহলক্ষ্মী'র আসনে প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখিয়ে বলেছেন,—

> "তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের
> প্রাপ্ত। তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি
> ভগবানের দান।"

স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, সীতা-চরিত্রের এই যে সারোদ্ধার, এতে ভারতের ও বিশ্বের আদি-মহাকাব্য যে আর্য-রামায়ণ, তার মূলাধার বিশাল সীতা-চরিত্রের স্বরূপ উদ্ধারে পাঠককে দিগ্‌ভ্রান্ত করা হয়েছে। 'তুমি আমাদের প্রাপ্ত'— বলার মধ্যে যে নারী-আদর্শের ইংগিত, সেই ঘরোয়া মাপের সতীত্ব-গৃহলক্ষ্মীত্বটুকু নিয়ে ঋষিকবি কখনই বলতে পারতেন না,—'কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।'

Forwarded free of cost, and
with the compliments of the
Department of Education,
Government of India
New Delhi

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

(ক)

[● সীতার মুখে রামের প্রতি কঠোর তিরস্কার : "প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব" ছোটলোকের মতো নীচ কথা কী করে তুমি বলতে পারলে ? বিস্ময়কর তেজস্বী বিশ্লেষণ :

● প্রজ্ঞাদীপ্ত নারীসত্তার বলিষ্ঠ সগৌরব আত্মপ্রকাশ : আধুনিক যুগের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যে-কোনো দেশের নারীর পক্ষে বরণীয় আদর্শ : প্রাচীন যুগের হয়েও সর্বকালের : সীতা নারী-প্রগতির মূলমন্ত্রে সুদীক্ষিতা ।]

এইবার ফিরে যাওয়া যাক ১২শ পরিচ্ছেদে ফেলে-আসা যুদ্ধকাণ্ডের বৃত্তান্তে । ভর্তার মুখে তাদৃশ অশ্রুতপূর্ব নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করে সীতা নিদারুণ গ্লানিকর লজ্জায় নতমুখী হয়ে রইলেন ।

প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বানি সা জনকাত্মজা ।
বাকশরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ।।

তিনি যেন নিজের দেহের মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চান ; স্বামীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি তীক্ষ্ণশলাকা-পীড়িতের ন্যায় যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে অবিরল অশ্রু বর্ষণ করতে থাকলেন । অথচ কেবল চোখের জলে ভাসলেই হবে না, কথা তাঁকে বলতেই হবে । আর কথা বলতে গেলে 'কণ্ঠস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিঃ" হলে চলবে না, মুছতেই হবে চোখের জল । কেউ যেখানে মুছিয়ে দেবার নেই, সেখানে নিজেকেই মুছতে হবে । মহর্ষি লিখেছেন,—

ততো বাষ্পপরিক্লিন্নং প্রমার্জন্তী স্বমাননম্ ।
শনৈর্গদগদয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ।।

কী করুণ এই সীতামূর্তি ! নিজেই নিজের অশ্রুমাখা মুখখানি মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে গদগদস্বরে স্বামীকে বললেন :

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্ ।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর **প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব** ॥

—যুদ্ধ-১১৬।৫

পাঠক লক্ষ্য করুন, অশ্রুমুখী সীতার মুখে কী আগুন ছুটতে পারে! হে বীর! কেন তুমি শোনালে আমায় এতোখানি বিসদৃশ, রুক্ষ বচন যা কানে শোনা যায় না, আর, যা কেবল প্রাকৃত জনই বলতে পারে প্রাকৃত নারীকে, অর্থাৎ যা নিম্নশ্রেণীর পুরুষই বলতে পারে নিম্নশ্রেণীর নারীকে? * * আমাদের দুই কান জুড়িয়ে যায় সীতার এই প্রথম জবাবে। মুখের মত জবাব! প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব? ছোটোলোকের মতো নীচ কথা 'ক করে তুমি বলতে পারলে? [এ যুগের রঙ্গালয়ে এই সংলাপে শোনা যাবে "হিয়ার। হিয়ার!" বা করতালি।]

ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি ।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন **চারিত্রেণৈব তে শপে** ॥

—ঐ-১১৬/৬ ।

হে মহাবাহো। আপনি আমায় যা ভেবেছেন, আমি তা নই। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। কিসের জোরে করবেন? এই আমি আমার চারিত্রের শপথ করে বলছি,—আমি বিশ্বাসের যোগ্য! ** সীতার কী অভিনব শপথ!—চারিত্রেণৈব—, অর্থাৎ আমার চরিত্রবলের শপথ। স্বীয় চারিত্রিক বিশুদ্ধি ও অখণ্ডতার উপর কতোখানি প্রত্যয়দৃঢ়তা থাকলে তবে ঠিক এই সংকটে,—চারিত্রিক পতন-সম্পর্কে সন্দেহ-ঘোষণার এই নিদারুণ সংকট-মুহূর্তে চরিত্র বলেরই শপথ করতে পারা যায়, তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

একটু আগেই রাম যে হুমকি দিয়েছিলেন, জানকীকে শিবিকা থেকে নামিয়ে দেওয়া হোক ইত্যাদি—কারণ,

বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ—

স্ত্রীলোকের আচরণ বা চরিত্রই তাদের আবরণ বা রক্ষক, অর্থাৎ চরিত্রেই তারা সুরক্ষিত, অন্য উপায়ে নয়,—এর মধ্যেকার যে ইঙ্গিত, সীতার মুখে এখানে ঠিক তারই জবাব পাওয়া গেল;—আবার সীতা স্বয়ং হনুমানকে যে বলেছিলেন,—

সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এখানে সেই চরিত্রের জোর যে তাঁর কতোখানি তা বুঝিয়ে দেওয়ার বিস্ময়কর দৃঢ়তা।

তবে কেবল শপথ করছি বলে থেমে যাওয়ার মতো মনের অবস্থা সীতার নয়ঃ রাম তাঁকে চরম আঘাত দিয়েছেন, এবং দিয়েছেন শুধু নির্মমভাবে নয়,—ন্যায়, যুক্তি, বিজ্ঞতা সমস্ত অগ্রাহ্য করে। সুতরাং কেবল পাতিব্রত্যের দোহাই মেনে সীতার স্বাধীন নারীসত্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে না,—থাকলে সেটা হবে ঐ সত্তার গ্লানিকর আত্মহত্যা। তাই সীতা রামের প্রতিবাদে শপথ-যোগে তাঁর চারিত্রের ঘোষণার পরেই সুরু করলেন বিচার-বিশ্লেষণ।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের নীতিশৈথিল্য দেখেই কি আপনি সমগ্র স্ত্রী-জাতির চরিত্র সম্পর্কে আশংকা পোষণ করেন? যদি তা করে থাকেন তো সেটা খুবই অনুচিত হয়েছে। আর আমায় যদি আপনি পরীক্ষা করে থাকেন, তবে আর এ আশংকা কেন?

হে প্রভো! আমার সঙ্গে রাবণের যে গাত্রসংস্পর্শ ঘটেছিলো, সে তো আমার ইচ্ছাকৃত নয়, আমি আত্মবশে না থাকাতেই সম্ভব হয়েছিলো; অতএব অপরাধ আমার নয়, দৈবই এর জন্য দায়ী।

যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি॥
মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী॥

—যুদ্ধ-১১৬/৮-৯

যেটা আমার অধীন, সেই আমার হৃদয়কে তো কেউ জয় করতে পারে নি, সে ঠিকই আপনাতে সমর্পিত রয়েছে; কিন্তু আমার যে দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে তো বলবানের দ্বারা অধিগত হতে পারে, আর তাইই হয়েছে, বিশেষ তো আমি তখন হয়ে পড়ি নিতান্তই বিবশা। ••• দেহ ও হৃদয় নিয়ে সংস্কারমুক্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই যে বিশ্লেষণ ও বিচার, এর মধ্যে **সীতার প্রজ্ঞাদীপ্ত নারীসত্তার বলিষ্ঠ সগৌরব আত্মপ্রকাশ আধুনিক যুগের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যে কোন দেশের নারীর পক্ষে বরণীয় আদর্শ।** সীতার এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে বলপূর্বক ধর্ষিতা নারীর চারিত্রগত মৌল বিশুদ্ধির দাবীর অকাট্য সমর্থন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অতএব সীতার **এই নারীত্ব ভারতীয় হয়েও সর্বদেশের,—সীতা প্রাচীন যুগের হয়েও আধুনিকা, নারী-প্রগতির মূলমন্ত্রে তিনি সুদীক্ষিতা।**

এই সীতাকে গৃহাশ্রমের চতুঃসীমায় কখনই পাওয়া যেতে পারে না। তাই, 'রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য' বা রামায়ণ 'ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে'—এই জাতীয় রামায়ণ-ভাষ্যে আমাদের আপত্তি।

রামচন্দ্রের আঘাতের রূঢ়তা ও নির্মমতা সীমাহীন, তাই সীতার প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকলো। তিনি বুঝতে পারেন না যে কিসে রামের এতো বুদ্ধিভ্রম হলো। বললেন,—

সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেন চ মানদ।

যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥

হে মানদ! বহুকালের সংসর্গে আমাদের পরস্পরের অনুরাগ সংবর্ধিত হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে আপনি আমার স্বভাবকে চিনতে পারেন নি, তাতেই আমি আমাকে চিরকালের মত মৃত মনে করছি। এই যখন আপনার সিদ্ধান্ত, তখন আমার কাছে সংবাদবহ হনূমানকে যখন পাঠিয়েছিলেন তখনই কেন আমায় পরিত্যাগ করেন নি? খুব সহজেই তো কাজ মিটে যেতো। সংবাদটি শোনামাত্র আমি সেই বানরের সামনে তদ্দণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করতাম। আর এই সব সুহৃদ্‌বর্গকে কষ্ট দিয়ে আপনাকে এই যুদ্ধশ্রম করতে হতো না।

ত্বয়া তু নৃপশার্দূল রোষমেবানুবর্ততা।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্॥১৪
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥১৫
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥১৬

যুদ্ধকাণ্ডের ১১৬ সর্গের এই তিনটি শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে সীতার প্রত্যুত্তর, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রত্যুত্তর! এখানে পাওয়া যাবে শাণিত প্রতিবাদের স্বরে বিচার-বিশ্লেষণ, রামের সিদ্ধান্তের বিচার। 'পুরস্কৃতম' ও 'পৃষ্ঠতঃ কৃতম্' বা 'ন পুরস্কৃতম্'—মন্তব্যের মধ্যে বাগ্‌বিন্যাসের ঋজু কঠিন বাঁধুনী লক্ষণীয়। সীতা-চরিত্রের ও সীতা-জীবনের যেগুলি 'পুরস্কৃত' হওয়া উচিত,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অর্থাৎ সকলের আগে বিবেচিত হওয়া উচিত, রাম সে সব উপেক্ষা করেছেন (পৃষ্ঠতঃ কৃতম্), আর পুরস্কৃত করেছেন, অর্থাৎ প্রাধান্য দিয়েছেন শুধু একটা সামান্য নারীত্ব,—**যেন কেবল স্ত্রীলোক হওয়া ছাড়া সীতার আর কোন বিশেষত্ব নেই**—এই ধারণাকে। কেন রামের এই বুদ্ধিবিকার ঘটলো, তার কারণ দেখিয়ে সীতা স্পষ্ট মুখের উপর বলে দিলেন, "হে নৃপশার্দুল! অহেতুক রোষের বশবর্তী হয়ে আপনি প্রাকৃত জনের মত, লঘুচিত্ত পুরুষের মত, আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবহিত না হয়ে, **কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-স্বভাবকেই মনে স্থান দিয়েছেন**। আপনি তো বৃত্তজ্ঞ, লোকচরিত্র-বিচারে অভিজ্ঞ, কিন্তু একবারও তো ভাবলেন না, **জানকী নামে পরিচিত হলেও জনকের ঔরসে যার জন্ম নয়, পৃথিবীর গর্ভে যার জন্ম**—সুতরাং যে অযোনিসম্ভবা, সেই জানকীর স্বভাব ও আচরণ কতো অসামান্য ও দিব্যগুণান্বিত হতে পারে? একবারও কি মনে হলো না, কবে সেই বাল্যকালেই আমি হয়েছি আপনার সহধর্মিণী, আমার চিত্তশক্তি ও চারিত্রবল কতো অসাধারণ হতে পারে?

(খ)

[● সীতার 'অগ্নিপ্রবেশ'—'অগ্নিপরীক্ষা' নয়: ভুলটা কোথায়? * * ভুল প্রচারের জন্য দায়ী কৃত্তিবাস (যদিও দীনেশ সেন সমর্থিত): দায়ী তুলসীদাসও * * 'অগ্নিপরীক্ষা' মূল রামায়ণের কোথাও নেই, তবে সীতার না হলেও "**রামের অগ্নিপরীক্ষা**" আছে, একবার নয়, তিনবার; লিখিত নয়, অলিখিত (দ্রঃ ১৫ (খ), ১৫ (ঘ), ১৫ (ঙ), ১৫ (চ)]

এর পর বর্ণিত হয়েছে **সীতার অগ্নিপ্রবেশ**। কিন্তু পাঠকের প্রতি অনুরোধ,—লঙ্কাকাণ্ডের এই ঘটনাকে '**সীতার অগ্নিপরীক্ষা**' বলে মনে রাখতে চান, রাখুন, কিন্তু **ভাববেন না, রামের আদেশে সীতা অগ্নিপরীক্ষা** দেন।—আমাদের লোকসমাজে এই ভুল প্রচার চলে আসছে। ভুলটা ভাঙার প্রয়োজন খুবই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জরুরী, কারণ এই ধারণাতে সীতার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও নারী-মহিমার স্বকীয়তা উপেক্ষিত হয়।—উপেক্ষিত হয় সীতার প্রতিবাদ-গর্ভ তেজস্বিতা। সীতা রামের আদেশে অগ্নিপরীক্ষা দেন, এটা তো ভুলই, সীতা তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য নিজেই অগ্নিতে প্রবেশ করেন, এটাও ভুল। সীতার অগ্নিপ্রবেশের কারণ রামচন্দ্র—আনীত অসতীত্বের মিথ্যা অভিযোগ এবং তাঁর প্রাকৃত-সুলভ উক্তি ও আচরণের জ্বলন্ত প্রতিবাদে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিলেন। অনেকটা সেই 'বেদবতী'র মতো [সীতার পূর্ব সংস্করণ। সংক্ষিপ্ত ববরণ পাওয়া যাবে ষোড়শ অধ্যায়ে। বেদবতী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন পুনরায় সীতা হয়ে জন্মাবেন বলে। সীতাকে অগ্নিজয় করে জীবিত থাকতে হয়েছে রামচরিতের অসম্পূর্ণ বিকাশকে সম্পূর্ণ করার জন্য। তাই অগ্নিপ্রবেশের পর পুনরায় বহিরাগমন আছে, ভূগর্ভপ্রবেশের পর আর নেই,—রামচরিতের বিকাশ তখন সম্পূর্ণ, সুতরাং সীতারও অন্তর্ধান।]

* * *

সীতার 'অগ্নিপ্রবেশ'-সংক্রান্ত ভুলটা লোকসমাজে প্রচারের জন্য দায়ী পরবর্তী যুগের ভাষা-রামায়ণ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলায় কৃত্তিবাস ও হিন্দীতে তুলসীদাস। এই দুই শক্তিধর কবি বাল্মীকির সীতাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন প্রবল শক্তিতে। আবার ঐ কাজে সহায়তা করেছেন এযুগের বহু বিদগ্ধ ভাষ্যকার, যাঁদের প্রধান লক্ষ্য দেখা যায় রামায়ণের কাহিনীগত আবেদন এবং প্রধান চরিত্রগুলির দেশ-কালোপযোগী রূপান্তর-সাধনে ঐ ঐ কবির কৃতিত্বের জয়গান গাওয়া। সীতাকে যে কৃত্তিবাস বাঙালীর ঘরের বধূরূপে দেখিয়েছেন, সমালোচক দীনেশ সেনের মতে, এতেই তাঁর কৃতিত্ব। কেবল সীতা নয়, সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির কৃতিত্ব নির্ণয়ে ঐ সমালোচকের প্রধান কথাই এই, বাঙালী কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণকে বিশেষভাবে বাঙালীর করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ আমাদের বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'র আনুষঙ্গিক পরিবেশ-প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন,—"কৃত্তিবাসের সময় বাঙ্গালীর সমাজের আদর্শ ছোট হইয়া গিয়াছিল, পাছে হীনতা স্পর্শ করে, পাছে মলিনতা প্রবেশ করে, এই ভয় সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল, এইজন্য রামের সন্দেহের তাড়া খাইয়া সীতা বাঙ্গালী ঘরের ভীরু মেয়ের মত স্বীয় দোষ প্রক্ষালনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্য বলিতেছেন, 'বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে / স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥' তিনি এতদূর সতর্ক ছিলেন যে বাল্যকালেও পুরুষ ছেলেকে স্পর্শ করেন নাই! বলা বাহুল্য যে মূল রামায়ণের সীতা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় তেজস্বিনী, তাঁহার চরিত্রে এই "ছোঁয়াচে' রোগের লেশ মাত্র নাই।"

দীনেশচন্দ্রের এই সীতা-সমীক্ষা বিভ্রান্তিকর। তিনি নিজেও বিভ্রান্ত। বুঝলেনই যদি ওটা 'ছোঁয়াচে' রোগ, বুঝলেনই যদি বাংলার যে সমাজের আদর্শ 'ছোট' হয়ে গেছে বা অবনমিত যে বাংলার সমাজ, সেই সমাজের মতো করে কৃত্তিবাস তাঁর সীতাকে গড়েছেন, তবে ঐ কৃত্তিবাসী সীতার প্রতি এমন দরদী মনোভাব আসে কি করে? ভাষণভঙ্গি থেকে মনে হয়, ঐ 'বাঙালী ঘরের ভীরু মেয়ের মতো' সীতার 'ইমেজটা' দীনেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচিতে অপছন্দ নয়, বরং আদরণীয়। আর, 'রামের সন্দেহের তাড়া খাইয়া' এ যিনি লিখতে পেরেছেন তিনি যে অমন 'তাড়া'য় নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যমূলক গৌরব বোধ করতে অভ্যস্ত, অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে নারীর প্রতি হীনমন্যতায় বিশেষ দোষ দেখেন না— এটা আর চাপা থাকে নি। "কৃত্তিবাসের রামায়ণ সমস্তই বাঙ্গালী ভাবের ছন্দে রচিত হইয়াছে"—এতেই দীনেশচন্দ্র কৃত্তিবাসের গৌরবগানে বিভোর। কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে বাল্মীকির রামায়ণ যে নানাভাবে ছোটো হয়ে গেছে,— তাকে হারাতে হয়েছে তার বিশালতা, বৃহত্ত ও বিশ্বব্যাপিতা, 'বিশেষভাবে বাঙালীর' করতে গিয়ে কৃত্তিবাস যে এর সর্বভারতীয় আবেদনকে,—বিশ্বমানবীয় সর্বকালীন আবেদনকে তো বটেই, ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন,—এটা আর সমালোচক ভেবে দেখেন নি। বস্তুত, কৃত্তিবাসের হাতে বাল্মীকির রামায়ণের প্রতি অবিচার যতো, বাল্মীকির সীতার প্রতি ততোঽধিক। একটু আগেই দীনেশচন্দ্রের মুখে যে বেরিয়েছে 'মূল রামায়ণের সীতা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় তেজস্বিনী'— বাল্মীকির ঐ সীতাকে কৃত্তিবাসের মতো দীনেশচন্দ্রও ঠিক হজম করতে পারেন নি।

সে যাই হোক, লঙ্কাকাণ্ডের অগ্নিপরীক্ষা-দৃশ্যে কৃত্তিবাসের হাতে ব্যাপারটা হলো একটা জগাখিচুড়ী। (১) বাল্মীকি-অনুযায়ী সীতার অগ্নিপ্রবেশও (স্বেচ্ছায়) হলো, (২) রামের হুকুমে অসতী সন্দেহে সীতাকে তুচ্ছ করে অগ্নিপরীক্ষা নেওয়াও হলো। শুধু কি তাই? লক্ষ্মণ অগ্নিকুণ্ড জেলে দিলেন, সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করলেন,—এতেও হলো না,—"ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কী মুস্কিল! কার ইঙ্গিতে, কারা উৎসাহিত হলো ঘিয়ের কলসী ঢেলে দিতে? কিছুই যেন কবির ঠিক নেই। যেন একটা বৃহৎ হোম-যজ্ঞের উৎসব? হোক না কলসী-কলসী ঘি ঢালা? * * * আসলে যে-অগ্নিকুণ্ডে সীতা প্রবেশ করেন, পাঁচালী-গায়ক কৃত্তিবাস সেই অগ্নির স্বরূপটা চেনেন নি। তাই আগুনটাকে বেশ মনের মতো করার জন্য কলসী-কলসী ঘি ঢালিয়েছেন। বাল্মীকিতে যেখানে সীতার আবাহনযুক্ত সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সীতার পক্ষে স্বয়ং অগ্নি-দেবের পিতৃক্রোড়, কৃত্তিবাসে সেখানে দেখা যায় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অগ্নিও বসে আছেন দর্শকের সারিতে; ব্রহ্মা যখন তাঁকে হুকুম করলেন, "অগ্নি উঠহ সত্বর", তখন তিনি হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকলেন আগুনের মধ্যে। "ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর। আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর।" বাল্মীকিতে রামের স্বরূপ-পরিচয়মূলক ব্রহ্মার ভাষণ শেষ হতেই রাম হলেন সুস্থির এবং "অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ"—অগ্নিদেব সীতাকে পিতার ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করে বেরিয়ে এলেন। কৃত্তিবাসে প্রায় ঐ একই ছাঁচে (যদিও খুব হাল্কা) ব্রহ্মার ভাষণ শেষ হলো. কিন্তু, এ যে পাঁচালী-গানের আসর, তাই কে কার কথা শোনে! রামের কান্না আরো বেড়ে গেল। "না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ বচন। সীতা সীতা বলি রাম হ'ন অচেতন।।" তাই দেখে বিপন্ন বোধ করেই তো ব্রহ্মা অগ্নিকে ঠেলে পাঠালেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। সুতরাং আগুনটাকে বেশ জুতসই করার প্রয়োজনবোধে কৃত্তিবাস ঘিয়ের কলসী ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন,—কার ইংগিতে? ইংগিতটা কি রামের? তবে যে সেই মুহূর্তে 'কুণ্ডমধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি। শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি।। * * ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।' এবং চললো লক্ষ্মণের গলা ধরে পাগলের মতো রামের অতি-অশোভন দীর্ঘ বিলাপ।

* * এ যেন বাল্মীকির রামকে নিয়ে বাঙালী কবির ছেলে-খেলা! কোথায় সেই সংযত দ্বন্দ্বমথিত চিত্তের দৃঢ়তা, কোথায় সেই "আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্বাষ্পপরিপ্লুতঃ। স দীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য জগতীমবলোকয়ন্।।" অথবা সেই "মধ্যে মুহূর্তং ধর্মাত্মা বাষ্পব্যাকুললোচনঃ"? [সীতার অগ্নিপ্রবেশের আগের ও পরের রামের দুটি দৃশ্য;—আগে—সহসা রাম হলেন বাষ্পাকুল-লোচনে ধ্যানপরায়ণ বা গভীর চিন্তাগ্রস্ত, দৃষ্টি রইলো ভূতলে নিবদ্ধ, বেরিয়ে এলো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দীর্ঘশ্বাস, প্রস্তুত হলেন কথা বলার জন্য। পরেও, অর্থাৎ সীতা যখন অগ্নিপ্রবিষ্টা, সবাই দেখলো, সেই ধর্মাত্মা মুহূর্তকাল ধ্যানস্থ ('দধ্যৌ') হলেন, চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো।] এই যে রামের ধ্যান-স্তব্ধতা, কৃত্তিবাসী 'অগ্নিপরীক্ষা'-দৃশ্যে এর বাষ্পটুকুও খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। আর, লক্ষ্মণাদির চোখে রামের যে 'কালান্তক-যমোপমম্' মূর্তি ধরা পড়েছিলো, তাকে তো কৃত্তিবাস দূর থেকে চাপা দিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ বাঙালী কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির সীতার মতো, বাল্মীকির রামকেও হজম করতে পারেন নি। তা, পারেন নি যখন, তখন সীতার প্রতি রামের প্রাকৃত-সুলভ কথাগুলো তো বাদ দিলেই হতো, যেমন রামের প্রতি সীতার 'প্রাকৃত' বলে উক্তিটা বাদ দেওয়ায় কবি প্রশংসা পেয়েছেন সমালোচকের কাছে। তবে সমালোচক লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনা, রামের উদ্দেশে কৃত্তিবাসের সীতা 'প্রাকৃত' (বা ছোট লোক) কথাটা বাদ দিলেও 'ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ ?' বা 'গণিকার মত মোরে পরে কর দান'—এমন রূঢ় অভিযোগ মুখ দিয়ে বার করতে ছাড়েন নি।

* * বেশ বোঝা যায়, 'সীতার অগ্নিপ্রবেশ'-রূপ লঙ্কাকাণ্ডের জটিল ব্যাপারটা কৃত্তিবাস একেবারেই সামলাতে পারেন নি। রাম ও সীতার সংলাপে যে খানিক বাল্মীকির অনুসরণ চালিয়েছেন, সে হয়েছে নিতান্তই যান্ত্রিক অনুসরণ, চরিত্র দুটি তো আদৌ সে ভাবে রচিত হয়নি। তাই তাঁর নিজের কথা দিয়ে পুরো ঘটনাটা বিবৃত করতে গিয়ে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে ফেলেছেন। ফলে ব্যাপারটা সেই 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'ই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি নিজেই স্পষ্ট করে লিখেছেন,—'সীতার পরীক্ষা গীত গায় কৃত্তিবাস'। আবার পরলোকগত পিতা দশরথকে এনে তাঁর মুখে বসানো হয়েছে সীতার প্রতি উক্তি,—'হইলা গো অগ্নিশুদ্ধ দেবলোকে জানে',—যেন এইভাবে সীতার অগ্নিশুদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

এ ছাড়া, উত্তরাকাণ্ডে গিয়ে কৃত্তিবাস যা করেছেন, তাতে সীতার জীবনে একবার নয়, দু'বার অগ্নিপরীক্ষার কথা এদেশের জনমানসে গ্রথিত হয়ে যেতে বাধ্য। মূল রামায়ণে যদিও সীতার অন্তর্ধান-পর্বে আদৌ কোন 'পরীক্ষা'-র প্রশ্নই নেই, আছে 'সীতা-শপথ',—মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণায় কৃত্তিবাসীতে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রামের তরফের দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষার দাবি হয়েছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সদম্ভে ঘোষিত, এবং তার ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে সীতার মর্মস্পর্শী দীর্ঘ বিলাপের পালা সাজিয়ে কৃত্তিবাস তাঁর পাঁচালীকে চাঞ্চল্যকর লৌকিক আকর্ষণে মণ্ডিত করেছেন।

রাম :— প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার ॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥

সীতা :— কি কার্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে ॥

* * *

পিতৃকুলে পতিকুলে নাহি পাই স্থান!
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥

* * *

কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥

—এই তো কৃত্তিবাসের বয়ান। সুতরাং জিনিষটা যে রামের হুকুমে 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'—লোকের এই ধারণাই হয়ে গেছে বদ্ধমূল।

ওদিকে বিশাল হিন্দী জগতের রাজপ্রতাপ-বিশিষ্ট কবি তুলসীদাস যা করেছেন, তাতেও সীতার 'অগ্নিপরীক্ষা' ঠিকই রয়েছে, যদিও সেটাকে কেউ যাতে বাল্মীকির ছাঁচে-ঢালা না বলতে পারে, তার সুনিপুণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতোই নিপুণ যে, মূল রামায়ণের মতো সেখানে সীতার অগ্নিপ্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ থাকলেও, সে আগুনটা যেন খেলার আগুন বা ম্যাজিকের আগুন, তার না আছে দাহিকা শক্তি, না আছে তাতে দগ্ধ হওয়ার ভয়। সীতা হাসিমুখে প্রবেশ করেন, হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন, অনেকটা অভিনয় করার মতো। এর কারণ, সেই 'কম্বনের' অনুকরণে রাম-সীতার বিবাহপূর্ব একটা পূর্বরাগের পালা জুড়ে দেওয়ার মতো, তুলসীদাস এখানেও একটা পৌরাণিক-মার্কা উপাখ্যান জুড়ে দিয়েছেন, যাতে দেখা যায়, আদিতে সমগ্র রামলীলায় অবতীর্ণ হওয়ার আগেই রাম ও সীতার মধ্যে ভাবী কালের অগ্নিপরীক্ষা-লীলাটি নিয়ে কথা-বার্তা হয়েই ছিলো, এমন কি অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে তো ব্যাপারটার একটা মহড়া-দেওয়া (full rehearsal)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েই ছিলো। কার্যকালে শুধু সেই রিহার্সাল অনুযায়ী অভিনয় হয়েছে অনুষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, এতে সীতা-চরিত বা রাম-চরিত, দুয়ের কোনটারই উপর কোন আলোকপাত ঘটে নি, বরং লীলা-বাদের চাপে দুটোই হয়েছে আচ্ছন্ন। আর মূল রামায়ণে বিবৃত 'সীতার অগ্নিপ্রবেশ'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকটার গুরুত্ব হয়েছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

* * *

'অগ্নিপরীক্ষা' মূল রামায়ণের কোথাও নেই। তবে সীতার না হলেও, 'রামের অগ্নিপরীক্ষা' আছে, এবং একবার নয়, দু'বার তো বটেই, তিনবারও বলা যায়। শুধু, লোকচক্ষু-গোচর যে অগ্নিকুণ্ড, তা নয়, লোকচক্ষুর অগোচরে যে অগ্নিদাহ, রামকে বারে বারে সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। প্রথম দুটির গুরুত্ব তুল্যানুতুল্য,—(১) যুদ্ধকাণ্ডে যুদ্ধের অবসানে সীতাকে ফিরে-পাওয়ার মুহূর্তে, (২) উত্তরকাণ্ডে সীতার বনবাস-বিধানে। হৃৎপিণ্ড বিসর্জন দেওয়ার মতো সংকল্প ঘোষণা করতে হয় স্বীয় রাজসত্তার আদর্শ-স্থাপনে, প্রজানুরাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। [১৫শ (ঙ) পরিচ্ছেদের শেষে এই কথাই বলা হয়েছে সীতার 'নিত্য বিজয়'-মূলক লীলার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে]। তৃতীয় দৃষ্টান্ত যে 'সীতার পাতাল প্রবেশ', সেখানে রামের তরফে কোনো বিচ্ছেদ-বিসর্জনের প্রস্তাব না থাকায় (ছিলো কেবল 'সীতা-শপথ') ওটাকে আমরা অপর দুটির সমস্তরীয় বলিনি,—যদিও সেটুকু ঘোষণা করতেও রামের হৃদয় অন্তর্দাহে বিদীর্ণ হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত অগ্নিপরীক্ষাই রাজা-রামের, আর প্রতি পরীক্ষাতেই রামের রাজ-সত্তা সগৌরবে উত্তীর্ণ। [১৫ শ (চ) পরিচ্ছেদে পুনরায় স্মরণ করা যাবে এখানকার এই সিদ্ধান্ত]।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(গ)

[● মূল রামায়ণে সীতার 'অগ্নিপ্রবেশে'র মর্মভাষ্য : সীতার অগ্নিস্তুতি স্তুতিমাত্র নয়—সর্তসাপেক্ষ প্রার্থনা—একটা চ্যালেঞ্জ !

● এই অগ্নিপ্রবেশের পরিকল্পনা সীতা-প্রতিমারচনার্থ মহর্ষির বিরাট ধ্যানের একটা ব্যঞ্জনাঢ্য পর্ব : পুনর্ধ্যানের প্রয়োজন আছে।]

মূলে আমরা দেখি,—রামচন্দ্রের অভিযোগের প্রতিবাদ শেষ করেই সীতা সংকল্প নিলেন—অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। এ ব্যাপারে লক্ষ্মণই তাঁর ভরসা। কিন্তু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কণ্ঠ বাষ্পাকুল। সেই অবস্থায় দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে বললেন,—

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥

—যুদ্ধ-১১৬। ১৮

হে সৌমিত্র! তুমি আমার চিতা প্রস্তুত কর,—এই বিপদের সেটাই একমাত্র ঔষধ। মিথ্যা অপবাদের বোঝা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

তিনি আরো বললেন,—

অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্তা ত্যক্তায়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতি র্গন্তং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্ ॥

—যুদ্ধ-১১৬।১৯

—কোন নারী তার স্বভাবের গুণের বিচারে অপ্রীত স্বামি কর্তৃক যদি জনসভায় সর্বসমক্ষে পরিত্যক্ত হয়, তবে তার যে গতি হওয়া উচিত, সেই অনুযায়ী আমি আগুনে প্রবেশ করবো।

* * *

অর্থাৎ সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্নি প্রবেশ করবো,—সীতার এ সংকল্প নয়, মিথ্যা-অপবাদের ও প্রাকৃত আচরণের তেজস্বী ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে, তথা ঐ অপবাদ-মাত্রেই যে কলঙ্ক স্পর্শ ঘটলো, সেই ক্ষোভে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শেষ করে দেওয়াই সীতার সংকল্প। [বেদবতীর (সীতার পূর্বসত্তা : ১৬শ (খ) পরিচ্ছেদ) সংকল্প মনে পড়বে।]

* * *

ঠিক এই সীতাকে কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস কেউ দেখান নি। দেখান নি বলেই এখন ঐ বাল্মীকির সীতাকে সঠিকভাবে দেখানো একটু শক্ত। পরে যে সীতা তাঁর অগ্নিস্তুতিতে সুকঠিন সর্তে 'সর্বতঃ পাতু পাবকঃ' বলে প্রার্থনা জানিয়েছেন, সেটা তাঁর ও অগ্নির মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সন্ধানীর চোখে ধরা পড়বে, ওটা ঠিক স্তুতিমাত্র নয়। নয় সাধারণ ভক্তসুলভ দীন অসহায় প্রার্থনাবিশেষ। ওর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। এখনই আমরা আসছি সে-কথায়।

এদিকে সীতার ঐ চাঞ্চল্যকর ঘোষণা ও নির্দেশ শোনা মাত্র সীতার প্রতি ঘোর অবিচারে লক্ষ্মণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। কিন্তু আকারে ইংগিতে রামের জটিল মনোভাব বুঝে, একরকম তাঁরই মৌন অনুমতিক্রমে চিতা প্রস্তুত করলেন। অধোমুখে উপবিষ্ট রামকে প্রদক্ষিণ করে সীতা দেদীপ্যমান অনলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দেবতা-ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম জানালেন। অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে স্তুতির ভঙ্গিতে অগ্নিকে বললেন,—

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
—ঐ। ১১৬। ২৫

যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
—ঐ। ২৬

কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥
—ঐ। ২৭

হে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব! আমার অন্তর যদি একদিনও রাঘব-চিন্তা থেকে বিচলিত না হয়ে থাকে, তবে তুমি আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা কর। (২৫) আমার চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাঘব যখন আমাকে দুষ্টা বলে মনে করেছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখন সর্বলোকের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী হে অগ্নিদেব! তুমি আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা কর। (২৬) সর্বধর্মজ্ঞ রামচন্দ্রের প্রতি আমি যদি কায়, মন ও বাক্যে কখনো কোন অনাচার না করে থাকি, তবে, অগ্নিদেব! তুমি আমাকে রক্ষা কর। (২৭)

আদিত্যো ভগবান বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।
অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা।
যথান্যেঽপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম॥

—ঐ ২৮

'আমি শুদ্ধচরিত্রা কি না, তা জানেন ভগবান সূর্য, বায়ু, দিকসকল, চন্দ্র, দিন, রাত্রি, দুই সন্ধ্যাকাল, পৃথিবী এবং অন্যান্য দেবতাগণ; যদি তা সত্য হয়, তবে, অগ্নিদেব, তুমি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর।' (২৮)

* * এই হলো সীতার সেই সর্ত-সাপেক্ষ প্রার্থনা,—যাকে আমরা বলেছি ঠিক স্তুতিমাত্র নয়। বলেছি এটা সীতা ও অগ্নির মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং বলেছি এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। * * বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ সীতা এখানে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আপন চরিত্রে সুরক্ষিত হয়ে কথা বলছেন। এই সীতার শক্তি, তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব-মহিমার নাগাল পাওয়া ভার। অগ্নির সাধ্য কি তাঁকে দগ্ধ করেন? —পারেন, এবং অনায়াসেই পারেন যদি সীতার চরিত্রে কোনো খুঁত থাকে। এটার জন্য চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার। অগ্নি 'লোকসাক্ষী' বলে প্রখ্যাত। বিচারে যদি ভুল করেন তবে তাঁর 'লোকসাক্ষী' নাম মিথ্যা হয়ে যাবে। সুতরাং একহিসাবে অগ্নির প্রতি এ একটা প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ বই কি। পরমাপ্রকৃতিরূপিণী সীতা তাঁর এখানকার গভীর একান্ত ভাষণে অগ্নিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মনে রেখো, তুমি লোকসাক্ষী। এখানকার শ্লোকচতুষ্টয়ের (২৫, ২৬, ২৭, ২৮) প্রথম তিনটিতে (২৫, ২৬, ২৭) 'যথা'—'তথা'—এই বাণীবন্ধে একটা সর্ত বা চুক্তির বাঁধনে সীতার ভাষণ লক্ষণীয়; আর প্রথম দুটিতে (২৫—২৬) পর পর 'লোকস্য সাক্ষী'—অগ্নির এই নামোল্লেখ বিশেষ অর্থবহ। সীতা হয়তো তিনটি শ্লোক আবৃত্তি করেই থেমে যেতে পারতেন, —তিনটিরই অন্তিম বাণী 'পাতু পাবকঃ' শোনাতো বেশ ভক্তসুলভ নিরীহ প্রার্থনার মতো। কিন্তু থামলেন না। ঐ সঙ্গে এমন আর একটা জুড়ে দিলেন যা অগ্নির পক্ষে একটা হুঁশিয়ারির মতো। সীতা এখানে (২৮ নং শ্লোক) সাক্ষী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মেনেছেন একটা-দুটো নয়, এবং যাকে-তাকে নয়,—(পাঠক দয়া করে একটু দেখে নিন আমাদের পূর্ব-প্রদত্ত উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা)। বলা হয়েছে, ঐ 'আদিত্য' থেকে 'পৃথিবী', এবং অন্যান্য যে যেখানে আছেন, সবাই সীতাকে চারিত্র-সংযুক্তা বলেই জানেন। অতএব অগ্নির এখন 'লোকসাক্ষী' নাম বজায় রাখা নিয়েই সামাল-সামাল !

২৬ নং শ্লোকটায় একবার নজর দিন। দেখবেন, সীতার এই আপাত-অগ্নিস্তুতির মধ্যে রামের প্রতিও একটা কটাক্ষ এসে গেছে। যেখানে সূর্য-চন্দ্র-বায়ু-দশদিক-দিনরাত্রি-দুইসন্ধ্যাকাল-গোটা পৃথিবীই সীতাকে জানেন 'চারিত্র-সংযুতা' বলে, সেখানে রাম যে তাঁকে 'দুষ্টা' অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা বলেই ধরেছেন, এতে মানব-চরিত্র-বিচারে রাম কী বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন, সেটা বুঝে অগ্নিকে তাঁর 'লোকসাক্ষী' নামের মর্যাদা বজায় রাখতে হবে,—এটাই এই শ্লোকের নিহিত ব্যঞ্জনা।

এর পরেই যে বাল্মীকি বলেছেন,—

'বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা'—জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে সীতা প্রবেশ করলেন, তাঁর অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক, এই নিঃশঙ্কতার হেতু এবং বহর ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। সীতার অন্তরাত্মা নিঃশঙ্ক, কারণ তিনি জানেন তিনি কে। জানেন তিনি ভূগর্ভোত্থিতা, সাগরবাহিতা এবং অবশ্যই ঐ ক্ষিতি ও জলের মতো অগ্নির সঙ্গেও একাত্ম। একাত্ম—বায়ু (মরুৎ) এবং সূর্য-চন্দ্রাদি ধারণকারী আকাশের (ব্যোম) সঙ্গেও, নচেৎ এইমাত্র তাদের সাক্ষী মানলেন কিসের জোরে ? সুতরাং পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে যিনি একাত্ম বা স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী, তাঁর অগ্নিপ্রবেশে তো ভয় থাকবার কোনো কারণ নেই। শুধু প্রয়োজন, পর্যাপ্ত আত্মসচেতনতা, যা সাধারণ অবস্থায় যথেষ্ট জাগ্রত থাকে না। আলোচ্য মুহূর্তে সীতাকে অসাধারণ পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত করে বাল্মীকি জাগিয়েছেন তাঁর আন্তরসত্তা। তাই 'নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা' অগ্নিপ্রবেশ হয়েছে সহজসাধ্য।

প্রসংগত স্মরণীয় এই গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদের (ক) বিভাগে হনূমানের লঙ্কাদাহন-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত একটা মূল্যবান উক্তি "নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(সুন্দর/৫৫/২২)—অগ্নি কখনো অগ্নিকে দগ্ধ করে না, যার ব্যঞ্জনায় সীতা হয়েছেন স্বয়ং অগ্নিস্বরূপা। [পূর্ণতর ব্যাখ্যা ৮ (ক) পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।]

এ ছাড়া, আপন চারিত্রে সুরক্ষিতা, এ তো আছেই। এমন অসামান্য শক্তির অধিকারিণী যে সীতা-সত্তা, সে কেন না হবে অগ্নিজয়ী, কেনই বা না হবে ভূগর্ভবিহারিণী? এঁরই পক্ষে তো সম্ভব যুগপৎ ভূমিকন্যা ও অগ্নিকন্যারূপে লীলাবিস্তার ও সেই সূত্রে রামচরিতের বিন্যাস ও বিস্তারসাধন।

বস্তুত সীতার এই অগ্নিপ্রবেশের পরিকল্পনা সীতা-প্রতিমা-রচনার্থ মহর্ষির বিরাট ধ্যানের একটি ব্যঞ্জনাঢ্য পর্ব। অগ্নিপ্রবেশ ও পাতাল-প্রবেশ প্রায় সমার্থক, খালি একই জীবন দু'টি পর্বে বিন্যস্ত। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সীতার শ্রীমুখের বাণী হয়েছে স্তব্ধ, আর সীতা-চরিত্রের ব্যাখ্যায় অপরে হয়েছে মুখর। এতোক্ষণ সীতার কথা দিয়ে সীতাকে বুঝছিলাম, এখন তিনি আর কিছুই বলবেন না, সব বলার ভার পড়লো অপরের উপর, যাদের মধ্যে বিশেষ হলেন প্রথমে অগ্নিদেব পরে স্বয়ং রামচন্দ্র। এঁরা কী বলেছেন, শোনার আগে, শোনা যাক একটু অগ্নি-প্রবিষ্টা সীতার মহর্ষিদত্ত চিত্র-ভাষ্য।

দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতিমিব ॥
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে।
শপ্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবাদ্দেবতামিব ॥

সীতা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, অথবা যেন যজ্ঞস্থলে প্রদত্ত মন্ত্রের দ্বারা পরিপূত 'বসুধারা', কিম্বা যেন কোন স্বর্গের দেবী, না জানি কোন্ শাপের প্রভাবে স্বর্গচ্যুতা। তিনটি উপমাতেই সীতা-চরিত্রের ও সীতা-সত্তার বিপুল-বিশাল পবিত্রতা শাণিত ঔজ্জ্বল্যে প্রকটিত। প্রথমটিতে অগ্নি ও দ্বিতীয়টিতে ধরিত্রীর সঙ্গে একাত্মতা প্রতিফলিত। অগ্নির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনে সক্ষম না হলে কি সীতা প্রজলিত হুতাশনের মধ্যে প্রশান্ত চিত্তে প্রবেশ করতে পারতেন? এখানে আবার তারও উপরে। তিনি হয়েছেন দেবতা-ঋষি-গন্ধর্বদের চোখে যজ্ঞের সম্পূর্ণতাসূচক মন্ত্রপূত পূর্ণাহুতি— "যশসা ভামি লোকে স্বাহা"—। যথাবিহিত হোমকর্মে পরিতুষ্ট অগ্নি সপ্তশিখা বিস্তার করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আহুতিলাভের জন্য আকুল আবেগে অপেক্ষমান। ঠিক সেই মুহূর্তে পেলেন ঐ মন্ত্রপূত পূর্ণাহুতি, যার জোরে যজমানের এই প্রার্থনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পূর্ণ হতে পারে—'আমি যেন যশের বিস্তারে জগতে তেজস্বী হয়ে বিরাজ করতে পারি'। অগ্নির পরিতৃপ্তিসূচক সপ্তশিখার বর্ধিত তেজ ও দীপ্তি ঐ বর-প্রার্থনার উত্তরের "তথাস্তু"।

এমন কী শক্তি ও মাহাত্ম্য থাকতে পারে পূর্ণাহুতির মধ্যে যাতে যজ্ঞমাত্রেই বৈশ্বানর ঐটা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে যশ-জনিত দীপ্তি বা তেজমূলক বরদান করে আনন্দ পান,—যে যজ্ঞ হলো বৈদিক ধ্যান-মনন-অনুশীলনের কর্মকেন্দ্র, তার পূর্ণতা না জানি কী বস্তু,—এই নিয়ে আমাদের মনে যে বিস্ময়ের ঢেউ থামতে চায় না, সীতা সেই অনন্ত বিস্ময়ের মূর্ত প্রতিমা।

অগ্নিকুণ্ডে সীতার প্রবেশ যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু-বরণজাতীয় কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, তার চেয়ে অনেক গূঢ় তত্ত্বগর্ভ ঐ প্রবেশ, অপার্থিব পবিত্রতায় মণ্ডিত সীতার অলৌকিক চরিত্র-মহিমাই এখানে প্রোজ্জ্বল,—এটাই ঋষি-কবির এই উপমাটির নিহিতার্থ।

'বসুধারা' হলো যজ্ঞানুষ্ঠানে ভিত্তিগাত্রে প্রদত্ত মন্ত্রপূত সপ্ত-ঘৃতধারা। পূর্ণাহুতির মতো এখানে মন্ত্রপূত ঘৃতধারার পতন চোখে পড়বে; ওখানে অগ্নিশিখায়, এখানে বসুধা-বক্ষে, একই ঘৃতধারার মন্ত্রসংস্কারযোগে পতন। ওখানেও তেজের প্রার্থনা, এখানেও তাই; যথা—"ওঁ যদ্বর্চো হিরণ্যস্য/যদ্বা বর্চো গবামৃতঃ/সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ স্তেন মাং সংসৃজামসি।" 'বর্চ' শব্দের অর্থ তেজ বা দীপ্তি। ওখানে সপ্তশিখায়, এখানে সপ্তধারায় একই হব্য-গ্রহণের চিত্র। গ্রহীতা ওখানে অগ্নি, এখানে বসুধা। উভয়ের সঙ্গেই সীতার একাত্মতা।

অগ্নি সর্বশুচি; সেই শুচিতার সঙ্গে তেজ। আর ধরিত্রীর বিশালতার সঙ্গে ধৃতি, সহিষ্ণুতা ও মাতৃত্ব। এদের সমন্বয়েই তো সীতা-চরিত্র। এ তো খালি কবির মেহনতী কল্পনা-লব্ধ উপমা নয়, এই জীবন্ত প্রত্যয় নিয়েই সীতা সীতা। এরই জোরে তিনি অগ্নিকে বলতে পারেন,—

তথা লোকস্য সাক্ষী মাং
সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥"

ধরিত্রীকে বলতে পারেন,—

"তথা মে মাধবী দেবী
বিবরং দাতুমর্হতি॥"

(উত্তর, ৯৭/১৪-১৬)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাল্মীকির সীতা-ধ্যানের এমন অনেক গূঢ় বার্তা রয়ে গেছে তাঁর উপমাঢ্য বচন-বাচনে যাদের অধিকাংশই চরিত্রটির বিশালতা ও অনন্যতাসূচক। বার বার আমাদের মনে পড়ে মন্দোদরীর মুখের সীতা-প্রশস্তির সেই অংশটি যেখানে মহর্ষি তাঁর সীতা-পরিচয়ে বলেছেন, "বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম" (এখানকার দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এইমাত্র আমরা 'বসুধারা' উপমানের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে যে বসুধাকে দেখিয়েছি, মন্দোদরী-ভাষণে তাকেই পাওয়া যায় প্রত্যক্ষভাবে।

কেবল এইটুকু নয়—সীতা পৃথিবীর সঙ্গে উপমেয়। কেবল এই নয়—পৃথিবীর মতো বিশাল সীতা-চরিত্র। এও শুধু নয়—সীতা পৃথিব্যাত্মিকা। মহর্ষির বক্তব্য,—পৃথিবী বা 'বসুধা'র যা কিছু নিয়ে 'বসুধা'ত্ব, বা যাকে বলা যায় বসুধা-সার, সেটাই মূর্ত হয়েছে সীতার মধ্যে, ঠিক যেমন 'শ্রিয়াঃ শ্রীং', বা লক্ষ্মীর লক্ষ্মীত্ব ঐ একই সীতায় প্রমূর্ত। তাই আমরা বলতে চেয়েছি বাল্মীকির ধ্যান-ধৃত এই সীতা-প্রতিমার স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য পুনর্ধ্যানের প্রয়োজন আছে।

(ঘ)

[● "আত্মানং মানুষং মন্যে"—রামের এই উক্তির গুরুত্ব : রামের মানব-মহিমা ও সীতার মানবী-মহিমা।

● সীতা-চিত্রে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাম-চিত্রে আদর্শ রাজ-চরিত্র ফুটিয়ে তোলার আয়োজন।]

এখন দেখা যাক সীতা শুদ্ধ ও অগ্নিমধ্যস্থ হওয়ার পর কী ঘটনা ঘটলো এবং রামচন্দ্রের কী প্রতিক্রিয়া হলো। দেবতা ও লোকপালগণ শ্রীরামের কাছে এসে বললেন, আপনি স্বয়ং বিষ্ণু, লোকপালক ও তত্ত্বজ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হয়েও কেন সমস্ত বুঝেও প্রাকৃত জনের মতো বৈদেহীকে উপেক্ষা করছেন? যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও বিনয়প্রদর্শনপূর্বক শ্রীরাম তাঁর উত্তরে বললেন,—আপনারা কী বলছেন?

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি আমাকে মানুষ বলেই জানি, জানি আমি মহারাজ দশরথের পুত্র। এখন আপনারাই বলুন, যদি আমি তা না হই, তবে আমি কে ?

এর উত্তরে তো আমরা রামের অভিমানবীয়তা ও রাম-সীতার সম্পর্কের অলৌকিকতার গুণগান শুনলাম প্রশস্ত পরিসরে ; কিন্তু রামের মুখে প্রথম উত্তরটি বসিয়ে বাল্মীকি কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন ?

আত্মানং মানুষং মন্যে—

রামের মুখের এই কথার মধ্যে কি রাম-চরিত্র-রহস্যের অথবা রামায়ণ মহাকাব্যের আবেদন সংক্রান্ত কোন সংকেত নিহিত রাখা হয়েছে ? * * * অবশ্যই হয়েছে। আদিকবি চেয়েছেন, তাঁর আদিকাব্য রামায়ণকে লোকে মানুষেরই চরিতকথা বলে ভালবাসুক,—দেবতার কাহিনী বলে নয়। যদি সেই মানুষের মধ্যে দেবতাসুলভ মহত্ত্বের পরিচয় ফুটে থাকে তবে সেটা মনুষ্যত্বের অনুশীলনজাত উৎকর্ষ ও উন্নয়নরূপে প্রকটিত বলে বুঝতে হবে। তা ছাড়া, অশেষ গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও রামের কাহিনীতে যে ত্রুটি-দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তার সমর্থন তো এখানেই যে, রামকে দেবতারূপে সৃষ্টি করা হয়নি, হয়েছে মানুষ রূপে, যাতে জগতের মানুষ তাঁকে আপন বলে ভাবতে পারে। মানুষ অসম্পূর্ণ, ভ্রম-প্রমাদ-ত্রুটি-দুর্বলতার অধীন। আপাতদৃষ্টিতে রাম-চরিত্রেও ধরা পড়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির নিদর্শন। তাঁর ভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছে শক্তির অপূর্ণতা, জয়ের পাশে পরাজয়, সর্বশক্তিমত্তার পাশে অক্ষমতা, বীরোচিত দৃঢ়তার পাশে স্নেহ-প্রেমের কোমলতা, আত্মসংযমে মহাশক্তিমান হয়েও অসংযত রোদনের দুর্বলতা, সীতাকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জেনেও তাঁর প্রতি অবিচারের আপাত-মূঢ়তা।

কিন্তু এহো বাহ্য। আলোচ্য উক্তিটি গূঢ়তর নিহিতার্থে মণ্ডিত বলে গৃহীত হতে পারে। প্রথমত, যে-কারণে সীতার মুখে বেরোয় অমন রূঢ় উক্তি 'প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব',—যেটায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাম-চরিত্রে ঘটেছে ঘোর অবনমন, মনে হয় সে এক অনপনেয় কলঙ্ক,—এবং দেবতারাও ঠিক ঐ প্রশ্ন তুলে "মানুষঃ প্রাকৃতো যথা"—এই ভাষায় রামের কাছে যার কারণ জানতে চেয়েছেন,—এই উক্তিতেই রয়েছে তার প্রথম সরাসরি জবাব। আমি তো অলৌকিকের কারবারী নই, আমি পৃথিবীর মানুষ। আর জন্মেছি রাজবংশে বটে কিন্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্মগত অধিকারটুকু নিয়ে জনসাধারণের উপর আধিপত্য ফলাবার জন্য নয়, তাদের অপ্রীতি এড়িয়ে জনপ্রিয় রাজা হওয়ার জন্য। যাদের আমি বলেছি "জনোঽয়ং স্বজনো মম"—এরা আমারই আপনজন—তারা তো সাধারণ মানুষ (প্রাকৃত জন)। সীতার সম্ভাব্য কলঙ্কস্পর্শের ব্যাপারটা সাধারণ মানুষ যেভাবে নিতে পারে আমি সেইভাবেই নিয়েছি। প্রাকৃতসুলভ আচরণের কারণ, প্রাকৃত স্তরের মানস-প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে ঐ স্তরে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে বুঝতে হয়। আর, তবেই তাদের 'স্বজন' বলে ঘোষণা হয় সত্য, সার্থক,—যদি অমন ক্ষেত্রে তাদেরই মতো (মহাপুরুষের মতো বা তত্ত্বজ্ঞের মতো নয়) একান্ত স্বাভাবিক আবেগমত্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি। দ্বিতীয়ত, এই উক্তিরই আলোকে পাওয়া যাবে আলোচ্য ক্ষেত্রে রামের ট্রাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের, তথা চারিত্রিক অনন্যতার স্বরূপ। এর অভ্যন্তরে কান পাতলে শোনা যায় সেই বিরাট পুরুষের বিরাট হৃদয়ের চাপা-কান্না। রামের অন্তরের অব্যক্ত কথাটা যেন এই,—আপনারা যে আমাকে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বলে তুলে ধরতে চান, তাতে শুধু চাপাই দেওয়া হয় আমার বুকের বিপুল অগ্নিদাহকে। আমি পুরোপুরি মানুষ বলেই তো আমাকে অমন বুকের আগুনের জ্বালায় জর্জরিত হতে হচ্ছে। জ্বালার হেতু যে নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব, সেখানে একদিকে প্রাণ-প্রিয় সীতার অখণ্ড সতীত্বে অখণ্ড বিশ্বাস, অপরদিকে গণমানসের প্রত্যাশানুরূপ নির্মম অসতী-অভিযোগের কঠোর ঘোষণা,—একদিকে অকলঙ্ক পুরুষচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শের গৌরববোধ নিজের মধ্যে অক্ষুণ্ণ, অপরদিকে প্রাকৃত-সুলভ আচরণের কলঙ্ক মাথায় চাপিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ যাকে আমরা বারে বারে বলেছি "রামের অগ্নিপরীক্ষা" [১৫ (খ), (ঙ), (চ)]—ঐ উক্তির মধ্যেই রয়েছে তার স্বরূপ চিনে নেওয়ার নিগূঢ় সংকেত।

* * *

যাই হোক, দেবতাদের মুখে শোনা গেল, রাম মানুষ হয়েও স্বয়ং নারায়ণ।

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষটকারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরাৎপরঃ।

ইত্যাদি। স্বয়ং ব্রহ্মা বলছেন,—

অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হে রাঘব! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা। আতিশয্য সত্ত্বেও এ উক্তি রামসম্পর্কে যে সত্য, রামায়ণবিদ্‌গণ তা জানেন। সীতা তা হলে কী,—এরও ইংগিত রয়েছে ব্রহ্মার বচনে,—

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥

কিন্তু দেবতারা যাই বলুন, মানব-মানবীরূপেই রাম-সীতার জীবন-পরিচিতি ও জাগতিক ভূমিকা। আমরা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হই সেই পরিচয় ও সেই ভূমিকার মহত্ত্বের বহর দেখে দেবতারা হয়েছেন বিচলিত, মানুষের পৃথিবীতে নেমে এসেছে স্বর্গের মহিমা, অথবা এই পৃথিবীতে মানুষই এমন স্বর্গ রচনা করেছে যা স্বর্গের দেবতাদেরও ঈর্ষার বস্তু,—শ্রদ্ধার বা অভিনন্দনের তো বটেই।

তাই তো অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে অগ্নিদেবকে বেরিয়ে আসতে হলো নরোত্তম রামচন্দ্রের সম্মুখে সতীত্বের শাশ্বতী প্রতিমা সীতার চারিত্র-মহিমা কীর্তনের জন্য, **—দেবী-মহিমা নয়, মানবী-মহিমা ;** —এই ঘোষণার জন্য যে, সীতা মানবী হয়েও দেবী, অথবা দেবীর চেয়েও শক্তি ও মহিমার অধিকারিণী মানবী।

আমরা আগেই বলেছি, অগ্নিপ্রবেশের পর আর শোনা যাবে না সীতার কথা, অগ্নিশিখা জয় করে তিনি বেরিয়ে আসবেন, কিন্তু নিজে থাকবেন স্তব্ধ, মুখর হতে হবে অপরকে। দৃশ্যটি কী চমৎকার,—**সততা, পবিত্রতা, সতীত্ব-নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও তেজস্বিতার প্রতিমূর্তি** বৈদেহী রয়েছেন **নীরব মানবী মূর্তি**,—আর প্রথমে দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব ও পরে মানবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তাঁর চরিত্রগান গেয়ে চললেন।

"অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ",— অগ্নিদেব সীতাকে (পিতার ন্যায়) ক্রোড়ে ধারণ করে উত্থিত হলেন। জন্ম বসুমতীর কোলে, আর এখানে পিতৃসদৃশ বিভাবসুর কোলে,—আবার পরে তিরোধান-কালে পুনরায় ধরিত্রীর কোলে,—**এটা সেই সীতার ক্ষেত্রেই সম্ভবপর কল্পনা, যিনি সত্যই প্রকৃতিরূপা ; পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির ক্ষিতি ও তেজ** এখানে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ।

লোকমানসে সন্দেহের সম্ভাবনায় রাম সীতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছিলেন, এখন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছেন স্বয়ং লোকসাক্ষী অগ্নি,—

এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্যাং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা ॥

রাম! এই নাও তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর, পাপের লেশমাত্রও এঁকে স্পর্শ করে নি। রাম। তুমি চরিত্র নিয়ে গর্ব করতে পার (বৃত্তশৌটীর্য) ঠিকই, কিন্তু আমিও বলছি, এই শুভলক্ষণা (শুভা) সচ্চরিত্রা (সুবৃত্তা) বৈদেহী বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষুদ্বারা এমন কিছুই করেন নি যাতে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয় (অত্যচরৎ)। * * শক্তিমদমত্ত রাবণের ভয়ংকর কবলে কবলিত ও প্রলোভন-জালে জড়িত হয়েও তোমার প্রতি তদ্গতচিত্ত মৈথিলী এক মুহূর্তও রাবণকে চিন্তা করেন নি, নিরন্তর তোমাকেই ধ্যান করেছেন।

অগ্নির শেষ কথা,—

বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মৈথিলীম্।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥

হে রাঘব, আমি আদেশ করছি, এই নিষ্পাপ বিশুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীকে তুমি গ্রহণ কর, এঁকে আর কোন কথা বলবে না।

এইবার রামচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া। অনেকক্ষণ রয়েছি আমরা প্রতীক্ষায়। অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ, অনেক অভিযোগ জমে উঠেছে রামের বিরুদ্ধে। মূল ইংগিতটা আগেই দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তি-রাম নয়, রাজা-রাম, লোক-পালক রাম-এর বিশেষত্ব দেখানোই এখানকার উদ্দেশ্য। আর, রূঢ়তা-রুক্ষতা যা কিছু তিনি দেখিয়েছেন সে বুঝি সীতা-চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিস্ময়কর শক্তি-গুলির বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য।

ভুলিনি আমরা, সীতা তাঁকে দেখতে আসবেন এই সংবাদে রাম হয়েছিলেন সহসা চিন্তাগ্রস্ত ও বাষ্পাকুল-লোচন; আবার সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরও দেখা যায় তিনি পুনরায় চিন্তাগ্রস্ত—যদিও সে মুহূর্তমাত্র। প্রথম চিন্তার কারণ, সীতাকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে হবে, বাষ্পাকুলতাও সেই কারণে। সে চিন্তার মধ্যে ছিলো,—যা তিনি করতে যাচ্ছেন তাতে তাঁকে কেউ সমর্থন করবে না; অকারণ সীতা-নিগ্রহ সকলকেই বিক্ষুব্ধ করবে;—প্রাকৃত জনের মতো মনে হবে তাঁর আচরণ—কিন্তু বিচলিত হলে চলবে না,—সীতা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাহাত্ম্য-বিকাশের লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে। ঠিক রাখতে হবে লোক-পালকের ভূমিকায় আপন যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার লক্ষ্য। সীতা হবেন ঘোরতর মনস্তাপের বশবর্তিনী, কিন্তু উপায় নেই ;—আর সেই কথা ভেবেই তাঁর চোখ জলে ভরে আসে।

এখন যে আর একবার রাম হলেন চিন্তান্বিত,—

—দধ্যৌ মুহূর্তং ধর্মাত্মা—

সে শুধু ভেবে নেওয়ার জন্য কী জবাব তিনি দেবেন অগ্নিদেবকে, কী বলেই বা তিনি সীতার ও অন্যান্য সকলের মনের ক্ষোভ, দুঃখ, অসন্তোষ দূর করবেন। পূর্ব-চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো নিদারুণ মনোব্যথা-জনিত বাষ্পাকুলতা, এবারের চিন্তাও তাঁকে করেছে বাষ্পাকুল, তবে, সে অশ্রু আনন্দাতিশয্যের—'হর্ষব্যাকুল-লোচনঃ'—,কারণ, স্বীয় কার্যের উপযুক্ত কৈফিয়ৎ, জানকী-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়-ধারণা—ব্যক্ত করার আনন্দাবেগ তাঁকে হর্ষ-ব্যাকুল করে তুলছে। বললেন,—

অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা ॥

শুভলক্ষণা সীতা যে ত্রিলোকের মধ্যে সমধিক পবিত্রা, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না ; তবে যে আমি তাঁর প্রতি এমন আচরণ করলাম সে শুধু লোক-মানসে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে, যেহেতু সীতা যে দীর্ঘকাল রাবণের অন্তঃপুরে কাটিয়েছেন, এটাও তো ঠিক।

বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি ॥

সুতরাং আমি যদি জানকীর বিশুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য কোনো কিছুই না করে তাঁকে গ্রহণ করতাম তবে লোকে বলতো—দশরথতনয় রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র এবং মূঢ় (বালিশ)।

অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ॥

নচেৎ জনকতনয়া মৈথিলী যে অনন্যহৃদয়া এবং আমাতেই একান্ত অনুরাগিণী তা আমিও জানি বই কি। আরও জানি—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্তেত বেলামিব মহোদধিঃ ॥

—যুদ্ধ।১১৮।১৬

যেমন মহাসাগরের সাধ্য নেই যে বেলাভূমি অতিক্রম করে, তেমনি রাবণেরও সাধ্য নেই যে সীতার উপর অত্যাচার করে ; এই বিশালাক্ষী জানকী আপনার তেজেই আপনি সুরক্ষিতা।

তবে শুধু আমার প্রত্যয় সুদৃঢ় হলে তো হবে না, অপরের মনে সেই প্রত্যয় দৃঢ়মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, তাই—

প্রত্যয়ার্থন্তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশ্রয়ঃ।
উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্ ॥

—ঐ।১৭

বৈদেহী যখন অগ্নিতে প্রবেশ করেন তখন আমি তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করি নি, যেহেতু সত্যাশ্রয়ী হয়ে আমি চেয়েছি ত্রিলোকবাসীর মনে ঐ প্রত্যয় সুদৃঢ় হোক।

ন শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥

—ঐ।১৮

রাবণকর্তৃক সীতার চরিত্রবিনাশের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় অপ্রাপনীয়া মৈথিলীকে সেই পরম দুরাত্মা মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারে না।

নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা ॥

—ঐ।১৯

সতীশিরোমণি সীতা রাবণের অন্তঃপুরে বাস করলেও তাঁর মধ্যে কোনরকম বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে না, কারণ সূর্যের প্রভা যেমন সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন, সীতাও তেমনি আমার সঙ্গে অভিন্ন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাত্মবতা যথা॥

—ঐ। ২০

আত্মবান ব্যক্তির কাছে কীর্তি যেমন অপরিত্যজ্য, ত্রিলোকবিশুদ্ধা জনকতনয়া সীতাকেও তেমনি আমি কখনই পরিত্যাগ করতে পারি না।

কিভাবে যে বিশ্ব-আলোড়নকারী অশান্তির উত্তালতা চিরস্নিগ্ধ পরমা শান্তির অনন্ত প্রবাহে রূপান্তরিত হলো, তা লক্ষ্য করে আমরা আদিকবি বাল্মীকির কবি-ধ্যান ও কবিকৃতির বন্দনায় বিভোর না হয়ে পারি না। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে সীতা যে নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, যে অপরিমেয় মনস্তাপে দিশেহারা হয়েছেন, তার তুলনা যেমন কোথাও নেই, তেমনি তার বিনিময়ে তিনি এখন যে অসীম সুখ-শান্তির অধিকারী হলেন, যে সর্বসন্তাপহারী আনন্দের মন্দাকিনী-ধারায় হলেন অভিস্নাত, তারও কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ রামের মুখে বিশেষ করে এই চারটি শ্লোকের আবৃত্তিতে সীতার কেবল যে পূর্বের সকল আঘাতের জ্বালা জুড়িয়ে গেছে, তাই নয়, তিনি ধন্য হয়েছেন ত্রিলোকবন্দিত নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের শ্রীমুখে উচ্চারিত তাঁর এই চারিত্র-বন্দনায়।

আমরা যারা কথায় কথায় রামায়ণের রাম-চরিত্রের বিচারে বসে থাকি, বোধ হয়, এখানে একটু থতমত খাই স্থির সিদ্ধান্ত নিতে। একটু আগে রামের আচরণ দেখে চরিত্রটার বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য পেশ করার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ফলানোর মত্ততায় স্ত্রীর প্রতি অহেতুক তুচ্ছতার মনোভাব, সম্মাননীয়া নারীর লাঞ্ছনা-নিগ্রহের ব্যবস্থায় নিকৃষ্ট মনের পরিচয়, শক্তিমান বলে অন্যায় হুকুম চালানোর বাড়াবাড়ি বা গোঁয়ার্তুমি, অতিরূঢ়তা, স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশে ও তার ভবিষ্যৎ পন্থানির্দেশে জঘন্য অমার্জিত রুচির পরিচয় ('প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব'),—এই সব কিছুর সঙ্গে, রামায়ণ-কারের খেয়ালী কল্পনা সীতার অগ্নি-পরীক্ষা রূপ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার উপযোগী রাম[illegible] উঠেছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু এখন আবার ঐগুলো সম্বন্ধে নোতুন করে ভাবতে হয়, আর বোধহয় বিরূপতার সবটুকুই উধাও হয়ে যায় লংকাকাণ্ডের ১১৮ সর্গের উপসংহারে।

শুধু কি তাই? **সীতা-চিত্রে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাম-চিত্রে আদর্শ রাজ-চরিত্র ফুটিয়ে তোলার যে** সুনিপণ আয়োজন এখানে হয়েছে আদিকবি বাল্মীকির হাতে, তা উপেক্ষিত হলে আদিকাব্য আর্য-রামায়ণের বাঞ্ছিত আবেদন সম্পর্কে ধারণা থেকে যাবে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ।

(৬)

[● তুলসীদাসী সীতা-চিত্র নিয়ে আধুনিক বিদুষী-মহলের আলোড়ন : তাঁদের বাল্মীকির সীতার প্রতি অনুরাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ : বিভ্রান্তি ও দৃষ্টিবিকার,—বিশেষত রাম সম্পর্কে।]

আমাদের ভাষা রামায়ণগুলির মধ্যে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় বাল্মীকির এই ধ্যান-প্রসূত সীতা ও রাম-চরিত্রের আদর্শের প্রতি উপেক্ষা। এক ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের আধিপত্য, আর এক, ভিন্নযুগীয় সমাজের আদর্শবোধ, দাবী ও রুচি অনুযায়ী নারী-আদর্শের অবনমন,—এই দু'য়ের সম্মিলিত প্রভাবই ঐ উপেক্ষার কারণ। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তুলসীদাসী রামায়ণই সবচেয়ে ব্যাপক প্রতাপশালী বলে সাম্প্রতিক দূরদর্শনে প্রদর্শিত 'ধারাবাহিক রামায়ণে' তারই অনুসরণ সবচেয়ে প্রশস্ত হওয়ায় সমালোচকের চোখে চরিত্রায়ণে বাল্মীকি-লঙ্ঘনের দায়ে তুলসীদাসই বেশি করে ধরা পড়েছেন। * * সে যাই হোক, ঐ সূত্রে আমরা রামায়ণ নিয়ে আধুনিক গবেষকদের নানা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাচ্ছি। যে সীতা-চরিত-ভাষ্য বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, সাম্প্রতিক নারী-প্রগতির আলোকে সঞ্চালিত কিছু কিছু গবেষণায় দেখা যায় ঐ বিষয়ে বাল্মীকির দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ধারের ভালোই চেষ্টা হয়েছে। দূরদর্শনে প্রদর্শিত সীতা-চিত্রের সমালোচনার জরুরী তাগিদেই পাওয়া গেছে ঐ জাতীয় গবেষণার কিছু নমুনা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তবে ঐ প্রয়াস প্রশংসনীয় হলেও খাঁটি বাল্মীকির ধ্যানধৃত সীতামূর্তি উদ্ধারে যে তত্রাপি ভ্রান্তি রয়ে যাচ্ছে, এটা দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

নারী-প্রগতির আলোকে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে আধুনিক কালের নামকরাদের মধ্যে রোমিলা থাপর একজন। তুলসীদাস ও বাল্মীকির সীতা-সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনায় তিনি বেশ কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এইটাই বুঝিয়ে দেওয়া, ভারতীয় আদর্শ নারী-চরিত্র হিসাবে বাল্মীকির যে সীতা-আদর্শ, সেটা উপেক্ষিত ও অবনমিত হয়েছে তুলসীদাসী রামায়ণে, এবং এটা হয়েছে যুগে যুগে নারীর জীবনধারা সংক্রান্ত 'ট্রাডিসান'-এর পালাবদলের ফলে। বাল্মীকি থেকে তুলসীদাস, কেন ঐ ট্রাডিসনের এতোটা রূপান্তর, যার মধ্যে অবনমনই সুস্পষ্ট,—এটাও ব্যাখ্যাত হয়েছে যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণে। যে সীতা ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী, স্বাধীনচেতা, bold, spirited and assertive, পরিবর্তিত ট্রাডিসানের চাপে তিনি হয়েছেন ব্যক্তিত্ববর্জিত, পরপদানত, meek, obedient and submissive। এ অবস্থায় বর্তমান নারী-জাগৃতির যুগে তুলসীদাসী সীতা-ট্রাডিসান যে নারী-সমাজে গ্রাহ্য নয়, দূরদর্শনে প্রচারিত সীতা-চিত্রের বিরূপ সমালোচনা-সূত্রে এটাই জাহির করার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। আর বাল্মীকি-অঙ্কিত সীতা-চিত্রের প্রশস্তিমূলক রোমিলা-কৃত প্রাগুক্ত সীতা-সমীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে তাঁর অনুরাগিনী-মহল থেকে বলা হয়েছে,—(ক) "The current TV-serial reinforces Sita's overwhelming vulnerability. What is compeletely overlooked is the positive manner in which **Sita rejects Rama in the end**" (A.B. Patrika of 19. 3. 88.)। আর কোন্ বিশেষ কারণে আধুনিক যুগের নারীসমাজেও বাল্মীকির সীতার সমাদর অম্লান থাকার যোগ্য, এটা সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে,—

(খ) "The popularity of Sita is due to the **strength of this last gesture of protest.** It is essentially in this quality to seek **her own freedom,** and **her splendid rejection of the man who symbolises that bondage that Sita's appeal lies with women" (Do).**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অর্থাৎ (ক) 'তুলসীদাসী রামায়ণে যে-সীতা নিয়ত-নতি-প্রবণা নারীর সীমাহীন দুর্বলতায় মণ্ডিত, দূরদর্শন-চিত্রে সেই সীতা-মূর্তিকেই আরো কায়েমীরূপে জনমানসে মুদ্রিত করার আয়োজন হয়েছে। আর বাল্মীকিতে ঐ যে কাহিনীর অন্তিমে প্রত্যক্ষ দৃঢ়তায় সীতা রামকে স্পষ্টই বর্জন করেন (rejects Rama), এটা হয়েছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

(খ) 'বাল্মীকির সীতা এযুগের নারীর কাছেও পরম প্রিয় নারী-চরিত্র। তবে ঐ জনপ্রিয়তার মূলে আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দৃঢ়তা যা সীতা দেখিয়েছেন একেবারে কাহিনীর অন্তিমে (সীতার পাতাল প্রবেশ)। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব স্বাধীন মতে চলার ব্যাকুলতা, এই যে সীতা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং স্বামী-ভূমিকায় অবতীর্ণ ঐ দাসত্বের প্রতীকরূপী পুরুষটাকে (the man who symbolises that bondage) বর্জন করার (rejection) এই যে গৌরবোজ্জ্বল নমুনা (splendid rejection),— এই কারণেই নারী-সমাজে বাল্মীকির সীতার চিরন্তন আবেদন সুপ্রতিষ্ঠিত।'

রোমিলার মতো এই লেখিকারও বাল্মীকি রামায়ণের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে উদ্ধৃত দু'টি অংশে বাল্মীকির সীতা-ভাষ্যের যে নমুনা পাওয়া গেল তা খুবই আপত্তিকর। উগ্র-প্রগতিবাদ-জনিত দৃষ্টিবিকার ও মনোবিকার বা রুচিবিকারের বশে লেখিকা বাল্মীকির সীতাকে পুরোপুরি চিনতে পারেন নি। তিনি খালি খণ্ডরূপই দেখেছেন, পূর্ণ রূপ তাঁর কাছে ধরা পড়ে নি। তাই বোঝেন নি, তিনি যা দেখিয়েছেন, বাল্মীকির সীতা তার চেয়ে অনেক বড়ো। লেখিকা, সম্ভবত এযুগের আরও বহু প্রগতিবাদিনী বিদুষীর মতো, সেই বড়ো 'ইমেজ'-কে হজম করতে না পেরে, চল্‌তিকালের নারীপ্রগতি-মাফিক ছাঁচের মতো করে নিয়ে সীতাকে আদর্শ নারীর মুকুট পরাতে চেয়েছেন। এটাতে বাল্মীকির সীতার যে বিকৃতি বা distortion ঘটানো হয়েছে তা প্রতিবাদার্হ। লেখিকা যে কতোখানি দৃষ্টিবিকারগ্রস্ত তার প্রমাণ তাঁর রাম-সম্পর্কিত স্পর্ধিত মন্তব্য, 'the man who symbolises that bondage'। বাল্মীকি-রামায়ণের রামকে যিনি মনে করেন, মুক্তির নয় বন্ধনের প্রতীক, উদ্ধারের নয় দমনের প্রতীক, বিকাশের নয় পীড়নের প্রতীক,—তাঁর বাল্মীকি-ভাষ্যের কোনো অধিকার নেই। লেখিকা যে সীতার 'strength of protest' লক্ষ্য করেছেন, সেখানে কোনো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভুল নেই ; ভুল সেখানে, যেখানে তিনি বুঝেছেন 'Sita rejects Rama in the end'। যেটাকে তিনি বলেছেন, 'splendid rejection' (বর্জনের বাহাদুরি) তার মধ্যেই যে রয়েছে, 'splendid resignation' (সমর্পণের বিস্ময়)—এটা লেখিকা বুঝতে পারেন নি, বা বুঝতে চান নি।

রোমিলার নিজস্ব মন্তব্য সম্পর্কে বলতে চাই, বাল্মীকির সীতার আবির্ভাব ও তিরোভাবের অনন্যতা দেখিয়ে তিনি যে সীতার নারী-সত্তার অনন্যতার প্রতি সম্ভাগ থাকার দায়িত্ব আছে বলে বুঝিয়েছেন (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯. ৩. ৮৮), সেটা ঠিকই ; এবং এটাও খুবই ঠিক যে সীতার জীবন একটা জয়-জয়কারের জীবন। তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন: —

> "Ultimately after all the trials and tribulations **she triumphs** in a way because she goes back to mother-earth."
>
> —'বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার পর অবশেষে তিনি এক হিসাবে জয়ী হয়েছেন, কারণ তিনি তাঁর মাতা-বসুমতীর কাছে ফিরে যেতে পেরেছেন।'—

হ্যাঁ, সত্যই এই 'triumph' বা জয়ের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে 'সীতা-চরিত' বা সমগ্র রামায়ণ ('কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ' এই বাণীর সার্থকতাও এইখানে)। আর, এই সঙ্গে এটাও জুড়ে দিতে চাই যে, সীতা-চরিতেই আশ্রিত রামচরিত।

তবে দুটো কথা। এক, 'ultimately' বা কেবল অন্তিমের বিজয় নয়, নয় শুধু কেবল ফিরে যেতে পারার বিজয়,—তাঁর বিজয়ের ছোটো ছোটো নিশান মহর্ষি তাঁর কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই উড়িয়ে দিয়েছেন ; আর এক, রামকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে সীতার বিজয় কল্পনীয় নয়। রামকে অন্তরের অন্তরে ধারণ করেই তাঁর বিজয়। সীতার যে 'gesture of protest', যে 'quality to seek her own freedom'—এর ভিত্তিতে প্রাগুক্তা লেখিকা সীতার গুণগান গেয়েছেন, সেটা যে কেবল অন্তিমেই ফুটেছে, তা তো নয় ;—তার পরিচয় বাল্মীকি-রামায়ণে আরও অনেক আছে। আছে অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাস-বরণ নিয়ে, অরণ্যকাণ্ডে রামের অহেতুক হিংসাবৃত্তি নিয়ে, যুদ্ধকাণ্ডে অগ্নিপ্রবেশের সিদ্ধান্তে, উত্তরকাণ্ডে বনবাস-দণ্ডবিধান নিয়ে এবং সবশেষে সীতা-শপথের প্রস্তাব নিয়ে। শেষেরটা ছাড়া,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর প্রতিক্ষেত্রেই সীতার প্রতিবাদ (বা 'protest')-গুলো পেয়েছে রামের আন্তরিক অভিনন্দন,—কারণ বিজ্ঞ-বিচক্ষণ যুক্তি-তর্কের দৃঢ়ভিত্তিতেই তারা দাঁড়িয়ে আছে। 'protest' করা এবং 'reject' করা যে এক নয়, লেখিকা এটা বুঝলে ভালো করতেন। তা হলে আর তাঁর বাল্মীকির সমগ্র সীতাকে বা সীতার পরিপূর্ণ 'ইমেজ'টাকে বুঝতে ভুল হতো না।

একেবারে অন্তিম প্রতিবাদেও যে সীতা কতোখানি রাম-ময় হয়ে রামকে ছেড়ে চলে গেছেন, সেটা জানা যায় তাঁর অন্তিম উক্তি-ত্রিতয়ে :—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ উত্তর—৯৭।১৪
কর্মণা মনসা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ঐ ১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ঐ।১৬

—এই যে সীতা-মানস, এর মধ্যে কি রামকে 'reject' করার 'gesture' ফুটেছে বলে ভাবা যায়? তবে যে তিনি রামকে ছেড়ে চলে গেলেন? তার প্রথম কারণ, এইখানেই তাঁর লীলার সমাপ্তি। দ্বিতীয় কারণ, ধরিত্রী-কন্যারূপে যাঁর আবির্ভাব, ধরিত্রীগর্ভে প্রত্যাবর্তনই তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি,—আর এখানেই ঘটেছে তার সুবর্ণসুযোগ।

অগ্নিপ্রবেশ ও ভূমি-প্রবেশ, সীতার জীবন-লীলায় দুটোই প্রায় সমান। তবে তখনও লীলা সম্পূর্ণ হয়নি বলে তাঁর প্রার্থনা ছিলো—

"তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ।"

এখন আর 'রক্ষা পাওয়া' বা ধরায় অবস্থিতির প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই ধরিত্রীর কোলে ফিরে যেতে চেয়েছেন। অতঃপর রামচরিতের বাকী যে বিকাশ ও বিস্তার ঘটবে, সেটা ঘটবে সীতার অবর্তমানে, সীতা-বিরহিত রামের ভূমিকায়। অন্তিমপর্বীয় সীতার অভিমান-সূচক প্রতিবাদ শুধু সেই বাকী লীলার বিকাশের জন্য। এর মধ্যে প্রতিবাদের সুর একান্তই মৃদু।

এর চেয়ে বরং যুদ্ধকাণ্ডের অগ্নিপ্রবেশ-দৃশ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে সীতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনেক বেশি তেজস্বিতার বিচ্ছুরণ ও মিথ্যাপবাদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্যের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। যে খণ্ডদৃষ্টিতে সীতার রামকে 'reject' করার কথা মনে এলেও আসতে পারে, সেই দৃষ্টি নিয়ে এখানে সামাল সামাল। কারণ, এখানে তো সীতার মুখে দুটো একটা কথা নয়, একের পর এক চলেছে ধারাবাহিক যুক্তিতর্কের অগ্নিবৃষ্টি। প্রতি ধাপেই রাম নিরুত্তর থাকতে বাধ্য। এমন প্রশ্নও একাধিক তুলেছেন সীতা, যা রামের বুদ্ধিভ্রংশের ইংগিত জানিয়ে সকলের কাছে রামকে অত্যন্ত ছোটো করে দেয় (আগেই উদ্ধৃত হয়েছে)। প্রতিবাদের (protest) তীব্রতা ও রূঢ়তাও বিস্ময়কর। সুরুতেই সেই যে 'প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব,"—"gesture of protest" এর চেয়ে 'splendid (!)' আর কী হতে পারে?

অথচ এই যে রুক্ষ-কঠোরতা, এই যে আপাত-রাম-বিরূপতা,—এটা যে খণ্ডদৃষ্টিবিধৃত সীতামূর্তি,—সীতা-ইমেজের একটা আংশিক, মুহূর্তবিশেষের প্রতিফলন,—সমগ্রতায় সীতা-প্রতিমার উপাদান-সমাবেশের মধ্যে রাম-ময়তা অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত,—তারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে সীতার পরমুহূর্তে উচ্চারিত অগ্নিপ্রবেশকালীন বাণী-বিন্যাস ঃ—

'যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ' ইত্যাদি।

বিশেষ লক্ষণীয়, এখানে কী ধরণের 'triumph' সীতা আয়ত্ত করেন :—'triumph' over the power of Rama just to be honoured by his greater admiration',—হীনতা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য রাম যে শক্তি প্রয়োগ করেন, সেই শক্তির উপর জয়ী হয়ে রামেরই আরো বড়ো বহরের স্তুতিগানে সম্মানিত হওয়া,—রামের পুরুষ-সত্তার পৌরুষমত্ত পরুষতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে আপন নারী-সত্তার মহিমা দেখিয়ে সেই রামের কাছ থেকেই যথা-যোগ্য সম্ভ্রম আদায় করা। লক্ষণীয়,—এখানে রামকেই 'submit' করতে হয়েছে 'assertive' সীতার কাছে। এটা ধরা পড়বে তাঁদের চোখে যাঁরা সীতার অগ্নি-প্রবেশের পরবর্তী ঘটনা, বিশেষ করে রামের প্রতিক্রিয়া (এই গ্রন্থেই বিশ্লেষিত) অনুধাবন করবেন।

বস্তুত সীতার 'assertion' ও রামের 'submission' কেবল এই "অগ্নিপ্রবেশে"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নয়,—রামায়ণে বর্ণিত আরো অনেক পরিস্থিতিতে (কয়েকটি পূর্বেই উল্লেখিত) এর নমুনা লক্ষণীয়। আর ঐ যে 'the man who symbolises that bondage'—বাল্মীকির রামের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত স্পর্ধিত কটাক্ষ, এর জবাবে যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত হয়েছে ৩য় পরিচ্ছেদের শেষ ধাপের কয়েকটি পৃষ্ঠায়।

আসলে রোমিলার 'ultimate triumph'এর থিওরিটা, মনে হয়, অনেকেরই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা অবশ্যই খুশী হবেন যদি এখানে আবার স্মরণ করিয়ে দিই, যতোই পতিপ্রাণা হোন, স্বাধীন ব্যক্তিত্বসচেতন প্রজ্ঞাবতী সীতা ছিলেন নারী-প্রগতির মূলমন্ত্রে সুদীক্ষিতা—যার প্রমাণ আমরা দেখিয়ে এসেছি ১৫শ (ক) পরিচ্ছেদে 'অগ্নিপ্রবেশ'-এর পর্যালোচনায়। এখন, এই যেখানে মহর্ষি-কল্পিত রাম-সীতার সংযোগ-সাধনে নিগূঢ় মন্ত্রশক্তিযুক্ত যোগসূত্র, সেখানে নিতান্ত আধুনিক ধারণার গণ্ডীর মধ্যে তাঁদের টেনে এনে, আধুনিক দৃষ্টিসম্মত নারী-পুরুষের অধিকারের আলোয় তাঁদের পৃথক পৃথক মর্যাদার বিচার করতে যাওয়া বিভ্রান্তির জালে জড়িত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আশা করি, এখানকার বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হবে, সীতার 'ultimate triumph' নির্ণয় করতে যাওয়ায় বাল্মীকির সীতা-ইমেজটার প্রতি সুবিচার করা হয় নি —বোঝার দরকার আছে যে সীতার triumph অমন 'ultimate triumph' নয়, constant triumph ;—অন্তিম বিজয় নয়, নিত্য-বিজয়। এমন কি যেখানে সীতা লোকচক্ষুতে ধরা পড়বেন অবহেলিত উপেক্ষিত রূপে, সেখানেও নিহিত আছে তাঁর বিজয়ের ব্যঞ্জনা। এরই প্রশস্ত নিদর্শন রামের রাজ-সত্তার বিকাশ ও প্রচার-সাধনে লীলা-সূত্রে সীতার আপাত-অবহেলিত দশা বরণ। সীতাই চেয়েছেন, পৃথিবীতে হোক 'রাম-রাজ্য'-আদর্শের প্রতিষ্ঠা। **সীতাই চেয়েছেন, আদর্শ রাজা হওয়ার জন্য তাঁর রাম হোন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষা, প্রজানুরাগের অগ্নিপরীক্ষা।** তাই লীলাসূত্রে বারে বারে নিজেই নিয়েছেন প্রাণান্তকর বিচ্ছেদ-দুঃখ বরণ করে, যাতে রামের ঐ রাজ-সত্তার মহিমা শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(চ)

[● 'রাজা-রাম' বা 'রাম-রাজ্যে'র আদর্শ : কোথায় রামের রাজোচিত যোগ্যতার বা রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় ? ঃ কৃত্তিবাসের পাঁচালী 'সত্য' উদ্ধারের অন্তরায়।

● বর্ণাশ্রমধর্ম-চেতনা বা চাতুর্বর্ণ্য-চেতনার আলোকে 'রামরাজ্য'-আদর্শের মূল্যায়ণ।

● 'জয় সীতারাম'-এর নিহিতার্থ।]

'স্বরাজ' ও 'সুরাজ' নিয়ে আধুনিক কালের যে মনন ও বিচার-বিশ্লেষণ, প্রাচীনকালের রাম-কাহিনীর এই সব অধ্যায়ের সঙ্গে তার একটা সংগতিসূত্র অবশ্য স্বীকার্য। কেন 'রামরাজ্য'-আদর্শ হলো একালের একটা জোরালো শ্লোগান, কেন একালের এক যুগন্ধর রাজনৈতিক নেতা তাঁর মতবাদকে মন্ত্রগানের মধ্যে মর্মস্পর্শী করার জন্য গান ধরলেন—

'রঘুপতি-রাঘব রাজা-রাম'—

—রামের অপর সমস্ত পরিচয়ের আগে উল্লেখ করা হলো 'রাজা'-র পরিচয়টি, —এইখানেই তা নিয়ে ভাববার উপযুক্ত অবসর। 'স্বরাজ' আদর্শ হিসাবে অবশ্যই কাম্য, কিন্তু জনজীবন বা লোকজীবন সুস্থ, উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুখী হতে পারে 'সুরাজ'-এর শাসনে। বা সেই রাজা কিম্বা রাষ্ট্রের শাসনে,—লোকের সুখ-সমৃদ্ধি-কল্যাণই যাঁর জীবনের ব্রত। রঘুবংশোদ্ভব রাজা রাম সেই 'সু-রাজ'-এরই শ্রেষ্ঠ আদর্শ; তাই কেবল 'রঘুপতি রাঘব' বা সীতাপতি রামের গুণগান নয় 'রাজা রাম'-এর গুণগানই হয়েছে এযুগের আকর্ষণ। বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যের একেবারে শেষের দিকে বিবৃত করেছেন রামচন্দ্রের রাজ-সত্তার সেই অনন্যতা।

'রামরাজ্য' বলতে সাধারণত যে অনন্ত সুখের রাজ্য বা অপার শান্তি-সমৃদ্ধি বোঝায়, ঠিক রামচন্দ্রের জীবন-কাহিনীতে কিন্তু তার বিবরণ বিশেষ স্থান পায়নি; বরং রাম-কাহিনী সুরু হওয়ার আগে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের রাজত্ব-বর্ণনাতেই পাওয়া যায় লোকের ঐ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজ্যের শক্তি-সমৃদ্ধিসূচক বৃত্তান্তের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লোভনীয় তালিকা। রামচরিতকথায় কবি রামের বিশাল চরিত্রের অংশবিশেষে নিষ্ঠাভরে সেই বিশেষ গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটিয়েছেন যা আদর্শ রাজা হওয়ার উপযোগী। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, আদর্শ রাজা হওয়ার জন্য কেবল প্রজানুরঞ্জনই কি যথেষ্ট? যে কারণে রাজা-রামের এতো সুনাম, সে তো দেখা যায় নির্বিকার-চিত্তে লোকমনোরঞ্জন। কিন্তু রাজ-কৃত্য-পালন বলতে যা বোঝায়, সে তো খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়। কেবল প্রজাদরদ বা লোকানুরাগের বলে ঐ কৃত্য সম্যক পালিত হতে পারে না। তার জন্য চাই রাজনীতিজ্ঞান বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। নির্ভরযোগ্য রাজনীতিজ্ঞান ব্যতীত রাজ্য পরিচালনায় বা রাজ্য-শাসনে দক্ষতা কখনই দেখা দিতে পারে না। তা, রামায়ণের রাম রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন কি? * * *

সাধারণের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ জাগাবার জন্য বাংলায় কৃত্তিবাসই দায়ী। জানিনা, গল্পটা আর কোনো ভাষা-রামায়ণে বা পুরাণ-উপপুরাণে আছে কিনা,—কৃত্তিবাস তো প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মূল রামায়ণ উপেক্ষা করে পাঁচালী-গায়কের ভূমিকায় খুবই আসর জমিয়েছেন—**'রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা'** পালাটা জুড়ে দিয়ে (কৃত্তি—পৃঃ ৪৭১,—দীনেশ সেন-সম্পাদিত, ১৪শ মুদ্রণ, ১৯৫৫)। সেখানে দেখা যায় রাম নিজমুখে স্বীকার করছেন রাজনীতির কোন জ্ঞানই তাঁর নেই, জীবনে কখনও ঐ নীতি-শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। রাক্ষস-রাজ রাবণ ভুবনবিদিত পরাক্রান্ত রাজা ও রাজনীতি-বিশারদ বলে প্রখ্যাত। উপস্থিত রণক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান। এই বেলা তার কাছ থেকে কিছু রাজনীতি শিখে নেওয়া যাক। কৃত্তিবাস নির্দ্বিধায় তাঁর পুঁথিভুক্ত করেছেন রামের মুখের এই হাস্যকর প্রস্তাব এবং অধিকতর হাস্যকর রাবণ-কথিত 'রাজনীতি'-মালা (?)। (১) যমপুরীতে পাপীদের নির্যাতন লাঘব করার জন্য চৌরাশীটা নরককুণ্ড বুঁজিয়ে দেওয়া, (২) যে লবণ-সমুদ্রে লঙ্কাপুরী অবস্থিত, তার জল ছেঁচে ফেলে সেখানে ক্ষীর-সমুদ্র নিয়ে আসা, আর, (৩) সবাই যাতে স্বর্গে যেতে পারে তার জন্য পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা সিঁড়ি করে দেওয়া,—এই তিনটি অসম্পূর্ণ কাজের উল্লেখ-যোগে রাবণ-কথিত মহামূল্য রাজনীতিটা (?) হলো—"করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে। আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখুনি করিবে॥" ঐ রাজনীতি-উপদেশের দ্বিতীয় ভাগে একটাই কথাঃ—পাপ কর্ম (যথা রাবণকর্তৃক সীতা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হরণ) শীঘ্র করার পরিবর্তে হেলায় ফেলে রাখাই বিধেয় (এই নীতি না মানাতেই রাবণের ঘটেছে সবংশে মরণ)। অর্থাৎ কৃত্তিবাস-রচিত ১৯৬ লাইন-ব্যাপী ঐ 'রাজনীতিশিক্ষা'-টা গিয়ে দাঁড়ালো চারটি শব্দের একটা সংক্ষিপ্ত প্রবচন—"শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্",—তাও তো 'শুভ'গুলির যা নমুনা, তাতে তাদের অবাস্তবতার ধাক্কা সামলানোই ভার। সব মিলে এই যে প্রশস্ত একটা কাব্যাংশ,—এর ত্রিসীমানায় রাজনীতিকে খুঁজে পাওয়া সুকঠিন। অথচ কৃত্তিবাসের রাম যেন কৃতজ্ঞচিত্তে রাবণের কাছে এই রাজনীতি শিক্ষা লাভ করে ধন্য হলেন বলেই বুঝতে হয়।

বড়োই পরিতাপের বিষয়, মহাকবি কৃত্তিবাসের হাতে অকারণ বাল্মীকির রামের এই অবনমন ঘটেছে,—ঘোরতর ব্যত্যয় ঘটেছে বাল্মীকি-প্রদত্ত রাম-চরিত-আলেখ্যের। যে-রাম বনবাসের প্রথম পর্বেই প্রয়োজনবোধে ও দায়িত্ববোধে ভরতকে অভিজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদ-সুলভ বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন বহু তথ্য-সমন্বিত রাজনৈতিক তত্ত্বগূঢ় ও ভাবগূঢ় পঁচাত্তরটি মনীষাদীপ্ত শ্লোকের দীর্ঘ পরিসরে (অযোধ্যা—১০০ তম সর্গ), যে-রাম ঐ বিস্তারিত বিষয়-তালিকা শেষ করে নিজমুখে ভরতকে বলছেন, 'উল্লিখিত বিষয়গুলিতে আমার বুদ্ধি যেমন আমার মধ্যে সুস্থির আছে, তেমনি তোমার মধ্যেও সুস্থির হয়ে আছে তো (কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব—ঐ/৭৩)?,—স্বয়ং বিশ্বামিত্রের হাতে শৈশবেই যে রামের রাজনীতি শিক্ষা শুরু হয় এবং পদে পদে ঐ নীতি অনুযায়ী কাজের মধ্য দিয়ে যাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বাল্মীকি-রামায়ণে,—সেই রামের মুখে কৃত্তিবাস কি করে বসালেন :—

"রাজার বংশেতে জন্ম লভি দুই ভাই। চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে। রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে ॥
* * ভল্লুক বানর লয়ে বনে বনে ফিরি। কে শিখাবে
রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি ॥ * * কে শিখাবে রাজধর্ম যাব
কার কাছে। অযোধ্যানগরে লোক নিন্দা করে পাছে ॥"?

এই অভিযোগের হাত থেকে মহাকবি কৃত্তিবাসকে বাঁচাবার বোধহয় একমাত্র উপায় এটাই ধরে নেওয়া যে, আরো কিছু কাব্যাংশের মতো এই উপাখ্যানটিও প্রক্ষিপ্ত-রূপে এসে গেছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

* * * সে যাই হোক, মূল রামায়ণে রাম-চরিত-চিত্রে রামের আদর্শ-রাজ-চরিত্র-রচনায় মহর্ষি বাল্মীকি কোনো আংশিকতা বা অঙ্গহানি ধরা পড়ার পথ রাখেননি। রাজনীতির মধ্যে যে কূটত্ব মহাপুরুষ-চরিত্রের পরিপন্থী, রাম-চরিতে সেই কূটত্বের জ্ঞানও তিনি দেখাতে দ্বিধা করেননি, যেহেতু তাঁর মহাকাব্যের নায়ককে কেবল 'নরচন্দ্রমাঃ' হলে চলবে না, সেই সঙ্গে 'সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ'—বিশেষ করে—অর্থশাস্ত্র (রাজনীতি)-বিশারদ শক্তিমান রাজ-সত্তার অধিকারী হতে হবে [**এই 'কূটত্বে'র আলোকেই 'বালীবধ'-কলঙ্কের ব্যাখ্যা অনুসন্ধেয়**]। তাই তো প্রাগুক্ত অযোধ্যাকাণ্ডের ১০০ তম সর্গে রাম-কথিত রাজনীতি-সংক্রান্ত উপদেশে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও আছে,—(১) অমন্ত্রক ও সমন্ত্রক বাণ-প্রয়োগে নিপুণ রাজনীতি-বিশারদ ধনুর্বেদাচার্য সুধন্বাকে তুমি মান্য করছো তো (শ্লোক—(১৪) ? (২) নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী ও অমাত্যগণের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁদের মন্ত্রণা সর্বদা গোপন থাকা আবশ্যক (১৬); (৩) রাজার পক্ষে একাকী অথবা বহুব্যক্তির সঙ্গে মন্ত্রণা করা অসমীচীন (১৮); (৪) চতুর পন্থায় রোগবৃদ্ধি ঘটিয়ে রাজার কাছ থেকে অর্থশোষণ-কুশলী বৈদ্য, সাধু ব্যক্তির দোষ-রটনায় প্রমত্ত ভৃত্য ও রাজকোষ-লোভী বীর—এদের যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তিনি তাদের দ্বারাই বিনষ্ট হন ['......যো হন্তি ন স হন্যতে'-২(৯)]; (৫) চরনিয়োগ-সম্পর্কে,—যথাযথ সংবাদ সংগ্রহের জন্য এক একটা বিষয়ে এমন তিন জন চর নিয়োগ করতে হবে, যারা পরস্পর পরস্পরের কাছে অচেনা (ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈ র্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ) এবং বিষয় হবে শত্রুপক্ষের অষ্টাদশ ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ (৩৬); (৬) কর্মচারিগণের কাছে রাজার সর্বদা অবাধে দর্শন দেওয়াও ঠিক নয়, আবার একান্ত অদর্শনও ঠিক নয়, এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থা বজায় রাখাই অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ ['......মধ্যমেবাত্র কারণম্-' (৫২)]—ইত্যাদি কতোই না রাজনৈতিক জটিলতার প্রসঙ্গ। আর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাদির প্রয়োগ নিয়ে তো নির্দেশ আছেই। আছে চতুর্দশ রাজদোষ, ষড়বিধ রাজগুণ, পঞ্চবিধ যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি আরো বহু বিচিত্র রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

* * * পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারছেন ৭৫ টি শ্লোকে বিধৃত বিষয়বস্তুর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্রই এখানে উদ্ধৃত হয়েছে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, এবং সত্বর আমাদের মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। উদ্ধৃতির ও মন্তব্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রয়োজন হয়েছে প্রধানত কৃত্তিবাসের খেয়ালী যোজনার প্রভাব খণ্ডন করার জন্য। নচেৎ শুধু ঐ আযোধ্যাকাণ্ডের শততম সর্গের উল্লেখই যথেষ্ট হতো—বিষয়বস্তুর সংকেত মাত্র দিয়ে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি ঐ সর্গটিতে একবার চোখ বোলান, তবে দেখবেন, ওর শেষের দিকের বেশ কিছু অংশের অর্থবোধ নিপুণ টীকা-ভাষ্য-সাপেক্ষ ; এবং অবশ্যই বুঝবেন সেগুলি মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হলে রাম-কথিত ঐ রাজনীতি-বাণী যেমন আয়তনে বিপুল, তেমনি বক্তার রাজনৈতিক বিজ্ঞতারও বিস্ময়কর নিদর্শন।

* * *

* * * সঙ্গত কারণেই, তাই, পরমতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ বক্তা হনূমান অশোকবনে সীতার কাছে রামের পরিচয়-প্রসঙ্গে রামের নানাবিধ গুণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, "বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা", **রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ"** (সুন্দর। ৩৫। ১৩), অর্থাৎ বুদ্ধিতে যিনি বৃহস্পতিতুল্য, সেই রাম রাজনীতিতে সুপণ্ডিত। এ ছাড়া "প্রচারজ্ঞশ্চ কর্মণাম"—(রাজকার্যের অনুষ্ঠানে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ), এটাও রাজনীতিকুশলতার পরিচায়ক। * * একেবার গোড়ায় যে বলা হয়েছে,—"রাজবংশান্ শত গুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ (আদি। ১। ৯৬), এবং উত্তরকাণ্ডে সেই অনুযায়ী "অনুরঞ্জন্তি রাজানো হহন্যহনি রাঘবম্"—অর্থাৎ বৃহৎ দেশ সুশাসনে রাখার জন্য রামচন্দ্র শত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা সুশৃঙ্খল শাসন কার্যের দ্বারা রাঘবের প্রীতি উৎপাদন করতেন, এ সবের পশ্চাতে পাওয়া যায় বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে রাজনীতিবিশারদ রামচন্দ্রের সুদক্ষ রাজ্য-পরিচালনার সুনিশ্চিত প্রমাণ।

জানকীর সামনে আসার আগেই হনূমান শিংশপা বৃক্ষে অদৃশ্যভাবে অবস্থানকালে কেবল দেবীর মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যে রামকথা আবৃত্তি করেছিলেন তাতেও পাওয়া যায় রামের রাজচরিত্রের ও রাজধর্ম-পালনের সংকেত, যথা—

> রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা
> রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ।।
>
> —সুন্দর।৩১।৭

—'সেই শত্রুদমনকুশলী রামচন্দ্র আপন রাজচরিত্রের রক্ষক, স্বজন-পরিপালক, জীবলোকের সুতরাং প্রজাসাধারণের রক্ষক এবং ধর্মের মর্যাদারক্ষক।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

* * * তবে পূর্বোক্ত ভরতকে উপদেশদানের মধ্যে রামের রাজনীতিনিপুণতার যে পরিচয় ফুটেছে, তা রামায়ণের রামচরিত্রের বিচারে বার বার স্মরণীয়। জনৈক প্রবীণ পুরাবৃত্ত-গবেষকের সুচিন্তিত অভিমত,—"অযোধ্যাকাণ্ডের শততম অধ্যায়ে রাম ভরতকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভারতের রাজনীতি ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত।"

* * বর্তমান যুগে রামায়ণের উপযোগিতা নিয়ে বিতর্কের আসরে আমাদের এখানকার [১৫ শ (চ) অধ্যায়] এই আলোচনাটির একটা পৃথক গুরুত্ব আছে বলে মনে করি,—ঠিক যেমন আছে রামায়ণের যুগে প্রচলিত চাতুর্বণ্য নিয়ে ব্যাপৃত পরবর্তী আলোচনাংশেরও। **বর্ণাশ্রম-ধর্ম চেতনা বা চাতুর্বণ্য-চেতনার** আলোকে 'রামরাজ্য'-আদর্শের মূল্যায়ন করতে বসে এ যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা সমাজ-বিজ্ঞানী হয়তো এখানে ভ্রুকুটি-কুটিল-কটাক্ষ-নিক্ষেপে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন। ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইবেন 'রামরাজ্য' আদর্শের গুরুত্ব, যেহেতু, প্রাচীনভারতে যে যুগের সমাজ-জীবন নিয়ে রামের রাজ্য-শাসন, সেটা, তাঁদের মতে ছিলো বৈদিক বিধান-শাসিত কড়া জাতিভেদ-বর্ণভেদের যুগ।—শূদ্রের প্রতি বা লোকায়ত জনজীবনের প্রতি উপেক্ষা-বিদ্বেষ-জর্জরিত সেই সমাজের রাজ্যাদর্শ এযুগে একেবারেই অচল। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের নিবিড় পাঠক ভিন্ন বার্তা খুঁজে পাবেন। * * *

* * *

চাতুর্বণ্য-চেতনা অবশ্যই ছিলো, কিন্তু তাতেই বজায় থাকতো সমাজ-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা ; এবং সে চেতনা ছিলো বৃহত্তর জনকল্যাণের অভিমুখী। ছিলো না ভেদ-বিদ্বেষ, ছিলো না উপেক্ষা। সুদীর্ঘ বিপর্যয়ের জীবন কাটিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেই রামের প্রথম কাজ কী হবে সে সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যায়, বৃহৎ দেশ সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থায় আনার জন্য শত রাজবংশ স্থাপনের পরেই বর্ণাশ্রম-ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ।

'চাতুর্বণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি'।

—আদি। ১। ৯৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—প্রজাগণের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মপালনে যাতে সুধার্মিক জীবন যাপন করতে পারে সে বিষয়ে তিনি প্রেরণা ও সাহায্যাদি দেবেন। রামায়ণ চেয়েছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত সমাজের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়। শূদ্র যে তার কাছে শূদ্র বলেই ক্ষুদ্র নয়,— তার প্রমাণ, তার কামনা—

"জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ" —আদি / ১।১০০

শূদ্রও হোক মহত্ত্বের অধিকারী, হোক অভ্যুদয়ে তুষ্টপুষ্ট। এখানে পাঠককে স্মরণ করতে বলি, মহাত্মা গান্ধীও ছিলেন বর্ণাশ্রমধর্মের মহিমামুগ্ধ—যদিও হরিজন-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নামটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 'জাতি'-গত শ্রেণীবিন্যাসের চরম বিরোধী সেই ঋষিদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটি ছিলেন 'বর্ণ-গত শ্রেণীবিন্যাসের পরম ভক্ত। আধুনিক ভারতের প্রখ্যাত ইতিহাসকার Judith Brown লিখেছেন, "He (Gandhi) wished to see this order (জাতিভেদ) abolished and hoped that Hindus would grasp the idea of 'Varnashramadharma,' which recognised Hindu society's classical groupigs but as of equal values. 'Jati' as it existed must give way to an ideal 'Varna' organisation, the four major divisions of Hindu caste-society : Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra." যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম চালাতে হয়, তার মূলে রয়েছে উচ্চ-নীচ-ভেদ-বিদ্বেষ। এই ভেদ-জ্ঞান-বর্জিত বর্ণ-বিন্যাস ছিলো তাঁর কাম্য। সম্ভবত রামায়ণেই তিনি পেয়েছিলেন অমন সমাজ-ব্যবস্থা-আদর্শের নমুনা। অতঃপর গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাণীতে ঐ 'চাতুর্বর্ণ্য'র মহিমা-প্রচার।

রামায়ণের রাম-চরিতে মহর্ষির হাতে এই মহিমার বাস্তব রূপায়ণ বিশেষ লক্ষণীয়। অযোধ্যাকাণ্ডের এক জায়গায় জনগণের অভিমতে পাওয়া যায় রাজা হিসাবে রাম দশরথের চেয়েও উদার। তাঁর দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ ছোটো-বড়ো বিচারের কোনো স্থান নেই।

সর্বেষাং হি ধর্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়ঃস্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ ॥

অযোধ্যা। ১৭। ১৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকৃত ধর্মাত্মা বলেই রামের কাছে ছিলো না কোনো বাছ-বিচার। বর্ণাশ্রম-ধর্মের মহিমা কোথায়, তা তিনি জানতেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের মানুষ সবাই ছিলো তাঁর কাছে সমভাবে অনুগ্রহভাজন, সেই জন্য সকলেই ছিলো তাঁর অনুগত।

ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়ার সময় রাম এটা জানাতে ভোলেন নি যে, কেবল সমাজের উপরতলার মানুষের প্রতি নজর রাখলেই রাজ্যশাসন হয় না,—উচ্চ, মধ্য, নিম্ন, সকল শ্রেণীর মানুষকেই কর্মসূত্রে সুখী, উৎসাহপূর্ণ ও চরিত্রবান করে তোলাই রাজার কাজ

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্যৈঃ সহস্রশঃ।

—অযোধ্যা। ১০০। ৪১

—বিশেষণগুলি লক্ষণীয়,—'স্বকর্মনিরত', 'জিতেন্দ্রিয়', 'মহোৎসাহপূর্ণ' ও 'আর্যস্বভাবসম্পন্ন ('আর্যৈঃ')'। শূদ্রের উল্লেখ না থাকলেও রামায়ণের সমস্ত সমাজ-ভাবনাই যখন চাতুর্বর্ণ্য-চেতনায় ভরা, তখন শূদ্রও এখানে উহ্য রয়েছে। সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলকেই নিজ নিজ কাজে রত থেকে ঐ ঐ গুণে ভূষিত হতে হবে,—শূদ্রও হবে আর্য-স্বভাব যুক্ত। তা, ভরত, এমন গুণসম্পন্ন চারি বর্ণের হাজার হাজার প্রজায় অযোধ্যাপুরী ভূষিত ('বৃতা') হয়ে থাকছে তো?

এখনকার যুগে 'মেহনতী মানুষ' বা 'কৃষাণ-মজদুর' বলে যে গণদরদের জিগির তোলা হয়, রামায়ণে ঐ দরদের অভাব কল্পনা করা অজ্ঞতার সামিল। আগের কথাটাই যথেষ্ট, এটা না ধরে নিয়ে রাম স্পষ্ট করে প্রশ্ন তুলেছেন,

'কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষি-গোরক্ষজীবিনঃ'

—ঐ। ৪৭

ভরত তোমার রাজ্যে যারা কৃষিকার্যে ব্যাপৃত বা গবাদি পশুপালন-দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, তাদের তুমি প্রিয়জনের মতো মনে করো তো? * * * সোজা করে বলে দিয়েছেন,

'রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ'—যে যে বৃত্তিধারীই হোক না কেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজ্যের অধিবাসী মাত্রই সবাই রাজার রক্ষণীয়, পালনীয়,—এটাই যে ভারতীয় রাজধর্ম।

অবশেষে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম যখন রাজত্ব করতে থাকলেন, তখনকার কথা।

ব্রাহ্মণা; ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জ্জিতাঃ।
স্বকর্মষু প্রবর্ত্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেবকর্মভিঃ ॥

—যুদ্ধ। ১২৮। ১০৪

মহারাজ রামচন্দ্রের সুশাসনের ফলে চারিবর্ণের মানুষ নিজ নিজ কর্মে আত্ম-নিয়োগ করে পরম সন্তোষের অধিকারী হয়ে রইলেন। লোভের বশবর্তী হওয়ার কোন কারণই দেখা দিতো না। সকলকে 'তুষ্ট' রাখার উপরেই শাসনের গুণাগুণ নির্ভর করে।

কেনই বা হবে না 'তুষ্ট'? কর্মবিভাগ বা বৃত্তিবিভাগ থাকলেও ঘৃণা-বিদ্বেষের যে কোনোই স্থান ছিলো না। * * * সমাবেশ যতই রাজকীয় হোক, হোক না রাজদরবারের বিশাল জনসমাগম, রাজা-রাজড়ার পাশে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পাশে, বৈশ্য-শূদ্রও স্থান পেতো সমান সমাদরে, তারাও ছিলো দরবারের হর্ষোৎসবের সমান ভাগীদার, আর কর্মজীবনের অভ্যুদয় বা বৈষয়িক উন্নতির বাধা না থাকলে হর্ষোৎফুল্ল হওয়াই তো স্বাভাবিক, ধর্মপরায়ণ হওয়াও প্রত্যাশিত।

"রাজানশ্চ মহামাত্যা যে চান্যেহপি সমাগতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা হর্ষসমন্বিতাঃ
সর্বে চোৎফুল্লনয়নাঃ সর্বে হর্ষসমন্বিতাঃ।"

এমন অকৃত্রিম গণদরদী রাজ-আদর্শের প্রতিভূ যিনি, সেই রামের মুখেই কেবল বেরুতে পারে, "জনোহয়ং স্বজনো মম"—"অগ্নিপ্রবেশ' বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ১২শ অধ্যায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত। ঐ 'জনঃ' বলে যাদের বোঝানো হয়েছে, তারাই যে শূদ্র-স্তরীয়, তা বলা বাহুল্য। অথচ রাম তাদেরই বলেছেন তাঁর আপনজন, এবং উক্তিটি যে তাঁর মুখের কথামাত্র নয়, একান্তই মর্মোৎসারী, আচরণের মধ্যেই তার প্রমাণ। * * * এখানে যদি কেউ 'শম্বূক বধ'-এর প্রসঙ্গ তুলে বেসুর বাজাতে চান, তবে অনুরোধ রইলো, P. L. Bhargav প্রমুখ নানা পুরাতত্ত্ব-গবেষকের সিদ্ধান্তের খোঁজ নিতে, তা হলেই বুঝবেন, অমন অনেক প্রক্ষেপ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরবর্তীকালীন যোজনা স্থান পেয়েছে রামায়ণের অর্বাচীন সংস্করণে। যে রাম ছিলেন নীচ জাতীয় গুহকের প্রীতি-আলিঙ্গন পাওয়ার জন্য লালায়িত, যাঁর জীবনচরিতের আদিতেও গুহক-মিলন অন্তেও গুহক-মিলন, তিনি কখনও 'শম্বুকবধ'-এর আসামী হতে পারেন না।

* * *

বস্তুত 'রাজা-রাম' যে সত্যই সর্বতোমুখী রাজধর্ম পালনের যোগ্যতাসম্পন্ন আদর্শ রাজা হয়েই এসেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু কাহিনী-প্রধান মহাকাব্যে কাহিনীরস ঘনীভূত করার উদ্দেশ্যে মহাকবি বাল্মীকি তাঁর নায়কের ব্যক্তিজীবনের উপর কিছু বেশি জোর দিয়েছেন। রাজ্য-পালনের ক্ষেত্রে রাজকৃত্য রূপে রাম যা কিছু করেছেন, তাঁর আজীবন অর্জিত সর্বপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞানের আলোকেই করেছেন। এ তো সেই রাম, মহাকাব্যের গোড়ায় যাঁর পরিচয়ে বলা হয়েছে 'বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ। সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ……' ইত্যাদি; —সেই সর্বশাস্ত্রের মধ্যে অবশ্যই আছে 'অর্থশাস্ত্র' (বা রাজনীতি)। তবে ঐ যে ঐ সঙ্গেই বলা হয়েছে 'প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ' এবং 'সর্বলোকপ্রিয়ঃ', তাই রামের রাজ্য-পালনের সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে রামরাজ্যে যা কিছু ঘটেছে —কবির উপস্থাপনাগুণে সেটাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রজানুরঞ্জনে। রামের গুণাবলীর অন্ত নেই, তবে সাধারণের কাছে প্রজাদরদ, জনদরদ বা লোকদরদই তার সার কথা। সেটা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, রাম-কাহিনীতে সেটাই দেখানোর কবি-প্রয়াস একদিকে প্রাণপ্রিয়া সীতা, আর একদিকে প্রাণপ্রিয় প্রজা-সাধারণ এই দু'য়ের সংঘর্ষচিত্র সৃষ্টি ক'রে। এই সংঘর্ষের স্বরূপটা চিনতে হলে, চিনতে হয় 'রামের অগ্নিপরীক্ষা'র রূপকে—যেটাকে আমরা আগেই বুঝিয়াছি ১৫ শ (খ) পরিচ্ছেদের শেষে এবং ১৫শ (ঙ) পরিচ্ছেদের উপসংহারে। সেই যে রামের রাজ-সত্তায় ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষা, প্রজানুরাগের অগ্নিপরীক্ষা। আর এ ব্যাপারে সীতাই হয়েছেন কবির প্রধানতম উপাদান ও বলিষ্ঠ সহায়ক।

লঙ্কাকাণ্ডের 'অগ্নিপরীক্ষা'র পর যে হর্ষোচ্ছল জয়ধ্বনি ঃ

—জয় সীতারাম—

কান পাতলেই এর মধ্যে শোনা যাবে দ্বৈত জয়ধ্বনি—'জয় সীতা' ও 'জয় রাম'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতার জয় কোথায়, সহজে বোঝা যায়, রামের তো জয়ের পরিবর্তে পরাজয়ই স্পষ্ট। দম্ভভরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন সীতার ন্যায্য দাবীকে,—অথচ সেই দাবীই তাঁকে মানতে হলো সীতার দাপটে! তবে?

ঐ যে, এতক্ষণ আমরা যা বুঝে নিতে চাইছি,—এ 'জয়' কেবল 'রামের জয়' নয়, এ হলো 'রাজা রাম'-এর জয়। রাজা হয়ে তিনি কিভাবে লোকমানস জয় করতে চান, লোকমানসের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে মিশিয়ে দিতে চান, তাদের তৃপ্ত্যর্থে কতো বড়ো ত্যাগের জন্য, কতো মর্মঘাতী আঘাত বুক পেতে নেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তার পরিচয় দিতে পারাতেই তাঁর এই জয়জয়কার। **গৃহাশ্রমের মধ্যে এই 'রাজা রাম'-এর পরিচয় কিছুতেই ফুটতে পারতো না।**

সীতার জয়টাও যে শুধুই পতিব্রত্যের, তা বুঝলে হবে না, প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের; অন্যায়-অসহিষ্ণু প্রতিবাদকঠোরা তেজ-বলে বলীয়সী নারীসত্তার ('রক্ষিতাং স্বেন তেজসা') জয়জয়কার। **গৃহাশ্রমের মধ্যে ঠিক এই সীতার পরিচয়ও ফুটতে পারতো না।**

এ সীতা নিখিল বিশ্বের সকল যুগের নারীসমাজের ঠিক তেমনই গর্বের স্থল, প্রকৃত গণ-দরদী শক্তিমান রাজার আদর্শরূপে এই রামের মূর্তিটি বিশ্বের সকল জাতির কাছে যেমন বরণীয়।

* * * *

তবে এ হলো লঙ্কাকাণ্ডের পরিণাম-ভাগের ফলশ্রুতি ও উত্তরকাণ্ডের ফলশ্রুতির আলোকে 'জয় সীতা-রামে'র ব্যাখ্যা। সমগ্র রামায়ণের সামগ্রিক আবেদনের ভিত্তিতেও 'জয় সীতা-রাম' একটি মহাধ্বনিরূপে গ্রাহ্য ও ব্যাখ্যেয়। সে ব্যাখ্যার সংকেতটা এই, বিরাট লীলাময়ী সত্তা নিয়ে যে সীতার আবির্ভাব, সেই সীতা-চরিতই রামচরিত, অথবা সীতা-চরিতেই রাম-চরিত আশ্রিত। জয়-জয়কার সীতারও যতো রামেরও ততো, অথবা ঐ বিরাট বিশ্ব-বিমোহন যুগ্মসত্তার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভূমিকা : বিষয়-সংকেত

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির উপাদান-সমাবেশের মূল বাঁধনরূপে নানা কিছুর মধ্যে আছে—(১) বাল্মীকির ধ্যান, (২) 'বেদ-দীপিকা'-রূপে (বেদোপবৃংহণার্থীয়) রামায়ণ-রচনা, (৩) সীতা-চরিত, ও (৪) সীতা-তত্ত্ব। এর মধ্যে তৃতীয়, অর্থাৎ সীতা-চরিতেরই হয়েছে বিস্তারিত আলোচনা, সেই সঙ্গে মহর্ষির কবিদৃষ্টিরও। বলা হয়েছে সীতা-চরিতই রাম-চরিত, অথবা সীতা-চরিতেই রাম-চরিত আশ্রিত।

'ধ্যানে'র প্রসঙ্গ যদিও প্রশস্ত হয়েই দেখা দিয়েছে, তবু তার ভূমিকাটি আরও স্পষ্ট করে দেখানো যেতে পারে।

'সীতা-তত্ত্বের' বেশ কিছু ইংগিত থাকলেও, তার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত বাকী রয়ে গেছে। 'ইংগিত' আকারে ভূমিকাস্থানীয় প্রথম অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে, 'বাল্মীকির সীতা ব্যক্তি-চরিত্র মাত্র নয়, সে এক বিরাট তত্ত্ব, যার আলোকে বিন্যস্ত হয়েছে বিশাল রামায়ণ।" আর বলা হয়েছে,—যে "রামায়ণের প্রতিমা"র পুনর্ধ্যানে আমরা ব্যাপৃত, তার "প্রাণ-কেন্দ্র সীতারই প্রতিমা। সীতারই এক প্রান্তে রাম, আর এক প্রান্তে রাবণ। মাঝখানে যথাস্থানে সন্নিবেশিত আরো অন্তত দু'টি বড়ো সত্তা, এক বানরজাতি, আর এক বন-পর্বত-সমুদ্রাদি নিয়ে বিরাজিত মহাপ্রকৃতি।" একটু বিশ্লেষণযোগে এই উপস্থাপনের উপযোগিতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

তাই এই অন্তিম অধ্যায়ে এইগুলির সমন্বয়াত্মক আলোচনাযোগে গ্রন্থখানিতে একটা পূর্ণতা-সম্পাদনই হবে লেখকের লক্ষ্য।

(ক)

[● বাল্মীকির ধ্যান ● 'উত্তরকাণ্ড' নিয়ে পর্যালোচনায় কালিদাস-ভবভূতি থেকে বর্তমানকালের সাহিত্যের প্রসংগ। ● ধ্যানের অবসর কোথায়? ● মুনির কল্পলোক কে আগে অধিকার করেন, রাম না সীতা?]

বাল্মীকির ধ্যান—আদিকবি বাল্মীকির হাতের আদি মহাকাব্য রামায়ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে তাঁরই ধ্যানলব্ধ উপাদানে রচিত, এ নিয়ে ঘটা করে নূতন কিছু বলার অবকাশ নেই। তবে সেই ধ্যানটা ঠিক কী জাতীয়, সে সম্পর্কে রামায়ণ গ্রন্থখানির মধ্যে যে সব সংকেত পাওয়া যায়, আমরা সেগুলোর পর্যালোচনা করতে চাই।

কাব্যের সুরুতেই দেখা যায়, মহর্ষির মনে আদর্শ মানব-চরিত্রের উপাদান-সংক্রান্ত একটি সম্পূর্ণ ভাবমণ্ডল তৈরী হয়ে উঠেছে, তিনি অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। দেবর্ষি নারদ তাঁকে সেই সন্ধান দিলেন। রঘুবংশীয় নরপতি দশরথ-তনয় অযোধ্যার তৎকালীন রাজা রামচন্দ্রই যে সেই 'নরচন্দ্রমা', এই বলে তিনি নিজেই দিয়ে গেলেন সেই পুরুষোত্তমের জীবনী-সংকেত। কিন্তু আদিকাণ্ডের ১ম সর্গের ৮-৮৯, এই ৮২ শ্লোকে নারদ সমগ্র রাম-কাহিনীর যে সংকেত-নক্সা বা outline দেন, তার মধ্যে উত্তরকাণ্ড নেই। সেই রামই এখন রাজ্যপালন করছেন এই পর্যন্ত তাঁর বিবৃতি।

২য় সর্গে—ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী-কাহিনী ও শ্লোকের জন্ম বিবৃত হয়েছে। তবে বিবরণই সব নয়! শ্লোকের জন্মকথা যতোটুকু, তার চেয়ে ঢের বেশি ঐ নিয়ে 'চিন্তা' ও 'ধ্যানে'র প্রসঙ্গ। "কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া"—বার বার মুখে এই উচ্চারণ ও বার বার চিন্তাপরায়ণতা। ঋষি সশিষ্য ফিরে এলেন আশ্রমে, উপবিষ্ট হলেন আসনে, কিন্তু মুখে অন্য কথা যাই বলুন, ভিতরে তিনি হয়ে রইলেন ধ্যানস্থ—'উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ' (আদি ২।২২)।

এসে গেলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। পরমবিস্মিত বাল্মীকি মুনি কৃতার্থ হয়ে স্বাগত-বন্দনা জানালেন। যথারীতি হলেন উভয়ে আসনে উপবিষ্ট। কিন্তু মুনির মুখে কথা নেই,—"তদ্গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ।" (ঐ।২৮)। চিন্তার ফলে শোকাভিভূত হওয়ায়—বাক্যস্ফূর্তির চেষ্টা চললো, কিন্তু হয়ে পড়লেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য "পুনরন্তর্গতমনা"। তখন সুরু করে দিলেন ব্রহ্মা তাঁর পরিকল্পিত আলাপ, যার সারকথা,—'মুনিবর, তুমি রামচরিত যেমন শুনেছো, তেমনি রচনা কর, যা জেনেছো, তা ছাড়া, যা অজানা, সবই তোমার রচনায় প্রকাশ পাবে।' এমন উক্তির রহস্য আর কিছু নয়—রামায়ণ কথা হবে মুনিবর বাল্মীকির ধ্যান-প্রসূত। "তচ্চাপ্যাবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি। ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।" (আদি—২।৩৫)। বলা বাহুল্য, এ সবই রামায়ণকথার রূপায়ণে মহর্ষির 'ধ্যানে'র উপর গুরুত্ব-নির্দেশক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩য় সর্গে—সমগ্র বিষয়টি নিয়ে বাল্মীকির যে, 'চিন্তা'র কথা পাওয়া গেল, এর গুরুত্ব অশেষ। চিন্তা পরিণত হলো 'অনুধ্যানে'। অতঃপর আসন গ্রহণ। আচমন। ধ্যান। যোগস্থ হয়ে রামকথা নিয়ে ধ্যান। এখানে ২য় থেকে ৭ম, পর পর ছ'টি শ্লোকে ঋষি-কবির একটাই বক্তব্য, কেবল ভাষার একটু এদিক ওদিক। 'মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ......ধর্মেণান্বেষতে গতিম্'—এই 'ধর্মেণ' (২), 'তত্ত্বতঃ' (৩), 'ধর্মবীর্যেণ' (৪), 'অন্ববৈক্ষত' (৫), 'যোগমাস্থিতঃ' (৬), 'তৎসর্বং 'তত্ত্বতো' দৃষ্ট্বা 'ধর্মেণ' (৭),—সবেরই সরলার্থ ধ্যানবলে বা যোগবলে (মনশ্চক্ষুতে দেখতে পাওয়া)।

"যৎপ্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ......তৎসর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি।"

—যোগস্থ হয়ে সেই রামকথার যা-কিছু পেলেন, যোগবলে সেগুলি স্পষ্ট যথাযথই দেখতে পেলেন। কতো স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ?—হাতের মুঠোয় পাওয়া ফলের মতো :—

"ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা
তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং
পাণাবামলকং যথা॥"

বাল্মীকি যখন রামায়ণ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন রাম অযোধ্যায় রাজা রূপে বর্তমান। প্রথম সর্গে নারদ-কথিত কাহিনী বাল্মীকির কাছে ঘটিত ও ঘটমানের কেবল সূত্র মাত্র। সেই সূত্র থেকে মহাকাব্য রচিত হওয়ার উপযোগী উপাদান সংগ্রহে মহর্ষি তাঁর ধ্যান-দৃষ্টি ও যোগবলের আশ্রয় নেন। তার ফলে আমরা যা পেয়েছি সেটাই সত্য—আসল ইতিহাস যাই হোক। "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।"

বাল্মীকি ঐ 'পাণাবামলকং যথা' রূপে রামকাহিনীর কতোটা পেলেন? না,—'পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং',—বর্তমানে অযোধ্যায় রাজ্যশাসনরত যে রাম, তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের যতো কিছু ঘটনা। কতোটা বা কী কী,—মহর্ষি তারও একটা বিষয়-সংক্ষেপ জানিয়ে যান এই তৃতীয় সর্গে। পেয়ে গেলাম আমরা রামের জন্ম থেকে সুরু করে একেবারে সীতা-উদ্ধারের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন,—রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনে রাখতে হবে, রামায়ণকথার এ পর্যন্ত যে নক্সা বাল্মীকির মুখে পাওয়া গেল,—সে হুবহু নারদ-কথিত ইতিহাস-পর্যায়ের কাহিনী নয়, তার মধ্যে ঋষি-ধ্যানের ভূমিকা নিবিড়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। বস্তু-সত্যের কাব্য-সত্যে উত্তরণের জন্যই এই ধ্যানের প্রয়োজন ছিলো। যাই হোক, এই ভাবে আসা গেল ঐ তৃতীয় সর্গে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত।

এর পরেও দেখা যায় মহর্ষি তাঁর ধ্যানবলে বা যোগবলে রামকাহিনীতে আরো কিছু যোগ করলেন যা তখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে, বা 'অনাগত'।

স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্ ॥
অনাগতঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ ॥

(১ । ৩ । ৩৮-৩৯)

যদিও 'উত্তরকাণ্ড' বাল্মীকি-রচিত নয়, পরবর্তী সংযোজন,—এটাই গৃহীত সিদ্ধান্ত, তবু রামায়ণানুরাগী সকলেরই এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে দেখি।

মহাকবি কালিদাস ও তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরী ভবভূতির হাতে এই উত্তরকাণ্ড পরম সমাদৃত। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র তো এটাই যথাসর্বস্ব; কালিদাসের 'রঘুবংশে'ও এর সমাদর বিশেষ লক্ষণীয়। যেখানে একটিমাত্র সর্গে (রঘু—১২ শ) অযোধ্যা-অরণ্য-কিষ্কিন্ধ্যা-সুন্দর—এই চারটি সর্গ ছাড়াও যুদ্ধ-কাণ্ডের 'রাবণ-বধ' অবধি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে প্রায় দুটি সম্পূর্ণ সর্গ (রঘু—১৪ শ ও ১৫ শ) অধিকার করে আছে উত্তরকাণ্ডের ঘটনা। কৃত্তিবাস-তুলসীদাস-কম্বন-রামপাণিক্কর প্রভৃতি ভাষা-রামায়ণের তো কথাই নেই। এদিকে বাংলায় 'সীতা', সীতার বনবাস' প্রভৃতি বিচিত্র নামী-দামী সাহিত্যসৃষ্টির ঐটাই উৎসভূমি। * ০ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক প্রতিভার সেরা ফসল যে 'বিবিধ প্রবন্ধ' তার প্রথম ও শীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধ 'উত্তররামচরিতে' বাল্মীকি-রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড'কে যে কী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা কারও অবিদিত নয়।

আমরা আমাদের 'পুনর্ধ্যানে'র প্রাসংগিকরূপে এই কথাই বলতে চাই, যে-রামকাহিনী নিয়ে সেই আদিকাব্য রামায়ণ, সেটা অংশত ইতিহাস এবং নারদ-কথিত হয়েও স্বরূপত বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ তো বটেই, আরো বিশেষভাবে ধ্যানলব্ধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মূলকাহিনীর এই উত্তর-খণ্ড যা তখনও 'অনাগত' রূপে দেখা দেয় মহর্ষির ধ্যানলোকে।

সমগ্র রামায়ণের ধ্যানের পূর্ণতার জন্য এই উত্তরকাণ্ড ছিলো অপরিহার্য। এর অভাবে রাম-কাহিনীও থাকতো অপূর্ণ, সীতা-কাহিনীও থাকতো অপূর্ণ। রামের পূর্ণতার ইংগিত যদিও পাওয়া যায় ষট্‌কাণ্ডের পরিধিতে, সীতা একান্তই অপূর্ণ ঐ সীমার বন্ধনে। **ভূগর্ভ থেকে পাওয়া সীতাকে পুনরায় ভূগর্ভে স্থাপন ব্যতীত সীতা-মণ্ডলটি সম্পূর্ণ হতে পারে না।** সীতা-চরিত্রের সামঞ্জস্যও খুঁজে পেতে হবে এই পরিণাম দিয়ে।

আমাদের এই বিশ্লেষণ-ধারায় কিছু প্রশ্ন অবশ্যই দেখা দিতে পারে। যেমন,—রামায়ণ মহাকাব্যের মহাকবি বাল্মীকি আগেই যদি নারদের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন রাম-কাহিনী, তবে 'ধ্যানলব্ধ' কথাটা নিরংকুশভাবে প্রযোজ্য হতে পারে কি? দ্বিতীয়ত, শ্লোকের জন্ম ও নারদের রাম-কাহিনী-কথন, এ দুয়ের কোন্‌টা আগে? মূল রামায়ণে তো ২য় সর্গে হয় শ্লোকের জন্ম যার আগে ১ম সর্গেই মুনি পেয়ে গেছেন নারদের মুখে রামকাহিনী। সেখানেই দেখা যায় মুনি একটি নরচন্দ্রমার জীবনী রচনায় উদ্যোগী। কিসে, কোন্ ভাষায়, কোন্ রীতিতে বা ছন্দে হবে সেই রচনা, এটা ঠিক না হয়েই উদ্যোগ আয়োজন হতে পারে কি? 'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বাল্মীকির কবিত্বলাভের বিবরণে অসংগতির কোন অবকাশ রাখেন নি। খুবই যুক্তিপূর্ণ যে, আগে ক্রৌঞ্চ-কাহিনীর শোক থেকে শ্লোকের জন্ম হলো, আর কী তার উদ্দেশ্য, এই চিন্তায় মুনি-চিত্ত হলো আলোড়িত। এসে গেলেন নারদ, তাঁর কাছে মনের মতো পুরুষের জীবন-কাহিনীর সংকেত পেয়ে, মুনি তাঁর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোক কাজে লাগাতে সক্ষম হন, রচিত হয় রামায়ণ মহাকাব্য। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন হলো, ক্রৌঞ্চ-নিধন দৃশ্যটি একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এটা না ঘটলে তো কোন কিছুরই সৃষ্টি হতো না। যে ধ্যানের উপর এতো গুরুত্ব, সেটার কোনো কারণই দেখা দিতো না। তার চেয়ে বরং মূল গ্রন্থে প্রথমেই ধ্যানের কল্পনা করা চলে, যার ভিত্তিতে মুনি নারদকে প্রশ্ন করেন। এ ছাড়া প্রশ্ন,—মুনির কল্পলোক কে আগে অধিকার করেন, রাম না সীতা? এটা সাধারণের কাছে অদ্ভুত শোনালেও, সমগ্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণের মৌল উৎস নির্ণয়ে এবং পূর্বোক্ত অসংগতি গুলির মীমাংসায় সহায়ক হবে বলে মনে করি।

ঠিক এরই সূত্র ধরে আমরা যেতে চাই মহর্ষিকথিত 'বেদদীপিকা',— রামায়ণের এই পরিচিতি প্রসংগে।

(খ)

[বেদ ও রামায়ণ : রামায়ণ-কথা 'বেদদীপিকা'—'বেদোপবৃংহণার্থায়' : এর অনুকূলে প্রাথমিক বক্তব্য সমাবেশ : ● সীতা-সত্তার বেদাত্মকতা : ● সীতা ও বেদবতী অভিন্ন : ● মহর্ষির বেদাত্মিকা সীতা-সত্তার উজ্জ্বলতর আরতি কালিদাসের হাতে : ● রামায়ণের বেদময়তায় লবকুশ।]

রামায়ণের পরিকল্পনাসংক্রান্ত মহর্ষির ধ্যানের মধ্যে যেমন নানাস্থানে নানা ভাবেই পাওয়া যায় বেদ-বেদাঙ্গের উজ্জ্বল প্রসঙ্গ তেমনি কাহিনী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে পদে পদে ঐ প্রসঙ্গ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(অ) 'তপঃস্বাধ্যায়নিরতং'—এই যে শব্দগুচ্ছটি নিয়ে রামায়ণ মহাকাব্যের যাত্রা সুরু, তাতে দেবর্ষি নারদের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে বাল্মীকি তাঁর বেদ-বন্দনাই সম্পন্ন করেছেন।

(আ) উপক্রমণিকায় নারদের মুখে রামের বর্ণনায় 'সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ' এই পদের পূর্বেই এসেছে

'বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ'।

—আদি ১/১৪

(ই) আবার রাম-লীলার পরিণত পর্বে লঙ্কাকাণ্ডের শেষের দিকে ব্রহ্মার মুখে রামের যে পরিচিতি, তাতে বলা হয়েছে,—

—"সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা"—সহস্র শাখাসমন্বিত যে বেদ, আপনি সেই বেদস্বরূপ।

বলা হয়েছে,—

'সংস্কারাস্ত্বভবন বেদাঃ'—সকল বেদের সারভাগ আপনার সংস্কারের মধ্যেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রমূর্ত। আর ঋগ্বেদের যে বিখ্যাত ব্রহ্মবোধক মন্ত্রে বিশ্ব, ব্রহ্ম এবং বেদ হয়ে ওঠে একাত্ম, সেই—'সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি, তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় এখানকার রাম-বন্দনার 'সহস্রশৃঙ্গঃ', 'সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্'—ইত্যাদি অংশে।

(ঈ) রামচরিত যে বেদের সমান, এটাই মহর্ষির সগর্ব ঘোষণা ঃ

'ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং
পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।'

—আদি ১/৯৮

'রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ'।

—উত্তর ১১১/৪

['শ্রাদ্ধের উল্লেখে আধুনিক যুগরুচি-বিশিষ্ট পাঠক শ্রদ্ধা হারাতে পারেন; তাই উল্লেখ্য, কঠোপনিষদের মতো গ্রন্থ সম্পর্কেও ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা" (কঠ—৩/১৭)। অর্থাৎ শ্রাদ্ধরূপ ক্রিয়াকাণ্ডটি কঠোপনিষদেও সম্মানিত।]

(উ) এরও পরের ধাপের কথা, রামায়ণের মাধ্যমে বাল্মীকি যে মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান, তা হলো বেদের প্রকৃত মর্ম-ব্যাখ্যা। তাই লব-কুশকে রামায়ণ শেখানো সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ'। —আদি ৪/৬

বেদশাস্ত্রের রহস্য বোঝাবার জন্য বাল্মীকি ঐ দুই ভাইকে রামায়ণ মহাকাব্য অধ্যয়ন করালেন। আর সেটা সম্ভব হয়েছিলো যেহেতু ঐ ভ্রাতৃযুগল ছিলো "বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ' অর্থাৎ চারি বেদে সুপণ্ডিত।

(উ১) বেদসার ও রামায়ণসার যেন একই বলে বুঝতে হয়। আমরা যে রামায়ণ-সার বলে সীতাকে দেখাতে উৎসাহী, তাঁর বেদাত্মকতার ইংগিত বাল্মীকির নিজস্ব বিচিত্র উপস্থাপনেই লক্ষণীয়। তাঁর ধ্যানলোকে সীতা ও শ্রুতি (বেদ) অভিন্ন ঃ

তাং দৃষ্টা শ্রুতিমায়াতীং
ব্রহ্মাণমনুগামিনীং। উত্তর। ১০৯। ১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সবাই দেখলো বাল্মীকিমুনির পশ্চাতে আসছেন সীতা, যেন ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতি। এ কবির উপমাসৃষ্টির কল্পনামাত্র নয়, এই তাঁর ধ্যানগত প্রত্যয়।

বাল্মীকির এই বিশেষ সীতা-ভাবনায় মণ্ডিত আলোচ্য দৃশ্যটি মহাকবি কালিদাসের কল্পনাকে কিভাবে আলোড়িত করে, এবং ঠিক ঐ মহর্ষির ধ্যানলব্ধ বেদাত্মিকা সীতা-সত্তার ভাবমূর্তিখানি কিভাবে কালিদাসের হাতে অপরূপ কবি কল্পনায় অনুরঞ্জিত হয়েছে, এই পরিচ্ছেদের শেষে [১৬শ । খ । (ঙ১)] পাঠক তা দেখতে পাবেন।

(উ২) এই সীতাই যে মহর্ষির হাতে উপমাসূত্রে বেদমন্ত্রপূত যজ্ঞীয় উপাদান-সমন্বিত চির-পবিত্র যজ্ঞবেদীরূপে কল্পিত হবেন, সে আর বিচিত্র কি ?

ন শক্যা যজ্ঞমধ্যস্থা বেদিঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিতা।
দ্বিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চণ্ডালেনাবমর্দিতুম্‌॥

—অরণ্য ৫৬ । ১৮

—সীতা নিজেই নিজেকে যজ্ঞবেদীরূপা বলে সগর্বে ঘোষণা করেছেন। অপহরণত রাবণের প্রতি সীতার উক্তি : রে রাক্ষসাধম ! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈদিক বিধানসম্মত মন্ত্রের দ্বারা পরিপূত স্রুক্‌ প্রভৃতি ভাণ্ডসমূহে বিভূষিত যজ্ঞবেদী যেমন চণ্ডালে অপবিত্র করতে সমর্থ হয় না, তেমনি তুইও আমার শুচিতা বিনষ্ট করতে পারবি না। * * * সীতা-সত্তার বেদাত্মকতার ভিত্তিতেই মহর্ষির হাতে এমন কতোই না সীতা-চিত্র অঙ্কিত হতে পেরেছে।

(ঋ) এই একই ভাবের প্রতিভাস একেবারে গোড়াতেই লক্ষণীয়—

জনকস্য কুলে জাতা
দেবমায়েব নির্মিতা (আদি—১ । ২৭)—

এই ব্যঞ্জনাঢ্য উপমাতেও। সীতার জন্ম-সম্পর্কে এই যে উপমাটি কবিচিত্ত মন্থন করে জেগে উঠেছে একে সমুদ্র-মন্থনোত্থিত অমৃত বললেও সব বলা হয় না। পরে [১৬শ (ঙ) শাখায়] আমরা এই 'দেবমায়া'-র ব্যাখ্যায় 'বিষ্ণুমায়া'-কে এনে বুঝিয়েছি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-কথিত বিষ্ণুমায়া বা মহামায়ার যে কল্পনা তার মূল ছাঁচ প্রকারান্তরে পূর্বেই সংকেতিত হয়েছে বাল্মীকির সীতা-প্রতিমার মধ্যে। সুতরাং 'বিষ্ণুমায়া'র সঙ্গে একাত্মতার ভিত্তিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনায়াসে বলা যায়, মহর্ষির কল্পলোকে 'দেবমায়েব' এই উক্তির অন্তরালে সীতা-প্রতিমা জেগেছিলো 'সাবিত্রী' বা 'গায়ত্রী'র সঙ্গে অভিন্নরূপে।

'ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননীপরা'—এটা বাল্মীকির সীতা (যিনি 'দেবমায়া' বিশেষ)-র পক্ষেও প্রযোজ্য। 'সাবিত্রী' ও 'গায়ত্রী' সমার্থক। ব্যাহৃতিরহিতা গায়ত্রী 'দেবজননী', সব্যাহৃতিকা গায়ত্রী 'বেদ-জননী', বা 'বেদ-মাতা'। সুতরাং সীতাও মহর্ষির কল্পলোকে 'বেদমাতা' রূপে উদ্ভাসিত। কালিদাসও গেয়ে গেছেন এই গায়ত্রী-স্বরূপা সীতা-প্রতিমার বন্দনা (১৬শ। খ। (৩১) দ্রষ্টব্য।]

(৯) আরো কিছু উপমা, যেখানে মহর্ষির এই একই কল্পলোকের সংকেত পাওয়া যায়। যুদ্ধকাণ্ডে সীতার অগ্নিপ্রবেশ-দৃশ্য চিত্রখানির বর্ণনায় মহর্ষির মুখে বেরুলো—

দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতিমিব।

যুদ্ধ। ১১৬। ৩৩

অর্থাৎ এই যে অগ্নি-প্রবিষ্টা সীতাকে যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সঙ্গে উপমিত করেই কবির মন ভরে উঠলো, এতে বুঝতে হয় তাঁর পরম ধ্যানের ধন সীতা-সত্তাকে বেদ-সার রূপে দেখাবার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য। যে যজ্ঞানুষ্ঠান বেদের প্রাণ-কেন্দ্র, সেই যজ্ঞের পূর্ণতাসূচক পূর্ণাহুতি যেন সেই অগ্নিপ্রবিষ্টা সীতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠলো।

ঠিক এর পরবর্তী উপমাটিতেও পাওয়া যায় মহর্ষির কল্পলোকের একই নাড়ীস্পন্দন। সেই একই বেদ-চেতনায় মণ্ডিত সীতা-চিত্র,—খালি আঙ্গিকের পার্থক্য। ওখানে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, এখানে যজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক মন্ত্রপূত বসুধারা-সম্পাতন।

প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে॥

—ঐ। ঐ। ৩৪

যজ্ঞস্থলে (অধ্বরে) মন্ত্রপূত বসুধারার পতনের ন্যায় অগ্নিমধ্যে সীতার প্রবেশ লক্ষ্য করে রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[তবে 'যজ্ঞে পূর্ণাহুতিমিব' মহাকবির এই উপমাটির কোন তুলনা নেই। প্রসংগত উল্লেখ্য, অগ্নিপ্রবেশ ও ভূমিপ্রবেশ, সীতাচরিতের এই যে দু'টি শিহরণ-জাগানো পর্ব-রেখা, সেই দু'টি ক্ষেত্রেই এই একই উপমার প্রযোজ্যতা রসজ্ঞ চিত্তে আলোড়ন জাগায়। সীতাসত্তার বেদাত্মকতা প্রথমটিতে বেশি ফুটেছে ঠিকই, যেহেতু যজ্ঞাগ্নির মতো প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিয়ে এবং যজ্ঞের সম্পূর্ণতাসূচক পূর্ণাহুতির চিত্রকল্প নিয়ে বৈদিক পরিমণ্ডলটা সেখানে প্রত্যক্ষ অনুভবে ধরা পড়ে; কিন্তু রূপকাঢ্য কল্পনার আলোকে যজ্ঞে পূর্ণাহুতির উপমাটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও শুধু প্রযোজ্য নয়, অধিকতর প্রযোজ্য, যেহেতু ব্যঞ্জনার গভীরতা এখানে আরো বেশি। কারণ ভূমিপ্রবেশের মধ্যেই তো সীতা-লীলার বা লীলাযজ্ঞের প্রকৃত সম্পূর্ণতা। প্রথমটায় ঐ লীলার একটি পর্বের পূর্ণতা, দ্বিতীয়টায় সমগ্র লীলার পরিপূর্ণতা।

('পূর্ণাহুতি' ও 'বসুধারা'র বিস্তৃততর ব্যাখ্যা ১৫শ (গ)-এ প্রদত্ত।)]

(এ) সীতা-সত্তার বেদময়তা বা বেদাত্মকতা কেবল যে ইংগিতে-সংকেতে উপমায় বা বাগভঙ্গিতে পেতে হবে, তা নয়। তাঁর নিজস্ব বেদপরায়ণতা ও তপোবলেরও উল্লেখ আছে,—যদিও মহাকাব্যে আখ্যানগত আকর্ষণের খাতিরে তাকে একটু প্রচ্ছন্ন, একটু রহস্যাবৃত করে রাখা হয়েছে। সতীত্ব-পাতিব্রত্যের জমক এবং রামচরিতের আধিপত্যের আড়ালে রয়ে গেছে। তবু সন্ধানী পাঠক রামায়ণ-কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে সীতার বেদজ্ঞতা ও তপোবলের অনেক সূক্ষ্ম পরিচয় পাবেন। বাল্মীকি রামায়ণের পরিভাষায় 'ধর্মজ্ঞ' মানেই 'বেদজ্ঞ'। ধর্মের প্রকৃত রহস্য যিনি জানেন, তিনিই ধর্মজ্ঞ, আর, তা জানতে হলে বেদ-পরায়ণতা অপরিহার্য। সীতার পরিচয়ে 'ধর্মজ্ঞা' শব্দটি লেগেই আছে,—এমনকি রামের মুখেও বারংবার শোনা যায় সীতার ঐ পরিচিতি। বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার সময়, 'কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণী'—এই যে রামের সীতা-আলাপনের ভঙ্গি,—এটাই পাওয়া যায় অজস্রবার। ঐ সময়ে যে বিতর্কের জোরে সীতা আদায় করেন রামের সম্মতি, তার মধ্যে তাঁর বেদজ্ঞতার প্রতিফলনই লক্ষণীয়। তার আগে, রাজপুরী-অভিমুখে যাত্রায় উদ্যত রামের জন্য সীতার মাঙ্গলিক বচনের আবৃত্তি এবং সীতার মুখে ঐ উদ্দেশ্যে স্বস্তিবাচন (অযোধ্যা ১৬/২১,২৪) একই বেদজ্ঞতার পরিচয়বাহী। অত্রিপত্নী উপাখ্যানে উগ্রতপস্বিনী অনসূয়ার মহতী তপস্যা-জনিত বরদানের প্রস্তাবে সীতার প্রতিক্রিয়া তাঁর নিজেরই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপোবলের পরোক্ষ প্রমাণ বহন করে। অশোকবনে রাবণের মুখোমুখি সীতাকে দেখা যায় যেন দীপ্ত অগ্নিশিখা। সাক্ষাৎ যমের মতো ভয়াবহ রাক্ষসরাজ রাবণকে সীতা স্পষ্টই বলে দেন 'চরিত্রবলে ও তপোবলে অর্জিত এমন তেজ আমার আছে যা দিয়ে তোকে এখনই ভস্মীভূত করতে পারি, কিন্তু তা করবো না, যেহেতু রামের তেমন কোনো আদেশ নেই, তা ছাড়া আমি যে নিজস্ব তপশ্চরণে রত আছি, অভিশাপে সেই তপের ক্ষয় বা ব্রতভঙ্গ ঘটতে পারে ('অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ। ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা ॥' সুন্দর/২২/২০)। হনূমানের লেজে আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চলেছে—এই সংবাদে বিচলিত সীতাদেবীর অগ্নির কাছে প্রার্থনার মধ্যে শোনা যায়," "যদ্যস্তি চরিতং তপঃ"—যদি আমার তপশ্চর্যার কোন মূল্য থাকে, তবে, অগ্নিদেব! "শীতো ভব হনূমতঃ"—তুমি হনূমানের প্রতি শীতল হও।

এ সমস্তই সেই সত্যের প্রমাণ যে, সীতা ছিলেন পরম বেদপরায়ণা ও তপোবলে বলীয়সী।

উত্তরকাণ্ডে সীতার পাতাল-প্রবেশের পর রামকে সান্ত্বনাচ্ছলে ব্রহ্মার মুখে পাওয়া যায়,—

সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ ॥

উত্তর ১৮/১৪

এই যে 'তপোবল'-এর উল্লেখ, এবং 'তব পূর্বপরায়ণা'—পূর্বেও যিনি ছিলেন তোমার একান্ত অনুরাগিণী—এই উল্লেখ, বেশ কিছু চিন্তাভাবনার খোরাক যোগায়। যুক্তিবাদী পাঠকের কাছে হয়তো 'ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ'—এই প্রয়োগে সমাসবদ্ধরূপে যে অর্থ হয়, তার বেশি আর কিছুই গ্রাহ্য নয়। কিন্তু ভাবগ্রাহী, রসগ্রাহী ও তত্ত্বান্বেষীর মনে পড়বে 'বেদবতী'র কথা, যা এই রামায়ণেই অন্যত্র বিবৃত। 'বেদবতী'-কাহিনীকে এ যুগের পাঠক একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু বাল্মীকির সীতা-সত্তার সে একটা অমূল্য ভাষ্য-সূত্র। পূর্বেও অর্থাৎ পূর্বজন্মেও যিনি ছিলেন তোমার প্রতি নিত্যানুরক্তা, যাঁর ধ্যান-চিন্তা-তপস্যা ছিলো 'ত্বদাশ্রয়ী'—তোমাতেই কেন্দ্রীভূত এবং সেটা যে ছিলো বেদাভ্যাস ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপশ্চর্যাবলে, এটা বেদবতীর কাহিনীতে পরিব্যক্ত। পূর্বজন্মের বেদবতীই সীতা রূপে আবির্ভূত হন রাম-কাহিনীতে। মূলত একই নারী-সত্তা। অযোনিসম্ভবা বেদবতী দেখা দেন অযোনিসম্ভবা সীতা রূপে। সে জন্মে তিনি ছিলেন মহর্ষি-কন্যা, এ জন্মে রাজর্ষি-কন্যা। মহর্ষি কুশধ্বজের বাঙ্ময়ী কন্যা বেদবতী হলেন রাজর্ষি জনকের ক্ষেত্রকর্ষণোদ্ভূতা ভূমি-কন্যা সীতা। সুতরাং সীতার পূর্বসংস্করণ বা পূর্ববর্তী সত্তায় ঐ যে 'বেদবতী' নাম, ওরই মধ্যে রয়েছে ইংগিত যে, সীতা-সত্তাটি মূলত ছিলো বেদময়ী তখনকার আত্মপরিচয়ে শোনা যায়, "কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ। * * তস্যাহং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ। সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা।" (উত্তর ১৭/৮-১০)। নিত্য বেদাভ্যাসরত সেই ব্রহ্মর্ষির বাঙ্ময়ী কন্যারূপে উৎপন্না হয়ে আমার নাম হয় বেদবতী। শুধু তাই নয়, পিতার ইচ্ছানুবর্তী হয়ে বিষ্ণুকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য ঐ কন্যা বেদোক্ত বিধিতে কঠোর তপস্যা করেন। "ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য চরামি বিপুলং তপঃ"। (ঐ ঐ ১৭)। রাবণও যখন বেদবতীকে দেখেন, তখন ঐ তপশ্চারিণী রূপেই দেখেছিলেন।

> তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্।
> আর্ষেন বিধিনা যুক্তাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব॥
> ... ...কন্যাং তাং সুমহাব্রতাম্।
> (উত্তর—১৭।২—৩)

সেখানে (হিমালয়ের অরণ্য মধ্যে) রাবণ দেবতার ন্যায় দীপ্তিমতী ঐ কন্যাকে দেখলেন কৃষ্ণমৃগচর্ম-ও-জটাধারিণী হয়ে ঋষিপ্রোক্ত বেদোক্ত বিধানে তপস্যায় নিমগ্না, এক মহাব্রতপালনে নিরতা। * * পাপকামনার বশবর্তী হয়ে রাবণ তাঁর কেশাগ্র হস্তে ধারণ করলে (স্মরণীয়,—সীতাহরণ-কালেও রাবণ প্রথমে সীতার চুলের মুঠি ধরেছিলো) তেজস্বিনী বেদবতী ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের হাতখানাকে তপোবলে অসিরূপে পরিণত করে সেই হাতে ঐ পাপস্পৃষ্ট কেশগুচ্ছ ছিন্ন করলেন। আর ঐ পাপস্পর্শ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন তবে তৎপূর্বে রাবণের প্রতি বর্ষিত হলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ অভিশাপ—'তস্মাৎ তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যে হ্যহং পুনঃ'—সেই হেতু তোমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিনাশের জন্য আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করবো। * * সেই বেদবতীই সীতা হয়ে বিষ্ণুকে পাওয়ার অপূর্ণ সাধনা সিদ্ধ করে বেদবল ও তপোবলের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। * * স্বচ্ছন্দে বলা যায়,—সীতা বেদবতী রূপে হন বেদ-প্রসূতা (বেদাভ্যাসরত মহর্ষির বাঙ্ময়ী-কন্যা), তপোবলে এসেছিলেন ভূপৃষ্ঠে ভূমিকন্যা-রূপে, তপোবলে প্রবেশ করেছিলেন অগ্নিতে অগ্নিকন্যারূপে, তপোবলে পেয়েছিলেন বাল্মীকির আশ্রয়, তপোবলেই চলে গেলেন পাতালে পুনরায় ভূমি-কন্যারূপে। * * রামায়ণ-জানা ও রামায়ণ-ভক্ত সাধারণ মানুষের কাছে সীতাদেবীর 'সীতা' নামই যথেষ্ট, সীতা এক স্বয়ম্পূর্ণ নারীসত্তা। কিন্তু বেদের সারভূতারূপে যে সীতা-প্রতিমা মহর্ষির ধ্যানলোকে অধিষ্ঠিতা, তাকে চিনে নেওয়ার জন্য সীতার ঐ অনুচ্চারিত 'বেদবতী' নামটি স্মরণ রাখা পরামর্শসিদ্ধ।

(ঐ১)—বেদের সার-ভূতা হয়ে যে সীতা-প্রতিমা রামায়ণের কেন্দ্রীয় বেদীর উপর সংস্থাপিত, তার চারপাশের সমস্ত সমাবেশই দেখা যায় এমন ভাবে নির্বাচিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত, যাতে বুঝতে হয়, সত্যই 'বেদোপবৃংহণার্থায়'—বেদের প্রকৃত মর্মব্যাখ্যাই রামায়ণপ্রণেতা ঋষি-কবির মূল লক্ষ্য।

(ঐ ২)—এখানেই দেখানো যাক, সীতার সঙ্গে সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ-ভরতও মহর্ষির উপমা-কল্পনায় কিভাবে বেদাত্মকতায় মণ্ডিত হয়েছেন, সেই সঙ্গে গোটা অযোধ্যাই। রামচরিতের একান্তই অন্তিম পর্ব। রামের সমস্ত কাজই শেষ। এখন খালি কালের অপেক্ষা। শত্রুঘ্ন দূরবর্তী মধুপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। অযোধ্যায় রয়েছেন বাকী তিন ভাই যুগপৎ ধর্মপালনে ও পৌরকার্যে (রাজ্যপালনে) নিরত। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে পূর্ণমনোরথ হয়ে উজ্জ্বল মূর্তিতে বিরাজমান এই ভ্রাতৃত্রয়ের বর্ণনায় মহর্ষি বলেছেন,—

"ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহুতিদীপ্ততেজসা
হুতাগ্নয়ঃ সাধুমহাধ্বরে ত্রয়ঃ।

—উত্তর-১০২ / ১৭।

গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিনটি যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় রাম-লক্ষণ-ভরত ভ্রাতৃত্রয় রইলেন দীপ্যমান। সাধারণ নয়, মহাযজ্ঞে সম্যক্ আহুতিপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রজ্বলিত ও প্রদীপ্ত ঐ ত্রিবিধ অগ্নি। তাদের সুপ্রদীপ্ত পূর্ণতেজস্বী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মূর্তিই কবির উদ্দিষ্ট। ভ্রাতৃত্রয়ের বিরাজক্ষেত্র অযোধ্যানগরী, তাই মহর্ষির চিত্রকল্পে সেই অযোধ্যাই হয়েছে 'মহাধ্বর' বা মহাযজ্ঞভূমির সঙ্গে উপমিত. এবং এ কথা শ্লোকটির পূর্বার্ধেই হয়েছে আভাসিত,—'ধর্মপুরে চ সংস্থিতাঃ'—এই বাক্যাংশের 'ধর্মপুরে' প্রয়োগটির মধ্যে। রামাদি ভ্রাতৃত্রয়ের ধর্মসম্মত ন্যায়সম্মত শাসন-পরিচালনায় অযোধ্যা হয়েছে 'ধর্মপুরী'-আখ্যার যোগ্য। এখানে বেদ-প্রভাবিত মহর্ষির কল্পলোকের কী বাহার। বেদবিধিসম্মত পবিত্র যজ্ঞভূমি হলো অযোধ্যানগরী; বৈদিক বিধানে প্রজ্বলিত গার্হপত্য-আহবনীয়-দক্ষিণ এই পবিত্র তেজস্বী অগ্নিত্রয় হলো রাম-লক্ষ্মণ-ভরত ভ্রাতৃত্রয়; আর নিশ্চয়ই 'যজ্ঞ'টা হলো ন্যায়ধর্মানুমোদিত প্রকৃতিহিতকর রাজ্যশাসন-পালন। রামায়ণের সবই যে বেদময়।

(৩১) এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে সীতা-শপথ উপলক্ষ্যে রাজ-সভায় বাল্মীকির সঙ্গে সীতার প্রবেশ-দৃশ্যে মহর্ষির যে সীতা-ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে, সেই সীতা-সত্তার বেদাত্মতায় মুগ্ধ হয়ে মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্'—মহাকাব্যে ঐ একই দৃশ্যের বর্ণনায় সীতার ঐ একই ভাবমূর্তিখানি তাঁর আপন মনের রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন।

প্রথমে, শিষ্যদের পাঠিয়ে মুনি তাঁর আশ্রম থেকে সীতাকে আনালেন। সীতা মুনি-সমীপে এলেন—

"স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব" (রঘু। ১৫। ৭৪)

—যেন তপস্যাপ্রভাবে সিদ্ধি আপনিই এসে মহর্ষি-সমীপে উপনীত হলেন। ° ° বাল্মীকির উপমায় সীতা হয়েছিলেন সাক্ষাৎ 'শ্রুতি' অর্থাৎ বেদের সঙ্গে উপমিত, কালিদাসের এই প্রথম উপমায় সীতা হলেন বেদবিহিত সাধনায় 'সিদ্ধি'র সঙ্গে উপমিত।

দ্বিতীয়তঃ সভায় উপবিষ্ট রামচন্দ্র-সমীপে বাল্মীকি এসে উপস্থিত হলেন পুত্রদ্বয়-সহ-সীতাকে নিয়ে—

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।
ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ॥

—(রঘু। ১৫। ৭৬)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

—সীতা যেন 'ঋক্' ('ঋচা')-মন্ত্র, অর্থাৎ 'সাবিত্রী' বা 'গায়ত্রী' (যা বেদসা'র); সঙ্গে পুত্রদ্বয় থাকায় ঐ 'সাবিত্রী' হয়েছে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিৎ-অনুসারে স্বরশুদ্ধিযুক্তা ('স্বরসংস্কারবত্যা') [লব-কুশ মহর্ষি বাল্মীকি-কর্তৃক বেদগানে সুশিক্ষিত হয় বলেই এমন উক্তির সার্থকতা]; এমন সীতাকে নিয়ে মুনি যাঁর সমীপে এলেন, সেই রাম যেন উদীয়মান সূর্য ('উদর্চিষং সূর্যং')। * * উপমার মাধ্যমে কালিদাস কিভাবে বাল্মীকি-কল্পিত বেদাত্মিকা সীতা-সত্তারই আরতি করেছেন, সেটা লক্ষণীয়। * * * আমরা যে 'দেবমায়েব নির্মিতা'—এই বাল্মীকি-বচনের আলোচনায় [১৬ শ / খ / (ঋ) শাখায়] মহর্ষির ধ্যানলোকের সীতাকে 'সাবিত্রী' বা 'গায়ত্রী'-র সঙ্গে একাত্ম বলে বুঝিয়েছি,—এখানে কালিদাসের হাতে পাওয়া যায় তারই উজ্জ্বল সমর্থন।

(ও২) রামায়ণের বেদময়তা-সংক্রান্ত আলোচনায় 'লবকুশ'-প্রসঙ্গটির মূল্য বড়ো কম নয়। তবে সেটা উদ্ধার করার জন্য যেতে হবে 'লব-কুশ'-নামকরণের গোড়ায়। সীতা যমজ-সন্তান প্রসব করেছেন খবর পাওয়া মাত্র মহর্ষি আশ্রমে ফিরে এলেন। শাস্ত্রানুসারে জাতকদ্বয়ের 'ভূতঘ্নী' ও 'রক্ষোবিনাশিনী'—রক্ষার বিধান সম্পন্ন করেই হাতে তুলে নিলেন ঐ একই 'রক্ষা'-র উদ্দেশ্যে (১) 'কুশমুষ্টি' ও (২) 'লব':—

'কুশমুষ্টিমুপাদায় লবঞ্চৈব স দ্বিজঃ / বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্' (উত্তর / ৬৬ / ৬)। [জেনে রাখা দরকার, কতিপয় সমগ্র কুশ নিয়ে মধ্যভাগে ছেদন করলে, তাদের অগ্রভাগকে বলে 'কুশমুষ্টি' বা 'কুশ', নিম্নভাগকে বা গোড়ার দিকটাকে বলে 'লব'] প্রসবকালে সীতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত বৃদ্ধাগণকে মুনি বললেন,—'যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ / নির্মার্জনীয়ো নাম্না হি ভবিতা কুশ ইত্যসৌ / যশ্চাবরোভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ / নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভি র্নাম্না স ভবিতা লবঃ ॥" (উত্তর / ৬৬ /৭-৮)। দু'টির মধ্যে যে বালক আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাকে মন্ত্র-সংস্কৃত, 'কুশ'-এর দ্বারা মার্জন করতে হবে এবং তার নাম হবে 'কুশ', আর উভয়ের মধ্যে যে পরে জন্মেছে, অর্থাৎ কনিষ্ঠকে 'লব'-দ্বারা মার্জন করতে হবে, এবং তার নাম হবে 'লব'। * * সেই সঙ্গে এটাও মুনি ঘোষণা করলেন, 'এবং কুশ-লবৌ নাম্না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাবুভৌ যমজাতকৌ / মৎকৃতাভ্যাঞ্চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ।।'—মৎকৃত এই 'কুশ-লব' নামেই এরা ভূমণ্ডলে খ্যাতিযুক্ত হবে।

এই নামকরণের তাৎপর্য খুঁজতে হবে 'কুশ' বস্তুটির মধ্যে। আগার দিক ও গোড়ার দিক, সব সমেত, কুশ নামক তৃণটি বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মে এতোই নিবিড় ও অপরিহার্য ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েছে, যাতে ভাবতে হয় বৈদিক চিন্তাধারা প্রচারের জন্য এ বুঝি বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত। পূজা-হোম-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে অভিজ্ঞমাত্রই জানেন,—'ব্রাহ্মণ' 'পবিত্র'-'ত্রিপত্র'-'মোটক'-'হস্তকুশ'-আস্তর-'আচ্ছাদন' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কুশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোথাও অগ্রভাগের গুরুত্ব, কোথাও বা নিম্নভাগের। অখণ্ড কুশেরও প্রয়োগ দরকার হয়। অর্থাৎ বেদপরায়ণ হতে হলেই হতে হবে কুশ-কুশলী। জানতে হবে কুশের যথাযথ প্রয়োগ, আয়ত্ত করতে হবে কুশের মধ্যে নিহিত বৈদিক ঋষি-ধ্যানের স্বরূপ-সংকেত, তবেই আসবে কর্মে নিষ্ঠা, আর তবেই হবে যাগযজ্ঞাদি জগৎ-কল্যাণ-সাধনে ফলপ্রসূ। মহর্ষি বাল্মীকি ছিলেন পরম বেদপরায়ণ ও ধ্যান-পরায়ণ। যেমন রামায়ণ তাঁর ধ্যানের ফসল, যেমন রামচরিত ও সীতাচরিত তাঁর ধ্যানের ধন, তেমনি এই লব-কুশও তাঁর ধ্যান-সঞ্জাত। যে রামায়ণ-গানের জন্য তাঁর লব-কুশের সৃষ্টি, বেদবার্তা প্রচারই তো তার মৌল উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বেদবার্তাপ্রচারে সহায়ক দুর্জ্ঞেয় শক্তিশালী কুশ-তৃণের মহিমায় মণ্ডিত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন তাঁর লব-কুশকে। কী সেই শক্তি, তা অন্যান্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতো তিনিও নিশ্চয়ই জানতেন। হয়তো "কুশৈর্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ"—ঐ 'মন্ত্রে'-র মধ্যেই কুশের সেই মন্ত্র-শক্তির রহস্য নিহিত। মার্জনার সঙ্গে সঙ্গে কুশ ও লব ঐ শক্তির জীবন্ত প্রতি-রূপ হয়ে ওঠে, এবং সীতা যেমন কালিদাসের ভাষায় মুনির বেদ-সাধনায় 'সিদ্ধি' রূপা ['স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব' (রঘু। ১৫। ৭৪)], তেমনি সীতার তনয়যুগল লবকুশও ঐ সিদ্ধি-সহায়ক যুগলমূর্তি রূপে দেখা দেয় এ জগতে। যুগলে বা যুগ্মরূপে তারা এক অদ্বয়শক্তিরই প্রতীক, যার দ্যোতনা কুশ-তৃণের ঊর্ধ্ব-নিম্ন উভয় ভাগে সম্মিলিত সমগ্র দেহে অনুধ্যাত।

এদিকে দেখুন, বাল্মীকির ধ্যানে কী অপরূপ সামঞ্জস্য-সুষমা। সীতা যে বেদময়ী বেদাত্মিকা, তাঁর গর্ভজাত লবকুশ তারই সৌরকরোজ্জ্বল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিদর্শন। সীতা পৃথ্বীরূপা বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় এমন পুত্রলাভ, কারণ, লবকুশ মূলত কুশাত্মক,—যে কুশ পৃথ্বী-গর্ভজাত [কুশ=কু(পৃথিবী)+শ (যজ্ঞভূমিতে শয়ন করে থাকে, এই অর্থে অথবা জাতার্থে)]। বেদাত্মিকা সীতারই তো এমন সন্তান প্রত্যাশিত ও যথাযোগ্য, যারা মূলত কুশাত্মক, কার্যত বেদপ্রচারক,—বেদসম্মত রামায়ণের গীতিময় পরিবেশনে পরমকুশলী।

(গ)

[● বাল্মীকি-রামায়ণের পাতায় পাতায় বেদ ঃ রামায়ণ বেদপ্রচারক ঃ এরই প্রমাণ হিসাবে আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

● বৈদিক সাধন-বলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ঋষ্যশৃঙ্গ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ।

● জননী কৌশল্যার মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী নারীর ব্রহ্মদৃষ্টির পরিচয়।

● বেদসম্মিত প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত সীতা-মানস।

● পরম বেদপরায়ণ রামচন্দ্র ও বেদবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী চার্বাকপন্থী ঋষি জাবালি।]

বস্তুতঃ বাল্মীকি-রামায়ণের যে কোনো নিবিড় পাঠকের মনে হবে গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় বেদ। মহর্ষির কল্পলোকে কাহিনী এসে বসলো যেমন বেদের পাখায় ভর করে, তেমনি তার বিস্তারও দেখা যায় একই বেদের পাখায় নিয়ত-নির্ভর। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রতি কাণ্ডেই চলেছে বেদ-নির্ভর কাহিনী-বিস্তার।

আদিকাণ্ডে মহারাজ দশরথ ও তাঁর অযোধ্যা-বৃত্তান্ত নিয়ে যে কাহিনীর যাত্রা হলো সুরু, সেখানে দেখা যায় মহারাজ নিজেও যেমন 'বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ,' তেমনি তিনি অযোধ্যার বসতিবৃদ্ধি-সাধনে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন উত্তম শ্রেণীর মানুষের বসবাসের দিকে ঃ—

তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈর্বেদ-ষড়ঙ্গপারগৈঃ। (আদি—৫। ২৩)

যাঁরা অগ্নিহোত্রাদি যাগের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত, যাঁরা সর্বগুণসম্পন্ন, বেদ ও শিক্ষা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কল্প-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারঙ্গম, এমন মানুষের দ্বারা তাঁর অযোধ্যানগরীকে পরিপূর্ণ করেছিলেন।

'নানাহিতাগ্নির্যজ্বা' 'নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি' * * —অযোধ্যানগরীর কোনো ব্রাহ্মণই অগ্নিহোত্রবর্জিত যজ্ঞানুষ্ঠানে বিমুখ অথবা বেদবেদান্তে অজ্ঞ ছিলেন না। সেই বেদবিশারদ ব্যক্তিগণ যে কেবল নিজেদের বেদচর্চা নিয়েই থাকতেন, তা নয়, রাজ্যের সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধানে তাঁরাই ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা ও সহায়ক। বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি রাজপুরোহিতগণ ছিলেন ঐ বিশাল বেদজ্ঞ-সমাজের সুযোগ্য প্রতিনিধি। এঁরা পুরোহিতও বটে, সর্ববিষয়ে মন্ত্রণাদাতাও বটে। এ ছাড়া পুরাণ-খ্যাত সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋত্বিক হয়েও মন্ত্রিত্ব করতেন। তাই তো রাজ্যের কোথাও কোন অন্যায় অধর্ম পাপ বা অনাচার স্থান পেতো না। মূলত বেদেরই প্রভাবে দেশ ছিলো রোগ-শোক অভাব-দারিদ্র বা মড়ক-অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব থেকে মুক্ত।

ঐ যে **ঋষ্যশৃঙ্গের** গল্পটি হয়ে আছে এক মজাদার উপাখ্যান যা আদিকাণ্ডের ৯ম থেকে ১৫শ প্রায় সাতটি সর্গ জুড়ে আছে,—তার একেবারে অন্তঃপুরের কথাই তো **বেদের সর্বকল্যাণ-বিধায়িনী রহস্যময়ী শক্তি**। অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ রোমপাদের অঙ্গরাজ্য যে এক ব্রাহ্মণকুমারের পাদস্পর্শমাত্র বর্ষণস্নাত হয়ে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়ে উঠলো, এটাকে ইন্দ্রজাল মনে হলেও আসলে তা নয়। আসলে বেদবিহিত সুকঠিন মুখ্য-ব্রহ্মচর্য-পালন ও দুস্তর তপস্যায় স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার ফলে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের উপস্থিতিমাত্র অনাবৃষ্টি-জনিত অকল্যাণ দূরীভূত হয়। ঐ বিস্ময়াবহ শক্তি আসলে বেদেরই শক্তি। সেই ঋষিও দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বা তৎপূর্ববর্তী অশ্বমেধ যজ্ঞের সহায়তায় ডাক দেন রাজ্যের সমস্ত 'ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্'। বিশিষ্ট-অতিথি-সমাবেশেও ভিন্নরাজ্য থেকে বেছে বেছে নিয়ে আসা হয় মিথিলাধিপতি জনক (নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্)-এর মতো বেদ-প্রচারক বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের।

নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলা দ্বিজাঃ ॥ ঐ ১৪। ২১

যিনি ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন নি, যিনি ব্রতপরায়ণ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ নন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং যাঁর শাস্ত্রবিচার-নৈপুণ্য নেই—এমন কোন ব্রাহ্মণ রাজা দশরথের যজ্ঞে ব্রতী হন নি।

এইভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হওয়ার পর মহারাজ দশরথ দক্ষিণাদানের যে ব্যবস্থা করেন সে বড়োই বিচিত্র। তিনি সেই যজ্ঞের হোতাকে পূর্বদিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক ও উদ্গাতাকে উত্তর দিক দান করে সমস্ত পৃথিবীই দক্ষিণারূপে দান করলেন। এই অভাবনীয় দানের বহরে বিস্ময়-বিহ্বল ঋত্বিকগণ বললেন, 'মহারাজ, আমাদের এতো বিপুল ভু-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সুবিশাল পৃথিবী-পালনের ক্ষমতাও আমাদের নেই। অসীম শক্তিধর আপনি একাই সম্পূর্ণ পৃথিবী-পালনে সক্ষম।'

রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি॥

—ঐ—১৪।৪৮।

'হে নরপতি, আমরা প্রতিদিন বেদপাঠ-বেদানুশীলনে নিরত থাকি। অতএব আপনি এই পৃথিবীর মূল্যস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রদান করুন।'

এমন ত্যাগশীল জনকল্যাণব্রতী বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাই পারেন দেশের মধ্যে বেদ-চর্চা ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে মানুষ হিসাবে উন্নয়নের পথ দেখাতে।

বেদানুশীলন বাড়িয়ে দেয় যেমন তপোবল, আত্মিক বল, তেমনি ঐ তপোবল সূত্রেই যে আয়ত্ত হতে পারে আধিভৌতিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করার শক্তি-রহস্য, তার বিস্তারিত বার্তায় ভরপুর বাল্মীকি-রামায়ণের অনেক অধ্যায়। আদিকাণ্ডের **তাড়কা-বধ** বৃত্তান্ত রাক্ষসী-বধের চমকে সাধারণের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু তার আগেই যে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে রাম-লক্ষ্মণের **'বলা' ও 'অতিবলা' নামক দু'টি বিদ্যালাভ**, সে তো ঐ মুনির তপস্যালব্ধ অমূল্য শক্তি সম্পদ।

গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ॥
মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা।

—আদি—২২।১২—১৩।

বৎস, কালবিলম্ব না করে আচমনপূর্বক 'বলা' ও 'অতিবলা' বিদ্যাদ্বয়ের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রগুলি গ্রহণ কর। এই মন্ত্র ক্ষুৎ-পিপাসা-জয়ী, ক্লান্তিনাশক, নিয়ত বলবর্ধক, এবং "বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ" —এই বিদ্যাদ্বয় সকল জ্ঞানের প্রসূতি। অতএব

"গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন" (ঐ-২২।১৮)

হে রঘুনন্দন, সর্বলোকের রক্ষার জন্য তুমি এই বিদ্যা গ্রহণ কর। এই 'সর্বলোকরক্ষা' যে রাজধর্মবিশেষ সেটাও লক্ষণীয়।

রাম যে বিষ্ণুর অবতার, এটা বাল্মীকি-রামায়ণে মুখ্য প্রতিপাদ্যের এলাকা-বহির্ভূত। এখানে রাম পুরোমাত্রায় মানুষ। বৈদিক বিধানে জীবনচর্যায় তাঁকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাই প্রভাতে সরযূ-তীরে তাঁরা দুই ভাই স্নানান্তে আচমন করে গায়ত্রী জপ ও প্রাতঃসন্ধ্যা সম্পন্ন করেন।

স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্॥

ঐ—২৩।৩

'পরম জপ' গায়ত্রী-মন্ত্র জপ, যে গায়ত্রী বেদমার বলে প্রতিষ্ঠিত। তাড়কাবধ হয়ে গেল। পরম প্রীত হয়ে মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁর তপস্যালব্ধ নানাবিধ অস্ত্র রামকে দান করলেন। আসলে দিলেন তিনি সেই সেই অস্ত্রের মন্ত্রদীক্ষা। দীক্ষিত হয়ে রাম তাদের দেখা পেয়ে কৃতজ্ঞ ও প্রসন্নচিত্তে বলে দিলেন, 'তোমরা সর্বদা আমার মানসে বিরাজ কর, প্রয়োজনে আমি যেন আবাহন করে তোমাদের পাই।' তারাও দিয়ে গেল প্রতিশ্রুতি।

এ যুগের তরুণদের কাছে এসব নিতান্তই গালগল্প। কিন্তু বৈদিক যাগযজ্ঞ তপঃসাধনের বলে যে নানা অলৌকিক শক্তি অর্জিত হতে পারে, এবং এই পদ্ধতি যে বিজ্ঞানসম্মত,—সুদীর্ঘকালের বেদ-বিমুখতায় সেটা আমাদের দেশে অবিশ্বাস্য হলেও, পাশ্চাত্যের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানী-মহলে তার সমর্থন আছে। আর, বেদ-চর্চার নিবিড়তার মধ্যে যে এমন অনেক বিষয় আছে—মানুষের ব্যবহারিক বা বৈষয়িক জীবনেও যাদের উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতা রীতিমত বিস্ময়কর এটাও প্রমাণিত সত্য। পরবর্তী এক অধ্যায়ে [১৬ শ (জ)] এর কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যাবে।

বিশ্বামিত্রের জীবন-কাহিনী নিয়ে ব্যাপৃত আদিকাণ্ডের ৫১ থেকে ৬৫, পুরো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৫টি সর্গের মধ্যে পরিবেশিত প্রচুর গল্পরস ভেদ করে যে বস্তুটি বড়ো হয়ে উঠেছে তাকে মূলত বৈদিক সাধনার কাহিনী বলেই বুঝতে হবে। **ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ,** তাঁর ঋষি থেকে রাজর্ষি, রাজর্ষি থেকে মহর্ষি হওয়ার কাহিনী ঐ সাধনায় ক্রমোত্তরণের গৌরবময় ইতিহাস। **বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেদানুশীলন-জনিত উৎকর্ষের বিস্ময়কর প্রতিযোগিতা।** মহাতেজা বিশ্বামিত্রকে স্বীকার করতে হয় ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠ বল, ব্রহ্মশক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ করেন, 'একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে' (আদি—৫৬/২৩),—বিশ্বামিত্র-নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত নানাবিধ ভয়ংকর অস্ত্র বশিষ্ঠ-প্রযুক্ত এক ব্রহ্মদণ্ডের আঘাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। অতএব বিশ্বামিত্রের কঠোরতর তপস্যায় আত্মনিয়োগ এবং তার বলেই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন। কিন্তু লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ্য আদায় করেও তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন না। শোনা যায় তাঁর মুখে বর প্রার্থনা :—

* * * ওঁকারোঽথ বষট্‌কারো

বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্" (আদি—৬৫/২৩)

ওঁকার, বষট্‌কার ও সমুদয় বেদ আমাকে বরণ করুক। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন ওঁকার বষট্‌কার সব কিছুরই প্রসূতি বেদ। এও জানেন, প্রচুর অধ্যয়ন-অনুশীলন সত্ত্বেও সম্যগ অধিগত হওয়ার জন্য চাই সেই বিদ্যার নিজস্ব বরণ। সেই একই চিন্তাধারা—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

কঠোপনিষদ—২/২৩।

ওখানে আত্মা বা পরমাত্মা সম্পর্কে, এখানে বেদজ্ঞান সম্পর্কে, একই কথা যে, কোন অধ্যয়ন, পরিশ্রম বা সাধনায় সম্যক্ লাভ সম্ভব নয়, সাধ্য বিদ্যার নিজস্ব বরণ আবশ্যক। সেই লোকদুর্লভ পরম ধনে ধনী হওয়ার জন্যই বিশ্বামিত্রের এই বর-প্রার্থনা, আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা, ঐ মহাধনে ধনী বশিষ্ঠদেব যেন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে গ্রহণ করেন। সমগ্র উপাখ্যানটাই জগতে বেদজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

হরধনু-ভঙ্গ, রামচন্দ্রাদির বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, অযোধ্যায় বধূবরণের

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উৎসব শেষ করে যে আদিকাণ্ড হলো সম্পূর্ণ, তার মধ্যে ঐ বিবাহ-কেন্দ্রিক সর্গ-গুলিতে বেদবিধি-পালনের নমুনাগুলো পরম চিত্তাকর্ষক। রামায়ণ-সূত্রে মহর্ষির বেদ-প্রচারের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়নি, রামায়ণের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে আজও লোকের ঐগুলির প্রতি আকর্ষণ সেটাই প্রমাণ করে। **সম্প্রদান বস্তুটা যে কী, বিবাহ যে খালি নারী-পুরুষের মিলন নয়—সে দীক্ষা বিশেষ—যাকে কালিদাস বলেছেন 'বিবাহ-দীক্ষা'** (রঘু—৩/৩৩), ঐ উপলক্ষ্যে বর ও কন্যার, উভয়পক্ষের গুরুজন ও পুরোহিতগণের কার কী কর্তব্য, 'কৃত-কৌতুকমঙ্গল' কিভাবে হওয়া যায়, দাতা-প্রতিগ্রহীতার আচরণ কেমন হওয়া উচিত, বিবাহে পিতৃকার্যাদির (শ্রাদ্ধকর্মাদির) কী স্থান,—ইত্যাদি জীবনচর্যার কতোই না বেদবিহিত সমাজচিত্র এখানে আনন্দময় হয়ে উঠেছে। এগুলোকে লোকে জানে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান বলে; কিন্তু স্মৃতি ও শ্রুতি বা বেদ কি পৃথক্? শ্রুতির সূত্রগুলোকেই তো অর্থযোগে ব্যাখ্যাত ও প্রয়োগ-যোগ্য করে দেখানোর ভার নিয়েছে স্মৃতি। কালিদাসের উপমায় এর প্রমাণ "শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ" (রঘু—২/২)।

অযোধ্যাকাণ্ডের সুরুতেই রামের প্রশংসায়—মহর্ষি বলেছিলেন,

সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ॥

অযোধ্যা—১/২০

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র যথারীতি ষড়ঙ্গসহ সমগ্র বেদ আয়ত্ত করেছিলেন, সকল বিদ্যাব্রত নিষ্পন্ন হওয়ার পর সমাবর্তন করেছিলেন, তবে ধনুর্বিদ্যায় পিতা দশরথ অপেক্ষাও অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করেন।

রাম কেবল নিজেই বেদ-পরায়ণ হয়ে তুষ্ট থাকেন নি, রাজ্যের সর্বত্র বেদনিষ্ঠা বজায় থাকছে কিনা; বেদসম্মত যাগক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হচ্ছে কি না, তারও খবর নিতেন। অযোধ্যাকাণ্ডে যখন জনপ্রিয় যুবরাজরূপে তাঁর জীবন কাটছে, তখনকার কথায় পাওয়া যায়, রাজপুরীর বাইরে যাওয়া বা ফিরে আসার সময় তিনি স্বজনগণের মতো পুরবাসীদের যে কুশল প্রশ্ন করতেন, তার মধ্যে 'অগ্নি'-ও থাকতো নিশ্চয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৌরান স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি ।
পুত্রেষগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ ॥ ঐ—২/৩৮।

পুত্র, স্ত্রী, শিষ্য-সেবকদের মতো 'অগ্নি'র কুশলও জানতে চাইতেন। অর্থাৎ আপনার বেদবিহিত অগ্নি-সেবা অব্যাহত আছে তো ?

রামায়ণে, তথা রঘুবংশীয় কাহিনীতে এই অগ্নি-সেবার গুরুত্ব লক্ষ্য করেই মহাকবি কালিদাস তাঁর হাতের 'রামায়ণে'র বিকল্প 'রঘুবংশম'-এর সূচনাপর্বে 'রঘুনামন্বয়ং বক্ষ্যে'—এই আয়োজনে ঐ বংশীয় নৃপতিদের এক নিঃশ্বাসে যে ষোলোটি বিশেষণ বসিয়ে গেছেন, তার মধ্যে—'যথাবিধিহুতাগ্নীনাং' (রঘু—১/৬) প্রয়োগটি স্মরণীয়।

* * *

এসে গেল রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন। বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কৃতি-পরিপুষ্ট পরিবেশ। কি রাজ-অন্তঃপুরে, কি তার বাইরে, অযোধ্যার রাজপুরীময় ঐ সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য কেমন ঝলমল করে উঠেছে, মহর্ষি বাল্মীকি তারই বর্ণনায় মেতে উঠলেন। যেমন রাণী কৌশল্যার সুসংবাদ শোনামাত্র প্রাণায়ামে সংযত হয়ে জনার্দনের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া (প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্—৪/৩৩), পরে নির্দিষ্ট দিনের প্রভাতে পুত্রহিতার্থে বিষ্ণুপূজা, ঋত্বিকগণের দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়ানো, পূর্ণকুম্ভ সাজিয়ে সেই জলে দেবতাদের তর্পণ-সাধন,—তেমনি স্বয়ং রামেরও সহধর্মিণী সীতাসহ নারায়ণের আরাধনায় প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে যথাবিধি আহুতিদান, সংযত হয়ে কুশশয্যায় রাত্রিযাপন, প্রত্যূষে বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ, ব্রাহ্মণগণকর্তৃক স্বস্তিবাচন পুণ্যাহবাচনে তদ্গতচিত্ত হয়ে কাটানো ইত্যাদি। ওদিকে 'বেদবিদাং বরঃ' মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপনায় অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ। গোটা অযোধ্যাপুরীর পরিবেশ মাঙ্গলিকতায় ভরপুর। "সংপ্রহৃষ্ট জনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্" (অযোধ্যা—৭/৫);—আনন্দোৎফুল্ল নরনারীতে ভরা অযোধ্যাপুরী বেদধ্বনিতে নিয়ত মুখরিত হচ্ছে।

আবার যখন ঐ রাজপুরীতে নেমে এলো রামের বনবাসের জন্য বিষাদের ঘনমেঘ, তার মধ্যেও মানুষকে পথ দেখাচ্ছে শাশ্বত আনন্দ-জ্যোতির অনির্বাণ উৎস বেদেরই সঞ্জীবনী আলোক-রশ্মি। শোকার্তা জননী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিচ্ছেন রাম বেদের বিধান স্মরণ করিয়ে—"এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ। অগ্নিকার্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ॥ পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি......" (অযোধ্যা—২৪/২৮—২৯)। তবে রামের বনযাত্রায় মঙ্গল-কামিনী কৌশল্যার স্বস্তিবাচন যেমন প্রজ্ঞাভূয়িষ্ঠ ভারতীয় নারী-চরিত্রের এক অপরূপ আদর্শের পরিচায়ক তেমনি বেদনিষ্ঠ জীবনচর্যা ও মনন ধারার বিস্ময়কর প্রতিফলনবাহী।

স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্যমা॥
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসব প্রমুখাস্তথা।
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ॥

অযোধ্যা—২৫/৮-১০।

জননী কৌশল্যার মুখের স্বস্তিবাচন সুরু হয় আলোচ্য ২৫ নং সর্গের ৩য় শ্লোক থেকে, আর একটানা চলতে থাকে ২৫টি শ্লোকের আবৃত্তিতে, যার শেষে আছে "সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্তা তথর্ষয়ঃ। যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্॥" মাঝখানে, উপরে উদ্ধৃত অংশটি ছাড়া, "শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ", "দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ। নক্ষত্রাণি চ সর্বানি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ", "শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা"—ইত্যাদির আবাহনে **কৌশল্যার যে সর্বব্যাপিনী দৃষ্টির** পরিচয় পাওয়া যায় **তাকে ব্রহ্মবাদিনী নারীর ব্রহ্মদৃষ্টি বলেই চিনে নিতে হবে**। এ ছাড়াও শ্রীরাম-জননী কৌশল্যা যথাযোগ্য মাঙ্গলিক উপকরণযোগে বেদবিহিত হোম-পদ্ধতিতে উপাধ্যায়ের দ্বারা মাঙ্গলিক হোম করালেন। স্বয়ং আর একদফা মঙ্গল-কামনায় ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ পর পর চারটি শ্লোকে যথাক্রমে ইন্দ্রমঙ্গল (বৃত্রাসুরবধে), বিনতা-গরুড়-মঙ্গল, অদিতি-মঙ্গল, বামন-মঙ্গল পাঠ করে, প্রতিবারেই "তত্তে ভবতু মঙ্গলম্"—এই আশীর্বচন আবৃত্তি করে গেলেন। পঞ্চমে তাঁর মুখে শোনা গেল:—ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ। মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ঐ। ৩৬)। হে মহাবীর! ঋষিগণ, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপ সকল, বেদ সমূহ, লোকসমূহ ও দিকসমূহ তোমার মঙ্গল বিধান করুন (দিশন্তু)।

কৌশল্যা-মাতার স্বস্তিবাচন, আশীর্বচন, মাঙ্গলিক আচার, আহুতিযুক্ত হোম সম্পাদন, স্বস্ত্যয়ন, প্রদক্ষিণ ইত্যাদিতে ভরানো **অযোধ্যাকাণ্ডের এই প্রায় অর্ধশত শ্লোকাশ্রয়ী পঞ্চবিংশ সর্গটি শ্রুতি ও স্মৃতির জোড়কলমরূপে বেদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।**

বেদসম্মিত প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত মন নিয়ে এসেছিলেন বলেই **সীতার** মুখে শোনা গেছে রাজপুরী অভিমুখে যাত্রায় উদ্যত রামের জন্য মাঙ্গলিক বচনের আবৃত্তি এবং যাত্রাকালীন যথাযোগ্য স্বস্তিবাচন। এই একই প্রজ্ঞাবলে সীতা বনবাস-যাত্রা নিয়ে রামের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-বিনিময়ে যুক্তি তর্কের উপস্থাপনে এতো দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। অযোধ্যাকাণ্ডের ২৬—৩০ সর্গ ব্যাপী ঐ আলাপে সীতার বৈদিক সংস্কৃতির নির্যাসবাহী অনেক কথাই প্রণিধানযোগ্য (উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার জন্য এখানকার ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

রামায়ণ যেন বেদ-প্রচারক গ্রন্থ। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩২তম সর্গের নাতিহ্রস্ব পরিসরে তার একটা প্রমাণ নিটোল হয়ে ফুটেছে। বনবাস-যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্রের ধনরত্ন সব উপযুক্ত পাত্রে দান করার বিবরণ। এই উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের রীতিটা লক্ষণীয়। রামের প্রস্তাব অনুযায়ী লক্ষ্মণ বিশেষ সমাদরে নিয়ে এলেন বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ নামক ঋষিকুমারকে যিনি ছিলেন আপনার অগ্নিহোত্রগৃহে উপবিষ্ট। সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করে লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি যেই এসে দেখা দিলেন —

তমাগতং বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ।
সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোঽগ্নিমিবার্চিতম্॥

—ঐ—৩২।৪।

যজ্ঞে আহুতিদানের সময় অগ্নির অভ্যর্থনার ন্যায় রামচন্দ্র সীতাসহ কৃতাঞ্জলি হয়ে সমাগত বেদজ্ঞ মুনিকুমার সুযজ্ঞকে অভ্যর্থনা করলেন। * * তার পরে দান গ্রহণের জন্য আনা হলো দুই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি—অগস্ত্য ও কৌশিক। তার পর তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য বেদপরায়ণ সেই ব্রাহ্মণকে ('আচার্যস্তৈত্তি-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিৎ'—ঐ। ১৫) যিনি কৌশল্যাদেবীর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদে ধন্য করেন। * * পরবর্তী বিশেষ নির্বাচন,—

যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ ॥
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্বন্তি কিঞ্চন।

—ঐ—১৮। ১৯

"সেই ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, রামের আশ্রিতরূপে বসবাসকারী যাঁরা কঠশাখাধ্যয়নরত, সেই উপনয়নকাল থেকেই দণ্ডধারী, এবং যাঁরা নিত্য বেদাধ্যয়নে নিরত থাকেন বলে অন্য কোন কাজ করেন না……। * *

বাল্মীকি রামায়ণের রাম সর্বোপরি আদর্শ রাজা। কেবল প্রজানুরঞ্জনই রাজার আদর্শ নয়। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-দীক্ষাযোগে মানুষগঠন, সমাজগঠন, জাতি-গঠন অবশ্যই ঐ আদর্শের অঙ্গীভূত। বেদচর্চায় গঠনের মূল ভিত্তি রচিত হবে। ঐ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে বেদজ্ঞ আচার্য-উপাধ্যায়বর্গের শিক্ষার গুণে। অতএব ঐ সম্প্রদায়েরও বিস্তার চাই। চাই ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য। চাই সে আশ্রমের শান্তি-স্থিতি ও দারিদ্র্যমুক্ত প্রসন্নতা। এখানকার পরবর্তী দান-গ্রহীতা-নির্বাচনে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে ঃ—

মেখলানাং মহাসঙ্ঘঃ কৌশল্যাং সমুপস্থিতঃ ॥

* * *

অম্বা যথা নো নন্দেচ্চ কৌশল্যা মম দক্ষিণাম ॥
তথা দ্বিজাতীংস্তান্ সর্বাংল্লক্ষ্মণার্চয় সর্বশঃ (ঐ—৩২/২১-২৩)

লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, বহু মেখলাধারী ব্রহ্মচারী জননী কৌশল্যার কাছে এসেছেন। বুঝতেই পারছো আমাদের মমতাময়ী জননী কিসে পরিতুষ্ট হবেন। ওঁদের তো মেখলাধারী হয়ে ব্রহ্মচর্যে পড়ে থাকলে চলবে না,—বিবাহসূত্রে ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্যে উপস্থাপন করাতে হবে। অতএব ঐ উদ্দেশ্যে জননীর আনন্দবর্ধক প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে তুমি ঐ ব্রাহ্মণদের অর্চনা কর।

* * *

এই রাজা-রামের রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাওয়ার সময় প্রজাদের দুঃখ-আক্ষেপের মধ্যে শোনা যায় ঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'প্রণষ্টবলিকর্মেজ্যামন্ত্র-হোম-জপানি চ' (ঐ—৩৩/২০)

এখন আর কোনো গৃহেই বলিকর্ম (পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম), মন্ত্রযুক্ত হোম (ঐ) জপাদি অনুষ্ঠিত হবে না।

বনগমনে রামকে নিবৃত্ত করতে না পেরে শোকাকুল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁর অনুসরণকালে বিলাপের মধ্যেই রামকে সম্বোধন করে বলে চলেছেন,

ব্রাহ্মণ্যং কৃতস্নমেতত্ত্বাং ব্রহ্মণ্যমনুগচ্ছতি।
দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢ়াস্ত্বামগ্নয়োঽপ্যনুযান্ত্যমী ॥ (ঐ—৩৫/২১)

হে রাম! তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব-স্বরূপ (ব্রহ্মণ্য), তাই সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ তোমার অনুগামী হয়ে চলেছে। আর দেখো, দ্বিজগণের স্কন্ধে আরোহণ করে তাদের চিরসেবিত অগ্নিও আজ হয়েছে তোমার অনুগামী। আর—

যা হি নঃ সততঃ বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী।
তৎকৃতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী ॥
হৃদয়েষ্ববতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্। (ঐ—৩৫/২৪-২৫)

বৎস। আমাদের যে বুদ্ধি সর্বদা বেদমন্ত্রেরই অনুসরণে রত ছিলো, এখন সেটাকে তোমার জন্য আমরা বনবাস-অনুসরণেই নিয়োজিত করলাম। যে বেদসমূহ আমাদের পরম ধন, সে তো আমাদের হৃদয়েই সুরক্ষিত রইলো।

* * এইভাবে দেখা যায়, সমস্ত কিছুতেই এসেছে বেদের প্রসঙ্গ।

কোশলদেশ পার হয়ে চলেছেন রাম। ধনধান্যে পরিপূর্ণ এ একটা এমন দেশ, যেখানকার একটা নদীর নামই 'বেদশ্রুতি' ('ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্'), আর বহু নরপতিকর্তৃক সুরক্ষিত কোশলদেশ সর্বদা বেদধ্বনিতে মুখরিত ('রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান')। পৌর এলাকা ছেড়ে বনভূমি অঞ্চলে যখন তাঁরা মুনিদের আশ্রমাঞ্চলে গেলেন, তখন তো বেদময় ভারতের কেন্দ্রবিন্দু উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সংশিতব্রতমেকাগ্রং তপসা লব্ধচক্ষুষম্ ॥
হুতাগ্নিহোত্রং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
(ঐ—৫৪/১১-১২)

মহাভাগ রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে দেখলেন অগ্নিহোত্র সমাপনকারী মহাত্মা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভরদ্বাজমুনি স্বীয় আশ্রমে বিরাজমান, যিনি একাগ্রচিত্তে কঠোর ব্রতচারী ও তপস্যা বলে ত্রিকালদর্শী।

* * * চিত্রকূট পর্বতে কুটির নির্মাণ করে বসবাস করার সিদ্ধান্ত সুস্থির। আমরা লক্ষ্য করি, খাঁটি বেদবিহিত পদ্ধতিতে হলো ঐ কুটিরবাসের জন্য রামচন্দ্রের বাস্তুপূজা। "কর্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টো হি বিধির্ধর্মমনুস্মর"—রামের এই নির্দেশমতো লক্ষ্মণের হাতে হলো কৃষ্ণমৃগ-হত্যা, পবিত্র অগ্নিতে মৃগ-মেধ্য হলো নিক্ষিপ্ত (অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রি সমিদ্ধে জাতবেদসি) ; তিনি রামকে বললেন—আপনি দেবতা সদৃশ এবং যাগকার্যে কুশল, এখন যথাবিধি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করুন (দেবতা দেবসঙ্কাশ যজস্ব কুশলো হ্যসি'—ঐ ৫৬/২৮)। হলো বাস্তুপূজা সুসম্পন্ন। এইবার গৃহপ্রবেশের আয়োজন। সবই বৈদিক বিধানানুযায়ী। বৈশ্বদেবগণকে, রুদ্রকে ও বিষ্ণুকে বলি-উপহার-কৃত্য সম্পন্ন করে বাস্তুশান্তির মাঙ্গলিক করা হলো।

বেদিস্থলবিধানানি চৈত্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমস্যানুরূপাণি স্থাপয়ামাস রাঘবঃ ॥
অদ্ভির্জপৈশ্চ বেদোক্তৈর্দর্ভৈশ্চ সসমিৎকুশৈঃ।
তৌ তর্পয়িত্বা ভূতানি রাঘবৌ সহ সীতয়া।
তদা বিবিশতুঃ শালাং শুভাং শুভলক্ষণৌ ॥

(ঐ—৫৬/৩৩-৩৫)

রাম নিজহাতে আশ্রমোপযোগী বেদিস্থল, চৈত্য ও বিষ্ণু-গণেশ প্রভৃতি দেবায়তন স্থাপন করলেন। বেদোক্ত বিধানে জল সিঞ্চন, জপ-যজ্ঞ, ও দর্ভতৃণ সমিধযুক্ত কুশাদির দ্বারা ভূতগণের তর্পণ নিষ্পন্ন করে শুভলক্ষণমণ্ডিত রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই সীতাসহ ঐ সুলক্ষণযুক্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন।

* * *

তাই আমরা বলেছি বাল্মীকি-রামায়ণের পাতায় পাতায় বেদ! এমন কি, 'অন্ধমুনির পুত্রহত্যা' উপাখ্যানেও এসে গেছে বেদের প্রসঙ্গ।

যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াত্তপসশ্চ যা।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ ॥
———তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক ॥ (—অযোধ্যা—৬৪/৪৩-৪৪)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও তপস্যায় রত মানুষ মাত্রেরই যে গতি হয়, যে গতি ভূমিদান-কারী অগ্নিহোত্রী এবং পতিব্রতা সতীনারী প্রাপ্ত হয়,—হে পুত্র, তুমি সেই গতি লাভ কর।

* * দশরথের মৃত্যুতে অযোধ্যাপুরী যে রাজাশূন্য হয়ে পড়লো, এতে প্রবীণ নাগরিকেরা অরাজক রাজ্যের অশুভ-চিন্তায় যে সব বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকেন, তার মধ্যেও বেদের প্রসঙ্গ লক্ষণীয়।

নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥
নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনাঃ।
ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ॥ (ঐ—৬৭/১৩-১৪)

অরাজক দেশে যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজাতির অভাব ঘটে, কঠিনব্রতধারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ-কর্তৃক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানও ঘটে না। অমন দেশে মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে দক্ষিণাপ্রাপ্তির ফলে যজ্ঞপরিচালক ঋত্বিকগণ বহুধনশালী হয়ে শক্তিমান ব্রাহ্মণসমাজ সৃষ্টি করেন না।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে মাতুলালয় থেকে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি ফিরে আসছেন। দূর থেকে অযোধ্যানগরীকে নিরানন্দ ও দুর্লক্ষণযুক্ত দেখে সারথির সঙ্গে নানা কথার মধ্যে বলছেন,—

যজ্বিভির্গুণ সম্পূর্ণৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ
ভূয়িষ্ঠমৃদ্ধৈ রাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা··· (ঐ—৭১/২০-২১)

রাজর্ষিবর দশরথ কর্তৃক পালিত এই নগরী বহু গুণবান যাজ্ঞিক এবং সমৃদ্ধিশালী বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ থাকায় আগে যে নিয়ত একটা মঙ্গলধ্বনি শোনা যেতো, এখন তার কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

গৃহস্থদের গৃহগুলি প্রায়ই দেখছি শূন্য, ঘরে ঘরে নিত্য যে বলিকর্ম সম্পন্ন হতো (বৈদিক বিধানে গৃহস্থের পালনীয় পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম,—যার অর্থ, ইতর প্রাণীদের সেবা), তা আর হচ্ছে না। 'দেবতার্চাঃ প্রবিদ্ধাশ্চ যজ্ঞগোষ্ঠাস্তথৈব চ' (ঐ—৭১/৪০) না হচ্ছে দেবার্চনা, না হচ্ছে যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞানুষ্ঠান।

ক্রূরপ্রকৃতি কৈকেয়ী ভরতকে পিতার শোকে কান্না থামিয়ে বুদ্ধিমানের মতো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজ্যভার নিতে বলছেন, সেখানেও বেদ, ভরতের বিলাপের মধ্যেও বেদ। ভরতের প্রতি কৈকেয়ী,—

দানযজ্ঞাধিকারা হি শীল-শ্রুতি-তপোঽনুগা।
বুদ্ধিস্তে বুদ্ধিসম্পন্নপ্রভেবার্কস্য মন্দিরে ॥ (ঐ—৭২/২৫)

তুমি বুদ্ধিমান,—সৌরমণ্ডলে সূর্যের প্রভার ন্যায় তোমাতে দান, যজ্ঞ, শীল, বেদ ও তপস্যা বিষয়িণী বুদ্ধি সতত বিদ্যমান রয়েছে।

বিলাপ-বিহ্বল ভরতকে কৌশল্যা তাঁর হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে জানালেন তাঁকে যেন বনে রামের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি চান,—

'অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য প্রস্থাস্যে যত্র রাঘবঃ।'

যে পথে আমার রাম গেছে, 'অগ্নিহোত্র' সামনে রেখে সুমিত্রাসহ আমি সেই পথে অনায়াসে যেতে পারবো। এই উল্লেখে বোঝা যায় বেদবিহিত নিয়মিত যজ্ঞাদি সম্পাদনার্থ যে অগ্নিহোত্র বা অনির্বাণ অগ্নি-আগার, তাকে কেন্দ্র করেই বজায় থাকতো রাজ-অন্তঃপুর-জীবনের চলার ছন্দ।

ভরতের বিলাপে শোনা যায় যে বিবিধ শপথ বাক্যের ঝড় বয়ে চলেছে, তার মধ্যে রয়েছে—

সংশ্রুত্য চ তপস্বিভ্যঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্।
তাং চপলতাং পাপং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। (ঐ—৭৫/২৬)
উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং যত্নেন ধীমতা।
স নাশয়তু দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ ॥ (ঐ—৭৫/২৮)

'যজ্ঞে তপস্বীদের দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে পরে সেটা অস্বীকার করায় যে পাপ হয়, যার মতানুসারে আর্য (রামচন্দ্র) বনে গেছেন তার যেন সেই পাপই হয়।'

এখানে লক্ষণীয় বেদবিহিত যজ্ঞসম্পাদনের উপর কতোটা গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। দ্বিতীয় শপথটি এইরকম,—'যার মতানুসারে আর্যকে বনে যেতে হয়েছে সেই দুরাত্মা যেন প্রাকৃগুরুকর্তৃক সযত্নে উপদিষ্ট বেদাদি সূক্ষ্ম শাস্ত্রব্যাখ্যা সমস্ত বিস্মৃত হয়।' সর্বশাস্ত্রসার বেদের ব্যাখ্যা ও তার জীবন-নিয়ন্ত্রী শক্তির উপর গুরুত্ব এখানেও হয়েছে লক্ষণীয়।

এলো মহারাজ দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এখানে তো প্রশস্ত বহরে বৈদিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিধি-বিধানের প্রসঙ্গ থাকবেই। ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য, অগ্ন্যাগার, মন্ত্রযোগে অগ্নিতে আহুতি, চিতাস্থানে শবদেহ বহন, চিতায় আরোপণ, বহ্নি-সংযোগ,—প্রতিপদে বৈদিক আচার, বৈদিক মন্ত্রজপ, সামবেদোক্ত মন্ত্রগান,—সব কিছু মিশে মহাকাব্যের আকাশটা হয়েছে যেন বেদ-নিঃশ্বসিত। শবদাহের পর তর্পণ, দশদিন অশৌচপালন, অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধ, ত্রয়োদশ দিনের কর্তব্য,—ইত্যাদি নিয়ে এই কাব্যাংশে রামায়ণ যেন এদেশের মানুষকে হাত ধরে শিখিয়ে গেছে বৈদিক রীতিতে মরণোত্তর কর্তব্য পালনের ধারা। বেদ-বিধি ও বৈদিক আচারের ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ হয়েছে রামায়ণের কাহিনী-বিন্যাসের মাধ্যমে। 'বেদোপবৃংহণার্থায়'—মহর্ষির এই কথাটির সার্থকতা খুঁজে বেড়াতে হয় না।

ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করার জন্য বশিষ্ঠের উদ্যোগ-আয়োজনে বেদের প্রসঙ্গ, ভরত কর্তৃক ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতামূলক যুক্তিবিন্যাসেও বেদের প্রসঙ্গ—অযোধ্যা-কাণ্ডের ৮১তম ও ৮২তম পরপর দুটি সর্গে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভরত চলেছেন বন থেকে রামকে ফিরিয়ে আনতে। তাঁর অনুগমনে অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট উল্লেখ :

সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥ (ঐ—৮৩/১৬)

চারিত্রগুণে পূজার্হ সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বৃষযোজিত রথে আরোহণ করে ভরতের অনুগমনে চলেছেন হাজারে হাজারে। বেদময় ভারতের তৎকালীন রাজধানীতে বিপুল সংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠানই তো ছিলো স্বাভাবিক।

ভরদ্বাজ মুনি ও তাঁর আশ্রম পরিবেশের প্রসঙ্গ আগেই একবার স্থান পেয়েছে আমাদের এই খতিয়ানে। এখানে বলতে চাই ঐ মুনিকর্তৃক বিশাল সৈন্যবাহিনী-সহ ভরতের আপ্যায়নের কথা। বাল্মীকি-প্রদত্ত সুদীর্ঘ বিবরণ শোনায় নিতান্তই রূপ-কথার মতো। কিন্তু ঋষি-কবির মূল লক্ষ্য বৈদিক সাধনলব্ধ বিভূতিবলের প্রতি দেশবাসীর ও জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আর এটাই বুঝিয়ে দেওয়া, অমন অলৌকিক শক্তি কোনো জাতুবিদ্যায় লভ্য নয়, তার জন্য প্রয়োজন যথাযোগ্য সাধনা। এখানে বেদসম্মত সাধনায় সুসিদ্ধ সুপ্রবীণ ভরদ্বাজমুনির অতিথি সৎকারের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাধ্যমে ঐ সংস্কাররূপ জনসেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে সেই ব্রত কিভাবে পালিত উদ্‌যাপিত হতে পারে, তারই একটা মহড়া দেখানো হয়েছে।

অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিসৃজ্য চ।
আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ ॥ (ঐ—৯১/১১)

অনন্তর ভরদ্বাজমুনি অগ্নিগৃহে প্রবেশ করে আচমন পরিমার্জন সেরে নিয়ে আতিথ্য-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন। ** কিন্তু এই বাচ্যার্থটুকুই সব নয়। এর মধ্যে যে রয়েছে (১) আচমন (২) মার্জন (৩) আবাহন, —বৈদিক রীতিসম্মত হলে এই তিনের প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধানী পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, বৈদিকবিধানসম্মত ক্রিয়াকর্মে প্রতিক্ষেত্রে সর্বাগ্রে 'আচমন' বিধেয় ('পীত্বাপঃ' আক্ষরিক অর্থে 'জল পান করে' হলেও, 'আচমন' যে জলপান মাত্র নয়, সাধারণ জলপানও নয়, সেটা ভালো করে জানবার প্রয়োজন আছে।) 'আচমন' ও 'মার্জন' অবিচ্ছেদ্য; তবু পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন আছে, যেহেতু 'মার্জন' হলো সমগ্র প্রস্তুতির দ্বিতীয় ধাপ। পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, খানিক আগে আমরা যে 'তাড়কাবধ' প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে 'বলা-অতিবলা' বিদ্যাদান এবং পরে মহাশক্তিধর 'অস্ত্রদান'-এর কথা বলে এসেছি, সেখানে 'গৃহাণ বৎস সলিলং' এই নির্দেশে রামের আচমনের উপর কী জোর দেওয়া হয়েছে; বা 'স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমংজপম্' —এখানেও, স্নান, স্নানান্তে আচমন, অতঃপর গায়ত্রীজপ—এই কৃত্য-বিধানে 'আচমন'কে কোন্‌স্থানে বসানো হয়েছে।

ভরদ্বাজের এই আতিথ্যক্রিয়ায় একটা কঠিন সাধনা রয়েছে বলে 'আচমন' ও 'মার্জন'-কে অতি বিশেষরূপে দেখানো হয়েছে। তৃতীয় ধাপে যে 'আবাহন, সেটা দেখা যায়, সে খালি বিশ্বকর্মাকে নয়, 'আহ্বয়ে বিশ্বকর্মাণমহং ত্বষ্টারমেবচ", "আহ্বয়ে লোকপালাংস্ত্রীন্ দেবান্ শক্রপুরোগমান" ।—এই ভঙ্গিতে বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টা (দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম), ইন্দ্রসহ তিন লোকপাল দেবতা (যম-বরুণ-কুবের) বিশ্বাবসু, সোমদেব প্রভৃতি নানা দৈবশক্তির আবাহন করা হয়েছে যাঁদের বিচিত্র শক্তির সমবায়ে আতিথ্যক্রিয়া হয় সুসম্পন্ন ও সর্বাঙ্গসুন্দর। আসল রহস্যটা রয়েছে আবাহনের ঠিক পরেই :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাঽপ্রতিমেন চ।
শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ ॥
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙমুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
আজগ্মুস্তানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ (ঐ—৯১/২২-২৩)

কেমন মুনি? 'সুব্রত!' কঠিন সাধনারূপ ব্রত পালনে সুসিদ্ধ। আর কেমন? 'তেজসাঽপ্রতিমেন সমাধিনা যুক্তঃ'—অতুলনীয় তেজবিশিষ্ট সমাধির অধিকারী। এমন গুণান্বিত ও শক্তিমান যে মুনি, তিনি 'শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং'—'শিক্ষা' নামক যে বেদাঙ্গ, তদনুযায়ী নির্ভুল উচ্চারণযুক্ত এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত এই ত্রিবিধ 'স্বর'-এর যথাযথ প্রয়োগযুক্ত, 'এবম্ অব্রবীৎ' এই আবাহন মন্ত্রগুলি পাঠ করলেন। * * * বেদপাঠ ও বেদমন্ত্র-উচ্চারণের এই বিধিপালনের উপরেই নির্ভর করে ঐ পাঠ বা আবৃত্তির ফললাভ। সেই সঙ্গে রয়েছে অপ্রতিমতেজস্বী সমাধির সংযোগ—যা সত্যই লোকদুর্লভ। ভরদ্বাজমুনি অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর মুনিদের মতো অমন শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল।

তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে পূর্বমুখে বসে এক মনে ধ্যান করতে থাকলে ঐ সব দেবতারা একে একে এসে দেখা দিলেন। * * সমস্ত ব্যাপারটাই যে বেদচর্চার মহিমা-প্রচারক, এটাই আমাদের বুঝতে হবে।

* * * ভরত চিত্রকূটে রামের পর্ণকুটীরের সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন—

যমেবাধাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে।
তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সঙ্কুলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥

(ঐ—৯১/১২)

বিশাল ধূমরাশি। কিসের? পবিত্র হোমাগ্নির, যে অগ্নিকে নিয়ত আহুতি-যোগে বনবাসী তপস্বীরা নিত্য সেবা করে থাকেন। * * যথাকালে ভরত দেখতে পেলেন সেই মনোরম পর্ণকুটির। দেখলেন—

সাল-তালাশ্বকর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাম্।
বিশালাং মৃদুভিস্তীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥

(ঐ—ঐ/১১)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই বিশাল পর্ণকুটীরটি শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ পত্রসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত। যজ্ঞস্থলে পবিত্র বেদী যেমন কোমল-কুশ-বিস্তারযোগে ছাউনিযুক্ত হয়ে থাকে, সেইভাবে ঐ পর্ণকুটির নানাবিধ পত্রাচ্ছাদনে সুরক্ষিত রয়েছে। * * উপমাটির সৌন্দর্যের পূর্ণাঙ্গ বিচারের জন্য এর পশ্চাতে প্রতিফলিত বৈদিক হোম-কার্যে পালনীয় কুশাচ্ছাদন-কুশবিস্তার-প্রক্রিয়ার চিত্রখানির প্রতি দরদী সংকেত বিশেষ লক্ষণীয়।

এই যে বাল্মীকির হাতে বেদের সর্বব্যাপী প্রভাবসূচক বেদানুশীলনের প্রত্যক্ষ চিত্র ছাড়াও উপমার মধ্যেও প্রায়ই এসে গেছে যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ পরিবেশের প্রতিফলন, এটা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। মূল কথাটা তো ভুলবার নয়। রামায়ণকার মহর্ষি বাল্মীকি তো খালি কবি নন, ভারতের (এবং জগতেরও) আদি কবি। বেদাত্মক ভারতের আদিকবির হাতের আদিকাব্যখানিও যদি হয় বেদাত্মক, তবে সেটাই তো অভিনন্দনীয়। তাই রামায়ণের অজস্র উপমা-চিত্রের মতো, এখানকার এই পর্ণকুটিরের উপমা-চিত্রখানিও হয়েছে বেদাত্মক, বেদের কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র যে হোম-যজ্ঞ, তারই একান্ত-পরিবেশের প্রতিফলনবাহী।

* * * অচিরেই ভরতের চোখে পড়লো রাম-সীতার কুটীর প্রাঙ্গণের ঈশান কোণে অবস্থিত আসল বেদী—উপমাসূত্রে কল্পিত নয়, নিয়ত-সেবিত অগ্নির আলোকে সমুজ্জ্বল—

'প্রাগুদক্‌প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্'।—এ তো থাকতেই হবে। 'যথাবিধিহুতাগ্নীনাং' রঘুবংশীয় রাজাদের এই যে নিত্য বিশেষণ, রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের জীবনযাত্রায়—হোক না সে বনবাসকালীন কুটীরজীবন, তার উজ্জ্বল পরিচয় তো থাকবেই।

* * * অনেকে ঠিক খবর রাখেন না, ভরত রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য চিত্রকূটে গিয়ে পৌঁছুলে প্রথম দর্শন-মুহূর্তে ভরতের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষ্যে রামের উদ্বিগ্নচিত্ত থেকে যে বহু বিচিত্র প্রশ্নের অমূল্য প্রস্রবণ বেরিয়ে এলো, তার মধ্যে এটাও ছিলো—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা ॥

(ঐ—১০০/১২)

ভরত! তোমার অগ্নিহোত্রকার্যে নিযুক্ত সর্বপ্রকার হোম-বিধিতে অভিজ্ঞ মতিমান ঋজুস্বভাব হোতা, যা যা হয়ে গেছে এবং যেগুলো পরবর্তী উদ্যোগে হবে, সে সমস্ত হোমের বিষয় সর্বদা তোমাকে নিবেদন করেন তো? ** সেই বেদাত্মক জীবনচর্যার নিদর্শন। সেই বেদের সর্বব্যাপী অপ্রতিহত প্রভাব, যা সামান্য গৃহস্থ তো বটেই, রাজারও দৈনিক কর্মসূচী নিয়ন্ত্রিত করে। করে, যেহেতু তাতেই যে দেশের সর্বাত্মক কল্যাণ, শুধু সেকালে নয়, সর্বকালীন কল্যাণ। তাই ভবিষ্যদ্দর্শী মহর্ষি বাল্মীকি চেয়েছেন তাঁর রামায়ণের মাধ্যমে যুগে যুগে বেদ-মহিমার প্রচার ঘটুক।

যদিও আলোচ্য সর্গটির (অযোধ্যা—১০০ তম সর্গ) প্রধান গুরুত্ব রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের সুগভীর রাজনীতিজ্ঞানের আলোকেই নির্ণেয়, তবু বেদ-কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন নানা আকারে এখানে বারে বারে উত্থাপিত হতে শোনা যায়।

আদর্শ রাজা হওয়ার জন্য ভরতকে সতর্ক করে দিয়ে রাম বলেছেন,—

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ॥

(ঐ—১০০/৩৮-৩৯)

দেখো, ভাই ভরত! তুমি যেন সেই সব ব্রাহ্মণের সেবা করো না—যাঁরা চার্বাক মতাবলম্বী বেদবিরোধী নাস্তিক্যপন্থী (লোকায়তিকা)। এঁরা বালকের ন্যায় অজ্ঞ হয়েও নিজেদের পণ্ডিত মনে করেন (পণ্ডিতমানিনঃ), এবং সাধারণ জনগণের জীবনে অনর্থ ঘটানোতেই সুদক্ষ।

** এই সব দুর্বুদ্ধি পণ্ডিতেরা উৎকৃষ্ট প্রমাণ-সমর্থিত বেদাদি ধর্মশাস্ত্র থাকতেও শুষ্ক তর্ক-বিতর্কমুখী বুদ্ধি প্রয়োগে নিরর্থক বাদ-বিতণ্ডা করে থাকেন।

** চার্বাকপন্থী বেদ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে এমন যুক্তিপূর্ণ তীব্র কঠোর মন্তব্য এবং ঐ সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেদকে রক্ষা করার রাজদায়িত্বের উপর এইভাবে গুরুত্ব আরোপ [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম সর্বশাস্ত্রকোবিদঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজনপদৈঃ সহ ॥"

(ঐ—ঐ/৬৪)

হে মহাপ্রাজ্ঞ! পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ তো তোমার কল্যাণ কামনা করবেনই, সেই সঙ্গে সর্বশাস্ত্রবিশারদ (অবশ্যই বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণগণও তোমার মঙ্গল কামনা করেন তো?—এই যে রামের প্রশ্ন, এর নিহিত সংকেতটা লক্ষণীয়। রাজার দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা সাধারণ লোকের থাকে না, বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরাই ঐ বিষয়ে সূক্ষ্মবিচারে সমর্থ, এবং সেক্ষেত্রে রাজার শাসনপ্রণালী ও রাজ্যপালন-প্রণালী বেদানুকূল হওয়া আবশ্যক।

* * * ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর রামের শোকবিহ্বলতা যতোই চলতে থাকুক, বেদবিহিত রীতিতে পিণ্ডদান-তর্পণাদি অবশ্য কর্তব্য। তাই করা হলো। মন্দাকিনী নদীতে অবতরণ করে—"প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্। দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন বচনমব্রবীৎ॥ (ঐ—১০৩/২৬) —মহীপতি রাম দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে জলপূর্ণ অঞ্জলি নিয়ে রোদনভরা কণ্ঠে বললেন। "এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্। পিতৃলোকগতস্যাস্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু। (ঐ—ঐ/২৭)

হে নৃপতিকুলতিলক! পিতৃলোকগত আপনার উদ্দেশে মৎপ্রদত্ত এই নির্মল জলের অঞ্জলি অক্ষয়-তৃপ্তিদায়িনী হোক। * * * তর্পণ হয়ে গেল। এইবার পিণ্ডদান।

ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন বচনমব্রবীৎ॥
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্! তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥

(—ঐ ঐ/২৯-৩০)

ভাইয়েদের সঙ্গে মিলিতভাবে মন্দাকিনী নদীতীরে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদানের আয়োজন! কুশের আস্তরণের উপর বদরীফল-মিশ্রণে গঠিত তিলকল্ক (পিণ্যাক)-যুক্ত ইঙ্গুদি ফলের পিণ্ড স্থাপন করে শোককাতর রাম রোদনভরা কণ্ঠে বললেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

—মহারাজ! এই বনবাসে আমাদের যা ভোজ্য, প্রীত হয়ে আপনিও সেই ভোজ্য গ্রহণ করুন। হে রাজন্! মানুষ নিজে যা আহার করে, পিতৃগণ ও দেবতাগণও সেই আহার গ্রহণ করেন বলে, এমন সামান্য বস্তু নিবেদন করতে পারলাম।

এইভাবে আমরা লক্ষ্য করি, রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের কার্যকলাপ নানা বিচিত্র পর্যায়ে ঠিকই হয়ে চলেছে বেদ-সম্মিত। আলোচ্য পর্যায়ে এইবার এসে গেল **জাবালি-উপাখ্যান**। এর সার কথা, একদিকে পুরাণ-প্রথিত মহাশক্তিমান বিতর্কনিপুণ ব্রাহ্মণবংশীয় জাবালি মুনি, অপর দিকে রামচন্দ্র, বেদ নিয়ে এই দুই মহামনীষীর প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ। রামায়ণের কবি কিন্তু খানিক বেদের কথা ঢুকিয়ে দেবার জন্য আচম্বিতে বা সংগতিহীনভাবে জাবালিকে নিয়ে আসেন নি, কাহিনীর বাঁধনেই আনা হয়েছে। ভরতের অনুনয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার নিতে অসম্মত; এদিকে দশরথের মৃত্যুতে রামচন্দ্রাদির পিতৃশ্রাদ্ধের শোকগম্ভীর পরিবেশ। এই তো জাবালির মতো বৈদগ্ধ্যগর্বিত মুনির আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর। যেন ভরতের হয়ে তিনি ওকালতি করতে এসেছেন। বলতে চান, রামের অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আপন রাজকর্তব্য করাই সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক। আর বলতে চান, মরণোত্তর শ্রাদ্ধ-কৃত্য-পালন সম্পূর্ণ নিরর্থক, মূঢ়তার পরিচায়ক। কারণ, জগতে পিতা মাতা বলে কিছু নেই। 'কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ',—জগতে কে কার বন্ধু? 'একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি',—প্রাণিমাত্রই এখানে একা আসে, একা যায়। অতএব মাতা-পিতা বলে যে অধীর হয়,—'উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো'—তাকে উন্মত্ত বলেই জেনো। এক্ষেত্রে বিজ্ঞব্যক্তির পক্ষে শ্রাদ্ধের ঘটা-রটাও বর্জনীয়, পিতৃবাক্য-পালনের নির্বুদ্ধিতাও বর্জনীয়। যে বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে এই সব বিধান দেওয়া হয়েছে সেগুলো কতিপয় ধূর্ত-মেধাবী লোকের প্রচার-পুস্তিকামাত্র। খালি নানা উপলক্ষ্যে দানের পরামর্শ দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ফন্দী। পরলোক বলেও কিছু নেই, ধর্মপালনেরও কোন যুক্তি নেই। অপ্রত্যক্ষ ধর্মের জন্য বাজে চিন্তা না করে প্রত্যক্ষবাদী পুরুষের মতো হাতে-পাওয়া রাজ্য-সম্ভোগে মন দেওয়াই রামের কর্তব্য। (অযোধ্যা—১০৮তম সর্গ)

প্রত্যুত্তরে সত্যপরাক্রম রাম জাবালি পরমপূজ্য ঋষি হলেও এবং পিতা দশরথের তিনি অন্যতম পুরোহিত হলেও, অবিচলিত দৃঢ়তায় তাঁর নাস্তিক্যবাদ ও বেদ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিরোধিতা তীব্র বাচন ভঙ্গিতে খণ্ডন করতে প্রবৃত্ত হলেন। 'ভবান্ মে প্রিয়-কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্। অকার্যং কার্যসংকাশমপথ্যং পথ্যসন্নিভম্।' (ঐ—১০৯।২)—আপনি আমার প্রিয়কামনায় যে কথাগুলো বললেন, তা কর্তব্যের ন্যায় মনে হলেও ঘোর অকর্তব্য, পথ্যের ন্যায় মনে হলেও ঘোর অপথ্য। "অনার্যস্ত্বার্যসংস্থানঃ শৌচাদ্ধীনস্তথা শুচিঃ। লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব ॥" (ঐ—ঐ/৫)—আমি যদি আপনার কথানুযায়ী কাজ করি, তা হলে সেটা আর্য সেজে অনার্যের মতো, শুচি-বেশে অশুচির মতো, সুলক্ষণ ভাব ধ'রে লক্ষণ-হীনের মতো, সুশীল সেজে দুঃশীল ব্যক্তির মতোই আচরণ করা হবে। "অধর্মং ধর্মবেষেণ যদ্যহং লোকসঙ্করম্। অভিপৎস্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জিতাম্ ॥" (ঐ—ঐ।৬)—আমি ধার্মিক বেশ ধারণ করে আপনার কথামতো যদি লোক-সংকরকারক অর্থাৎ লোকজীবনে বিশৃঙ্খলা-ঘটানো অধর্মকে আশ্রয় করি, তবে শুভ পরিত্যাগ করে অবৈধ ক্রিয়ানুষ্ঠান-জনিত অশুভের জন্য দায়ী হতে হবে। * * যে সত্যরক্ষার আপনি কোন মূল্য দিচ্ছেন না, সেই সত্যরক্ষাই তো জীবনের সব। যদি আপনার পরামর্শে আমি যথেচ্ছাচারী (কামবৃত্তঃ) হই, তবে সব লোকই হবে যথেচ্ছাচারী। যেহেতু—

'যদ্‌বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্‌বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ' ॥

(ঐ—ঐ।৯)।

রাজাদের আচরণ যেমন হবে, প্রজাদের আচরণও তেমনি হয়ে থাকে [রামের মধ্যে 'রাজা-রাম'-এর প্রকাশ এখানেও লক্ষণীয়]। * * আপনার কথায় সত্যের অবমাননা করবো? কিন্তু মহাত্মন্—"ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে"—এ সংসারে সত্যাশ্রিত ধর্মই তো সকলের মূল বলে কথিত হয়। * * ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর। ধর্ম সতত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই—"সত্যান্নাস্তি পরংপদম্"।

দত্তমিষ্টং হুতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥ (১৪)

দান (দত্তম্), যজ্ঞ (ইষ্টং), হোম (হুতং), কঠিন তপশ্চরণ (তপ্তানি তপাংসি) ও এদের প্রেরণার উৎস বেদশাস্ত্রাদি সব সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব মানুষ-মাত্রেরই সত্যপরায়ণ (এবং অবশ্যই বেদপরায়ণ) হওয়া কর্তব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জাবালি সত্য-ভঙ্গের পরামর্শ দেওয়ায় রাম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। মুনির অমন গর্হিত উক্তিগুলির মূল যে নাস্তিক্যবাদ, ভোগবাদ ও ঘোরতর বেদ-বিদ্বেষ,—এটা বুঝেই উগ্রতেজা রামচন্দ্র তাঁর পরবর্তী আলাপের প্রথম ধাপে সংযত হয়ে বললেন,—"আমার এই কথানুযায়ী অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ বেদানুকূল যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে বেদবিহিত ধর্মাচরণের দ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে সুস্থির হয়ে থাকবেন।" তার পরেই দ্বিতীয় ধাপে তিনি জাবালির তীব্র নিন্দায় রত হলেন।

নিন্দাম্যহং কর্ম কৃতং পিতুস্তদ্
যত্ত্বামগৃহ্লাদ্ বিষমস্থবুদ্ধিম্।
বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্॥ (অযোধ্যা—১০৯।৩৩)

রামের এই উক্তির উপরে রয়েছে পিতা দশরথের কৃতকর্মের নিন্দা, কিন্তু এর উদ্দেশ্য জাবালির নিন্দাকে আরো শাণিত করে তোলা। "পিতৃদেব যে আপনাকে যজ্ঞকার্যে নিয়েছিলেন, এজন্য আমি তাঁর ঐ কার্যের নিন্দা করি।" কিন্তু কারণটা কী? "আপনি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী বা জড়বাদী চার্বাকের মতানুযায়ী বক্তৃতা করে গেলেন, এবং অনুরূপ বুদ্ধি দ্বারা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যে ঘোর নাস্তিকতা প্রকাশ করলেন, তাতে মনে হয় আপনার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে।" তাই রামচন্দ্রের আক্ষেপ যে, এমন নিন্দনীয় নাস্তিকের স্বরূপটা কেন তাঁর পিতার কাছে ধরা পড়লো না। রাম অবশ্য এখানেই থামেন নি। প্রজাবর্গের অকল্যাণ দূর করার জন্য নাস্তিক ব্যক্তি যে রাজার হাতে দণ্ডনীয় জাবালির মতো শক্তিমান মুনির মুখের উপর তিনি তাও শোনাতে ছাড়েন নি। আর এটাও বলে দিলেন, জাবালির মতো লোকের প্রতাপ অগ্রাহ্য করে স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে অবিচলিতভাবে যাগ-যজ্ঞ-তপস্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে চলেছেন এবং দেশের মানুষ তাঁদেরই প্রতি হয়ে আছে শ্রদ্ধাপ্লুত, এতেই বেদের প্রামাণ্য রয়েছে দেদীপ্যমান। রাম প্রায় একরকম স্পষ্টই বলে দিলেন, বশিষ্ঠাদি ধর্মপরায়ণ মুনিগণই লোকসমাজে পূজ্য, আপনার মত নাস্তিক মতাবলম্বী মুনি কখনই পূজ্য হতে পারেন না। * * *
রামের মহত্ত্ব স্বীকার করে জাবালি তাঁর উত্তরে বলেন,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন

(—ঐ—১০৯।৩৮)

আমি নাস্তিক-মত প্রচার করছি না—আমি নিজেও নাস্তিক নই। পরলোক প্রভৃতি কিছুই নেই—এটাও হতে পারে না। * * * স্বীকার করলেন, তিনি নাস্তিক্যবাদে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই বরাবর কথা বলে এসেছেন। আর, শেষকথা, এখানে শুধু রামকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার জন্যই ঐ ধরণের কথা তুলেছিলেন।

* * *

* * *

আমরা যতোই প্রাসংগিকতার প্রশ্ন তুলে রামায়ণের কবিকে সমর্থন করতে সক্ষম হই, এই যে মূল কাহিনীর বিন্যাস-ধারায় **চার্বাক ও জাবালি-প্রসঙ্গের উপর এতোটা গুরুত্ব**-আরোপ, কাহিনীর খাতিরে এটাকে ঠিক অপরিহার্য বলা যায় না। কিন্তু রামায়ণের অন্যতম লক্ষ্য যে বেদার্থ-প্রতিপাদন, বেদমহিমার প্রচারণা, সেখানেই এদের অনুপ্রবেশের যৌক্তিকতা। **ঐ দুই প্রবল বেদ-বিদ্বেষী মুনির মতবাদ খণ্ডন করে, সেই মতবাদের মূঢ়তা ও সমাজ-জীবনে ঘোর অকল্যাণকর প্রভাবের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করে শাশ্বত কল্যাণের আধার বেদানুশীলনের প্রতি সকল যুগের মানুষের আকর্ষণ জাগানোতেই এই সংযোজনের প্রকৃত সার্থকতা।** জড়বাদী নাস্তিক্য-দর্শনের প্রচারক ঐ দুই শক্তিমান মুনি যাগ-যজ্ঞ দান-ধ্যান তপশ্চরণাদি তো উড়িয়েই দিতে চান, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি পারলৌকিক কৃত্যকেও উপহাসের ঝড়ে নস্যাৎ করে দিতে চান। অথচ সমগ্র রামায়ণ-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিশাল জনজীবনের ইতিহাসে এরাই প্রশস্ত স্থান জুড়ে আছে। তাই রামায়ণকার কবির পক্ষে ঐ বেদবিরোধী মতবাদকে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ অকাট্য যুক্তিতর্কের ঝড়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অপরিহার্য। যাগযজ্ঞের কথা তো এখানে পদে পদে' **মরণোত্তর শ্রাদ্ধাদি ঔর্ধ্বদেহিক কৃত্যের কথাও** যথাযোগ্য স্থানে **যথাযোগ্য সমাদর-সমারোহে বর্ণিত হয়েছে।** হয়েছে যেমন অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ক্ষেত্রে, তেমনি কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ বালীর ক্ষেত্রে, এবং তেমনি লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ দশাননের ক্ষেত্রে। মহর্ষির হাতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই কৃত্যগুলির বর্ণনসূত্রে **বৈদিক আর্য-চিন্তাধারার তত্ত্বগর্ভ যে অমূল্য রত্নফল হয়েছে মহাকাব্যাশ্রিত,** অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়তে বাধ্য। **সম্ভবত অনেকটা সেই কারণেই** আমাদের এই রামায়ণের দেশে **বহু গণ্যমান্য বিদগ্ধ জন আজও বৈদিক বিধানোক্ত অন্যান্য কৃত্যে যেমনই হোক, শ্রাদ্ধকৃত্য-সম্পাদনে পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে থাকেন।**

* * *

* * *

রামায়ণের বেদময়তার সংকেত নিয়ে আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আবার আমরা এই বিষয়ে অপরাপর কাণ্ড থেকেও কিছু কিছু সংগ্রহ করে প্রমাণ করবো সত্যই বাল্মীকির রামায়ণকে বেদার্থ-প্রতিপাদক বলে মনে করার সংগত কারণ আছে, আর সীতা-তত্ত্ব-প্রতিপাদনে ঐ বেদ-প্রসঙ্গ সত্যই সহায়ক বলে ভাবতে হয়। এখন যাওয়া যাক সীতা-তত্ত্বের আলোচনায়।

(ঘ)

[● রামায়ণের ত্রিজগৎ ● যোগসূত্রস্থাপনে যে ঐক্যের বীজ সক্রিয়, সে বীজটি বেদগর্ভ। মহর্ষির ধ্যানলব্ধ সীতাই ঐ বীজের মূলাধার। ● সীতার উৎপত্তি—মূর্তিমতী 'দেবমায়া'—যা 'বিষ্ণুমায়া'র মতোই সব কিছুর নিয়ন্ত্রী। ● সীতার কাজই হলো থেকে থেকে ঝড় তোলা—রামচরিত-বিকাশের উপযোগী ঝড়।]

রামায়ণের জগৎটা ত্রিজগৎ বা ত্রিভুবনের প্রতিভূ হলেও, এরই মধ্যে আবার বিশেষ তিনটি জগৎ রচিত হয়েছে মহাকবি বাল্মীকির হাতে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল,—এই মামুলী ত্রিলোক-ভাবনার পশ্চাদ্‌পটে মর্ত্যেরই তিনটি জগৎ বা তিনটি বিশাল রাজ্যে এখানকার বিপুল কাহিনী সুবিন্যস্ত। নর, বানর ও রাক্ষস, —এই তিনের সমাবেশেই এখানকার ত্রিলোক বিশেষভাবে অধিকার করে আছে মহাকবির মনোভূমি। আমরা দেখছি রামায়ণের কাহিনী চলেছে নররাজ্য থেকে বানররাজ্যে, বানরাজ্য থেকে রাক্ষস-রাজ্যে। তিন রাজ্যের তিন রাজা ও তিন রাজতন্ত্র। মাঝখানে মুনি-ঋষিদের নিয়ে যে একটা পৃথক রাজ্য-ভাবনা গড়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠতে চায়, তাকে প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত বলেই ভাবতে হবে। রঘুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রকে সম্পৃক্ত হতে হয় বানর-রাজ বালী-সুগ্রীব ও রাক্ষস-রাজ রাবণের সঙ্গে এবং অবশেষে সেই ত্রিরাজ্যের মধ্যে ঘটে এক অপূর্ব ত্রয়ীর মহামিলন।

তবে কি ঐ তিন বিভিন্ন রাজতন্ত্রের মধ্যে ছিলো কোনো ঐক্যের বীজ সুনিহিত? মহর্ষির অন্তর্লোকে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া যায় সম্ভবত ঐ বীজটি বেদ-গর্ভ, এবং তাঁর ধ্যানলব্ধ সীতাই ঐ বীজের মূলাধার। বেদের সুষুম্না-পথে যে শক্তির আনাগোনা, সীতা তারই জীবন্ত মূর্তি। ব্রহ্মের ব্রহ্ম-শক্তি বা ব্রহ্ম-মায়ার এক অতি বিশিষ্ট প্রতিরূপ,—সেই শক্তি যা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, যার অপর নাম মহামায়া। নচেৎ মহাকাব্যের সূচনাতেই কেন বেরিয়ে আসবে মহর্ষির মুখে—

জনকস্য কুলে জাতা
দেবমায়েব নির্মিতা?

(আদি ১।২৭)

জনক-রাজের বংশে জন্ম নেন জানকী—যিনি মূর্তিমতী দেবমায়া। আমরাও দেখছি, রাম যদি হন বিষ্ণু, তো সীতা বিষ্ণু-মায়া। বিষ্ণু-মায়া-শক্তি রূপেই রামায়ণের জন্ম 'মা নিষাদ'—শ্লোকের আশ্রয়ে। ওটা শক্তির জাগরণ। তাই কারুণ্য থেকে বিচ্ছুরিত রোষাগ্নি অভিশাপ রূপে। অতঃপর যা চলবে, তার মধ্যে থাকবে ঐ মিশ্রতা। একদিকে অশ্রুকরুণ লতিকা-কোমলতা, অপরদিকে তেজোদ্দীপ্ত অনমনীয় কঠোরতা।

বিষ্ণু-মায়াতেই পরিচালিত হবে বিষ্ণুর জগৎ। রামায়ণের জগতটা মূলত রামচন্দ্রের—যাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলেই লোকে চিনেছে—বাল্মীকির ধ্যানলোকে তিনি যেমনই হোন। সেই রামের জীবনটা কেমন হবে তার নির্দেশিকা সীতার হাতে, পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল কেমন হবে, তারও নিয়ন্ত্রী ঐ 'দেবমায়েব নির্মিতা' সীতা। সীতার জন্যই জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ, সীতার জন্যই বালক রামচন্দ্রের যতো কিছু কঠিন অস্ত্রশিক্ষা ও ধনুর্বিদ্যায় অসামান্য দক্ষতালাভ যাতে ঐ ধনুর্ভঙ্গে সমর্থ হতে পারেন। সীতারই নেপথ্য আকর্ষণে রাম হলেন সীতাপতি। এই নেপথ্য বার্তাটির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বেরিয়ে পড়েছে স্বয়ং সীতারই মুখে অযোধ্যাকাণ্ডে রামের কাছ থেকে বনবাসে সহগামিনী হওয়ার অনুমতি-আদায়ের বেলা,—'স্বয়ং তু ভার্যাং কৌমারীং' (ঐ—৩০/৮)—আমি কুমারী অবস্থাতেই তোমার ভার্যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েছি। * * * অর্থাৎ সীতাই নিয়েছেন রামকে স্বামিত্বে বরণ করে আপন লীলায় রামলীলা-প্রচারার্থে।

* * * *

কেটে গেল দ্বাদশ বৎসর রাজদম্পতীর সুখের জীবন। কিছুই আর ঘটে না যাতে রাম চরিতের বিকাশ ঘটে। কৈকেয়ী বটে ঘটালেন বনবাসের উৎপাত, কিন্তু তাতেই বা কী? রামের মত শক্তিমান ক্ষত্রিয় যুবক মাত্র চোদ্দটি বছর স্বচ্ছন্দে নিরাপদ বনবাস-যাপন অন্তে ফিরে আসতে পারতেন অযোধ্যায়। পিতৃসত্য পালন ছাড়া রামচরিতের আর বড়ো কিছুই জানা যেতো না। সত্যই রামায়ণ থাকতো খোঁড়া হয়ে যদি ঐ বিষ্ণুরূপী রামের বিষ্ণুমায়ারূপিণী সীতা মহাজ্ঞানবতী তেজস্বিনী বাগ্মিতায় রামকে না বাধ্য করতেন বনে তাঁকে সহগামিনী করে নিতে। এইখানেই খুলে গেল রামের বৃহত্তর জীবন-বিকাশের সিংহদ্বার।

এ যুগের কবি যখন বলেন—

'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'—তখন তিনি অবশ্যই বলেন এক বৃহৎ সত্য, যার দুটি ভাগের একটায় পাওয়া যায় সাহিত্যিক সত্যের স্বরূপ, আর একটায় রামায়ণ যে বাল্মীকির ধ্যানের ধন এই স্বীকৃতি; কিন্তু আদিকবির ঐ মনোলোকের সদর ও অন্দর দুটি মহলের সদরে রাম-কাহিনীর বিন্যাস যেমনই হোক, অন্দরমহলটা যে সীতা-শক্তির বৈদ্যুতী-লীলায় কতো আলোড়িত হয়েছিলো —তা ভেবে দেখার কোনো ইংগিত ওখানে নেই। আলোড়নটা সত্যই অতীব রহস্য-জটিল। মহর্ষি নিজেও যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন না ঠিক কী বস্তু জন্ম নিতে চায় তাঁর ধ্যানলোক থেকে। তিনি তাঁর মহাকাব্যের পরিচয়ে কখনও বলছেন এর উদ্দেশ্য বেদ-সার-ব্যাখ্যা, কখনও বা সীতা চরিত, কখনও রামচরিত-রচনা; তাঁর রামচন্দ্র কোথাও অবতার, কোথাও মানুষ; 'নরচন্দ্রমা'র চরিত্রটি নিখুঁত হয়েও সখুঁত। বালীকে গোপনে হত্যার কলঙ্কই বা কেন, পরমপতিব্রতা গর্ভবতী স্ত্রীকে বিনা দোষে বনবাসে পাঠানোর কলঙ্কই বা কেন? কী করে এসব সামলাবেন কবি যেন নিজেই জানেন না। কে যেন তাঁকে নিয়ে এই সব করাচ্ছে।

"কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া"—আমার মুখ দিয়ে এ কী বেরিয়ে এলো?—আকস্মিক আবির্ভাবজনিত এই অভিব্যক্তির যে বিস্ময়, সে যেন শুধু শ্লোকের জন্ম-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংক্রান্ত নয়, সেই সঙ্গে মিশে আছে বিস্ময়,—না জানি, এ আমায় দিয়ে কোন্ অভূতপূর্ব সৃষ্টি ঘটাতে চায়।

('উত্তর'-কে বাদ রেখে) ষট্‌কাণ্ড রামায়ণের প্রথম তিন ও দ্বিতীয় তিন, এই দুই ভাগের মধ্যে যোগসূত্ররূপে বিরাজমানা সীতা। মহাকবি কৃত্তিবাস সম্ভবত মহর্ষির কল্পলোকে উঁকি দিয়ে এক ঝলক পেয়ে যান এমনই একটা ইঙ্গিত। তাই মায়ামৃগকে রঙ্গমঞ্চে নামানোর আগে ফুলিয়ার কবি তাঁর নিজস্ব পাঁচালী ভঙ্গিতে বলেছেন,—

তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম মাহাত্ম্য।
আর তিন কাণ্ড শুন রাবণ-চরিত ॥

অর্থাৎ রামায়ণ-কাহিনী যে রাম-রাবণের কাহিনী, সেখানে রামের কথা তো অনেক শোনা হলো, এইবার শোনো কী করে রাবণ এলো রামের কাহিনীতে। ঘটবে সেই রামায়ণ-কাহিনীর মূল দুটি ভাগের মধ্যে শিহরণ-জাগানো কটিবন্ধস্বরূপ বিশ্ববিকম্পী ঘটনা—রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ('Which marks the end of the beginning and the beginning of the end'), কিন্তু ঘটবে কী করে?—কী করে আবার? সীতারই মায়ায় (স্মরণীয় 'দেবমায়ের নির্মিতা')!

ঐ মায়ারই দুটি স্থূল প্রতিরূপ শূর্পণখা, ও মারীচ। মায়াবিনী শূর্পণখা, মায়াবী মারীচ। যিনি তখন পঞ্চবটীর মন-মাতানো পরিবেশে নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত কুটিরে আরণ্যক শান্তিতে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, এ মায়া সেই মৈথিলীর মায়া। শান্তিতে দিন কাটানোর জন্য তিনি তো আসেন নি এই ধরাতলে। অযোনিসম্ভবা হয়ে দেখা দিয়ে **তাঁর কাজই হলো থেকে থেকে ঝড় তোলা—রামচরিত বিকাশের উপযোগী ঝড়,**—আর সেই সঙ্গে ভারতীয় জীবনদৃষ্টিরও আবরণ উন্মোচন। রাম-কথাই হবে ভারত-কথা যা বিশ্বের চিরবরণীয় আদর্শ হয়ে দেখা দেবে,—এই হলো মহর্ষির মনোলোকে অভিনব আবির্ভাবের নাড়ীর খবর।

ঐ যে বীর্যশুল্কা হয়ে জনকের ঘরে আবির্ভাব ও জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ,—ঐ তো **প্রথম ঝড়ের** সূচনা। **দ্বিতীয়** পরশুরামের দর্পচূর্ণ, ঝড়টির মৌল কারণ সীতা রয়েছেন সদ্য-পরিণীতা বধূরূপে সেই বিবাহ-শোভাযাত্রায়। **তৃতীয় ঝড়ে** সীতা ঝেড়ে ফেলেছেন ঐ নিরীহ ভঙ্গি, মহাজ্ঞানবতী নীতি-তর্ক-নিপুণা মূর্তিতে;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামের ও সংশ্লিষ্ট প্রবীণ সমাজের বিস্ময় জাগিয়ে আদায় করেছেন বনবাসে রামের সহগামিনী হওয়ার নীতিগত অধিকারের স্বীকৃতি ও সম্মতি। এইবার **চতুর্থ উদ্যোগ**। কারণ, যথাযোগ্য বিকাশ ও উন্মোচনের জন্য কাহিনীতে কোথাও স্থিতির জড়তা বা শান্তির নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। যখনই নেমে আসতে চাইবে অমন স্থিতি বা শান্তি, থেমে যেতে চাইবে রামায়ণ, তখনই তুলতে হবে কোন না কোন ঝড়—তা তার চেহারাটা লৌকিক বা অলৌকিক যেমনই হোক। চতুর্থে যে এতোটা 'মায়া'র খেলা, সে ঐ একই কারণে, একই উদ্দেশ্যে। সীতা নিজেই বরণ করেছেন চরম অশান্তি। তাঁকে যে এইবার রাম-কাহিনীকে নিয়ে যেতে হবে সাগর-পারে,—মাঝখানে অনেক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল পেরিয়ে—নব নব জাতি ও কৃষ্টির ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে।

মায়া-মৃগ-কাহিনী বা মারীচ-সংবাদ অথবা সীতা-হরণ। এ যে চাই। আমরা যে সীতা-ভূমিকার বৈশিষ্ট্যের উপর নতুন আলোকপাতের উদ্দেশ্যে 'মায়া'র উপর এতো জোর দিচ্ছি, এতে যদি নিবন্ধকারের বিরুদ্ধে কেউ নিতান্তই এক খেয়ালী আমদানীর অভিযোগ তুলতে চান, তবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বাল্মীকি নিজেই রেখে গেছেন এর প্রশস্ত সংকেত (৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সেই যে '**ছদ্মনা হৃতচেতনা**', সেই মুহূর্তের ঐ সীতা-পরিচিতি ; এর তো আর কোন ব্যাখ্যা নেই। 'মায়াবী রাক্ষসের মায়া',—এ নিতান্তই লৌকিক ব্যাখ্যা। মায়ায় মারীচ ছদ্মবেশ ধরতে পারে, সীতার 'চেতনা' বা প্রজ্ঞা হরণ করার কোন ক্ষমতা তার নেই। স্বর্ণলোভের তো প্রশ্নই ওঠে না ;—হরিণটাকে আমার চাই,—এই আবদার জানানোর দুর্বলতাই বা কেন দেখা দেবে সীতার মতো অসামান্যা নারীর ক্ষেত্রে—যিনি সেই মুহূর্তেই হতে পারেন কাম্যবস্তুর প্রতি স্ত্রীলোকের স্বভাব-চাপল্য-দোষ সম্পর্কে সচেতন ('কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্') ? মায়াবী রাক্ষসের মায়ায় এতো শক্তি কল্পনীয় নয়। ৫ম পরিচ্ছেদে যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যায় একে আমরা বলে এসেছি 'নিয়তির বিধান'। প্রজ্ঞালোকিত সীতা-সত্তার প্রজ্ঞার উপর ঐ মুহূর্তে নিয়তির বিধানেই যেন এসে পড়ে এক মোহের আস্তরণ। তবে এ মোহ যে স্বর্ণ-মোহ নয়, এরও আছে একটা মহিমা,—সেটা কিভাবে হয়েছে সীতা-চরিত্রের বৃহত্ত্বব্যঞ্জক, সে কথা আমরা বুঝিয়েছি ৭ম (ক) পরিচ্ছেদের অংশবিশেষে। কিন্তু ব্যাখ্যা তার যাই হোক, ব্যাপারটা যে এক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অলৌকিক মায়ার প্রভাব, তাও অনস্বীকার্য। এখানে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই ও **মায়া সীতারই মায়া**, কারণ তিনি 'দেবমায়েব নির্মিত্তা'।

লোকে ভাবছে,—**এই সুরু হলো রাবণ-লীলা**, মায়ামৃগ তার প্রথম ধাপ। কৃত্তিবাসও ঘটা করে দেখিয়েছেন রাবণ-লীলার এই সূচনা। খুবই সুন্দর বাঙালী কবির ঐ সহজবোধ্য স্তর-বিন্যাস। আমরা বলতে চাই। **চলেছে সেই একই লীলা—সীতা-শক্তির বিস্ময়কর লীলা,**—ঝড়ের পর ঝড় তোলাই যার কাজ। **তিনিই আনিয়েছেন রাবণকে সূর্পণখার মাধ্যমে। মারীচের মায়া তাঁরই বিশাল মায়ার একটি তরঙ্গ বিশেষ। নিজের মায়ায় নিজেই হয়েছেন 'হৃতচেতনা'।** বরণ করেছেন যেমন চরম দুর্দশা, তেমনি লক্ষ্মণের প্রতি নিকৃষ্ট আচরণের কলঙ্ক। কিন্তু সীতা-সত্তার মর্মগুহায় কান পাতলে যেন শোনা যায় এক বিরাট উল্লাসের কল্লোল। বিচ্ছেদ-বিরহ বরণ করলেন বলেই তো এইবার রাম-চরিত্রের ও রাম-ভূমিকার অধিকতর বিকাশ ও বিস্তার ঘটবে। গোটা অরণ্য-সত্তার সঙ্গে রামের হবে নব-পরিচয়। * * হয়েছেও তাই। * * পক্ষিরাজ জটায়ু ও প্রবীণতর পক্ষী সম্পাতির মাধ্যমে রাম হবেন খেচর জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে সম্পৃক্ত। * * হয়েছেনও তাই। * * অতঃপর বিশাল বানর সমাজ বা বিপুল-বহর দাক্ষিণাত্য। সীতাই তো রামকে ছড়িয়ে দিলেন দাক্ষিণাত্যময়—নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দূরে বহু দূরে। সুবিশাল বানর-রাষ্ট্রের কন্দরে কন্দরে অনুভূত হতে থাকলো সীতা-শক্তির স্পন্দন—কখনো করুণ-গর্ভ বীরত্ব, কখনো বা বীরগর্ভ কারুণ্যের অভিঘাতে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ—নিয়ত স্পন্দমান ঐ সীতা-শক্তির স্পন্দনে। সবই সেই চতুর্থ ঝড়ের প্রতিক্রিয়া। অলঙ্ঘ্য সমুদ্র বাঁধা পড়েছে কোন্ শক্তির হাতে? শিলা যে জলে ভেসেছে রাম-নামের মহিমায়, এ তো পাঁচালী গানের চামর-ঢুলানো প্রচার, অথবা অন্যান্য ভাষা-রামায়ণে বিচিত্র উপাখ্যান-যোগে ব্যাখ্যাত। আসলে সমুদ্র তখনই তার বক্ষে ধারণ করেছে সেতু যখনই 'দেবমায়া' সীতা তার বুকের উপর দিয়ে চলে যান লঙ্কাপুরীতে। [সত্যই মহর্ষিদত্ত বিবরণে পাওয়া যায় এর সমর্থন।—

সম্ভ্রমাৎ পরিবৃত্তোর্মী রুদ্ধমীনমহোরগঃ।
বৈদেহ্যাং হ্রিয়মাণায়াং বভূব বরুণালয়ঃ॥

(অরণ্য—৫৪। ১)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতার অপহরণ ঘটছে দেখে সমুদ্র হলো সংক্ষুব্ধ, স্তব্ধ হলো তরঙ্গমালা, মৎস্য ও মহাসর্প যতো হলো নিস্তব্ধ।] হনূমানের অন্তরীক্ষ-বিজয়ও ঐ একই শক্তির অপর প্রতিফলন বিশেষ। সীতার দ্বারা প্রভাবিত রাম, রামের দ্বারা প্রভাবিত হনূমান,—হনূমান তাই পূর্ণ শক্তির পূর্ণ প্রতিরূপ।

(৬)

[● **রামায়ণ ও চণ্ডী : ● রামায়ণ ও মহাভারত :** 'দেবমায়া' সীতার মধ্যেই বাল্মীকি রেখে যান চণ্ডীর 'বিষ্ণুমায়া'র ছাঁচ। সীতা 'পরমাপ্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা'। চণ্ডীর কাহিনীর ছাঁচও রামায়ণে পূর্বেই সংকেতিত : রাবণ-উপাখ্যান ও মধু-কৈটভ-উপাখ্যানের সাদৃশ্য-সূত্র।]

'পরমাপ্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা'—ঠিক এতোটা স্পষ্ট না হলেও সীতা-সত্তার এই ধরণের যে একটা ইংগিত এই গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে, এখানকার পরবর্তী বিন্যাসে, অর্থাৎ সীতা-শক্তির পরবর্তী লীলায় সেইটাই স্মরণীয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ('চণ্ডী'-তে) 'বিষ্ণুমায়া' পরিচয়ে যিনি স্তুত হয়েছেন "পরমাপ্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা',—সেই ছাঁচেরই একটা পূর্বসংকেত বাল্মীকি রেখে গেছেন তাঁর 'দেবমায়া' সীতার মধ্যে। প্রস্তাবটির যুক্তি এইখানে,—চণ্ডী-বর্ণিত অসুর-বিনাশের মূলে যে শক্তির লীলা দেখা যায়, রাবণ-উপাখ্যানের মূল ছাঁচে অনুরূপ লীলারই একটা দূরবর্তী সাদৃশ্য ধরা পড়ে। রাবণের ছাঁচেই মধু-কৈটভ দৈত্য মহাকায় মহাবীর দুরাত্মা হয়েও কঠোর তপস্যায় মহাশক্তি অর্জনে প্রায় 'অজেয়' বরলাভে সক্ষম। তারা 'বিষ্ণুমায়া' বা মহামায়া দ্বারা বিমোহিত হয়ে বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে যেন তাঁরই হাতে তাদের মৃত্যু হয় (চণ্ডী—১ম অধ্যায়, ৯৪ ও ১০১ শ্লোক)। আমরা দেখি, পুরাণের এই গল্পের মূল ছাঁচ প্রকারান্তরে আগেই রচিত হয়েছে বাল্মীকির হাতে রাবণ-কাহিনীতে। 'দেবমায়া' সীতার মায়ায় বহু তপঃশক্তিতে শক্তিমান হয়েও দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ অজেয়-প্রায় মহাবীর রাবণ এমন কর্মজালে জড়িত হয়ে এমন ভাবে হলো মৃত্যু-কবলিত যাতে সহজে ভাবা যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামের (বিষ্ণু-অবতার) হাতে মৃত্যু বুঝি তার স্বেচ্ছাবৃত। উত্তরকাণ্ডে বেশ কিছু উপাখ্যানও যোজিত হয়েছে এরই অনুকূলে।

চণ্ডীতে রামায়ণের ছাঁচ লক্ষণীয়, আমাদের এমন প্রস্তাবের সমর্থনে মূল রামায়ণে (যেটাই ভারতের তথা জগতের আদিকাব্য) যে একটা সংকেত পাওয়া যায়, তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। বাল্মীকির হাতে রচিত হওয়ার পর ঐ আশ্রমের মুনিগণের সভায় লব-কুশ-কর্তৃক সর্ব প্রথম রামায়ণ গান গীত হলে, সেই পরমতত্ত্বজ্ঞ ও পরমরসজ্ঞ মুনিগণের অভিমত অনুযায়ী লিখিত হয়েছে,—

আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনীনাং সংপ্রকীর্তিতম্।
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্।……

আদি—৪।২৬-২৭।

'পরং কবীনামাধারং',—এ কাব্য হবে পরবর্তী কবিদের অবলম্বনস্বরূপ। * * এই উক্তির সত্যতা যে কেবল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেই প্রমাণিত, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালীন কবিদের উপর এবং মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, দৃশ্যকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি পরবর্তীকালের বিচিত্র সাহিত্য-সৃষ্টির উপর রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। বাল্মীকির সৃষ্টি সম্পর্কে যে 'আদিকাব্য' কথাটা আছে, যার নিহিত অর্থ ভাবী কাব্যের অনন্ত উৎস, সেটাকে ভালোভাবে যাচাই করে ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস নিজমুখে নিজস্ব ভঙ্গিতে রামায়ণ-মহাকাব্যের ঐ বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে গেছেন "কবিপ্রথমপদ্ধতিম্" বলে (রঘু। ১৫। ৩৩), এবং বাল্মীকিকে জানিয়েছেন 'আদিকবি'র বন্দনা—"কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ" (রঘু। ১৫। ৪১)—এই প্রয়োগভঙ্গিতে। তিনি নিজেও নিয়েছেন দু'হাত ভরে বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্য 'রঘুবংশে'র ৯ম থেকে ১৫শ এই সাতটি সর্গের গঠনে, তাঁর শকুন্তলাকে সীতার ছাঁচে প্রকৃতিদুহিতারূপে দেখাতে, এবং আরো কিছু কাব্য ও নাট্যের দৃশ্যাদি রচনায়।

রামায়ণ ও মহাভারত: (ক) মহাভারতের সত্যব্রত ভীষ্মের মধ্যে সত্যব্রত রামের এবং অংশত, রাজ্যেশ্বর হয়েও রাজ্যত্যাগী ভরতের, এবং (খ) অধর্মের বিনাশযোগে ধর্মসংস্থাপন—এই আদর্শধারী মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে অনুরূপ আদর্শের স্থাপয়িতা পূর্বযুগীয় রামচন্দ্রের প্রতিফলন কারো দৃষ্টি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এড়াতে পারে না। (গ) পাণ্ডুর সপত্নীক বনবাস এবং যুধিষ্ঠিরাদির দ্রৌপদীসহ বনবাস-কাহিনীতে সীতাসহ রামের বনবাসের প্রতিভাস লক্ষণীয়। (ঘ) মহাভারতে যে দেখা যায় বনবাসে মুনিঋষি সমাগমে কাহিনীতে বৈচিত্র্যের ঢেউ উঠছে, তার ছাঁচ আগেই দেখিয়েছে রামায়ণ। (ঙ) **সীতারই ছাঁচে দ্রৌপদী কল্পিত** হন অযোনিসম্ভবারূপে,—ওখানে ভূগর্ভোত্থিতা, এখানে যজ্ঞাগ্নিসমুত্থিতা,—একই উদ্দেশ্য,—ওখানে দুষ্কৃতকারী রাবণের সবংশে বিনাশ, এখানে দুষ্কৃতকারী দুর্যোধনাদি কৌরবের সবংশে বিনাশ। সীতার মতো তাই, দ্রৌপদীর মধ্যেও মহাশক্তির অবতার কল্পনা করা যেতে পারে। বস্তুত **সীতা ও দ্রৌপদী,—মূল ছাঁচ একই।** কেবল 'অযোনিসম্ভবা' ও 'দুষ্কৃতের বিনাশ'—এই সাদৃশ্য নয়, সাদৃশ্য আরো নিবিড় ও গভীর। বিস্তারিত জানাবার অবকাশ এখানে নেই,—সংক্ষেপে শুধু আরো দু'একটা কথা। শক্তি-লীলার দিক থেকে রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র যেমন সীতা, তেমনি দ্রৌপদীও মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ খালি দুই মহাকবির কল্পনার আকস্মিক মিল নয়, 'পরং কবীনামাধারং' রূপে মহাভারতে রামায়ণের প্রভাবের ফল। তাই দেখুন, সীতার মতো দ্রৌপদীরও দুই জন্ম। যেমন পূর্বজন্মের বেদবতী থেকে সীতা, তেমনি পূর্বজন্মের একে ঋষিকন্যা থেকে দ্রৌপদী (ভিন্ন উপাখ্যানও প্রচলিত)। দ্রৌপদী যে মহাজ্ঞানবতী ও সূক্ষ্ম বিতর্ক-নিপুণা—এর ছাঁচ রামায়ণের সীতার মধ্যে আগেই যুগিয়েছেন আদিকবি বাল্মীকি। রাম-সীতার 'ধর্ম' নিয়ে বাদানুবাদ [(১) বনবাস নিয়ে (২) অহিংসা নিয়ে (অরণ্য—৯)]-এর ছাঁচেই যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর বাদানুবাদ (বনপর্ব—৭) লক্ষণীয়। সীতা পতি-সম্মানিতা, দ্রৌপদীও তাই। সীতার মতোই দ্রৌপদীকে দেখা যায় অরণ্যবাসে নির্বিকার, প্রসন্নচিত্ত। 'সীতাহরণে'র ছাঁচেই 'দ্রৌপদী-হরণ'-ও (বনপর্ব) স্থান পেয়েছে এক ঝলকের মতো মহাভারতের বিশাল আয়তনে। ওখানে রাবণ, এখানে জয়দ্রথ। ওখানকার মতো এখানেও প্রথমে আতিথ্যের আয়োজন, পরে অতিথির আসল রূপ প্রকাশ পেতেই অগ্নিবর্ষণের মতো ধিক্কার ও গালিবর্ষণ। দ্রৌপদীর অগ্নিবর্ষী তিরস্কারের ভাষাতেও দেখা যায় সীতা-ভাষণের হুবহু অনুকরণ। সীতাকে আদিকবি দেখিয়েছেন 'দীপ্তামগ্নিশিখামিব', মহাভারতেও দ্রৌপদীকে দেখানো হয়েছে 'দীপ্তিমতী অগ্নিশিখা'। * * * এ ছাড়া, মহাভারতের মধ্যেই আছে রামায়ণ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাহিনী, যেমন আছে 'হরিবংশ' থেকে স্বরু করে বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি সমস্তপুরাণেই। তবে আগেই দেখানো হয়েছে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ক্ষেত্রে রামায়ণের প্রভাবের প্রসঙ্গটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'দেবমায়া'-ভাবনা-কেন্দ্রিক সীতা-চরিত্রের মহিমা বিশ্লেষণের জন্যই এখানে 'চণ্ডী'র উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সমগ্রভাবে, ঐ প্রভাবের চেহারাটা খুবই আকর্ষণীয়। চণ্ডীর ক্ষেত্রে বাল্মীকির রামায়ণ যে কিভাবে, কি পরিমাণে হয়েছে 'পরং কবীনামাধারং'—পরবর্তী কবিদের অবলম্বন স্বরূপ, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এর সর্বদেহে। শুধু এই 'অবলম্বন' যে সর্ববিধ কল্পনা-বিস্তারমূলক হতে পারে, এটা অবশ্যই অনুমেয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য,—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মাকৃত স্তব

> ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা।
> সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥

—এই যে সব উক্তির বাঁধুনী পাওয়া যায়, এর মূল ছাঁচ এবং অধিকাংশ কথাই যুগিয়েছে আদিকাব্য রামায়ণ, যথা—

> 'ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষ্টকারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরাৎপরঃ—
> 'অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ.........'

ইত্যাদি (যুদ্ধ—১১৭

[চণ্ডীর 'ত্রিধা মাত্রাত্মিকা' = ওঁ-কার (অ-উ-ম)]। এ ছাড়া, লক্ষণীয়—

চণ্ডী :—'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ'—

রামায়ণ :—'ত্বং ধারয়সি ভূতানি,' 'ত্রিলোকান্ ধারয়ন্', 'ত্বং ত্রয়াণাং লোকানামাদিকর্তা'—

চণ্ডী :—'ত্বং শ্রীস্ত্বং বুদ্ধি বোঁধলক্ষণা......ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ'—

রামায়ণঃ—'ত্বং বুদ্ধিঃ সত্ত্বঃ ক্ষমা দমঃ'—

এটাও লক্ষণীয়,—রামায়ণেরই ছাঁচে চণ্ডীতে স্তবকর্তা সেই একই অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা। শুধু তফাৎ এইটুকু, রামায়ণে স্তুত হয়েছেন যিনি, তিনি পুরুষ, অর্থাৎ রামচন্দ্র, চণ্ডীতে নারী—অর্থাৎ মহাশক্তি মহামায়া। তাই এটাও ভাবতে ইচ্ছা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে, হয়তো চণ্ডী-রচয়িতা কবি বাল্মীকির ধ্যানলোকের অন্তঃপুরের বার্তা অনুমান করে দেবমায়ারূপিণী সীতার আদর্শটাই নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর মহামায়াকে, আর ধরেই নিয়েছেন, সীতাকে অমন মহাশক্তিরূপিণী রূপে তুলে ধরা হলে সেটা মহর্ষির অনভিপ্রেত হবে না। তাই একই ব্রহ্মার মুখের রামের স্তবটাকে তিনি চণ্ডীর স্তবে রূপায়িত করেছেন।

তবে চণ্ডী ও রামায়ণ, গ্রন্থ হিসাবে এতোই বিসদৃশ যে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য-ভিত্তিক বড়ো বহরের কোন তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কেবল বোঝাতে চেয়েছি, বাল্মীকির 'দেবমায়া'ই যুগিয়েছে চণ্ডীর 'বিষ্ণুমায়া'র ছাঁচ। কিন্তু লীলা-বিন্যাস-ধারায় পার্থক্য অশেষ। রামায়ণ কাহিনী-প্রধান; ইতিহাসধর্মী মহাকাব্য-সুলভ বিস্তৃতি তার বহরে; তাই মায়ার লীলা সেখানে পরোক্ষ, প্রচ্ছন্ন ও সংকেতমাত্রে ব্যক্ত; চণ্ডীর কাজ হয়েছে কেবল ঐ মায়ার অর্থাৎ বিষ্ণুমায়া বা মহামায়া বা আদ্যা শক্তির মহিমা-কীর্তন—যে কারণে গ্রন্থটির অপর নাম 'দেবী-মাহাত্ম্য' ('বিষ্ণুমায়া', 'মহামায়া', 'পরমাপ্রকৃতি', 'আদ্যা-শক্তি' 'দেবী' সবই সমার্থক)—। এদের সকলেরই প্রতিনিধি বাল্মীকির সীতা। শুধু রূপটি তাঁর নিগূঢ় ভাবরহস্যে প্রচ্ছন্ন এবং ধ্যান-লভ্য। ঋষির ধ্যানের ধন ধ্যান-লভ্য হওয়াই তো সংগত।

প্রসংগত বলতে হয়, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণের মতো রামায়ণের তো কেবল একটি চরিত্র-মহিমাই প্রধান উপজীব্য নয়, এখানে প্রধানের সংখ্যা এতো বেশি যে তা নিয়ে মতানৈক্য থাকতেই পারে। শুধু সর্বপ্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্র এটাই সর্বসম্মত। সুতরাং প্রাগুক্ত ঋষিধ্যানের বহরটাও চিন্তনীয়। আবার শুধু তো চরিত্র নয়, মহাকাব্যিক অন্যান্য অজস্র উপাদানের যথাযথ সমাবেশ ও আনুষঙ্গিক কতো কথাই ভাবতে হবে ঐ ধ্যানের পরিমণ্ডলটি সঠিক বুঝে নেওয়ার জন্য।

বর্তমান পুনর্ধ্যানের আসরে যেটি আমাদের অন্যতম বিশেষ প্রতিপাদ্য তা হলো, এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে মহর্ষির ধ্যান-লোকে নিয়ত প্রজ্বলিত থেকেছে একটি অনির্বাণ অগ্নিশিখা ('শিখামিব বিভাবসোঃ')—যা যেমন ছড়ায় মঙ্গলদীপের স্নিগ্ধ আলোক-রশ্মি, তেমনি ঘটায় অগ্নিকাণ্ড যখনই তার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেটি আর কিছু নয়, তারই ধ্যানলব্ধ 'সীতায়াশ্চরিতং মহৎ'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেমন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত, তেমনি রাবণ-মেঘনাদ-বিভীষণ, এবং তেমনি হনূমান-বালী-সুগ্রীব—সকলকেই আলোকিত করার ভার নিয়ে অবতীর্ণ হন সীতা। অযোধ্যার কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রাকে যিনি বিকশিত করেন, তিনিই বিকশিত করেন লঙ্কার মন্দোদরী-সরমা এবং কিষ্কিন্ধ্যার তারা-কেও। না জানি কার ইংগিতে মহর্ষি এমন ভাবে সাজিয়ে গেছেন আর্য-অনার্য কতো না নারী ও পুরুষ চরিত্র তাঁর কাব্যের আসরে। পুলকিত বিস্ময়ে আমরা ভাবি, কি করেই গুহক অথবা শবরী এমন করে ফুটলো। ভেবে পাই না, অরুন্ধতী ও সীতা কে কার অলংকার!

আর ঐ যে 'বিষ্ণুমায়া' ছাঁচের 'দেবমায়া' নিয়ে কাব্যলীলা, সে রহস্যের বহর কে ঠিক করবে? একটু আগে রামায়ণের যে ত্রিরাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, এমন মায়াশক্তি ব্যতীত তার অধীশ্বরী হওয়া কখনই সম্ভব ছিলো না।

(চ)

[● কেবল 'মায়া' নয়, রামায়ণের ত্রিরাজ্যের আসল বাঁধন বেদের বাঁধন। অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও যুদ্ধকাণ্ডে বেদচর্চার প্রসংগ ● কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা, বেদচর্চায় কেউ কম নয়। যেমন হনূমান-বালী-তারা, তেমনি মেঘনাদ-রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ, বেদজ্ঞতার এক একটা বিস্ময় ● লঙ্কার রাক্ষস-সমাজে ও কিষ্কিন্ধ্যার বানর-সমাজে বৈদিক বিধান-সম্মত জীবন-চর্চার নিদর্শন ● হনূমানের সমুদ্রলঙ্ঘন তপোবলেই সম্ভব হয়। অশোকবনে সীতার সন্ধানে হনূমানের বৈদিক বিধানে প্রস্তুতি।]

কিন্তু নিছক 'মায়া' বা 'দেবমায়া' দিয়ে তো মহাকাব্যের নায়িকা হয় না? প্রাকৃত জগতের কিসের বাঁধনে সম্ভব হয় ঐ ত্রিরাজ্যের সম্মিলন? বলেছি ঐক্যের সেই বীজটি বেদগর্ভ, অর্থাৎ যার গর্ভে রয়েছে বেদশক্তি,—বেদাভ্যাস বেদ-চর্চা-জনিত ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম গ্রন্থি-সূত্র।

সাধারণ পাঠকের মনে হবে বৈদিক সভ্যতা বা বেদ-জ্ঞান-ভিত্তিক জীবন-চর্চা তো ঐ তিন রাজ্যের একমাত্র প্রথমটাতেই ছিলো প্রত্যাশিত, বানর বা রাক্ষসদের মধ্যে তার কল্পনা আসে কী করে? কিন্তু মূল রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁরা জানেন মহর্ষি-প্রদত্ত খতিয়ানে কি বানর জাতি, কি রাক্ষস-জাতি, সকলেরই জীবনেতিহাস রীতিমত বেদানুরাগসমৃদ্ধ। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা, তপশ্চর্যায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়, কম নয় বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-জনিত শক্তির পুঁজিতে। যে বাহুবল-অস্ত্রবলের মূলে ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবল, কিষ্কিন্ধ্যার বানর-বংশীয় ও লঙ্কার রক্ষোবংশীয় নাম-করা বীরগণ সবাই ছিলো সেই বলে বলীয়ান। রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ তিন জনেরই দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যার এবং বিভিন্ন জাতীয় সিদ্ধিলাভ ও বরলাভের কথা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় রাবণকর্তৃক কৈলাস-উত্তোলনের ফলে শংকর ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করলে সামবেদোক্ত বিধানে স্তব-স্তুতির জোরে রাবণের মুক্তি-লাভ ও বরলাভের কথা। এই রাবণই যে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর কাছে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হন তার মূলে ছিলো ঐ বানররাজ বালীর বেদ-বিহিত সাধন-ভজনে অধিকতর শক্তিমত্তার চমক-লাগানো সঞ্চয়। নিত্য-নিয়মিত চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা-বন্দনার কৃতিত্ব ও গৌরবের দাবী জগতে আর কারও নেই, কোনো কালেই ছিলো না। লঙ্কার যেমন মেঘনাদ, কিষ্কিন্ধ্যার তেমনি হনূমান, বেদজ্ঞতার দুই জগদ্দুর্লভ নিদর্শন। যদিও হনূমানের তুলনা একান্তই হনূমান স্বয়ং।

মেঘনাদ-চরিত্রের আলেখ্য-রচনা—প্রসংগে বাল্মীকির হাতের যে বিপুল বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে যুদ্ধকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে, তার মধ্যে বেদ-চর্চার মূল্যবান তথ্যাদি কাউকে খুঁজে বেড়াতে হয় না।

ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্‌সদৃশপ্রভঃ।
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ॥

যুদ্ধ—৭৩,২১-২২

অগ্নিহোত্রীর আসনে উপবিষ্ট মেঘনাদের মূর্তি অগ্নিপ্রতিম। শাস্ত্রসম্মিত পবিত্র মন্ত্রাদির বিবিধ আবৃত্তিযোগে সেই সংযত পুরুষ হোমকার্যে রত।

সোহস্ত্রমাহরয়ামাস ব্রাহ্মমন্ত্র-বিশারদঃ।
ধনুশ্চাত্মরথঞ্চৈব সর্বং তত্রাভ্যমন্ত্রয়ৎ॥

ঐ। ২৭ ২৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণের মেঘনাদ ব্রাহ্মমন্ত্রবিশারদ, তাই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন হলেই তাঁর ধনু, রথ প্রভৃতি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ মন্ত্রসিদ্ধ করে নেন।

মহাতপা উশান (শুক্রাচার্য) তাঁর মহাযজ্ঞের পরিচালক। ঐ যজ্ঞাচার্যের মুখেই শোনা যায়, ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্তযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন, দুঃসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ করে পশুপতির নিকট বরলাভ করেছেন।

অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা।
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুংভিঃ সুদুর্লভে॥

উত্তর—২৫।৮-৯

হনূমানকে মহাকবি তুলসীদাস যে '**বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী**' বলে বন্দনা জানিয়েছেন স্বয়ং বাল্মীকির পাশে একাসনে বসিয়ে ('বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ'), তার মধ্যে আতিশয্য থাকলেও সত্যের বাঁধন খুবই শক্ত। হনূমানের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়েই আমাদের জানতে হয়, তিনি ছিলেন যেমন ঋক্-যজুঃ-সাম ত্রিবেদে অভিজ্ঞ, তেমনি সমগ্র ব্যাকরণের উপর ব্যুৎপত্তির অধিকারী। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে হনূমান সম্বন্ধে জানাচ্ছেন,—

নানৃগ্‌বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদ ধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধাশ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥

কিষ্কিন্ধ্যা—৩।২৮-২৯

ঋক, যজুঃ, সাম, তিন বেদেই অভিজ্ঞ না হলে কখনও এমন ভাষণের ক্ষমতা থাকতে পারে না। তা ছাড়া বক্তার যে সমগ্র ব্যাকরণই বহুবার অধীত, তার প্রমাণ এতো দীর্ঘ আলাপের মধ্যে একটি শব্দও মুখ দিয়ে বেরোয় নি যা ব্যাকরণ-দুষ্ট!

এই হনূমানই লঙ্কায় অশোকবনে সীতার কাছে আত্মপরিচয়দান-সূত্রে রামের প্রসংগে প্রথমেই বলেন,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।

যিনি ব্রহ্মমন্ত্র-চালিত অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত, বেদে সুপণ্ডিত, এবং বেদ-বেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দাশরথি রামচন্দ্র আপনার কুশল জানতে ইচ্ছা করেন।

রামের বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে হনূমানকে সীতার সন্দেহ ভঞ্জন করতে হবে। তাই রামের নানাবিধ চরিত্র-লক্ষণের মধ্যে তাঁকে বলতে শোনা যায়,—

জ্ঞানবান শীল-সম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ
যুজুর্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ॥

(সেই রামচন্দ্রের আমি সেবক যিনি) * * * যজুর্বেদে সুশিক্ষিত, বেদজ্ঞগণ-কর্তৃক পূজিত, ধনুর্বেদ, অন্যান্য বেদ, এবং (শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ এই) বেদাঙ্গসমূহে ব্যুৎপন্ন।

বাল্মীকি-রামায়ণের এই জাতীয় রচনাংশ যেমন প্রমাণ করে হনূমানের সুগভীর বেদজ্ঞান ও বেদানুরাগ তেমনি শক্তিমান পুরুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সারা দেশময় সমাজ-জীবনের মান-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেকালে ব্যাপক বেদ-চর্চার উপর গুরুত্ব।

অরণ্যকাণ্ডের পাঠক লক্ষ্য করেছেন, দণ্ডক অরণ্যকে বারে বারে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম' অর্থাৎ বেদাধ্যয়নশব্দদ্বারা মুখরিত। আরও লক্ষণীয়, এখানে যে-সব ঘোরদর্শন রাক্ষসজাতীয় প্রাণীর সাক্ষাৎ মেলে, তাদের অনেকেরই পূর্বজীবন কঠোর তপোবলে বলীয়ান, পরে হয়তো শাপগ্রস্ত, অবশেষে রামের সংস্পর্শে হয় মুক্তির অধিকারী। 'বিরাধ' রাক্ষসের মুখে শোনা যায়—

'তপসাচাভিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা'—

আমি তপস্যা করে ব্রহ্মার প্রসাদে শস্ত্রের আঘাতে অভেদ্যতা বর লাভ করেছি ইত্যাদি। এমন যে কবন্ধ, সেও ছিলো উগ্র তপস্বী।

পঞ্চবটী বনে জটায়ুর সঙ্গে দেখা। জটায়ু মহাপ্রাজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ। রামের কাছে সৃষ্টিকথা বিবরণ প্রসংগে 'ইতি শ্রুতিঃ' বলে বুঝিয়ে দেন তাঁর বেদজ্ঞতা (অরণ্য—১৪।৩০)। বালীর বেদচর্চার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া রামের প্রতি বালীর তিরস্কারেও বালীর বেদজ্ঞতা লক্ষণীয় :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কঃ ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ শ্রুতবান্নষ্টসংশয়ঃ।
ধর্মলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ ক্রূরং কর্ম সমাচরেৎ ॥

(কিষ্কিন্ধ্যা—১৭। ২৭)

—যথাবিধি বেদ-অধ্যয়নে যিনি সংশয়রহিত হয়েছেন, এমন কোন্ ক্ষত্রিয় এমন ক্রূর কর্ম করে থাকেন ? হনূমানের মতে বানররাজ বালী সাম-দান-ক্ষমা-পরায়ণ হয়ে ন্যায়-শাস্ত্র অনুযায়ী রাজকার্য পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং বেদেরই সারগ্রাহী স্মৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো তাঁর জীবন-নীতি। বালী-পত্নী 'তারা'কে নিয়ে গল্পের আসর জমানো যেমনই হোক, বাল্মীকির হাতের তারা-চরিত্রটি সামান্য নয়, রীতিমতো বৃহৎ ও জটিল। বালীই জানিয়েছেন, তারা 'ত্রিকালজ্ঞা' (কিষ্কিন্ধ্যা—১৭। ৪১)। তাছাড়া তারার বেদজ্ঞতার পরিচয় সত্যই বিস্ময়কর। বালীবধের পর রামের কাছে তাঁর আকুল প্রার্থনা, রাম যেন কৃপা করে তাঁকে বধ করেন যাতে তিনি হতে পারেন মৃত্যুতে স্বামীর সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু রাম যে স্ত্রী-বধের পাপে জড়িত হবেন, তার কী উপায় ? তারা বলছেন—

শাস্ত্রপ্রয়োগাদ্ বিবিধাচ্চ
বেদাদনন্যরূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ।

(কিষ্কিন্ধ্যা—২৪।৩৮)

শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদিতে পতির সঙ্গে পত্নীর সম্যক রূপে বিবিধ অধিকার, বেদেও পত্নী পতির শরীরের সঙ্গে অভিন্ন বলে কথিত (অতএব তারাকে বধ করলে রামকে স্ত্রী-বধের পাপে পাপী হতে হবে না)।

বালীবধ ঘটনাটি কেন্দ্র করে—বালী, হনূমান, তারা, সুগ্রীব, অঙ্গদ—বানরপক্ষীয় এই সব বড় বড় চরিত্রগুলির সংলাপের বৃহৎ পরিসরে বানর-বংশীয়দের জীবন-চিন্তা ও ভাব-ভাবনার যে ইতিহাস স্থান পেয়েছে, তার প্রতিটি অধ্যায়ই আর্যভাবাপন্ন, এবং বলা বাহুল্য, বেদাদি শাস্ত্রীয় অনুশাসনের আলোকে আলোকিত।

বানররাজ বালীর মৃতদেহ সংকারের সুদীর্ঘ বিবরণ (কিষ্কিন্ধ্যা—২৫। ১৪-৫৩) থেকে জানা যায় বানর-সমাজেও বেদবিহিত শাস্ত্র-সম্মত ঔর্ধ্বদেহিক কার্যাদি নিষ্পন্ন হতো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আজ্ঞাপয়ত্তদা রাজা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
ঔর্ধ্বদেহিকমার্যস্য ক্রিয়তামনুকূলতঃ ॥

(কিষ্কিন্ধ্যা—২৫ । ৩০)

তখন বানররাজ সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের আদেশ দিলেন, 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্যের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া শাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন কর।' এটাও বললেন, জগতে রাজাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে ঠিক সেই ভাবেই যেন শাস্ত্রসম্মত বিধানে আমাদের প্রয়াত রাজার অন্তিম-সৎকার সম্পন্ন করা হয়। যথাকালে বালীপুত্র অঙ্গদ সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর পিতাকে "চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্বা সোঽপসব্যং চকার হ। পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥

সংস্কৃত্য বালিনং তং তু বিধিবৎ প্লবগর্ষভাঃ।
আজগ্মুরুদকং কর্ত্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্ ॥"

(ঐ—৪৯-৫১)

—পিতাকে চিতায় আরোপণ, বেদবিধি অনুযায়ী চিতায় অগ্নিসংযোগ, চিতা-পরিক্রমণ, অগ্নিসংস্কার শেষ হলে শবযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত ভাবে নদীর নির্মল জলে উদকক্রিয়া (তর্পণ) সম্পাদন—সমস্তই পুত্রকর্তৃক শাস্ত্রানুযায়ী নিষ্পন্ন করা হলো।

এই যে এতো বিস্তারিত বর্ণনা, এর উদ্দেশ্য সেই একই, বেদময় ভারতের সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলেই বিভিন্ন জাতির জীবনে বেদ যে কিভাবে হয়ে ছিলো অনুপ্রবিষ্ট, সেটা দেখিয়ে রামায়ণের মাধ্যমে বেদের প্রচার ঘটানো,—রামায়ণ যে রচিত হয় 'বেদোপবৃংহণার্থায়'—সেটাই প্রমাণ করা।

* * *

অঙ্গদের ভাষণে দেখা যায়,—সাধারণ বানর-সামন্ত সকলেই 'নীতিমার্গবিশারদাঃ' (কিষ্কিন্ধ্যা। ৫৩। ১০)।

* * *

চলেছে রামচন্দ্রের বর্ষা-ঋতু-বর্ণন, সেখানেও বেদ-চর্চার প্রসঙ্গ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্ ।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥

(—কিষ্কিন্ধ্যা—৮২/৫৪)

ভাদ্রমাসে যেসব বেদাধ্যয়ন-বিলাসী সামবেদী ব্রাহ্মণ দীক্ষান্তে বেদপাঠ সুরু করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন, এই তাঁদের সেই পরমবাঞ্ছিত অধ্যয়নকাল দেখা দিয়েছে।

*　　*　　*

হনূমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনের যে ব্যাপারটা সাধারণের কাছে রূপকথার গল্প বা আরব্যোপন্যাসের মত উপভোগ্য হয়ে থাকে, মূল রামায়ণের সম্ভবত দীর্ঘতম সর্গে (সুন্দর—১। ১—২০৪) মহর্ষি তার যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে পরম বেদজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, সাধক ও যোগসিদ্ধ হনূমানের পরিচয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লম্ফন-পূর্ব প্রস্তুতি-পর্বে শাস্ত্রনিষ্ঠ পদ্ধতিতে হনূমানের দৈহিক ও আত্মিক সংযমের অনুশীলন এক বিশেষ শক্তিরহস্যের ইংগিত বহন করে।

*　　*　　*

আবার ঠিক ঐ হনুমানকেই পাওয়া যায় সুন্দরকাণ্ডের ১৩শ সর্গে। প্রথমে মৈথিলী-সন্ধানে ব্যর্থতাজনিত কঠিন সংকল্পে, পরে অশোকবনে অনুসন্ধানের প্রস্তুতিতে। সংকল্প সুকঠিন। বৈদিক আর্য সংস্কৃতি-সম্মত চিন্তাধারা। সন্ধানে ব্যর্থতা নিয়ে তিনি আর পূর্বজীবনে ফিরে যাবেন না। (১) বাণপ্রস্থ নেবেন; অথবা (২) চিতায় প্রবেশ করবেন,—আর সে অগ্নি হবে অরণি-প্রসূত, অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ-কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে প্রজ্বলিত ['চিতিং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিদ্ধমরণিসূতম্']; অথবা (৩) সাধনবলে লিঙ্গশরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্মশরীরী হয়ে থাকবেন—লিঙ্গশরীর কাক-চিল-বন্য পশুতে ভক্ষণ করবে; অথবা (৪) জলের মধ্যে ডুবে যাবেন,—কারণ হনূমান জানেন, এগুলি সবই বৈদিক ঋষি-সমর্থিত নির্যাণ (নির্বাণ)-মার্গ (সুন্দর। ১৩। ৪০—৪৩)।

*　　*　　*

*　　*　　*

অশোকবনে অনুসন্ধান এক মহৎকর্ম। তাই পরমশাস্ত্রজ্ঞ হনূমান ঐ মহাব্রতপালনে শুভ ফলোদয়-লাভের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রূপে—বসু, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের বন্দনা সেরে নিতে চান। অবশ্যই তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পূর্বকৃত্য হিসাবে আহারাদি ব্যাপারে সংযম পালন করবেন ['ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ' ০ ০ 'বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপি চ'] ;— সবই বৈদিক বিধান-পালনের নমুনা। অতঃপর নিজস্ব ভঙ্গিতে একান্ত নিজস্ব বন্দনার পালা :—

'নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নি-মরুদগণেভ্যঃ ॥
* * * সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্বে দেবাঃ সর্ষিগণ স্ত্বিহ ॥"

—সুন্দর। ১৩। ৫৪-৬৭

* * বলা বাহুল্য, এখানকার এই সমগ্র হনূমান-কৃত্য বেদবিধি-পালনের এক অনন্য নিদর্শন। সুতরাং এই জাতীয় বিবৃতির অন্তর্ভুক্তিতে রামায়ণ যে হয়েছে বেদ-প্রচারক গ্রন্থ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আগেই বলা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে [১৬শ (চ)] কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা, বেদচর্চায় কেউ কম নয়। এদিকে যেমন হনূমান, বালী, তারা,—ওদিকে তেমনি মেঘনাদ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ,—বেদজ্ঞতার এক একটা বিস্ময়। তবে সাধারণভাবে দুই রাজপুরীর খতিয়ান অনুযায়ী বলতে হয়, বেদ-চর্চার দিক থেকে রাক্ষস-রাজপুরী লঙ্কার ইতিহাস বুঝি অধিকতর উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত।

সুন্দরকাণ্ডে "হনূমানের" প্রথম লঙ্কাদর্শনবৃত্তান্তে পাওয়া যায় :

শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ।
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ ॥
রাবণস্তবসংযুক্তান্ গর্জতো রাক্ষসানপি।
রাজমার্গং সমাবৃত্য স্থিতং রক্ষোগণং মহৎ ॥

(সুন্দর ৪।১৩-১৪)

হনূমান শুনতে পেলেন রাক্ষসদের ঘরে ঘরে বেদমন্ত্র পাঠ হচ্ছে। আর দেখলেন রাজপথে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে বেদপাঠ-পরায়ণ বিরাট রাক্ষসের দল বেদগানের সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চৈঃস্বরে রাবণের স্তবগান করছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ কাণ্ডের ১৮শ সর্গের সূচনাতেই পাওয়া যায় অশোককাননে সীতার সন্ধান পেয়ে সারা রাত্রি অপেক্ষার পর প্রত্যূষে হনূমান শুনতে পেলেন বেদধ্বনিতে প্রভাতী আকাশ মুখরিত।

ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম॥

(সুন্দর ১৮।২)

রাত্রির অবসানে হনূমান ষড়ঙ্গ-বেদে ব্যুৎপন্ন, যাজ্ঞিক, ব্রহ্মজ্ঞানী রাক্ষসদের বেদপাঠধ্বনি শুনতে পেলেন।

ওদিকে লঙ্কার খাস রাজপুরীর কথাও শুনবার মতো। রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণ-সংক্রান্ত সৎপরামর্শ দেওয়ার জন্য ধর্মাত্মা বিভীষণ রাবণের নিজালয়ে গিয়েই শুনতে পেলেন,—

পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্॥
পূজিতান দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ॥

(যুদ্ধ ১০।৮-৯)

মহাতেজা বিভীষণ শুনতে পেলেন তাঁর ভ্রাতার বিজয়-কামনায় বেদজ্ঞ রাক্ষস-বৃন্দের বিধিমত পুণ্যাহবাচনে সেই রাজভবন মুখরিত হচ্ছে। আর দেখলেন বেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দধি-দুগ্ধ-পুষ্পাক্ষতের উপচারে পূজা করা হয়েছে।

*   *   *

বৈদেহী-হরণ-জনিত পাপের ফলে লঙ্কাপুরীতে যে কী দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের কাছে সেটা জানাবার জন্য বিভীষণ বলছেন,—

সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চিঃ সধূমকলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে॥
অগ্নিষ্টেষ্বগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ॥

(যুদ্ধ ১০।১৫-১৬)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হোমকার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। মন্ত্র-সংস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও হোমাগ্নি আর ভাল করে জ্বলে না, কেবলই স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, শিখা হয় ধূম-কলুষিত। মহানসে, অগ্নিহোত্র-ভবনে বা বেদাধ্যয়ন-মণ্ডপে সরীসৃপের উপদ্রব ঘটছে, হব্যদ্রব্যে পিপীলিকা দেখা যাচ্ছে।

বেদবিহিত হোম-যজ্ঞাদি সংক্রান্ত এই ধরণের উদ্বেগপূর্ণ বিবরণ সরাসরি প্রমাণ করে লঙ্কার রাক্ষসবংশ ছিলো বেশ কিছুটা বৈদিক সংস্কৃতির অধিকারী। রক্ষোরাজ রাবণের কথা এই বেদজ্ঞতার দিক থেকে যে সত্যই রাজোচিত, সেটা ঐ ব্যক্তির পাপাচরণবৃত্তান্তের চাপে চাপা পড়ে যেতে চাইলেও বাল্মীকি রেখে গেছেন ঐ বিষয়ক বহু তথ্য-বিবৃতি। কৈলাস-সন্নিহিত পর্বতের চাপে ক্লিষ্ট রাবণ সামবেদোক্ত বিধানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে মহাদেবকে প্রসন্ন করেন। [সামাভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ (উত্তর ১৬।৩৪)]। মেঘনাদ-বধ-জনিত বিপদে দিশেহারা ও ক্রোধান্ধ রাবণকে সীতা-বধের সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করার সময় তাঁর সুপার্শ্ব নামক অমাত্যকে বলতে শোনা যায়,

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর।।"

(যুদ্ধ ৯২।৬৪)

—'হে বীরবর রাক্ষসরাজ! বেদ-বিদ্যাকে জীবনের ব্রতরূপে নিয়ে আপনি সে বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন, এবং সেই অনুযায়ী অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্মে বিশেষ অনুরক্ত। কেন তবে ক্রোধের বশে ধর্ম পরিত্যাগ করে স্ত্রীবধের মতো অধম কাজের কল্পনাকে মনে স্থান দেবেন ?'

* * * রাবণবধের পর জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রেতকার্য-সম্পাদনের নিমিত্ত বিভীষণ রামচন্দ্রের অনুমতি নেওয়ার সময় রাবণের নানাগুণের মধ্যে বেদজ্ঞতার উপর কিভাবে জোর দেন, সেটা বিশেষ লক্ষ্য করার মতো :

"এষোঽহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং
কর্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ।।"

—'ইনি (রাবণ) অগ্নিহোত্রী ও মহাতপস্বী, এবং বেদান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছিলেন। যাগ-যজ্ঞাদি কর্মসম্পাদনে ছিলেন প্রধানদের মধ্যে অগ্রগণ্য, অর্থাৎ পরম কর্মঠ। এখন তাঁর মৃত্যুতে, আপনার অনুগ্রহে, আমি তাঁর প্রেতকৃত্য সম্পাদন করতে ইচ্ছা করি।'

শুধু তো রাক্ষসরাজ বা কতিপয় বড়ো বড়ো বীরের জীবনে নয়, গোটা রাক্ষস-সমাজেই যে ছিলো বৈদিক জীবন-চর্যার প্রভাব অনুস্যূত,—এমনও ধারণা করার কারণ আছে। বিপন্ন লঙ্কাকে বাঁচাবার জন্য রাবণের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে ভীমদর্শন রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করলো, কিন্তু—

"কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে তে রণাভিমুখা যযুঃ" যুদ্ধ-৯৫।৭

'—বেদোক্ত বিধানে মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন সেরে নিয়ে—তারা রণভূমি অভিমুখে যাত্রা করলো।'

(চ)

[● নর-বানর-রাক্ষস,—ত্রিলোকের, ও প্রকৃতিরাজ্যের বিবরণ সবই যেন গড়ে উঠেছে মহর্ষির সত্যনিষ্ঠ ধ্যানের ফসল রূপে ● তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে রামায়ণের জগৎ বেদময়। যে মহাশক্তির লীলায় ধরা পড়ে ঐ বেদময়তা, মহর্ষির ধ্যানলব্ধ সীতা-চরিতে সেই লীলাই লক্ষণীয়।]

আমাদের ভাবতে হয় সত্যিই বুঝি ভারতের (তথা জগতের) আদিকাব্য রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ বা ধ্যান-প্রসূত। নচেৎ রাক্ষসাধিপতি ত্রিলোক-ত্রাস দশাননের ভয়ংকর রাক্ষসপুরীতে এমন ব্যাপক বেদ-চর্চা ও বৈদিক অনুশাসনপূত জীবন-ধারা কল্পনা করা সুকঠিন। ঐতিহাসিক গবেষক রামায়ণের এই সব অংশে এসে ধাক্কা খাবেন। হয় প্রক্ষিপ্ত বলে এগুলোকে ঠেলে রাখবেন, না হয়, তাঁকে ভাবতে হবে কোনো মিশ্র সভ্যতার কথা—অনার্য হলেও আর্য-প্রভাবিত। বাল্মীকির কল্পলোকের ভাণ্ডারটি যে কী অমূল্য সংগ্রহে ও সমাবেশে সুসমৃদ্ধ ছিলো, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এ যুগের কবি যখন বলেন,—

কবি, তব মনোভূমি রামের জনম-স্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য, জেনো,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখন কাব্যসত্যের প্রকাশ ঘটে অখণ্ড, সম্পূর্ণ; কিন্তু রাময়ণ-কাহিনীর যে কেবল খণ্ডবিশেষেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, কেবল রাম-খণ্ডই জুড়ে থাকে তাঁর সমগ্র কল্পলোক—রাবণখণ্ড পড়ে থাকে সে এলাকার বাইরে,—এখানকার আলোচনায় সেটাই ধরা পড়বে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই, বাল্মীকির রামায়ণ রাম-কথাও বটে, ভারত-কথাও বটে,—যেখানে বিপুল বৈচিত্র্যের উপাদানে গঠিত এক বিশাল প্রাণের স্পন্দন কতো না বিভিন্ন আপাত-বিজাতীয় কন্দরে অনুভাব্য বিস্ময়ের নব নব ঢেউয়ের মধ্যে।

মনে রাখতে হবে বাল্মীকি ছিলেন যুগপৎ ধ্যানপ্রবণ ও সত্যনিষ্ঠ। নর-রাজ্য, বানর-রাজ্য ও রাক্ষস-রাজ্য, তাঁর কাব্যে এই ত্রিলোকের বিবরণ, আর এই ত্রয়ীর পরিবেষ্টনীরূপে প্রকৃতি-রাজ্যের বিবরণ গড়ে উঠেছে সত্যনিষ্ঠ ধ্যানের ফসল রূপে। তাঁর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা প্রভৃতি যেমন ধ্যানের ধন, তেমনি ধ্যানের ধন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-অগস্ত্যাদি। যেমন হনুমান-বালী-সুগ্রীব-তারা-প্রভৃতি, তেমনি রাবণ মেঘনাদ-বিভীষণ-মন্দোদরী-সরমা প্রভৃতিও। তাঁর দণ্ডক, পঞ্চবটী, জনস্থান প্রভৃতি অরণ্য, তাঁর চিত্রকূট, ঋষ্যমূক প্রভৃতি পর্বত, তাঁর পম্পা সরোবরতটস্থ মতঙ্গবন, শবরীর আশ্রম, এমন কি সমুদ্র পর্যন্ত সবই তাঁর ধ্যানের ধন। তবে এটাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে, এদের কেউই বা কোনো কিছুই কাল্পনিক নয়। সবই দাঁড়িয়ে আছে সত্যের ভিত্তিতে। বস্তুরাজ্য গঠিত পুরোপুরি বাস্তব উপাদানে। ত্রিলোকের অধিবাসীদের গঠনে ঋষিধ্যানের আলোক-বিচ্ছুরণ জাগায় বিস্ময়ের শিহরণ।

'দিবিব চক্ষুরাততম্'—এই দৃষ্টিতে যেমন বিশ্বকে বিষ্ণুময় দেখা, তেমনি বাল্মীকি তাঁর ঋষি-দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখেছেন—তাঁর এই ভারত-কথারূপ রামায়ণের জগতকে বেদ-ময় রূপে। এই ভারত-কথায় বেদ-চর্চা হয়ে আছে সমগ্র ভারত দেহে অনুস্যূত জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষরূপে। 'বৈদিক ভারত'-এর প্রচলিত ধারণায় 'ভারত' এক নিরতিশয় ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। তাকে দেখবার জন্য সেক্ষেগুজে যেতে হয়,—রথ-অশ্ব-পদাতিক দূরে ফেলে রেখে,—সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হয় কখন পাওয়া যাবে বল্কল-সিক্ত বনপথের রেখা, দেখা যাবে হোম-ধূমে কজ্জলিত আশ্রম-বৃক্ষের পত্র-পল্লব, শাখায় ঝুলছে মুনিঋষিদের সিক্ত গৈরিক বসন, শোনা যাবে 'বিরাম-বিহীন মহা-ওঁকার ধ্বনি'। তপোবন বা ঋষি-আশ্রমের চতুঃসীমাতেই 'বেদের ভারত' সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। কিন্তু রামায়ণের নিবিড়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাঠককে বুঝতে হয়, ভারত ছিলো বেদ-প্রাণ দেশ। এই বিশাল দেশের সমগ্র সত্তায় ছিলো বেদের প্রভাব সঞ্চারিত নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিতে। ঐ প্রভাব যেমন বিচিত্র ও তত্ত্বগূঢ়, সঞ্চারণের ছন্দও তেমনি বিচিত্র ও রহস্যজটিল। প্রয়োজন—ঐ বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য যথাযোগ্য জাগরণ। আবার এরই জন্য প্রয়োজন যে মহাশক্তির লীলা-চেতনা, মহর্ষির ধ্যান-লব্ধ সীতা-চরিতে সেই লীলাই লক্ষণীয়।

(জ)

[● ভারতের আপাত-বিভেদের মধ্যে বেদ-ভিত্তিক ঐক্য উদ্ধার করা দেশ-সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাই চিরস্মরণীয় মনীষীদের এই ছিলো জীবনব্রত : শঙ্করাচার্য বিবেকানন্দ...... রামমোহন-রামেন্দ্রসুন্দর...... ।

● রামায়ণ বেদসম ঃ রামায়ণ গায়ত্রীস্বরূপ।

● বেদের গুরুত্ব ও চিরকালীন উপযোগিতা নিয়ে একদিকে উপনিষদ-গীতাদি অপরদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং **কাইজারলিং**-এর মতো পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিমত।

● রামায়ণ যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, তেমনি ধর্ম-অধর্মের জয়-পরাজয়ের গল্পকথাও নয়।]

বস্তুত, জাতি ও উপজাতির বিচিত্র মিশ্রণে, আপাত-বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র সমাবেশে প্রকৃতির হাতে গড়া এই যে বিশাল ভারত-ভূমি, এর আপাত-বিভেদের মধ্যে বেদ-ভিত্তিক মহান ঐক্য-সূত্র উদ্ধার করা ও তারই প্রচারে ব্রতী হওয়াই যে দেশ-সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্রত,—ভারতের চিরস্মরণীয় বহু মনীষীর জীবন কথা তারই সাক্ষ্য বহন করে। বাইরে তাঁরা যেন শুধুই বেদ-প্রচারক, কিন্তু আসলে তাঁরা চেয়েছেন আপাত-বিভেদের অন্তরালে বিরাজমান বৃহৎ আত্মিক মিলন সূত্রটি তুলে ধরে বেদ-প্রাণ ভারতের বিরাট ধর্ম-জীবন-সংহতির স্বরূপ সম্পর্কে সকলকে জাগিয়ে দিতে ও সেই সংহতিকে বজায় রাখার পথ দেখাতে। আদি বিদ্বান কপিলমুনি, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য, রামানুজ-নিম্বার্কাদি আচার্যগণ, কুমারিল ভট্ট, বাসুদেব সার্বভৌম, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রদ্ধানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বামী, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ওঁকারনাথ ঠাকুর—সকলেই তাই ভারতের এই বেদ-ভিত্তিক মহান ধর্মীয় ঐক্যসূত্রের উদ্ধারে ও প্রচারে ব্রতী হন।

* * * রামমোহন বুঝেছিলেন বিশাল ভারতের ধর্মীয় ঐক্যসূত্র জাগিয়ে সকলকে আত্মিক বন্ধনে বাঁধতে হলে ঐ একটাই পথ আছে—নান্যঃ পন্থা। তাই তাঁর যা কিছু ধর্মশাস্ত্রীয় আলোড়ন, সবই আসলে বেদমূল (বেদান্ত ও বেদ মূলত অভিন্ন)। * * আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দেশের এক নিদারুণ দুর্দিনে বিচ্ছিন্নতা-প্রতিরোধ করে ঐক্য স্থাপনের পথ-নির্দেশের জন্য যে বিচলিত হয়ে ওঠেন, তখন সেই পরমতত্ত্বজ্ঞ মনীষীর চিন্তা-বিন্যাসে বেদ-চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষ লক্ষণীয়) "এমন সময় মর্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সকলে বেদ-বিধি অমান্য করতে লাগল।" দেশের লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেন। সদাচার-সজ্জনতার অভাবে লক্ষ্মী দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন,—তাঁকে ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ বেদবিধি-পালনের মাধ্যমে দেশের মানুষকে মানুষ করে তোলা। তাই দেবতার ইংগিত অনুযায়ী রাজা বিশেষ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় দেশে বেদচর্চার প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। অন্যায় অধর্ম অনাচার ঘুচে গিয়ে সদাচার ফিরে এলো, মনুষ্যত্ব ফিরে এলো। * * * লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববর্তী বাংলার ইতিহাস-পর্যালোচনার এই ধারাতেই সংকেতিত হয়েছে ভারতের মতো দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বেদ-চর্চার চিরকালীন গুরুত্ব।

* * *

বেদ-পুরাণ নয়, উপনিষদ বা বেদান্তই একমাত্র গ্রাহ্য বলে যে একশ্রেণীর চিন্তানায়ক আন্দোলন গড়ে থাকেন, কিম্বা আরও পরিশোধিত মনন-পন্থী হয়ে কেবল গীতা ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের আর কোনো কিছুকেই আমল দিতে চান না,—তাঁরা কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না যে বেদান্ত বা গীতা, সবেরই উৎস সেই বেদ। বেদ-সার উপনিষদ, উপনিষদ-সার গীতা। কিন্তু কেবল সারটুকু দিয়ে বৈচিত্র্যময় সমগ্রকে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ সমগ্রকে পাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আবার 'সার' বলে যা নির্বাচিত, সেই উপনিষদ-গীতাদির মধ্যে নিতান্তই জ্ঞান বা তত্ত্বের নির্যাস ছাড়াও যে কোথায় কতো বৈষয়িক বা ব্যবহারিক জীবনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপযোগী জগৎ-কল্যাণকারী উপাদানের বীজ নিহিত আছে, আছে কতো সমাজ-কল্যাণকর ক্রিয়া-কর্ম-অনুষ্ঠান-পালনের নির্দেশ, সে বিষয়েও অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যে যাগযজ্ঞাদি নিয়ে জমে ওঠে বেদ-বিরোধিতা,—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর, কঠ প্রভৃতি উপনিষদ শুধু সেই যজ্ঞের প্রসঙ্গই নয়, ঐ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধান পালনের উপর নানা মন্তব্য স্থান পেয়েছে প্রশস্ত বহরে। গীতাতেই বা যজ্ঞের প্রশংসামূলক শ্লোকের সংখ্যা কিছু কম কি? 'যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ' (৩।১৪), 'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" (৩।১৫) [এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দটি 'বেদ' এই অর্থে ব্যবহৃত। শ্লোকটির বঙ্গার্থ,—যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। বেদ 'অক্ষর' অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে সমুদ্ভূত। অতএব সর্বার্থপ্রকাশক (সর্বগতঃ) বেদ সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন], অথবা

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ (৯ ১৬)

[আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ (ক্রতু), আমি পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি স্মার্ত যজ্ঞ (যজ্ঞ), আমি পিত্রর্থ শ্রাদ্ধাদি (স্বাহা), আমি ভেষজ, আমিই হোমের মন্ত্র, আমিই হোমের ঘৃত (আজ্য), আমিই হোমের অগ্নি, আমিই হোম-ক্রিয়া (হুতম্),—অর্থাৎ যজ্ঞীয় হোমের প্রত্যেকটি আঙ্গিক পৃথকভাবে এবং গোটা হোমক্রিয়া সমভাবে ব্রহ্মময়।],—এই জাতীয় যজ্ঞ-প্রশস্তি তথা বেদ-প্রশস্তিমূলক বহুসংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায় গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে। এমন কি, 'সাংখ্যযোগ' নামক ২য় অধ্যায়ে 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং' ইত্যাদি অংশে (২।৪২—৪৬) যে বেদের আপাত-নিন্দা অনেকে লক্ষ্য করেছেন, সেটা যে নিন্দার জন্য নিন্দা নয়, আসলে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসার জন্য, একাধিক প্রতিষ্ঠাবান ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থক।

আর, ঐ যে হোমের অগ্নি, তার সম্পর্কে সেই সুপ্রাচীনকালের বিজ্ঞান-ভিত্তিক কথা গীতাতেই রয়েছে—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ (৩।১৪)

[অন্ন থেকে প্রাণীর শরীর উৎপন্ন হয়, মেঘ থেকে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থেকে (অর্থাৎ যজ্ঞীয় হোমের অগ্নি থেকে) মেঘের উদয় হয়, এবং যজ্ঞ বৈদিক হোমাদি ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।]

* * * আধুনিক কালের গবেষকদের কথাও প্রণিধানযোগ্য। 'অগ্নিহোত্র' বা হোম-যজ্ঞাদির স্বাস্থ্যকারিতা বা রোগ-নিরাময়-ক্ষমতা এ যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত। এ বিষয়ে বছর পাঁচেক আগে—"Multi-pronged Homatherapy" (বহুমুখী হোম-চিকিৎসা) এই শিরোনামে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তথ্য এখানে অংশত উদ্ধৃত করে পাঠকের কৌতূহল মেটাতে চাই :—

"Bhopal, Feb. 7 (UNI).—Agnihotra, the age-old Indian practice of worship by burning specific substances in fire, is now being practised in many countries as "homatherapy" to cure diseases, relieve mental stress, control pollution and increase farm-yield. According to Mr. Barry Rathner, an American psychologist, who is conducting research on the effect of 'Agnihotra' on reducing mind-tension at the Department of experimental psychology, University of Pune, homatherapy had been found to cure epilepsy in children and improve Intelligence Quotient (IQ) of mentally retarded children." মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এক experiment সম্পর্কে উক্ত আমেরিকান গবেষক UNI—কে বলেছেন, "A group of epileptic and mentally retarded children was exposed to Agnihotra in which dry cowdung cake, pure ghee and rice were burnt in a copper pyramid along with the chanting of particular Mantras at sunrise and sunset." ফলাফলের যে খতিয়ান দিয়েছেন, তা খুবই বিস্ময়কর। রোগ-নিরাময় ছাড়াও, মানুষের চরিত্র-শোধনেও যে অগ্নিহোত্র সাহায্য করে, যথা, ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তি ধূমপান বর্জন করে, তারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। Barry বলেছেন,—"Agnihotra and homatherapy are nothing

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

new. The effects of Yajnya (যজ্ঞ) are referred to in Ayurveda." * * Barry-র সহযোগী গবেষক microbiologist Dr. Arvind D. Mondkar অগ্নিহোত্র নিয়ে আরো ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছেন, এই যজ্ঞ হোমের কল্যাণী প্রভাব কেবল মানুষের শরীরে নয় পরিবেশের উপরেও প্রমাণিত। "Agnihotra fumes are rich in formaldehyde and other substances which have inhibitory effect on microorganisms," Dr. Mondkar said in a magazine published from Virginia, USA."—A. B. Patrika, Dt.—8.2.83.

আর একটি তথ্যও এখানে হবে প্রাসঙ্গিক, যদিও সেটা যজ্ঞ-সংক্রান্ত নয়,—যেহেতু বৈদিক ধ্যান-মননের চিরকালীন উপযোগিতার বৈজ্ঞানিক সমর্থন সেখানে রীতিমত বলিষ্ঠ। মূল্যবান ঐ তথ্যটি পাওয়া যায় অমৃতবাজার পত্রিকার ৩০-৫-৮৮ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক সংখ্যায়। "Yogic way to find out talents" (যৌগিক পন্থায় প্রতিভার সন্ধান-লাভ)—এই শিরোনামে ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, 'যোগীরাজ মনোহর' নামে খ্যাত নাগপুরের সায়ান্স-গ্রাজুয়েট যোগী শ্রী মনোহর হারকারে দাবী করেন, দীর্ঘকাল যোগশাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফলে তিনি সেই দিব্য দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন যে-দৃষ্টিতে মানবদেহ থেকে নিয়ত বিচ্ছুরিত জ্যোতি সঠিক ধরা পড়ে। তার বিভিন্ন 'বর্ণ' আভ্যন্তর বিভিন্ন মনোবৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংকেত বহন করে। যথা—(ক) উন্নতমানের কালচার ও মনোবৃত্তিযুক্ত যারা, তাদের দেহ থেকে জ্যোৎস্না-শুভ্র আভা বেরিয়ে আসে, (খ) আত্মসম্ভ্রম-বিশিষ্ট যে সব ব্যক্তি অন্যায়-অসম্মানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-পরায়ণ, তাদের দেহের জ্যোতি রক্তাভ, (গ) যারা মুনাফাসঞ্চয়-ও-দাক্ষিণ্য-সচেতন, তাদের দেহ থেকে বেরোয় ঈষৎ পীত বর্ণের আভা, (ঘ) আর যারা স্বার্থপর ও অজ্ঞতা-প্রবণ, তাদের দেহদ্যুতি কৃষ্ণাভ বলে ধরা পড়ে।

যোগীরাজ মনোহরের বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে—"When the Kirlian photography science would illustrate all the principles pronounced by **Vaidik Rishis** who actually perceived these auric tinges of 'varna's with the help of their clair eyesight. In crime-detection and selection for highly respon-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

sible posts requiring intelligence and integrity this clair-sight could be utilised."

এখানে যে বৈদিক ঋষিদের প্রসঙ্গ এলো, এই থেকে বুঝতে হবে, দিব্যদৃষ্টিই (clair-vision) হোক আর যাই হোক, সবই মূলত বেদ-চর্চা-সঞ্জাত। তাই বেদসার ও উপনিষদ-সার যে গীতা, তার উপর শ্রীহারকারে অশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "the concept of aura (জ্যোতি) is enunciated in গীতা, viz,—

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ (১৪/১১)

(The manifestation of Satwa can be experienced when the doors of one's body emit light of knowledge and talents. The yogic knowledge hidden in the Gita can be fashioned into a highly specialised skill after intensive training and discipline." "Every verse in the 'book divine," he said, "could be practised." * * "Mr. Harkares views on the discriminatory power of clair-sight have relevance to the themes that emerged from the first international seminar on bio-electrography in medicine held at Jipmer, Pondichery, over a month ago. During the conference the practical uses of Kirlian photography, which captures human abhra (corona), were brought in juxtaposition with the **ancient principles of yoga and many of the rites and rituals of Hinduism**"

এই যে পণ্ডিচেরীতেই হয়েছিলো এমন একটা 'international seminar' যেখানে যোগবলে 'clair sight' প্রয়োগ করে দেহ-জ্যোতি-বিচারের প্রশ্ন আলোচিত হয়,—এটা আমাদের কাছে আরো বেশি সংকেতাঢ্য যেহেতু পণ্ডিচেরীর প্রাণপুরুষ যোগীবর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন লোকোত্তর যৌগিক-প্রতিভার অধিকারী এবং মৃত্যুর পর তাঁর দেহ-জ্যোতি নিয়ে এক বিরাট আলোড়ন দেখা দেয়।

* * *

সংগত কারণেই পণ্ডিচেরী হয়েছে যোগ-বিশারদগণের ভারতীয় মিলনকেন্দ্র রূপে বিশ্ববিদিত। এই সেদিনও হয়ে গেছে একটা সমাবেশ যার নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের অতিপরিচিত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক **Professor Keyserling,**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Director 'Kriterion', Philosophical Institute, Vienna. পরিচিত, কারণ, একদা তিনি ছিলেন ঠাকুর-বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বিশ্বভারতীতে দর্শনের আমন্ত্রিত অধ্যাপক (visiting professor)। ১২. ২. ৮৯ তারিখের সংবাদপত্রে (অমৃতবাজার) প্রকাশিত যোগ-সম্পর্কিত তাঁর ভাষণের কিয়দংশ প্রাসংগিক বোধে এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"Global consciousness through 'Yoga' could be achieved through the practice of Yoga. Peoble of the west being disgusted with materialism are coming to believe in the 'Truth' which had been discovered in India through its ancient myths and religion. * * * Philosophers as well as pragmatists have finally concluded that peaceful existence can be possible in the world through teaching of Vedanta and Yoga." সার কথাটা এই যে, যে-যোগসাধনায় প্রাচীন ভারত একদা পরম 'সত্যে'র সন্ধান-লাভে সমর্থ হয়েছিলো, সেই যোগ-চর্চার মাধ্যমে মানুষ বিশ্ব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। ভারতীয় পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদি ঐ সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্যের মানুষের আজ জড়বাদ-ভোগবাদের প্রতি বীতরাগ চরমে উঠেছে বলেই তারা ভারতে আবিষ্কৃত ঐ সত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। কী দার্শনিক, কী যুক্তিবাদী মনীষী, সবাইকার আজ এই সিদ্ধান্ত যে, একমাত্র বেদান্ত ও যোগচর্চার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জীবন হতে পারে শান্তিময়। * * কাইজারলিং-এর মতো বিশ্ব-বিশ্রুত মনীষী-প্রচারিত এই যোগ-মাহাত্ম্য তথা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি-সূত্র বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদির মাহাত্ম্য অবশ্যই ভারতবাসীকে তার বেদাদি জাতীয় ঋকৃথ সম্পর্কে নূতন করে জাগিয়ে তুলবে, এটাই প্রত্যাশিত।

এই জাগরণের লক্ষণ হিসাবে জানাই,—নবোদ্যমে বেদ-সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে জনৈক বিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ বলেন,—"India had become weaker and its inner strength was destroyed as its pople had gone away from the Vedas, * * Like the Ganges and the Himalayas the Vedas were an improtant feature in India's developent. Without the Vedas India would not have been what it was today. They had taught us truth, regulation and discipline."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

* * *

পাঠক অবশ্যই বুঝবেন, কেন রামায়ণের পুনর্ধ্যানের আসরে 'যজ্ঞ' নিয়ে, 'হোম' নিয়ে, 'যোগ-শক্তি' নিয়ে, বা বেদচর্চা নিয়ে এতো প্রশস্ত আয়তনে তথ্য-সমাবেশ করা হলো। প্রথমত, আমরা বোঝাতে চেয়েছি, এগুলি কেবল বেদের ক্রিয়া-কাণ্ডেরই বিষয়ীভূত নয়, গীতা-উপনিষদাদি তত্ত্ব-প্রধান গ্রন্থেও সমাদৃত। দ্বিতীয়ত, বাস্তব-সমস্যা সংকুল বৈষয়িক বা ব্যবহারিক জীবনেও এদের কল্যাণী উপযোগিতা বৈজ্ঞানিক বিচারে স্বীকৃত সমর্থিত। তৃতীয়ত, যা-কিছু আলোচিত হয়েছে, সবই তো মূলত সেই বেদ-সম্পর্কিত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেদ-সঞ্জাত, বেদ-বিহিত বা বেদ-নির্ভর,—যে বেদ-বার্তা লোকমানসে সঞ্চারিত করে সকলকে তার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে সচেতন রাখাই রামায়ণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তাই, মনে হয়, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি আদি-কবিরূপে আবির্ভূত হয়ে সেই আদিযুগেই ভবিষ্যতের সাধারণ মানুষের আস্বাদ্যরূপে রচনা করেন এই বিপুল বেদামৃত-ভাণ্ডার, যার সাধারণ পরিচিতি 'রামায়ণ-মহাকাব্য' উপসংহারের রামায়ণ-মাহাত্ম্যে তাই একই সঙ্গে বলা হয়েছে, 'কাব্যং রামায়ণং দিবি' এবং 'রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ' (বচনটির উপর লেখকের টীকা ১৬শ (খ)-ঈ-তে দ্রষ্টব্য)। ঐ সঙ্গে মনে রাখার মতো ঐ অংশের আরো একটি আবৃত্তি 'গায়ত্র্যাশ্চ স্বরূপং তদ্ রামায়ণমনুত্তমম্।' অর্থাৎ যেটাই রামায়ণ মহাকাব্য, সেটাই বেদসম, এবং সেটাই বেদসার যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীস্বরূপ। অবশ্যই এগুলো মহর্ষির কল্পলোক-সম্পর্কে কিছু সংকেত বহন করে।

যাঁদের ধারণা 'বেদ' মানেই হোম-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড ও তার বিধি-বিধান, তাঁরা অভ্রান্ত ন'ন। অন্যেরা জানেন, বেদের মূল দুটি ভাগ, জ্ঞান-কাণ্ড ও কর্ম-কাণ্ড। দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এছাড়া, বৈদিকবিধানে তপস্যারও আছে দু'টি দিক,—এক, তপোবল-সঞ্চয়, আর এক, ক্রমাগত সংস্কারসূত্রে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। এই সমস্ত কিছুর সমন্বয় সুকঠিন। প্রায়ই থেকে যায় অপূর্ণতা বা ত্রুটি, ঘটে যায় মত্ততা বা প্রমাদ, অবশেষে আঘাতে বা বিপর্যয়ের আগুনে হতে হয় পরিশোধিত।

বেদ-সার রামায়ণে স্থান পেয়েছে এই সমস্ত কিছুর দৃষ্টান্ত, যার বিপুল বৈচিত্র্যে সাধারণ রামায়ণ-পাঠক প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কারণ, সবই তো বলা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েছে কাহিনীর আশ্রয়ে,—আর কাহিনীর ছাঁচ সবই মহাকাব্যিকে বিস্তারবিশিষ্ট ও বিবৃতিধর্মী। তাই সাধারণ পাঠক মনে করে, রাজা-রাজড়া, মুনি-ঋষি, নর-বানর, যক্ষ-রক্ষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্র, পশু-পক্ষী, বন-পর্বত-সাগর ইত্যাদি নিয়ে রকমারি কাহিনীর মালা-গাঁথাই বুঝি রামায়ণের একমাত্র কাজ। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়—এই নীতি-কথা জাহির করার জন্যই রামায়ণ-রচনা।

কিন্তু রামায়ণ যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, তেমনি কেবল ধর্ম-অধর্মের জয়-পরাজয়ের গল্প-কথাও নয়। সে এক অমূল্য ইতিহাস। ভারতীয় নারী-আদর্শ ও রাজ-আদর্শের ঐতিহাসিক খতিয়ান ছাড়াও (১) রামায়ণ বেদনিষ্ঠ ভারতীয় জীবনের ইতিহাস, (২) মানব-পূজা-ব্রতী সনাতন ভারতের ইতিহাস, (৩) মূলত এবং প্রধানত শাক্তভাবে ভাবিত ভারতের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। শেষোক্ত এই তিনের প্রথমটির সবিস্তার বিবরণ পূর্ববর্তী নানা অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে। পরবর্তী দু'টি প্রসঙ্গ নিয়ে ক্রমান্বয়ে কিছু আলোচনা এখনই সংযোজিত হবে। আশা করি, সেগুলির ভিত্তিতে আদিকাব্য রূপে পরিচিত এই মহাগ্রন্থখানির চরিত্র-নির্ণয়ে পাঠক নূতন করে সজাগ হবেন। নচেৎ ধর্ম-অধর্ম, জয়-পরাজয় বা পাপ-পুণ্যের ইতিকথা বলে শেষ করলে রামায়ণে বাল্মীকি-ধ্যানের বড়ো একটা কিছুই আমাদের কাছে ধরা পড়বে না। ভেবে দেখুন না, লঙ্কাধিপতি ত্রিলোক-বিজয়ী রক্ষোরাজ রাবণকে এক কথায় শুধু অধর্ম বা পাপ বলে বিদায় দেওয়া যায় কি? তাঁর বিপুল বেদানুরাগ, নীতিজ্ঞান ও তপোবল?

কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ বালী তো তার চেয়েও তপোবলে বলীয়ান। বাহুবলে তো বটেই। কেন তবে তার অমন পতন? দুই বিভিন্ন রাজ্যের অধীশ্বর এই দুই মহাশক্তিধর পুরুষ মোটামুটি একই ধরণের পাপে পাপী,—রাবণ কিছু বেশী মাত্রায় এই যা। অথচ রাবণ-বধ হলো গৌরবের, বালী-বধ প্রায় অনপনেয় কলঙ্ক,-এর কারণ কী? কেন মেঘনাদ রইলো রামের শত্রুপক্ষীয় হয়েও রামায়ণ-কথায় (উত্তরকাণ্ডে) বরণীয় চরিত্রের শীর্ষস্থানে? উভয়েই রামভক্ত ও রামসেবকরূপে অসামান্য হলেও বিভীষণ কি হনূমানের সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন? এমন কতোই না প্রশ্ন জাগায় এবং তাই নিয়ে সকলকে ভাবায় বাল্মীকির রামায়ণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ঋ)

[● রামায়ণের জীবনদৃষ্টি ও জীবন-সাধন * * * 'সোঽহং' সাধনার আলোকে আলোকিত * * রামায়ণ এক অপূর্ব মানব-পূজার কাহিনীরূপে ভারতের এক অমূল্য ইতিহাস।]

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের বক্তব্য-বিন্যাস সর্বান্তিক সীতা-তত্ত্ব প্রতিপাদনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে এখানেই বৃহত্তর দৃষ্টি-সভ্য রামায়ণের সামগ্রিক মূল্যায়ণ-সংক্রান্ত একটা বিশেষ কথা বলে নিতে চাই।

বাল্মীকি-রামায়ণে পাওয়া যায় একাধারে দু'টি জীবনের আলেখ্য—এক, গৃহী-জীবন বা গৃহাশ্রমের কথা, আর এক গৃহগণ্ডিমুক্ত বহির্জীবনের কথা। মোটামুটি যে একই জীবন-দৃষ্টিতে গ্রথিত ঐ দু'টি জীবন, তার উৎসমূলে পাওয়া যায় 'সোঽহং'-বোধের সহজ প্রতিষ্ঠা। পরিচিতি-মূলক শব্দটা (সোঽহং) শুনতে যতো কঠিন, চর্চার ক্ষেত্রে আদৌ তেমন নয়, বরং বেশ সহজই বলা যায়। আসলে এর উপরটাই কঠিন, ভিতরে কতো আলো, কতো আনন্দ, এবং তা কতোই না সহজলভ্য। সঃ + অহং = সোঽহং। অহং সঃ, আমিই সে, বা আমিই সেই তিনি। অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত যে পরমসত্তা, যাঁকে বলি পরমেশ্বর বা পরমব্রহ্ম, আমি তো তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক কিছু নই. ঠিক যেমন নয় আমার আশপাশের অন্য মানুষ—তারা কাছেই থাকুক বা দূরে থাকুক। তিনি পূর্ণ. আর আমরা খণ্ড। আমার মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে সেই পূর্ণের প্রতিফলন যেমন রয়েছে অপরের মধ্যেও। কিন্তু কেবল 'রয়েছে' এই জ্ঞানটুকু যথেষ্ট নয়, ওতে মনও ভরে না, প্রাণও ভরে না। ঐ জ্ঞান বা চেতনাটাও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সাংসারিক জটিলতার চাপে। তাই 'সোঽহং'-টাকে ভালো করে আস্বাদন করার প্রয়োজন যেমন আছে, তাতে লাভবানও হওয়া যায় তেমনি। ভালো করে আস্বাদন বলতে বোঝায় জীবনের সঙ্গে তাকে গেঁথে নেওয়া। আর ঠিক এই কারণেই তো আমাদের এতো পূজা-অর্চনা, এতো ধর্মীয় উৎসব, এতো পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম-কর্ম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপরে যে দু'টি জীবনের কথা বলেছি, রামায়ণের সেই দু'টি জীবনকে পূর্ণজীবনের আদর্শ বলেই বুঝতে হবে, যার একটিতে আমাদের পরিচিত গার্হস্থ্য জীবনের ছাঁচ দাঁড়িয়ে আছে 'সোঽহং' বোধের আদর্শ প্রতিফলন নিয়ে। ব্যাপারটা সঠিক বুঝবার জন্য, আসুন, আগে যাই ঘরোয়া জীবনে। ধরে রাখুন সোঽহং মন্ত্রটি, জালিয়ে রাখুন ঐ মঙ্গলপ্রদীপের আলো,—দেখবেন, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, আমাদের গৃহাশ্রম ব্রহ্মলীলার নিকেতন বিশেষ। আপন সত্তার বিচিত্র প্রতিফলন নিয়েই তো ব্রহ্ম এই বিশ্বে লীলায়িত। আমাদের গৃহাশ্রম সেই ব্রহ্মলীলাভূমি বিশ্বের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমাদের গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় উৎসবের আকারে যা কিছু হয়, সে ঐ ব্রহ্মেরই লীলাস্বাদন, ব্রহ্মবোধের অনুশীলন বা ব্রহ্মপূজা বিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞান যদি হয় ধর্মের মর্ম-কথা, তবে আমাদের গার্হস্থ্য ধর্মকৃত্যগুলি কখনই কৃত্য-মাত্র বলে উপেক্ষিত হতে পারে না। পুত্র-কন্যা-মাতা-পিতা-ভাই-বোন-স্বামি-স্ত্রী,—আমরা যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পূজা করে থাকি বিচিত্র উৎসব বা ধর্মীয় কৃত্যের মাধ্যমে। কারণ সকলেই তো এক ব্রহ্মের প্রতিরূপ ; —প্রত্যেকেই আসে 'সোঽহং'-বোধের বীজ ধমনীতে ধারণ করে। আমি ব্রহ্মস্বরূপ হতে পারি (সোঽহং বোধের অর্থই তাই), কিন্তু তাতে তো আনন্দ নেই,—অপরের মধ্যে বিরাজিত ঐ সত্তাকে ভালোবেসেই আনন্দ। এদিকে ব্রহ্মসত্তাকে ভালো-বাসাই তো পূজা।

তাই আমাদের মা যে বারোমাসে তেরোটা ষষ্ঠী করেন, সে ছেলে-মেয়েরই পূজা। আমাদের মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তির আদর্শের স্বরটা যে এতো উচ্চগ্রামে বাঁধা, —মাতৃশ্রাদ্ধ-পিতৃশ্রাদ্ধের অবশ্য পালনীয় বিধান,—তার মূলকথা মাতৃপূজা-পিতৃ-পূজা। স্বামী-স্ত্রী আমাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় পরস্পরকে পূজা করেই স্বামী-স্ত্রী হ'ন। তা ছাড়া, যেমন আছে কিছু আনুষ্ঠানিক স্বামী-পূজার নমুনা, তেমনি আছে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সহধর্মিনী-ভূমিকার অপরিহার্যতার মধ্যে স্ত্রী-পূজার শুচিশুভ্র অনুভব। তর্পণ-বিধিতে পিতৃতর্পণের মতো যে স্ত্রীরও তর্পণ করতে হয়, সেও তো পূজা। আমাদের ভাই-ফোঁটায় ভাইয়ের পূজা ও বোনের পূজা হয়ে থাকে যুগলবন্দী। মেয়ের-বিয়ে-ছেলের-বিয়েতে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে ব্রহ্ম-পূজার জমক বাড়ে। এদিকে বিশেষ অভ্যাগতরূপে জামাতৃ-পূজা, ওদিকে গৃহলক্ষ্মীরূপে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বধূ-পূজা। এ ছাড়া, জাতকর্ম-নিষ্ক্রামণ-নামকরণ অন্নপ্রাশন-, চূড়োপনয়ন সমাবর্তন) ইত্যাদিক্রমে বিবাহ পর্যন্ত যে সংস্কারগুলি, তাদের প্রত্যেকটিতে আমরা একদিকে অভ্যুদয়-কামনায় পিতৃপূজা, আর একদিকে সন্তানের পূজা করে থাকি মূলত সেই ব্রহ্মবোধের আলোকেই। এগুলো সমস্তই আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্ম-পূজার সামিল। যাঁরা এর মধ্যে শুধুই যান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বা ধর্মীয় গোঁড়ামি লক্ষ্য করেন,—বুঝতে হবে, হয় পাশ্চাত্যের উৎকট অনুকরণের নেশায়, অথবা প্রগতির তীব্র তির্যক রশ্মিতে এমন দৃষ্টিবিকার ঘটেছে যে, নিজেদের এমন গৌরবময় আনন্দোজ্জ্বল ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্বরূপটি কিছুতেই তাঁদের কাছে ধরা পড়ে না।

বলেছি রামায়ণ দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে বিচিত্র সম্পর্কের মানুষের পারস্পরিক পূজার (যা সোঽহং-বোধ-সঞ্জাত ব্রহ্মপূজার সামিল) অপরূপ এক প্রদর্শনীরূপে, সামান্য একটু ধ্যানদৃষ্টি প্রয়োগ করলেই তা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়বে। আমাদের ভাই-ভাই নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান নেই। কিন্তু তারা তো রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন। অমন স্নেহ-ভক্তির উপাদানে গড়া ভ্রাতৃবাৎসল্যের মূর্ত বিগ্রহরূপে ঘরে ঘরে জন্ম নেবে যে ভাইয়েরা, তারই আদর্শ ছাঁচ জন্ম নিয়েছিলো আদিকবির ধ্যানলোকে। সেই পিতৃভক্তি মাতৃভক্তিতে সমভাবে বিগলিত হওয়া, সেই জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ-প্রীতি, সেই ত্যাগে, সেবায় ও কৃচ্ছ্রসাধনে ভ্রাতৃপ্রেম, সেই সমপ্রাণতা ও সমমর্মিতা—এদেরই উপচারে হয় আমাদের গৃহাশ্রমে পারস্পরিক ভ্রাতৃপূজা। প্রসংগত এসে যায় আমাদের দেবর-ভ্রাতৃবধূর প্রসঙ্গ শ্বশ্রূ-বধূমাতা, বিমাতা-সপত্নীপুত্র প্রভৃতি আরও সব পারিবারিক সম্পর্কের কথা, যাদের মাধুর্য ও মহিমা-বর্ণনায় রামায়ণ হয়ে রয়েছে চির-মুখর। 'রামায়ণ আমাদের সেই গৃহাশ্রমের কাব্য'—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে রামায়ণের সামগ্রিক মূল্যায়ণের দিক থেকে যদিও চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না (আগেই আলোচিত, ১২শ পরিচ্ছেদে), তবু উক্তিটির আলোকে অবশ্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের গার্হস্থ্য-ধর্মের মহিমা। তবে সেই মহিমার মূলে রয়েছে যে ব্রহ্ম-চেতনার বীজ, এই গার্হস্থ্য-লীলা যে ব্রহ্মলীলারই সংস্করণ-বিশেষ, সেটাই এখানে স্মরণীয়। বিভিন্ন বিচিত্র সম্পর্ক, বিচিত্র কর্তব্যপালন ও বিচিত্র ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সুযোগ এখানে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাই তো রামায়ণ পাঠ, রামায়ণ কথা-আলাপ, রামায়ণ-গান আমাদের ধর্মীয় কৃত্যবিশেষ। সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, জীবন-ধর্ম। এর মাধ্যমে আমরা গার্হস্থ্য সম্পর্কে বাঁধা পরস্পরকে পূজা করি, পরস্পরের পূজা পেয়ে ধন্য হই।

রামায়ণে, কেবল ভরত-লক্ষ্মণই রামের পূজা করেন না, রামও তাঁদের পূজা করেন। সেখানে যেমন পুত্র মাতাপিতাকে, তেমনি মাতাপিতাও পুত্রকে পূজা করেন। যেমন সীতা রামকে, তেমনি রামও সীতাকে, অর্থাৎ পতি-পত্নী পরস্পর পরস্পরকে পূজা করেন। আবার যেহেতু এটা, দেবতার নয়, মানুষের পূজা,—তাই কেবল অকুণ্ঠ গুণকীর্তন নয়,—দোষগুণ রাগ-বিরাগ স্তুতি-নিন্দা—সম্ভাব্য আপাত-বিরোধী বিচিত্র ভাবাবেগের সমন্বয়ে জীবন-পূজার এ এক অপরূপ আলেখ্য। আর সমস্তটাই, অর্থাৎ গোটা রামায়ণটাই আমাদের বাঞ্ছিত জীবনের দর্পণরূপে চোখের সামনে ধরে রাখা আমাদের পরম ধর্মীয় কর্তব্য।

এই মাত্র যে পূজার কথা বলা হলো, বলা হলো যার মূলে রয়েছে ব্রহ্ম চেতনার বীজ,—দু'একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত নিয়ে ঐ পূজার স্বরূপ বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

(১) কৌশল্যা সম্পর্কে দশরথ :—

'যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্যাবদ্ভগিনীবচ্চৈব মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥

* * *

ন ময়া সৎকৃতা দেবি সৎকারার্হা কৃতে তব॥'

যে কৌশল্যা আমার সঙ্গে প্রয়োজনমতো কখনো দাসী, কখনো সখী, কখনো স্ত্রী, কখনো ভগিনী, আবার কখনো বা মায়ের মতো আচরণের জন্য সর্বতোভাবে আমার সমাদরের যোগ্য, হে দেবী (কৈকেয়ী), তোমার জন্যই তাঁকে সে সমাদর আমার করা হয় নি। * * স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই মনোভঙ্গীতে স্ত্রীর উদ্দেশে স্বামীর পূজারীসুলভ বন্দনার সুরই বাজতে থাকে।

(২) সীতার প্রতি রামচন্দ্র :—

"কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি"—

এই যে সহধর্মিণী ও সাধ্বী-স্ত্রীর মর্যাদাজ্ঞাপক সম্বোধন ও বাগ্‌ভঙ্গি, সঙ্গে 'মনস্বিনী', 'কল্যাণী', 'সর্বথা পাপশূন্যা',—এ সবই তো স্বামীকর্তৃক স্ত্রীর বন্দনা-সূচক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এ ছাড়া, রাম কোথাও বলেছেন, "মৈথিলি ! 'প্রীতিরাত্মবতা যথা,' তেমনি তোমাতে আমাতে বিচ্ছিন্নতা কল্পনাতীত," কখনও বা—

"ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে,"

হে দেবি, তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমার স্বর্গের প্রতিও অভিরুচি থাকতে পারে না, আবার কখনও—

"নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েঽহং ত্বয়া সহ,"

তুমি সঙ্গে আছো, তাই অযোধ্যার রাজ্যসুখে আমার কোনো স্পৃহা নেই।

আগেই আমরা দেখে এসেছি (৩য় পরিচ্ছেদ) সীতা ছিলেন পতিসম্মানিতা, —যে কোনো মহৎ কাজের উদ্যোগে রাম তাঁর অনুমতিপ্রার্থী, সীতার মাতৃসুলভ স্বস্তিবাচন তিনি মাথা পেতে নিচ্ছেন। সীতা-সম্পর্কে রামের মুখে কতোবার শোনা যায় "শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে" ; তা ছাড়া, লঙ্কাকাণ্ডের পরিণতিপর্বে সীতার অগ্নিপ্রবেশ ও অক্ষত দেহে পুনরাবির্ভাব-দৃশ্যে বহু দেবতাসহ বিশাল সমাবেশে সীতাদেবীকে চোখের সামনে রেখেই রামচন্দ্র যে একের পর এক বলে চলেছেন, —'রক্ষিতাং স্বেন তেজসা', 'বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা,' 'রাবণো নাভিবর্তেত বেলামিব মহোদধিঃ', 'দীপ্তামগ্নিশিখামিব', 'অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা' ইত্যাদি (১৫শ (ঘ) পরিচ্ছেদে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত),—এগুলি সবই আমাদের প্রস্তাবিত স্বামিকর্তৃক স্ত্রীপূজার অমূল্য উপকরণ বিশেষ।

কৌশল্যা বা সীতা পতিব্রতা রমণী হয়ে যেমন দেবতাজ্ঞানে পতিসেবা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি তাঁরাও তাঁদের স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছেন যথাযোগ্য প্রতিদান যা পূজারই সামিল বলা যায়।

(৩) লক্ষ্মণের প্রতি সীতা :—

জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ মাতৃতুল্য, সুতরাং সীতার উদ্দেশে লক্ষ্মণের মুখে উচ্চারিত "দৈবতং ভবতী মম,"—এমন কিছু বিস্ময়কর নয়, কিন্তু সীতাও যে লক্ষ্মণ-সম্পর্কে পোষণ করতেন কতো সশ্রদ্ধ মনোভাব, লক্ষ্মণের চারিত্র-পূজায় তাঁর মধ্যে ছিলো কী পবিত্র ব্যগ্রতা, রামায়ণে তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। হরণ-কালে সীতা-বিলাপে প্রথম আবেদন শোনা যায় লক্ষ্মণের উদ্দেশে,—রামের স্থান দ্বিতীয়। "হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক"—এই মুখের বুলি নিয়ে বেরিয়ে আসে সীতার সুগভীর আক্ষেপ। যুদ্ধকাণ্ডের একটি অধ্যায়ে হনুমানের সঙ্গে বিদায়-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আলাপে পুরো ন'টি শ্লোক জুড়ে সীতার মুখে বেরিয়ে এসেছে যে লক্ষ্মণ-বন্দনা, তা কান পেতে শোনার মতো। তার মধ্যেই আছে,—

"পিতৃবৎ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরেৎ,"—

—যিনি রামকে পিতার মতো এবং আমাকে মাতার মতো দেখেন ;— আছে,—

"সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে,"—যাঁকে আমার মনে হয় আমার শ্বশুরের মতো— ইত্যাদি (৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সীতাকর্তৃক লক্ষ্মণ-পূজার কতোই না অমূল্য উপচার। অর্থাৎ আমাদের ঘরের দেবর-ভ্রাতৃবধূর পারস্পরিক পূজার নমুনা এইভাবে দেখানো হয়েছে আমাদের রামায়ণে।

(৪) রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে কৈকেয়ী,—

রামে বা ভরতে বাঽহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥

মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ীর প্রথম প্রতিক্রিয়া :—'আমি তো রামে ও ভরতে কোনো পার্থক্য দেখি না, অতএব রাজা যে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করছেন, এতে আমি সন্তুষ্ট হলাম।'

যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌশল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু ॥
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংস্তু রাঘবঃ ॥

আমি যেমন ভরতের শুভার্থিনী, তেমনি, বা তার চেয়েও বেশি রামের শুভার্থিনী। রাম আমার প্রতি কৌশল্যার চেয়েও বেশি অনুরক্ত। সুতরাং রাজ্য রামের হলেই, ভরতের হলো। কারণ, রাম তার ভাইদের আত্মবৎ প্রিয় মনে করে থাকে। * * * এখানে একই সঙ্গে সতীনের প্রতি সতীনের, সতীন-পোর প্রতি বিমাতার, এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রীতি-স্নেহের উৎসারে পূজার ডালি সাজানো দেখা যায়। লক্ষ্মণের প্রতি রামের সমপ্রাণতা তো সকলেরই সুবিদিত।

(৫) ভরত-শত্রুঘ্নের প্রতি ... তিনি ... মনোযোগী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাঠক তারও প্রচুর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন। খুব একটা জটিল মুহূর্তে সীতার সঙ্গে নিভৃত আলাপে রাম বলছেন,—

"উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম।"

(৬) বিমাতাদের সম্পর্কে রামের অন্তরের কথা,—

"স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ"।

আমি আমার মাতৃগণের স্নেহপ্রীতিসম্ভোগে সমভাবে পরিতৃপ্ত,—সকল মাতাই আমার কাছে সমান প্রিয়। * * * এই যে বিচিত্র সম্পর্কযুক্ত সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, এই তো 'সোঽহং'-ভাবের প্রতিফলন, এই তো ব্রহ্ম-চেতনার পরিচয়।

(৭) আর বেশি দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে সবশেষে উল্লেখ করতে চাই রাণী সুমিত্রার একটি বচন, তাঁর পুত্র লক্ষ্মণের প্রতি বনবাসযাত্রাকালীন আশীর্বাণী ঃ—

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাং।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥

যাও বৎস, স্বচ্ছন্দচিত্তে বনে যাও,—সেখানে রামকেই মনে করবে পিতা দশরথ, জানকীকেই মনে করবে আমার মতো, আর অরণ্যকে অযোধ্যা বলেই মনে করবে।

* * **এই তো ব্রহ্মবাদিনীর কথা**। রাজা দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী **সুমিত্রা প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মবাদিনী**। আত্মায় আত্মায় ঐক্যবোধের আনন্দে সংসার কিভাবে সুখময় হতে পারে, আর কোন্ দৃষ্টিতে জগতের আপাত-বিষম (অযোধ্যার রাজপুরী ও গহন অরণ্য) সব কিছুই হতে পারে ব্রহ্মময়, সুতরাং সুখকর, তারই সংকেত ধ্বনিত হয়েছে এই উক্তিতে।

* [দীনেশ সেন তাঁর 'রামায়ণী কথা'য় সুমিত্রার এই ব্যঞ্জনাঢ্য উক্তিটির প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। তিনি সেখানে লক্ষ্মণের দুঃখে সমবেদনার অভাব নিয়ে অতিশয় ব্যাকুল হওয়ায় লক্ষ্মণের প্রতি মাতৃহৃদয়ের উপেক্ষা এবং শুধু কর্তব্য-নির্দেশের কঠোরতাই লক্ষ্য করেছেন। মূল গ্রন্থে পুত্র-হিতৈষিণী মাতা সুমিত্রার অশ্রুপ্লাবিত মূর্তি অঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও ['তং বন্দমানং রুদতী মাতা সৌমিত্রিমব্রবীৎ'] মন্তব্য করেছেন, "মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা * * * তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ 'যাও, যাও'—এই কথা বলিতে লাগিলেন।"]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঠিক বটে, সুমিত্রা এই কথাই লক্ষ্মণকে বলেন ['সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্'], কিন্তু সে কি নির্মমতার বশে ? মাতা সুমিত্রা ভালোই জানেন পুত্র লক্ষ্মণের অন্তরের বার্তা। তিনি যে পুত্রের সঙ্গে একাত্ম ; তাই মাতৃহৃদয়ের দুর্বলতা যাতে আদৌ কোনো অন্তরায় না ঘটায়, সেই মতো কথা বলে, যেমন ধর্মনিষ্ঠ-পুত্রকে মনে মনে পূজা করেছেন, তেমনি তাঁর এই মহান ত্যাগের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে পুত্রকেও দিয়েছেন মনে মনে মাতৃপূজার সুযোগ। অনুরূপ সময়ে কৌশল্যাও রামকে অন্তত পাঁচবার বলেছেন 'গচ্ছ গচ্ছ' তাঁর আশীর্বাদ ও স্বস্তিবাচনে।

* * *

আসলে ব্রহ্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ নরনারী কেমন সহজে পরস্পরের পূজায় প্রবৃত্ত হতে পারে, এগুলি তারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ঘরোয়া জীবন বা গৃহাশ্রমে তার মৌল অনুশীলন, অতঃপর ঐ পূজার বহরের ক্রমবিস্তার। রামায়ণে সবই আছে। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরের কথাতেও ঐ একই ব্রহ্মলীলা লক্ষণীয়।

রামের প্রথম জীবনের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়, কার্যবশত রাম নগরের বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে আসছেন হস্তিপৃষ্ঠে বা রথারোহণে। কিন্তু তখন পুরবাসীদের তিনি স্বজনবর্গের মতোই কুশল জিজ্ঞাসা না করে পুরী প্রবেশ করতেন না :—

"পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।"

এটা শুধুই উদারতা নয়, এর মূলে আছে সেই ব্রহ্ম-চোদনা-সঞ্জাত পূজা-মনোবৃত্তির অনুশীলন। যা হতো ঘরোয়া জীবনে, ঘরোয়া সম্পর্কের মধ্যে, ঘরের বাইরেও চলেছে তারই সম্প্রসারণ। ॰ ॰ ॰ অরণ্যাভিমুখে যাত্রী রামের প্রতি অযোধ্যার সাধারণ নরনারীর অশ্রু-ব্যাকুলতার প্রত্যুত্তরে রাম এমন স্নেহমাখা সুরে কথা বললেন, যেন সেই প্রজারা তাঁর নিজেরই পুত্রের মতো :—

"উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব।"

['তাঃ প্রজাঃ,—সেই প্রজাগণকে ; 'স্বাঃ প্রজা'—নিজস্ব পুত্রগণ (দ্রঃ লক্ষ্মণ সম্পর্কে 'সুমিত্রা যেন 'সুপ্রজাঃ', অর্থাৎ সুপুত্রবতী)]। আর, এই মনেরই বৃহত্তম পূর্ণতম বিকাশ লঙ্কাকাণ্ডের সেই বিখ্যাত উক্তিতে **'জনোহয়ং স্বজনো মম'** (১২শ পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত)। এগুলো সবই যে ব্রহ্মবোধে উদ্বুদ্ধ রামচন্দ্রের মানব-পূজার দৃষ্টান্ত, এবং অবশ্যই কোনো রকম 'বিষ্ণুলীলা' নয়, সম্পূর্ণ মানব-লীলা,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

—এটাই বক্তব্য। ০ ০ ০ গোড়ার দিকে, চলেছিলেন রথারোহণে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা পুরী-এলাকা পরিত্যাগ করে অরণ্য অভিমুখে, রথের দ্রুত বেগ সত্ত্বেও বিচ্ছেদ-পাগল বিপুল জনতা, মায় কতিপয় বৃদ্ধকেও তথাপি অনুগামী হতে দেখে সেই যে সকলে রথ ছেড়ে নেমে এলেন মাটিতে এবং ঐ জনতার সঙ্গেই পদব্রজে চললেন তমসা নদীর তীর পর্যন্ত,—ওটাকেও বুঝতে হবে এক অপূর্ব মানব-পূজার নিদর্শন রূপে।

গুহক চণ্ডালের মিতালি রামায়ণের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা এর মধ্যে দেখি, ঘরোয়া জীবনের, ঘরোয়া সম্পর্কের বাইরে কিভাবে চলেছে রামায়ণে মানুষের পারস্পরিক পূজার নমুনা। গুহক-বৃত্তান্তে ঠিক চৈতন্যদেবের "আচণ্ডালে ধরি দেই কোল" নয়;—চৈতন্য তখন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, প্রেমধর্ম প্রচারে মিশনারির ভূমিকায় অবতীর্ণ; পক্ষান্তরে রামচন্দ্র শুধু সংসারী ন'ন, রাজা; বলা যায় সংসারী-রাজ। আমরা ক্ষুদ্র সংসারের গৃহকর্তা, তিনি বৃহৎ সংসারের অধিকর্তা—যুগপৎ গৃহধর্ম ও রাজধর্ম পালনের ব্রতধারী। নিষাদ-জাতীয় গুহক ও সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ রামচন্দ্র যে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছেন, সে কোনো চমক লাগানো রাম-মহিমার বিচ্ছুরণ নয় (কৃত্তিবাসে অবশ্য ঘটনাটি সেইভাবেই বিবৃত অলৌকিকের মায়া মাখিয়ে), ওটা ঐ যুগের ধর্ম-জীবনের স্বাভাবিক প্রতিফলন বিশেষ। তবে নৈষ্ঠিক ধর্মপালনের (যার মূলে আছে 'সোঽহং—বোধের অনুশীলন) এক স্মরণীয় নিদর্শন বটে।

* * *

বস্তুত ভারতীয় জীবনের এই ইতিহাস রূপেই রামায়ণ রামায়ণ। এইখানেই তার প্রকৃত মহাকাব্যত্ব। কী অপূর্ব মানব-পূজার কাহিনী! যেমন ঘরোয়া জীবনে ঘরোয়া সম্পর্কের মধ্যে, তেমনি পারিবারিক এলাকার বাইরে বৃহত্তর সমাজে, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে চলেছে এক বৃহৎ পূজার অনুশীলন। ছোটোয়-বড়োয় ভেদ নেই, রাজায়-প্রজায় ভেদ নাই, ভেদ নেই ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে। ভারতীয় ধর্মজীবন ও ধর্মপালনের মূল রহস্যবাহী ঐতিহ্য ধারার এই ইতিহাসই রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

* * *

যে 'সোঽহং'—সাধনার আলোকে আলোকিত বলে আমরা দেখালাম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণের জীবনদৃষ্টিকে, কেন্দ্রীয় চরিত্র সীতা যেন ঐ সাধনায় মূর্তিমতী সিদ্ধি। তাঁর জীবনে চলেছে যুগপৎ মানব-পূজা ও প্রকৃতি-পূজা। তিনি যে জড়-চেতনময় মহাপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। তাই, যেমন কৌশল্যা-সুমিত্রা-লক্ষ্মণ-ভরতাদি থেকে লঙ্কার তুচ্ছ চেড়ীদল পর্যন্ত আপন-পর সকল নর-নারীই তাঁর পূজা পায়, তেমনি গঙ্গা-যমুনা শ্যাম-বটবৃক্ষ থেকে সুরু করে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-ব্যাপী সমগ্র প্রকৃতিই সেই ভূমিকন্যা-অগ্নিকন্যারূপিণী সীতাদেবীর পূজা পেয়ে থাকে।

আমরা এখন সেই সীতা-কেন্দ্রিক রামায়ণ কথায় বেদ-মূল সভ্যতার প্রসঙ্গটাকে উপসংহারের দিকে নিয়ে যেতে চাই। বলা বাহুল্য, যে জীবন-দৃষ্টি ও তার মূলীভূত ব্রহ্ম চেতনা এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হলো, বেদই যুগিয়েছে তার মৌল প্রেরণা।

(এ)

[● ভারতীয় জীবনদর্শনের এক অপরূপ ভাষ্য রামায়ণকে চেনাবার জন্যই বাল্মীকির সীতাচরিত : ● বাল্মীকি-মানসের অন্তঃপুরে বেদপূর্ব আগম-ভাব বা শাক্ত ভাবের প্রতিচ্ছায়া : ● আদ্যাশক্তি বা পরমাপ্রকৃতি-ভাবনা।
● 'অদ্ভুত রামায়ণ'-প্রসংগ যেখানে সীতা শক্তিদেবতার অবতার।]

আসলে রামায়ণ যেমন এক অমূল্য ইতিহাস, তেমনি ভারতীয় জীবন-দর্শনের এক অমূল্য ভাষ্য। সেই জীবন, যাকে চিনতে হবে মূলত বৈদিক প্রজ্ঞার আলোকে। এই প্রজ্ঞারই অনির্বাণ আলোয় প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে ধরায় এসেছিলেন বাল্মীকির সীতা। এসেছিলেন 'বেদোপবৃংহণার্থায়'। এইভাবেই আমরা খুঁজে পাবো বাল্মীকির তত্ত্বগর্ভ উক্তির সার্থকতা—কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ'।

কারণ সীতা-চরিত্র ও সীতা-ভূমিকার আলোকেই আলোকিত হয়েছে বেদ-প্রাণ বিশাল ভারতের যতো কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য, আর সেই সূত্রে সন্ধানী পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে বেদের বিপুল বিচিত্র মর্মবাণী।

একটু আগে যে বলা হয়েছে, মহর্ষির সীতা-চরিত্রে এক মহাশক্তির লীলাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষণীয়, সেই প্রসঙ্গে বাল্মীকি-মানসের কিছু অন্তঃপুরের কথা অনুমান করা যেতে পারে। মহর্ষি মুখে যা কিছু বলেছেন, তাতে তিনি একনিষ্ঠ বেদ-প্রচারক। তাঁর রামায়ণ শক্তিশালী বেদ-ভাষ্য। কিন্তু কাজে যা করেছেন, অর্থাৎ মহাকাব্যের রূপায়ণে সীতাকে অবলম্বন করে যে-ভাবে পুরুষ-প্রকৃতিময় জগতে প্রকৃতির প্রাধান্য দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন—যার প্রমাণ পাঠক অবশ্যই পাবেন আমাদের এখানকার খতিয়ানে,—তাতে স্বচ্ছন্দে মনে করা যেতে পারে, হয়তো মহর্ষির অবচেতনে ছিলো বেদ-পূর্ব আগম-ভাব বা শাক্ত-ভাবের প্রতিচ্ছায়া—যার পরিচয় ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে, রাত্রি-সূক্তে ও শ্রী-সূক্তে তো একান্ত পরিস্ফুট,—বেদ-সার যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রী-ধ্যানেও আভাসিত।

এটাকে আজগুবি কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার আগে ভাবতে হবে বাল্মীকির রাম-কথার সমাদর প্রথমত অবশ্যই ভারত-কথা রূপে। —যদিও একান্তই ভারতের চতুঃসীমায় তাকে আবদ্ধ রাখা নিরর্থক, ভারতের হয়েও সে সমগ্র বিশ্বের হওয়ার দাবী রাখে। ভারত শক্তিবাদের দেশ। শক্তিবাদ এড়িয়ে কোন শাশ্বত বৃহৎ সৃষ্টি এখানে সম্ভব নয়। রাম-বাদ (Rama-Cult), শিব-বাদ (Shiva-Cult), কৃষ্ণ-বাদ (Krishna-Cult),—যে ভাবেই বলা হোক, সবই মূলত সেই শক্তি-বাদ (Shakti-Cult)। [বিষয়টি আগেই সংকেতিত হয়েছে ৭ম পরিচ্ছেদের (ক) বিভাগে।] বেদের আগেও ভারত ছিলো। শক্তিবাদ সেই গোড়াকার বস্তু। তাই আদ্যাশক্তি বা পরমা-প্রকৃতি-ভাবনা বেদপূর্ব যুগ থেকে বেদোত্তর যুগ—ভারতের চিরন্তন ধ্যান-সম্পদ। বাল্মীকির কবিধ্যানের সীতা-মূর্তিটি ঐ ধ্যান-প্রসূত বলেই মনে করা যেতে পারে।

প্রসংগত মনে আসে **'অদ্‌ভুত রামায়ণের'** কথা। মনে হয় বুঝি বাল্মীকির অবচেতনে ভ্রাম্যমান কিছু ছায়ামূর্তি কেউ চুরি করে নিয়ে গড়ে তুলেছেন ঐ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থখানি। কে সেই গ্রন্থকার, তা নিয়ে নানা মুনির নানান্ মত। ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে 'গ্রন্থ-পরিচিতি' শাখায় 'অদ্‌ভুত রামায়ণ' সম্পর্কে লিখেছেন, "এই গ্রন্থখানি বাল্মীকি-রচিত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে সাতাশটি সর্গ আছে। সীতার সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী এবং সীতার প্রকৃতি-বিশ্লেষণই ইহার মুখ্য বিষয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে সীতা শতমস্তকযুক্ত এক রাবণকে বধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়াছিলেন যাহাকে রামচন্দ্রও পরাজিত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের অপর নাম 'অদ্‌ভুতোত্তর রামায়ণ'।"

অন্যত্র অদ্‌ভুত রামায়ণ সম্পর্কে স্পষ্টই বলা হয়েছে, "সীতা এখানে শক্তি-দেবীর (কালীর) অবতার। * * অন্যান্য ঘটনা রামায়ণে কথিতবৎ বিবৃত হলেও, শেষের কথা, সীতাই সহস্রস্কন্ধ (কোথাও শতমস্তক) রাবণকে বধ করেন। (আশুতোষ দেবের অভিধান) * * এই রামায়ণখানি যে যথেষ্ট আলোড়ন জাগায় এবং পণ্ডিতমহলে সমীহ আদায় করে, তার অন্যতম প্রমাণ কৃত্তিবাসের বচন, "নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি-রচনে। বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥"

সারকথাটা অবশ্য একই,—

(১) 'অদ্‌ভুত রামায়ণ' **সীতা-প্রাধান্য** নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে;

(২) সীতার মধ্যে **শক্তি-দেবতার প্রতিফলন**।

—বাল্মীকি রামায়ণেও **সীতা-প্রাধান্যের** প্রমাণ যে শুধু—"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ"—এই বচনটুকুই নয়, তা এখানে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে সীতা-চরিতেই রামচরিতের বিস্তার ও মাহাত্ম্য-প্রচার। আর **শক্তি-দেবতার প্রতিফলন** বোঝানো হয়েছে "দেবমায়েব নির্মিতা"—এর সবিস্তার সোদাহরণ ব্যাখ্যায়।

তবে আমরা 'অদ্‌ভুত রামায়ণ'কে শিরোধার্য করে এই গ্রন্থের কোথাও একটি পদক্ষেপও করি নি, এখানকার যা কিছু সবই বাল্মীকির অনুধ্যান-যোগে সীতা-তত্ত্বের প্রতিপাদক। শুধু একটা আংশিক সমর্থনের নমুনা হিসাবে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করা।

একটু আগেই 'আজগুবি কল্পনা'র ভয় উপেক্ষা করে বাল্মীকির কবিধ্যান-প্রসূত সীতা-মূর্তির উৎস সম্পর্কে যে প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে,—এমন প্রস্তাবের কারণ, —যে-সীতা-তত্ত্বের আলোকে আমরা রামায়ণকে নূতন রূপারোপে ভূষিত করে তার আবৃত্তি করতে চাই,—এটা তারই বনিয়াদ রচনায় শক্তিশালী উপাদান বিশেষ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ট)

[সীতা-তত্ত্ব : উপসংহার।]

রামচরিত-আখ্যান, বেদার্থসম্প্রচার ও সীতাচরিত-কথা—রামায়ণ যেন এই ত্রিবেণী-তীর্থ। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রমাণিত হবে, বাল্মীকির মহাকাব্যখানির প্রবাহ-রচনায় এই ত্রয়ীর দাপট প্রায় তুল্যানুতুল্য। সাধারণের কাছে প্রথম ও তৃতীয়ের কথাই পরিচিত, দ্বিতীয়টি মনে হতে পারে অভিনব। তবে অভিনব হ'লেও, আশা করি, তার গুরুত্ব নিশ্চয় স্বীকৃতি পাবে। রামচরিত-কথাই রামায়ণের সর্বাপেক্ষা লোকবিশ্রুত পরিচিতি। আমাদের কাছেও সেটা যথাযোগ্য সমাদরে স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, রামায়ণ-কাহিনীর অর্ধাংশ জুড়ে আছে যে রাবণ-উপাখ্যান, বা ওরই আনুষঙ্গিকরূপে রয়েছে যে বানর-জাতির বিশাল ভূমিকা,—সে সবই রামচরিত-কথায় অন্তর্লীন। সীতাচরিতকে লোকে জানতো রামের সঙ্গে দাম্পত্য-সূত্রে যুক্ত শুধু এক পরমা সতীসাধ্বী রমণী-জীবনের ব্যক্তিগত মহিমার সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধরূপে, সুতরাং বিশাল মহাকাব্যের বিপুল বিস্তারের তুলনায় প্রায় একটা পরিশিষ্টরূপে,—অথবা, বিপুল আয়োজনের অনেক কিছুর মধ্যে কেবল একটা প্রয়োজনীয় আঙ্গিকরূপে। —আমরা এখানে গণ্ডি ভেঙে দিয়ে তার বিস্তার বা সম্প্রসারণ ঘটিয়েছি,—এবং চেষ্টা করেছি প্রমাণ করতে যে সেটা রামচরিতেরই সমতুল। বেদার্থ-সম্প্রচার ব্যাপারটা হয়েছে একরকম সেতুবন্ধের মতো,—সামান্য সীতা ও অসামান্য সীতা, ক্ষুদ্র সীতা ও বৃহৎ সীতা, ব্যক্তি-সীতা ও পরমাপ্রকৃতিরূপিণী সীতা, রাজকন্যা-রাজবধূ-সীতা ও দেবমায়া-দেবাত্মিকা সীতা,—এই দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন। কতো দূর সার্থক বা সফল হয়েছে ঐ চেষ্টা, তা নির্ণয়ের ভার রইলো পাঠকের উপর।

এখানে যেটা বিশেষ বলবার কথা, তা হলো, ঠিক ঐ ত্রিবেণী-সঙ্গমের মধ্যে 'সীতাতত্ত্ব' যখন স্থান পায় নি তখন মাঝে মাঝে তার যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা তো উপেক্ষিত হলেও হতে পারে? পারে বৈ কি। তবে মূলের ওপর টেক্কা দিয়ে তো ভাষ্য গড়ে তোলা যায় না। মহর্ষি নিজে যখন নানা ভঙ্গিতে সীতাতত্ত্বের সংকেতমাত্র দিয়ে চলে গেছেন, তখন আমাদেরও পর্যাপ্ত সমীহ বজায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রেখে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হবে। তাই ত্রিবেণীর মধ্যে এর স্থান দেওয়া বা একে নিয়ে সরাসরি কোনো 'চতুষ্কোণ' রচনা করা সম্ভব হয় নি।

পূর্বালোচিত 'সীতাতত্ত্বে'র মধ্যে এসেছে—'পরমাপ্রকৃতি', 'দেবমায়া-বিষ্ণুমায়া', 'বেদময়তা'—প্রভৃতি সীতাসত্তার আন্তর বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক আলোচনা। অবশেষে ঐ তত্ত্বের প্রতিপাদন সম্পর্কে অতি সন্তর্পণে মহর্ষির কল্পলোকের অন্তঃপুরে বেদপূর্ব আগমভাব বা শাক্তভাবের প্রতিফলনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করা হয়েছে। বাল্মীকি-প্রদত্ত ইংগিত অনুযায়ী আমরা যে সীতাকে আদ্যাশক্তি রূপে বরণ করে নিতে উৎসাহী, এটাও হয়েছে পরিব্যক্ত।

এখানে ঐ সম্পর্কে আর এক ধাপের কথা আনা যাক। এই যে একটু আগেই শক্তিবাদ-এর প্রসঙ্গ তুলে রাম-বাদ, শিব-বাদ ও কৃষ্ণ-বাদ-এর উল্লেখ করা হয়েছে, এরা যেন বেশ একটু নীচের ধাপের অর্থাৎ পরবর্তীকালের ব্যাপার, এদের উপরে রয়েছে বিষ্ণুর আধিপত্য— যদিও সেও শক্তিবাদী সূত্র অনুযায়ী 'বিষ্ণু-লক্ষ্মী' এই ভাবের বাঁধনে বাঁধা। 'বিষ্ণু-লক্ষ্মী'র পরবর্তী অবতারই যে 'রাম-সীতা' এটা যেন পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত। তবে লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্কটা যেমনই হোক, সীতা যে রাধার অনেক পূর্ববর্তী, অথবা সীতারামের পরবর্তী অবতারই যে রাধাকৃষ্ণ, এটা বৈষ্ণব সাহিত্যেই নানাস্থানে স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের সীতাতত্ত্বের আলোচনায় লক্ষ্মীকে যদি স্বতন্ত্র দেবী রূপে নেওয়া যায় তো সে পৃথক ব্যাপার,—সে কথায় আমরা পরে আসছি,—বিষ্ণু-লক্ষ্মী ভাবে সম্বদ্ধা যে লক্ষ্মী, তাঁর সীতা-পূর্ববর্তিতা মেনে নেওয়ার কোনো বাধ্যতা দেখি না। প্রথম ও প্রধান কারণ, 'বিষ্ণু-লক্ষ্মী'র আদি উৎস যে বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ তার চেয়ে অনেক প্রাচীনতর, মাঝখানে প্রায় হাজার বছরের ব্যবধান। বাল্মীকি-রামায়ণে এই সীতা-লক্ষ্মী সমস্যাটির সমাধানের পথ নানা কারণে হয়ে আছে বিশেষ কণ্টকিত।

"সীতা লক্ষ্মীর্ভবান বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ"—

যুদ্ধকাণ্ডে (১১৭।২৭) ব্রহ্মার মুখের এই উক্তিটাই সম্ভবত ঐ লক্ষ্মীর অবতার রূপে সীতা-কল্পনার একমাত্র স্পষ্ট নিদর্শন। এ ছাড়া অবশ্য,—অনসূয়ার মুখে "শোভয়িষ্যামি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্" (অযোধ্যা—১১৮।২০), শূর্পণখার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুখে সীতার বর্ণনায় "শ্রীরিবাপরা" (অরণ্য—৩৪।১৬), রামের মুখে "পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিবরূপিণী" (উত্তর—৯৮।৪),—এই ভঙ্গিতে সীতাকে 'শ্রী'-র (লক্ষ্মীর নামবিশেষ) সঙ্গে উপমিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত কিনা সে-বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর 'শ্রী' বলতে যে 'শ্রীসূক্তে'র কথা মনে পড়ে, সে তো আছেই।

তবে আরো বড়ো কথা এই,—সেই যে একেবারে মহাকাব্যের সূচনায় পাওয়া গেল 'জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা' (আদি—১।২৭), তার পর ৬৬তম সর্গের আগে আর সীতার কোনো উল্লেখ নেই। রাম-অবতারে বিষ্ণু আসছেন, এ সংবাদ আমরা পেয়ে গেলাম আদিকাণ্ডের ১৫শ সর্গে। দেবতাদের অনুনয়ে বিষ্ণু সম্মত হলেন দশরথের পুত্র রামচন্দ্র হয়ে জন্ম নিতে, কিন্তু সেখানে লক্ষ্মীর কোনো উল্লেখ নেই। নেই ঐ একই সঙ্গে প্রত্যাশিত এমন একটা ঘোষণা যে বিষ্ণু আসছেন রাম রূপে দশরথের ঘরে, লক্ষ্মীও আসছেন সীতা রূপে জনকের ঘরে। বরং দেখি মহর্ষি 'লক্ষ্মী' সম্পর্কে রইলেন সম্পূর্ণ নীরব নিস্পৃহ। পরে ৫১টি সর্গ পার হয়ে যাওয়ার পর যথাকালে এক মহান বিস্ময়কর আবির্ভাবের উপযোগী প্রস্তুতি নিয়ে জানালেন অযোনিজা সীতার ভূগর্ভ থেকে আবির্ভাবের কথা। এই সীতা-জন্মবার্তার কিন্তু ত্রিসীমানায় নেই 'লক্ষ্মী' বা 'শ্রী'-র প্রসঙ্গ। * * অতঃপর হরধনুভঙ্গ, সীতার বিবাহ, পরশুরাম-কাহিনী, অযোধ্যায় বধূবরণ—যা কিছু ঘটনার বিবরণ, কোথাও ঘুণাক্ষরে পাওয়া যায় না লক্ষ্মীর ক্ষীণতম উল্লেখ। অতএব স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যায় বাল্মীকি-রামায়ণে রামের কথা যেমনই হোক সীতা চলেছেন সীতারই মতো—লক্ষ্মীর অবতারত্ব বজায়-করা কোনো ছাঁচে নয়।

সীতার পূর্বসংস্করণ বলে যা খুঁজে পাওয়া যায় সে 'বেদবতী'। এখানে-ওখানে দু'একজনের মুখে সীতা-সম্পর্কে লক্ষ্মীর সাদৃশ্য-সূচক কথা ছিটকে বেরিয়ে এলেও, বাল্মীকির হাতে পুরো লক্ষ্মীর ছাঁচ দেখা দেওয়ার উপায় নেই। সীতা যদি লক্ষ্মী, তবে বেদবতী-কাহিনীর স্থান কোথায়? বরং দেখা যায়, এটাতেই সংগতি-সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ। পূর্বজন্মে 'বাঙ্ময়ী কন্যা' [দ্রঃ ১৬শ অধ্যায় (খ)। (এ)], পরজন্মে 'ভূমি-কন্যা'। উভয়ক্ষেত্রেই 'অযোনিসম্ভবা' এবং মূলত তপঃপ্রসূতা, তপঃপালিতা। বেদবতী-আখ্যানে তপস্যা প্রথমে পিতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের, পরে স্বয়ং বেদবতীর। জানকী-আখ্যানে প্রথমে তপঃসিদ্ধা বেদবতীর সীতা রূপে পুনরাবির্ভাব, পরে রাজর্ষি জনকের সীতার যথাযথ সংরক্ষণের জন্য তপস্যার দ্বারা দেবতাদের অনুগ্রহলাভ (আদি—৬৬।২৩)। লীলাবসানে সীতার ভূগর্ভে তিরোভাব সম্পর্কে যে বলা হয়েছে—"নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ" (উত্তর—৯৮।১৪), সেখানেও লক্ষণীয় সীতার তপোবল। তবে তপোবলের 'তপঃ' হলো 'ত্বদাশ্রয়' বা রামময়তা বা সেই আদিকথা—'বিষ্ণুমায়া'—যিনি 'দেবমায়েব নির্মিতা', তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব। তলিয়ে বুঝলেই দেখা যাবে—সেই একই ব্যাপার—আদ্যাশক্তির লীলা। আদ্যা-শক্তির দ্বারা বিষ্ণুরূপ রাম লীলায়িত,—যেমন তন্ত্র-সংহিতায়—'তপ-তপ-তপ'-বচনে কারণ-সাগরে তপ্যমান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কঠিন পরীক্ষা—পরীক্ষান্তে ঐ ত্রয়ীর মধ্যে মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ ও শিব-শক্তি-লীলার অবতারণা। ওখানে শিব নিয়ে, এখানে রাম নিয়ে, একই মহাশক্তির লীলা।

'তপঃ'—কথাটা যখন এসেই গেল, আর 'তপঃ' শব্দটা নিয়েই যখন রামায়ণের সুরু, এবং তপঃ বা ধ্যান থেকেই যখন মহর্ষির মহাকাব্যের উৎপত্তি, তখন আমাদের পুনর্ধ্যানের মূল-প্রতিমা যে সীতাকে নিয়ে এই সীতাতত্ত্বের বিশ্লেষণ, সেই সীতাসত্তার গঠনে তপ বা অভিতপ কিভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে এবং সে সম্পর্কে মহর্ষিদত্ত সংকেত কী পাওয়া যায়, এখানেই সেটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য আমাদের ঐ আদ্যাশক্তি-ভাবনার সহায়ক ও সমর্থক কিছু হাতে পাওয়া।

সীতা 'দেবমায়া' বা 'বিষ্ণুমায়া', সুতরাং মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-প্রোক্ত 'সাবিত্রী' বা 'গায়ত্রী' অভিধা সীতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,—এই যে আমারা বুঝিয়ে এসেছি [(১) ১৬শ-খ (ঋ), (২) ১৬শ-ঙ], সেই 'গায়ত্রী'র বেদমাতা-ও-দেবমাতা রূপের উৎপত্তিমূলে অভিতপ বা গভীর ধ্যানের কথা অভিজ্ঞমহলে সুবিদিত। সব্যাহৃতিকী [ব্যাহৃতি-যুক্ত, (ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ এই তিনটিকে বলে ব্যাহৃতি বা মহা-উক্তি)] গায়ত্রী-ই পূর্ণাঙ্গ গায়ত্রী-মন্ত্র [যথা—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ], এই গায়ত্রীই বেদমাতা [নচেৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যাহৃতি-শূন্য (তৎসবিতুঃ······প্রচোদয়াৎ' কেবল এই অংশটি) অবস্থায় সে শুধুই দেবমাতা]—অভিধেয়া। উৎপত্তি-কথাটা এইরকম :—

প্রজাপতির	১ম সৃষ্টি :—	ত্রিলোক —	পৃথিবী —	অন্তরীক্ষ —	স্বর্গ—
↓			↓	↓	↓
চললো তাঁর অভিতপ :	২য় ,, :—	ত্রিদেব —	অগ্নি —	বায়ু —	সূর্য
			↓	↓	↓
,, ,, ,, :	৩য় ,, :—	ত্রিবেদ —	ঋক্ —	যজুঃ —	সাম
			↓	↓	↓
,, ,, ,, :	৪র্থ ,, :—	ত্রি-ব্যাহৃতি—	ভূঃ —	ভুবঃ —	স্বঃ
,, ,, ,,	৫ম ,, →		→	ওঁ	

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৭।১-৩) এইভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রজাপতির পর্যায়ক্রমে তিনটি অভিতপের (প্রাণসার উদ্ধারার্থ গভীর ধ্যানের) ফলে —'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ব্যাহৃতিত্রয়ের সৃষ্টি হয়। এরা হলো—ত্রিলোক-ত্রিদেব-ত্রিবেদের ক্রমসমুচ্চয়মূলক সারাংশ। তারও সমুচ্চয়াত্মক সারাংশ ঐ একটি মহাশব্দ 'ওম্'। এইভাবেই গায়ত্রী (যার অবিচ্ছেদ্য অংশ ব্যাহৃতিত্রয়, এবং যার আদিতে ও অন্তে ওঁ উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক) হলো বেদমাতা (ঋক্-যজুঃ-সাম) এবং দেবমাতা (অগ্নি-বায়ু-সূর্য সকল দেবতার প্রতিনিধিস্থানীয়)।

এইবার বোধ হয় বুঝে নেওয়া অনেকটা সহজ হবে, দেবমায়া ও গায়ত্রীরূপা বলেই সীতার ভূমিকন্যা-অগ্নিকন্যা-সত্তার কল্পনা অনায়াসে স্থান পেয়েছিলো মহর্ষির মধ্যে। আর, **সীতার অমন মূর্তি ধ্যানলভ্যা বলেই প্রয়োজন হয়েছিলো মহর্ষির অমন গম্ভীর ধ্যান বা অভিতপ।** সহজ হবে বুঝে নেওয়া,—যাঁর সত্তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবী-অন্তরীক্ষ-স্বর্গ এই ত্রিলোকের প্রাণরস,—তাঁর পক্ষে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া—পরমাপ্রকৃতিরূপিণী হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। সীতা-সত্তার বেদপ্রাণতা সম্পর্কেও স্পষ্ট সংকেত মিলবে—ঐ ৩য় সৃষ্টি ঋক্-সাম-যজুঃ এই ত্রিবেদের অন্তর্ভুক্তি থেকে। আর **'আদ্যাশক্তি'**? যদি গায়ত্রীরূপা-**ই** বলা গেল, তবে আর 'আদ্যাশক্তি'-কল্পনার বাধা কোথায়?

'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গায়ত্রীর এই যে মূল অংশটা, সায়ণ-ভাষ্য অনুযায়ী, এখানকার "তৎসবিতুঃ"—এর ব্যাখ্যা "জগৎপ্রসবিতুঃ", অর্থাৎ "জগৎস্রষ্টা সেই পরব্রহ্মের"। নিরুক্তকার যাস্ক-ও বলেছেন, 'সবিতা' এখানে 'সর্বস্য প্রসবিতা', যাঁরই অপর নাম 'প্রজাপতি'। সুতরাং সমগ্রটার ব্যাখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো,—"সেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ (ভর্গঃ) আমরা ধ্যান করি, যে তেজ (যো ভর্গঃ) আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন (বা পরিচালিত করেন)।" সুতরাং পরব্রহ্মের 'তেজ'-টাই অর্থাৎ 'শক্তি'-টাই উপাসকের ধ্যানের বস্তু। তাই তো গায়ত্রীর ধ্যানে ঐ শক্তিকে 'দেবী'রূপে ('দেব'-রূপে নয়) কল্পনা করা হয়েছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে গায়ত্রী হয়েছেন যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণীরূপে এবং কুমারী, যুবতী ও বৃদ্ধা রূপে ধ্যেয়া। এবং একই গায়ত্রীর তিনটি নাম,—গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী—যথাক্রমে প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালীন ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত। তিনটি বেদকেও ঐ ধ্যানসূত্রে যুক্ত করা হয়েছে এই বলে যে, প্রাতর্ধ্যানের যিনি ব্রহ্মাণী-কুমারী, তিনি ঋগ্বেদীয়া,—মধ্যাহ্নের যিনি বৈষ্ণবী-যুবতী, তিনি যজুর্বেদীয়া,—আর, সায়াহ্নের যিনি রুদ্রাণী-বৃদ্ধা, তিনি সামবেদীয়া। পাঠক লক্ষ্য করুন, সব কিছুর মধ্যেই এক 'দেবী'-ভাবনা। বলা বাহুল্য, এই দেবীই আদ্যাশক্তি।

আমরা যে বলেছি, মহর্ষি কেবল সংকেতমাত্র দিয়ে গেছেন,—স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি,—এবারে নিশ্চয় তার কারণ স্পষ্ট বোঝা যাবে। সীতাকে তিনি প্রকৃতিরূপিণী রূপে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্যের সঙ্গে একাত্মরূপে, বুঝিয়েছেন যে সীতা ছিলেন বেদাত্মিকা, আমাদের বুঝে নিতে দিয়েছেন যে সীতা এসেছিলেন কার্যত বেদপ্রচারিকারূপে, স্পষ্টাক্ষরে সীতাকে বলেছেন 'দেবমায়া', সুতরাং গায়ত্রীস্বরূপা,—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওর বেশি আর কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমরা সেই তাঁর না-বলা কথাকেই উদ্ধার করে দেখালাম, **সীতাই আদ্যাশক্তি**।

তবে সীতাতত্ত্বের এটাই শেষ কথা নয়। আদ্যাশক্তির বহুবিধ সংস্করণের মধ্যে সীতা অন্যতমা, এটাতে আমরা রাজি নই। তাঁর স্থান অনেকেরই ঊর্ধ্বে, বোধ হয় তাঁকে কারও চেয়ে খাটো মনে করার প্রয়োজন হয় না। 'বিষ্ণু-লক্ষ্মী'র 'লক্ষ্মী'র দাবী তো আমরা আগেই খারিজ করে দিয়েছি। স্বতন্ত্র দেবী হিসাবে যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক 'লক্ষ্মী'কে কেউ কেউ অধিকতর প্রাচীনত্ব ও মৌলিকতার গৌরবে মণ্ডিত করতে চেয়েছেন, সেখানে স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব ধরা পড়ে। তাঁরা খালি দেখেছেন 'এ লক্ষ্মী সমুদ্রোত্থিতা, এবং সমুদ্রে তিনি ছিলেন পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা। সমুদ্র-মন্থনে এঁকে পাওয়া যায় এবং ইনি বিষ্ণুবক্ষে আশ্রয় নেন।' কিন্তু এ তো গল্পটার অংশবিশেষ, শেষ অংশই বলতে হবে। কেন লক্ষ্মীকে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো, কেনই বা সমুদ্রমন্থন করতে হয়? * * অমনি বেরিয়ে পড়বে সবকিছুর মূলে ছিলো দুর্বাসার শাপ। ইন্দ্রের অপরাধেই হোক, আর যাই হোক, মুনিশাপেই লক্ষ্মীকে স্বর্গপুরী ছেড়ে জলধিগর্ভে বরুণ-পুরীতে আশ্রয় নিতে হয়। আদিতে তিনি স্বর্গপুরীতেই ছিলেন বিষ্ণু-প্রিয়া ('হরিপ্রিয়া', 'নারায়ণপ্রিয়া') রূপে। মন্থনে সমুদ্রোত্থিতা হয়ে তিনি শুধু পুনর্মিলিত হন মাত্র। অতএব স্বাতন্ত্র্যের কোন দাবী গ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া যে দেবী মুনিশাপের অধীন, তাঁর আবার আদ্যাশক্তি হওয়ার কী দাবী থাকতে পারে? কী বা ঐ ক্ষীরসমুদ্র-খ্যাতি (না, অখ্যাতি?)-যুক্ত লক্ষ্মীর নিজস্ব কোনো শক্তি-লীলা? অর্বাচীন কালের লক্ষ্মীর পাঁচালী এঁকে আরো ক্ষুদ্র করে রেখেছে। ঋগ্বেদের শ্রী-সূক্তের যে 'শ্রী' (লক্ষ্মী-বাচক) তিনি অনেকখানি প্রকৃতিময়ী বটে, কিন্তু সমুদ্রোত্থিতা লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, হরিণীরূপে বিচরণকারিণী লক্ষ্মী ইত্যাদি নানা অর্বাচীন কালের পৌরাণিক রূপের আরোপ ঘটেছে ঐ 'শ্রী'-তেও। তা ছাড়া, শ্রী-সূক্তের উদ্ভব অগ্নির কাছে প্রার্থনা-সূক্তে, যে-অগ্নি আদি-সৃষ্ট ত্রিদেবের (অগ্নি-বায়ু-সূর্য) অন্যতম। আর এই 'শ্রী' সাধারণ সংসারী মানুষের অভ্যুদয়ের জন্য কাম্য বিবিধ শ্রীসম্পদের একটা ঘনীভূত রূপ-বিশেষ। 'অলক্ষ্মী' বা অকল্যাণ হোক দূরীভূত, নেমে আসুক বিচিত্র অবদানের মধ্যে বিপুল লক্ষ্মী-শ্রী—এই প্রার্থনাই এখানকার সার কথা। শক্তিতত্ত্বের মূলভাব অনুযায়ী শক্তি-দেবী বলতে যা বোঝায়, শ্রী-সূক্তের 'শ্রী'র সেই পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঋগ্‌বেদের দেবী-সূক্তের 'দেবী'র ভূমিকা। অনেকের মতে এই দেবী-সূক্তের মধ্যেই রয়েছে শক্তিবাদের মূল বীজটি নিহিত। কিন্তু আদ্যাশক্তির মহিমার দাবী এই দেবীর ক্ষেত্রেও স্বীকার্য নয়। প্রথমত ইনিও স্বয়ম্ভূবা ন'ন। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা, 'বাক্' নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপলব্ধির মুহূর্তে ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা হয়ে, যে মন্ত্রাষ্টক আবৃত্তি করেছেন ('অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইত্যাদি), সেটাই 'দেবীসূক্ত' নামে বিখ্যাত। এক তো, ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিকন্যার অভাব নেই। তার ওপর নানা বৈদিক-উপবৈদিক গল্প-কাহিনী এই বাক্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার স্বরূপটাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। আবার তারও উপরে আধুনিক পণ্ডিতের আধুনিক ভাষ্য অনুযায়ী ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তের 'দেবী'র যে দুর্দশা ঘটতে দেখেছি, তাতে শুধু ঐ 'দেবী' নয়, সমগ্র বৈদিক সংস্কৃতিকে জুগুপ্সার হাত থেকে বাঁচানোই কঠিন।

কিন্তু 'সীতা'র গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা আজও কেউ কোথাও দেখাতে পেরেছেন কিনা জানি না। পরবর্তীকালীন ভাষা-রামায়ণের কথা নয়, নয় জাতকের কথা, অথবা ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, ফিলিপাইন, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের কথা,—মূল বাল্মীকি-রামায়ণের যে সীতা-কাহিনী, সেখানকার সীতা-সত্তার প্রকৃত স্বরূপটার উপর এখানে ওখানে কিছু অসতর্ক হস্তাবলেপ ঘটতে পারে বা সন্ধানী-দৃষ্টির অভাবে এমন ভাষ্য রচিত হতে পারে যাতে বাল্মীকির অসামান্য সীতা হারিয়ে যায় সামান্য সতী-সাধ্বী 'সীতা'র ভিড়ের মধ্যে,—কিন্তু সীতা-সত্তায় কোনো মারাত্মক গ্লানির প্রতি কেউ কটাক্ষপাতের স্পর্ধা আজও দেখান নি।

আসলে ঐ 'প্রকৃত স্বরূপটি' থেকে গেছে অনাবিষ্কৃত, উপেক্ষিত। মনে হয়, এর জন্য মূলত বিষ্ণুপুরাণই দায়ী,—আর দায়ী বেদের (বেদ-বেদান্তাদি বৈদিক সাহিত্যের) ও বৈদিক ভাবধারার আধিপত্য-রক্ষায় অতিরিক্ত গোঁড়ামি যা বেদপূর্ব 'আগমিকা'-কে ঠিক আমল দিতে চায় না। বিষ্ণুপুরাণ সীতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছে 'লক্ষ্মী'-প্রাধান্যমূলক নানা বুলি-বচনের জালে আটকিয়ে। পুরাণকারের বাঁধুনীটা এই,—বিষ্ণুর যেমন বারংবার অবতার গ্রহণ, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীরও তদ্রূপ। "হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ভূতা হন ; যখন ভার্গব রাম হন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন ; রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণজন্মে রুক্মিণী এবং অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু গ্রহণ করিয়া থাকেন।" [বিষ্ণুপুরাণ ১।৯, অনুবাদ : ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত] সীতা সম্পর্কে এখানকার উক্তি শোনায় একটা গোঁজামিলের মতো। সীতা-সত্তার কোনো পৃথক স্বীকৃতিই নেই এর মধ্যে। "তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন"— এই ভাবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলাতে বোঝায়,—ধ্যানস্থ হয়ে বাল্মীকি যে কোন্ গভীর অতীত থেকে আহরণ করেন তাঁর সীতাকে সেটা অনুধাবনের পরিবর্তে, অলৌকিকের কুয়াশা-জাল বিস্তার করে শুধু গল্পের আসর জমানোর চেষ্টা হয়েছে। আসরটা বিষ্ণুরই একচেটিয়া এবং লক্ষ্মীকেই সেখানে সর্বাধিষ্ঠাত্রী করে, অন্যান্য সমস্ত দেবী বা দৈবী মহিমাযুক্ত নারীচরিত্রকে ঐ লক্ষ্মীর ছত্রচ্ছায়ায় আংশিকভাবে তুলে ধরা।

কেবল বিষ্ণুপুরাণ নয়, অন্যান্য পুরাণও, দেখা যায়, লক্ষ্মী-প্রাধান্যের কোরাস গেয়ে চলছেন। অনেক ক্ষেত্রেই সীতার উল্লেখ আছে কিন্তু বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ প্রকৃত সীতা নয়,—লক্ষ্মীরই প্রকারভেদ মাত্র। আবার যে আদ্যাশক্তি-চেতনার আলোকে আমরা বাল্মীকির সীতা-ভাবনার স্বরূপ উদ্ধার করতে চেয়েছি, সেই 'শক্তি'-মহিমাও পূর্ণমাত্রায় আরোপিত হয়েছে লক্ষ্মীর উপর। কিন্তু ঐ মহিমার সবটাই স্তুতি, ঘোষণা বা বিবৃতিমাত্র—'just a recital'—সীতার মতো একান্ত নিজস্ব সক্রিয় ভূমিকায় প্রমাণিত-প্রতিফলিত নয়। "ইনিই সেই পরমা শক্তি : ইনি মন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী : ইনিই হইলেন সর্বজগৎ-প্রসূতি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি : (কোথাও বা) এই দেবীই বেদাত্মা"—এই ধরণের বিবৃতিই সার। পক্ষান্তরে সীতার বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াবহুল জীবনেই প্রমাণিত যে, তিনি এসেছিলেন সৃষ্টির আদিভূতা মহাশক্তিরূপিণী-সত্তায় রামকে লীলায়িত করার উদ্দেশ্যে, বেদ-প্রাণ ভারতকে আপন বেদাত্মিকা শক্তিতে বেদের সম্প্রচারসূত্রে বিভেদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধনে শক্ত করে বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, সেটাই আমরা দেখিয়েছি এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদ-পরম্পরায়।

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যরূপে সর্বত্র শুনি, তিনি বিষ্ণু-লীলা-সহায়িনী। সীতার মাহাত্ম্য রাম-লীলা সহায়িনীরূপে নয়, রাম-লীলার রূপায়ণে,—রামচরিতের বিস্তার-সাধনে। আমরা বারে বারেই স্মরণ করেছি বাল্মীকি-বাণী 'কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ', এবং দৃষ্টান্ত যোগে বুঝিয়ে এসেছি, সীতাচরিতেই রামচরিত আশ্রিত। এটাই তো আদ্যাশক্তির কাজ। লক্ষ্মী প্রভৃতির মতো 'পরমাশক্তি' সেজে বসে থাকা আর স্তুতিবন্দনায় আপ্যায়িত হওয়া নয়, আপন শক্তিকে জগতের কাজে লাগানোই সীতার জীবনব্রত। তাই বলেছি আদ্যাশক্তির বহু সংস্করণের মধ্যে সীতা অন্যতম,—এতে আমরা রাজি নই, ঐ শক্তি হিসাবে সীতা অনন্যা এটাই প্রতিপাদ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তবে 'আদ্যাশক্তি' বলতে যে একান্তই কাল্পনিক একটা দেবীরূপ বোঝায় সীতা ঠিক তা নন। তার দৃষ্টান্ত কালী, চণ্ডী প্রভৃতি। অমন চরিত্র-রচনা তন্ত্র-পুরাণাদির কাজ। বাল্মীকির ধ্যানলব্ধ সীতা একান্তই দেবী-চরিত্র ন'ন, বরং পরিপূর্ণ এক মানবী—দৈবী মহিমার অধিকারিণী,—ঠিক যেমন রামায়ণের রামও দেবতা ন'ন, পরিপূর্ণ এক মানব-চরিত্র—'নরচন্দ্রমা' নরশ্রেষ্ঠ, চরিত্র-মহিমায় দেবোপম অথবা দেবতারও ঊর্ধ্বে। বাল্মীকি পুরাণ রচনা করতে বসেন নি। তা হলে আর ধ্যানের প্রয়োজন হতো না। এই যে জগতে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ মানব-মানবী নিয়ে দেব-মহিমা-পরাভবকারী চরিতকথায় বিশ্বকল্যাণকর বিশাল মহাকাব্যরচনা, এই জন্যই বাল্মীকি বিশ্বের আদি-কবি,—রামায়ণ বিশ্বের আদি মহাকাব্য।

তাঁর সীতা একান্তই কল্পনালভ্যা আদ্যাশক্তি দেবী ন'ন,—আদ্যাশক্তি-সুলভ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে সক্ষম নারী-আদর্শের শ্রেষ্ঠ সংস্করণ। অন্যদেবীদের মাহাত্ম্য-গানে বলা হয়—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিস্বরূপা। কিন্তু সে তো পার্থিব জীবন-নিরপেক্ষ দেবী-প্রকৃতি। সীতা পার্থিব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সীতাকে যে পরমা-প্রকৃতি বলা হয়েছে—সে এই জড়-চেতনময় বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে জীবন্ত একাত্মতার ভিত্তিতে। রামায়ণে এই একাত্মতার যে সুদীর্ঘ নিবিড় পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার বেশ কিছু নির্বাচিত অংশ আমরা পাঠককে উপহার দিয়েছি। **আদ্যাশক্তির এমন মানবী রূপও আর কোথাও নেই, পরমা-প্রকৃতির এতো বিশাল ও এমন সজীব মানবী-সংস্করণও আর কোথাও নেই।** মহাকবি কালিদাস কবিগুরু বাল্মীকির ঋষি-ধ্যান-সঞ্জাত এমন চরিত্রায়ণে মুগ্ধ হয়ে ঐ বিরাট রূপায়ণের অংশবিশেষের একটা পৃথক ছাঁচ তুলে ধরেছেন তাঁর শকুন্তলা-চিত্রে, (৪র্থ অঙ্ক), আর সরাসরি সীতা-চিত্রও খানিকটা প্রতিফলিত করেছেন রঘুবংশের ১৩শ সর্গে [৭ম পরিঃ (ক) দ্রষ্টব্য], বেদাত্মিকা সীতা-সত্তারও স্বহস্তে আরতি করেছেন ঐ কাব্যের ১৫শ সর্গে [১৬শ (খ) ও ১ দ্রষ্টব্য]।

এইবার সীতাতত্ত্বের শেষ কথাটি বলি। সীতা যে দেখা দিয়েছিলেন মাটির বুকে, মহর্ষির ধ্যানসঞ্জাত এই কল্পনার কোনো জুড়ি নেই। সীতা ভূমি-কন্যা, অগ্নি-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কন্যা, অগ্নি-বায়ু-সূর্যাদির সঙ্গে একাত্ম এক বিরাট সত্তা,—এ সব আমরা আগেই অনেকবার দেখিয়েছি,—তার কোন পুনরাবৃত্তি এখানে নয়। শুধু ঐ একটাই যথেষ্ট যে, সীতা এসেছিলেন মাটির বুকে। যথেষ্ট—তার কারণ,—ঐ ভাবে জন্ম নিয়ে সীতা হয়েছেন জগতের সকল দেশের, সকল কালের, সকল জাতির। সীতা যে মিথিলার মাটিতে জন্মান, ওটা খণ্ড সত্য; পূর্ণ সত্য এই যে, সীতার জন্মভূমি মিথিলা নয়, পৃথিবী। মৈথিলী হয়েও সীতা পৃথ্বীকন্যা। ঐ একই লগ্নে জন্মান তিনি গোটা ভারতের মাটিতে, এবং ভারত ছাড়িয়ে ধরিত্রী-বক্ষ বলতে যতো কিছু বোঝায়, সেই সমস্ত দেশের মাটিতে। চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা, সবাই মনে করুক না—তাদের মাটিতেও ঘটে সীতার আবির্ভাব। এটাই যে মহর্ষি চেয়েছেন। নচেৎ কেন আসবে জন্মের উৎসরূপে মাটির কল্পনা? [আরো কথা আছে প্রস্তাবটির অনুকূলে। পাওয়া যাবে দ্বিতীয় ধাপের অন্তিমে।]

দ্বিতীয়ত, মাটি মানেই কৃষি। সুতরাং সীতা কৃষির প্রতীক, এটা ঠিকই। কিন্তু কৃষি যেন থাকে না পড়ে কেবল গরীব কৃষকের হাতে। পায় যেন সে রাজার হাতের ঐকান্তিক দরদী পরিচর্যা। তাই তো বাল্মীকির সীতার জন্ম হয় মিথিলা-রাজ জনকের ঘরে। সীতা-কাহিনীর মাধ্যমে সাড়া জাগুক বিশ্বের রাজশক্তি-মহলে যে, জনকের নিজহাতে কৃষিক্ষেত্রের পরিচর্যা কেবল ব্যক্তিবিশেষের রাজর্ষি-চরিত্রের নমুনামাত্র নয়, সকল রাজাকেই বা রাজশক্তিধারীকেই হতে হবে ঐ জনকের মতো কৃষিদরদী আদর্শধারী। কৃষিকে তাঁরা আপন কন্যার মতো মমতাভরে লালন করুন, সমৃদ্ধ করুন আপন রাজশক্তিতে, ছড়িয়ে দিন ঐ সমৃদ্ধি নিজ নিজ রাজ্যময়, ঘুচে যাক দারিদ্র, দিকে দিকে দেখা দিক শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, রাজকীয় ঘটকালিতে কৃষির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের হোক শুভ গাঁটছড়া-বাঁধার নিত্য উৎসব,—আর ঐ জনকেরই আদর্শে রাজারা তাঁদের ব্যক্তিজীবনে থাকুন ত্যাগ, ঔদার্য, প্রজ্ঞাভূয়িষ্ঠতা, শ্রমনিষ্ঠা প্রভৃতি রাজর্ষি-চরিত্র-ধর্মের অনুশীলনে ব্যাপৃত।

এ সবই যে ত্রিকালদর্শী ঋষি বাল্মীকির কবিধ্যানের অন্তঃপুরীয় বার্তা। ধ্যানী মুনিবর সুদূর অতীতে তমসা-তীরস্থ কাননাশ্রমে ধ্যানে বসেই বর্তমানকে দেখতে পেয়েছিলেন, তাই তো তাঁর সীতাকে তিনি পাঠিয়ে দেন জনকের ঘরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইবার সেই প্রথম ধাপের বাকী কথাটা। **সীতা আদ্যাশক্তি,**—এর সংকেত-মাত্র স্থান পেয়েছে মহর্ষির হাতে। আদ্যাশক্তি মাতৃরূপে ধ্যেয়া। **সীতা লোকমাতা,**—এটা আর সংকেতে ব্যক্ত নয়,—রামায়ণে এ এক ঘোষিত সত্য বিশেষ। তবে সাধারণে যা ভাবে, মহর্ষির হাতের লোকমাতা-সীতার মাতৃত্বের বহর তার চেয়ে অনেক বড়ো। **বিশ্বলোকের মাতা হয়েই সীতা হয়েছেন লোকমাতা। বিশ্বের কারণেই তিনি জন্ম নেন বিশ্বময়ী ধরিত্রীর গর্ভে।** দেখা দেন কৃষির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে। কৃষিরূপে সকলের মুখের অন্ন যুগিয়েই তো **সীতা বিশ্বমাতা,—যাঁর কাছে কোনো ভেদ নেই দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে।** কৃষির প্রতীক 'সীতা'-র আশ্রয় যখন বিশ্ববাসীমাত্রেরই অপরিহার্য, তখন **মহর্ষির ধ্যানের ধন 'সীতা'-প্রতিমাখানি দেশ-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই পরম আরাধ্যা। 'আদ্যাশক্তি' না হলে কি ঠিক এই মা হওয়া যায়? তবে সীতায় প্রকটিত আদ্যাশক্তি কেবল হিন্দুর দেবতা বলে চিহ্নিত ন'ন, তিনি বিশ্ববাসীর দেবতা।** কল্পিত দেবতা ন'ন,—জীবন্ত মাতৃ-দেবতা। সীতার এই যে সর্বজনীন, সর্বজাতিক, সর্বদেশীয় মাতৃসত্তা,—**মহর্ষির সীতাধ্যানের এইখানেই অনন্যতা।** বিশ্বের মানুষ তাঁকে বরণ করে নেবে 'সীতা-মাতা' রূপে,—এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই 'পুনর্ধ্যান'—এই সীতাতত্ত্ব-প্রতিপাদন।

তৃতীয়ত, সীতা বেদপ্রাণা, সীতা বেদপ্রচারব্রতধারিণী। 'বেদ' মানেই জ্ঞান, যা ঘটায় মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং জাগায় বিশ্বাত্মতা-বোধ। কেবল ঐ সূত্রেই যে বজায় থাকতে পারে বিভেদের মধ্যে ঐক্য—কেবল ভারতে নয়, সারা বিশ্বে। তাই তো বেদাত্মিকা সীতা—বেদসার গায়ত্রীস্বরূপা যিনি—[দ্রঃ ১৬শ (খ)-(ঝ) ইত্যাদি], আপন জীবনে ঐ বিশ্বাত্মতার নিবিড় পরিচয় দেখিয়ে বেদ-সম্প্রচারধর্মী রামায়ণে গ্রহণ করেন এমন বিশাল নেপথ্য ভূমিকা।

চতুর্থত, মহর্ষির সীতা-চরিতের সারকথা রামচরিতের বিকাশসাধন। বিষ্ণু-অবতার রাম ন'ন, রঘুপতি-রাঘব 'রাজা-রাম'। এই রামের যে রাজ-আদর্শ রামায়ণে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে,—যথাযোগ্য আলোচনায় সেটাকে স্ফুটতর ক'রে আমরা বুঝিয়েছি যে, আজও ঐ আদর্শ সমাদৃত হওয়ার দাবী সর্বমান্য। ঐ সঙ্গে এটাও বোঝানো হয়েছে,—রামের রাজচরিত্র-বিকাশের ক্ষেত্রে সীতার ভূমিকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কতোখানি। সীতাই যে ঐ ব্যাপারে আধারভূতা,—সীতাকে বাদ দিয়ে রঘুবীর রামেরও অস্তিত্ব নেই, রাজা-রামেরও অস্তিত্ব নেই,—সীতা-লীলার আধারেই যে ঐ রাজ-লীলা আশ্রিত,—এখন আর এ প্রস্তাবের সমর্থনে, বোধ হয়, কেউ কুণ্ঠিত হবেন না।

* * *

* * *

এই উপ-পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে, এবং এছাড়া গ্রন্থখানির অন্যান্য পরিচ্ছেদে সাধারণভাবে আলোচিত সীতাতত্ত্বের আলোকে, আশা করি, সুধীমহলে এটা সুস্পষ্ট হবে কেন 'পুনর্ধ্যান'-মূলক গ্রন্থখানির সূচনায় পুনর্ধ্যানের আসরে সীতা-প্রতিমাকেই স্থাপন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিমার আসনে, রাম-রাবণাদি ঐ প্রতিমার পরিবার-পরিবেশ-রচনায় যথাযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ বলে কল্পিত হয়েছে।

* * *

* * *

একটা কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এবং বেশ বড়ো করেই মনে হতে পারে, যথা—

আদিকাব্য রামায়ণের উৎপত্তিমূলে দেখা যায় কী স্বর্গ-মর্তব্যাপী আলোড়ন,—দেবলোক-মর্তলোক সমভাবে আলোড়িত,—চলেছে বিপুল সন্ধান সদ্যোজাত ছন্দে কাকে নিয়ে হবে বিরচিত বিশ্বের আদি মহাকাব্য।

কোহন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান কশ্চ বীর্যবান।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥

—এই সন্ধানের ফলে যিনি বেরোলেন, তিনি রামচন্দ্র। তাঁকে নিয়েই হলো মহাকাব্য,—নাম 'রামায়ণ' (রামকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ)। এখানে তো সীতার স্থান নেই বললেই হয়। কেনই বা থাকবে? বাল্মীকি খুঁজেছেন নায়ক। নারদ দিয়েছেন তার সন্ধান। অতঃপর একবার নারদের মুখে, একবার বাল্মীকির মুখে পাওয়া গেছে নায়ক রামচন্দ্রের জীবনেতিহাসের জন্মাবধি রাজ্যভার-গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জীর আবৃত্তি, যে নক্সা অনুযায়ী রূপায়িত হবে আদিকাব্য রামায়ণ। এর মধ্যে সীতা নিয়ে কোন পৃথক চিন্তাই নেই। বহু নর-নারীর আনাগোনার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যে নায়কের পত্নীরূপে সীতার উল্লেখ,—বিবাহ—বনগমন—সীতাহরণ—সীতা-উদ্ধার—সীতা-বিসর্জন—কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই নেই। বলা বাহুল্য, এই নক্সা বা পঞ্জী রচনার মধ্যে—রামেরই একাধিপত্য।

এ অবস্থায় রামায়ণে সীতাচরিতের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা ও তার গুরুত্বের প্রশ্ন আসে কী করে ?

কিন্তু তবু যে এসেছে, তারই দলিল রূপে 'রামায়ণের পুনর্ধ্যান' গ্রন্থখানির আত্মপ্রকাশ। বিদগ্ধ-দরবারে এ দলিল খারিজ হয়ে যাবে, না কোনো মূল্য পাবে, তা বিধাতাই জানেন।

শুধু একটা প্রার্থনা। কেউ যেন না মনে করেন রামায়ণের রামকে গৌণ করে সীতাকে মুখ্য স্থান দেওয়াই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। অমন চিন্তা পোষণ করা মূঢ়তার নামান্তর। তা ছাড়া, এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে রাম-চরিত্রের ও রাম-চরিতের কালজয়ী মহিমা-সংক্রান্ত বহু মূল্যবান সংকেতই স্থান পেয়েছে, যার ভিত্তিতে শুধু যে এই চরিত্রের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাই নয়, তার উপর নবতর আলোকপাতও কারও দৃষ্টি এড়াবে না। সীতা-প্রতিমার আরতির আলোয় যুগপৎ ব্যক্তি-রাম ও রাজা-রামের মূর্তিখানি যে হয়েছে উজ্জ্বলতর, এটাও কারও দৃষ্টি এড়াবে না। আর, যে-রামায়ণের রামময়তায় মহাকাব্যের বিশাল আয়তন আদ্যোপান্ত মুখরিত, ঐ সুরে বাঁধা যার আবৃত্তি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সারা ভারতময়, সারা বিশ্বময়,—যেখানে আদিতে শোনা যায়,—

(১) রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম (১।২।৩২)
(২) প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥ (১।৪।১)

মধ্যে শোনা যায়,—

রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥

—যুদ্ধ। ১২৮।১০২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

6732

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুস্তকালয়
পুস্তকালয়
গুরুকুল কাংড়ী বিশ্ববিদ্যালয়

অন্তে শোনা যায়—

> আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
> নহ্যন্যোঽর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে॥
>
> —উত্তর ।৯৮।১৮

[(নহ্যন্যোঽর্হতি = ন হি অন্যঃ অর্হতি) হে রাম! এই যে জগতের আদিকাব্য, এ সম্পূর্ণ তোমাকে অবলম্বন করেই রচিত। রঘুকুলপতি তুমি ভিন্ন আর কে হবে এমন সেরা কাব্যের যশোভাগী ?]

—সেখানে কি রামকে গৌণ করার প্রশ্ন আদৌ স্থান পেতে পারে ?

না, ও-জাতীয় কোনো কিছুই নয়। কেবল 'সীতাতত্ত্ব' নিয়ে একটা নূতন আলোচনায় ও সীতা-সত্তার নূতন সমীক্ষায় সুধী-মহলে সাড়া জাগানোই এখানকার উদ্দেশ্য। প্রসংগত লক্ষ্য হয়েছে, রামায়ণ যে বেদ-প্রচারক গ্রন্থ, এ বিষয়ে চেতনা জাগানো।

*   *   *

সকলকে মনে রাখতে অনুরোধ করি, আসরটা আমাদের মূলত 'পুনর্ধ্যানে'র। তার জন্য আগেই প্রয়োজন হয়েছে মহর্ষির ধ্যানের স্বরূপ উদ্ধার। যদি সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল না হয়ে থাকে, তবে পুনর্ধ্যানের প্রয়োজন ও মূল্য যাচাই নিয়ে নিরপেক্ষ অভিমত দেখা দিক,—এটাই বিনীত প্রার্থনা।

———

> যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
> তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

GURUKUL KANGRI LIBRARY
Accession
Class on
Cat on
Tag etc.
Checked
Any Other
१४-१०-११

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar